

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

প্রথমার্দ্ধ—প্রথম চারি অধ্যায়

A SYSTEM OF RATIONAL THEOLOGY

IN SIX BOOKS

IN HARMONY WITH THE FUNDAMENTAL TEACHINGS
OF THE HIGHER HINDU SCRIPTURES

BY SITANATH TATTVABHUSHAN

Lecturer, Theological Society, Sadharan Brahma Samaj.

1. **Brahmajijnasa** (in English) ; An Exposition of the Philosophical Basis of Theism. Rs. 1-8.
2. **Brahmasadhan** (in English) or Endeavours after the Life Divine : Twelve lectures on spiritual culture. Rs. 1-8.
3. **The Philosophy of Brahmalism** : Twelve lectures on Brahma doctrine, *sadhan* and social ideals. Rs. 2-8.
4. **The Vedanta and its Relation to Modern Thought** : Twelve lectures on all aspects of Vedantism. Rs. 2-4.
5. **Krishna and the Gita** : Twelve lectures on the authorship, philosophy and religion of the *Bhagavadgita*. Rs. 2-8.
6. **The Theism of the Upanishads and other Subjects** : Six lectures on the religion of the *Upanishads* and the religious aspect of Hegel's philosophy. Rs. 2.
7. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal English translation :—The *Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, Taittiriya, Aitareya* and *Kaushitaki* Upanishads in Devanagar characters Rs. 2-8. (Second Edition).
8. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal Bengali translation :—উপনিষদ্ ১ম খণ্ড—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাতৃকা। ২য় খণ্ড—ষেতাষতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কোষীতকি। মূল্য প্রতি খণ্ড ১ টাকা। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ২০ টাকা।

*All elegantly bound. To be had of the author and editor,
210-3-2, Cornwallis Street, Calcutta. Books marked
with an asterisk are out of print.*

ছানোগ্যোপনিষদ্

শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি কর্তৃক

পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্যঘটিত

বহুল মন্তব্য সহ বাখ্যাত

দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-কর্তৃক

খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের

দার্শনিক ভিত্তি-বিষয়ক ভূমিকা সহ সম্পাদিত

প্রথমার্দ্ধ—প্রথম চারি অধ্যায়

কলিকাতা ২১০১০২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

‘দেবালয়’ নামক ভবনের ত্রিতলগৃহে সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য পাঁচ টাকা

২১১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ত্রিভিঙ্কণানাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Chatterjee Sanskrita Public Library,
Accd. No. ৮১১৮ Date ২.১০.৭৫

মুখবন্ধ

সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বৈশম্পায়নের নয় জন শিষ্যের মধ্যে এক জনের নাম তাণ্ড্য। ঋষি তাণ্ড্য সামবেদের একটি শাখার প্রবর্তক। এই শাখার নাম তাণ্ড্যশাখা। এই শাখার অন্তর্গত একখানা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের নাম 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ'। যাহারা ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ গান করেন তাঁহাদিগের নাম 'ছন্দোগ'। ছন্দোগদিগের ধর্ম ও শাস্ত্রকে 'ছান্দোগ্য' বলা হয়। সাধারণ ভাবে সামবেদের সমুদায় শাখার নামই 'ছান্দোগ্য' হইতে পারে; কিন্তু এই শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে' দশটি অধ্যায় আছে। শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্।' বর্তমান পুস্তকে উপনিষদভাগের প্রথম চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইল। যত শীঘ্র সম্ভব শেষ চারি অধ্যায় প্রকাশ করিব। যে দ্বাদশ উপনিষদের উপর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে 'ছান্দোগ্য' এক খানা প্রধান ও প্রাচীনতম। এই উপনিষদ্ পদপাদ, অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি সহ যে ভাবে এবং যে পণ্ডিত প্রবর দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদও সেই ভাবে এবং সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া মুদ্রাকনের অল্প প্রস্তুত আছে। দৈবরেক্ষা থাকিলে তাহাও অনতিবিলম্বে সম্পাদনপূর্বক প্রকাশ করিব। তাহা হইলেই আমার সংস্করণে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ খানা উপনিষদই স্থান পাইবে এবং দৈবর কৃপায় বহু দিনের পোষিত মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। পূর্ব প্রকাশিত দশখানা উপনিষদের সঙ্গে শেষ দুখানা উপনিষদের ব্যাখ্যা ষড়্টিত প্রভেদ এইযাত্র যে এই দুখানাতে সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তে বাঙ্গালা পদপাঠ অর্থাৎ প্রত্যেক পদের স্বতন্ত্র বাঙ্গালা

অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে ইহাতে এই দুই উপনিষদ্ পূর্ক প্রকাশিত দশখানা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পাঠকের পক্ষে সুগমতর হইবে। বহুল আখ্যায়িকা এবং দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে এই দুই উপনিষদ্ প্রথম দশ খানা অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয়। সুতরাং আশা করি ইহাদের দীর্ঘতা সত্ত্বেও শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিগণ এই উপনিষদ্বয়ের অধ্যয়নে পশ্চাৎপদ হইবেন না। পুরাতত্ত্ববিদ্বিগ্নের মতে এই দুখানা উপনিষদ্ সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। তাঁহাদের মতে অন্যান্য উপনিষদের অন্তর্গত সত্যসমূহ অনেকাংশেই এই দুখানা হইতে সংগৃহীত। সুতরাং ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রাচীনতম আকার দেখিতে হইলে ‘ছান্দোগ্য’ ও ‘বৃহদারণ্যক’ অধ্যয়ন করা একান্তই আবশ্যক।

‘ছান্দোগ্য’র প্রায় প্রত্যেক অংশই এক একটি ‘বিজ্ঞা’ বা ‘উপাসনা’। ৩ উপনিষদে ‘বিজ্ঞা’ ও ‘উপাসনা’ পরমার্থ-চিন্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ছান্দোগ্যভাষ্যের উপক্রমণিকায় এই সকল ‘উপাসনা’কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর উপাসনা যজ্ঞ ও সামগানের সহিত সম্বন্ধ। আর এক শ্রেণীর ‘উপাসনা’ সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক। তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনা নিগুণ ব্রহ্মবিষয়ক। প্রথম শ্রেণীর উপাসনা গুলি আধুনিক পাঠকের তেমন প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। বর্তমান সময়ে ইহাদের আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বাহ্যিক অহুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম হইতে ধ্যানপ্রধান ধর্মে জাতীয় ক্রমোন্নতির ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলি জগতের বিচিত্র বস্তুতে ব্রহ্মের উপলব্ধি-সাধনে নিশ্চয়ই উপযোগী। ব্রহ্মের জগদতীত দেশকালের সীমাতীত, অনন্ত, অখণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি-বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলি নিশ্চয়ই উপযোগী। ‘ছান্দোগ্য’র এই প্রথমার্কে

যে সকল আখ্যায়িকা আছে সেগুলি বেদান্তসাহিত্যে সুপ্রাসঙ্গিক এবং পরমার্থতত্ত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়। ইহার প্রারম্ভে যে দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া হইল, আশা করি ইহা উপনিষদ্রুক্ত ব্রহ্মবাদেব দার্শনিক ভিত্তি বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করিবে। দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের শেষ তিন অধ্যায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। ষষ্ঠাধ্যায়ে উদ্ভাসক আকর্ণির 'তৎত্বমসি' মহাবাক্যের বিবৃতি; সপ্তমাধ্যায়ে সনৎকুমারের ভূমাতত্ত্ব-ব্যাখ্যা এবং অষ্টমাধ্যায়ের ইন্দ্রপ্রজাপতি সংবাদে প্রজাপতির আত্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা, এই তিনটিই বেদান্ত-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। বাহ্যতে ছান্দোগ্যের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অবিলম্বে পাঠকগণের হস্তগত করিতে পারি তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

সম্পাদক

বিষয়ানুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মুখবন্ধ	/০
ভূমিকা	১১/০
প্রথমোধ্যায়	১—৬৯
প্রথম খণ্ড— উগদীথোপাসনা	১
দ্বিতীয় খণ্ড— দেবগণের উগদীথোপাসনা	৭
তৃতীয় খণ্ড— উগদীথের অধিদৈব উপাসনা	১৬
চতুর্থ খণ্ড— দেবগণের ওঙ্কার উপাসনা	২৭
পঞ্চম খণ্ড— উগদীথরূপে আদিত্য ও	...
প্রাণের উপাসনা	৩০
ষষ্ঠ খণ্ড— আদিত্যমণ্ডলবাসী হিরণ্ময় পুরুষ	৩৩
সপ্তম খণ্ড— চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্য পুরুষের একতা	৩৮
অষ্টম খণ্ড— আদিকারণের অন্বেষণ	৫৩
নবম খণ্ড— আকাশ বা অনন্ত	৪৯
দশম খণ্ড— উষন্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (১)	৫২
একাদশ খণ্ড— উষন্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (২)	৫৯
দ্বাদশ খণ্ড— কুর্কুরগণের সামগান	৬৫
ত্রয়োদশ খণ্ড— স্তোভাকর সমূহের গুহ্যার্থ	৬৮
দ্বিতীয়াধ্যায়	৭০—১২৮
প্রথম খণ্ড— 'সাম' শব্দের অর্থ	৭০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দ্বিতীয় খণ্ড—পৃথিব্যাদি পঞ্চ লোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৭৩
তৃতীয় খণ্ড—বৃষ্ট্যাদি পঞ্চ ভৌমিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৭৫
চতুর্থ খণ্ড—জলের পঞ্চবিধ আকারের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৭৬
পঞ্চম খণ্ড—পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৭৮
ষষ্ঠ খণ্ড—পঞ্চবিধ পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৭৯
সপ্তম খণ্ড—প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৮০
অষ্টম খণ্ড—বাক্যের পঞ্চবিভাগের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৮১
নবম খণ্ড—আদিত্যের সপ্তরূপের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৮৩
দশম খণ্ড—সপ্তবিধ সামের অক্ষর সংখ্যা চিস্তনদ্বারা আদিত্যজয় ...	৮৯
একাদশ খণ্ড—মন-আদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৯৩
দ্বাদশ খণ্ড—যজ্ঞাদির সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা ...	৯৫
ত্রয়োদশ খণ্ড—বিধানে বামদেব্য নাম উপাসনা ...	৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
চতুর্দশ খণ্ড—আদিত্যের পঞ্চবিধ আবস্থানের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৯৯
পঞ্চদশ খণ্ড—মেঘোৎপত্তি প্রভৃতি পঞ্চ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০০
ষোড়শ খণ্ড—পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা	১০২
সপ্তদশ খণ্ড—পৃথিব্যাदि লোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৩
অষ্টাদশ খণ্ড—অজাদি পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৫
একোবিংশ খণ্ড—লোমাদি দেহাঙ্কের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৬
বিংশখণ্ড—অগ্ন্যাदि দেবতার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৮
একবিংশ খণ্ড—বিভাগত্রয়যুক্ত পঞ্চবিধ বস্তুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা এবং সর্ববস্তুর সহিত আত্মার ঐক্য ধ্যান ...	১১০
দ্বাবিংশ খণ্ড—সামের বিবিধ স্বরের ধ্যান ও সাধনা ...	১১৩
ত্রয়োবিংশ খণ্ড—ধর্মস্বরূপ ও প্রজাপতির তপস্তা ...	১১৮
চতুর্বিংশ খণ্ড—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সাংকালীন সন্ধ্যায় ...	১২১
তৃতীয়াধ্যায় ...	১২২—২০৩
প্রথম খণ্ড—মধুবিজ্ঞা (আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ১)	১২২
দ্বিতীয় খণ্ড—মধুবিজ্ঞা (আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ২)	১৩১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
তৃতীয় খণ্ড—মধুবিদ্যা (আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ৩)	১৩৩
চতুর্থ খণ্ড—মধুবিদ্যা (আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ৪)	১৩৫
পঞ্চম খণ্ড—মধুবিদ্যা (আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ৫)	১৩৭
ষষ্ঠ খণ্ড—মধুবিদ্যা (প্রথমামৃত বহুগণের ভোগ্য) ...	১৩৯
সপ্তম খণ্ড—মধুবিদ্যা (দ্বিতীয়ামৃত রুদ্রদেবগণের ভোগ্য)	১৪৩
অষ্টম খণ্ড—মধুবিদ্যা (দ্বিতীয়ামৃত আদিত্যদেবগণের ভোগ্য)	১৪৬
নবম খণ্ড—মধুবিদ্যা (চতুর্থামৃত মরুৎদেবগণের ভোগ্য)	১৪৯
দশম খণ্ড—মধুবিদ্যা (পঞ্চমামৃত সাধ্যদেবগণের ভোগ্য)	১৫১
একাদশ খণ্ড—মধুবিদ্যার উপসংহার ...	১৫৩
দ্বাদশ খণ্ড—গায়ত্রী অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তা ...	১৬১
ত্রয়োদশ খণ্ড—পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ দ্বারপাল (অন্তর্জ্যোতি ও বহির্জ্যোতির একতা) ...	১৬৬
চতুর্দশ খণ্ড—শাণ্ডিল্য বিদ্যা ...	১৭২
পঞ্চদশ খণ্ড—পুত্রের মঙ্গল কামনায় বিরাট কোশের চিন্তা	১৭৭
ষোড়শ খণ্ড—নিজ জীবনের দীর্ঘত্ব কামনায় পুরুষ-যজ্ঞ	১৮২
সপ্তদশ খণ্ড—পুরুষ-যজ্ঞ (দেবকীনন্দন কৃষ্ণ) ...	১৮৮
অষ্টাদশ খণ্ড—মন, আকাশ প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি ...	১৯৬
একোন বিংশতি খণ্ড—আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি ...	২০০

চতুর্থাধ্যায়

...

... ২০৪—২৬৭

প্রথম খণ্ড—জানপ্রতি পৌত্রায়ণ ও রৈকেব আখ্যায়িকা (১) ২০৪

দ্বিতীয় খণ্ড—জানপ্রতি পৌত্রায়ণ ও রৈকেব আখ্যায়িকা (২) ২১১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
তৃতীয় খণ্ড—রৈক্য-কথিত সৰ্গ-বিদ্যা (বায়ু ও প্রাণের প্রাধান্য) ...	২১৬
চতুর্থ খণ্ড—সত্যকাম জাবালের আধ্যাত্মিক ...	২২২
পঞ্চম খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ প্রথম পাদ ('প্রকাশবান্') ...	২২৮
ষষ্ঠ খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ দ্বিতীয় পাদ ('অনন্তবান্') ...	২৩০
সপ্তম খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ তৃতীয় পাদ ('জ্যোতির্মান্') ...	২৩৩
অষ্টম খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ চতুর্থ পাদ ('আয়তনবান্') ...	২৩৫
নবম খণ্ড—সত্যকাম জাবালের প্রকৃতিতত্ত্ব ও মানব-লক্ষ শিক্ষা	২৩৭
দশম খণ্ড—উপকোসল কামলায়ন প্রাপ্ত অগ্নিবিদ্যা ...	২৩৯
একাদশ খণ্ড—গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা (ব্রহ্ম সর্কগত) ...	২৪৪
দ্বাদশ খণ্ড—দক্ষিণাগ্নিবিদ্যা (ব্রহ্ম সর্কগত) ...	২৪৬
ত্রয়োদশ খণ্ড—আহবনীয়াগ্নিবিদ্যা (ব্রহ্ম সর্কগত) ...	২৪৮
চতুর্দশ খণ্ড—অগ্নিবিদ্যার ফল ...	২৫০
পঞ্চদশ খণ্ড—অক্ষি পুরুষ ও দেব পথ ...	২৫৪
ষোড়শ খণ্ড—যজ্ঞ-সফলতার নিয়ম ...	২৫৮
সপ্তদশ খণ্ড—যজ্ঞশোধনে ব্যাহতি ব্যবহার ...	২৬২



উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি

১: শ্রদ্ধা ও বিচার

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ দুই ভাবে গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ উপনিষদকার ঋষিগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের উক্তি-সমূহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এই বিশ্বাসে সন্দেহ ও বিচারের স্থান নাই। এমন কি ইহাতে অর্থবোধেরও বিশেষ অপেক্ষা নাই। ঋষিবাক্য বিশেষভাবে না বুঝিলেও বোধ হইতে পারে ইহা কোন না কোন অর্থে সত্য। তাঁহাদের উক্তিতে পরস্পরবিরুদ্ধ মত দেখিলেও মনে হইতে পারে এই সকল মতের মধ্যে কোন না কোন সামঞ্জস্য আছে। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসীদিগের জন্য উপনিষদুক্ত মতসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। অদ্বয়, পদচ্ছেদ, অল্পবাদ ও মস্তব্য যোগে উপনিষদ্বাক্যের শাস্ত্রিক ব্যাখ্যাই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যাহারা কেবল একরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চান যে উপনিষদুক্ত মত বিচারদ্বারা সমর্থিত বা খণ্ডিত হয়। যদি ঋষিদের মধ্যে প্রকৃত মতভেদ থাকে তবে এই শ্রেণীর পাঠকদের ইচ্ছা যে তাহা স্পষ্টরূপে দেখান হয় এবং তাহার কারণ প্রদর্শিত হয়। যদি সেই মতভেদ আপাত হয় তবে তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে আপাতবিরুদ্ধ মতসমূহের সামঞ্জস্য যুক্তির সহিত ব্যাখ্যাত হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা একরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়োজন মনে করেন অথবা ইহাকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক বলিয়া উপেক্ষা করেন তাঁহারা

ইহা পরিহার করিয়া শাস্ত্রিক ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। যাহাদিগের নিকট একরূপ ব্যাখ্যা আদৃত তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক যে আমার পূর্বপ্রচারিত গ্রন্থসমূহে আমার দার্শনিক মত কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে যথাসাধ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদের দর্শন বিশেষভাবে "The Vedanta and its Relation to Modern Thought," "The Theism of the Upanishads" এবং "অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" এই তিন খানা পুস্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছি, সুতরাং বর্তমান গ্রন্থের বিস্তৃতিভয়ে এই ভূমিকা অনিবার্য্যরূপেই সংক্ষিপ্ত হইবে। আশা এই যে ইহাতে প্রদত্ত ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া পাঠকগণ উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন।

২। চিন্তার তিন স্তর

জগৎ, জীব ও ঈশ্বর,—বিষয়, বিষয়ী ও ব্রহ্ম,—এই তিনের সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যার উপজীব্য বিষয়। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বাইয়া মানবচিন্তা তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। এই তিনটি স্তরকে বিষয়স্তর (Objective Stage), বিষয়িস্তর (Subjective Stage), ও ব্রহ্মস্তর (Absolute Stage) এই তিন নামে অভিহিত করা যায়। ধর্মমত ও ধর্মসাধন সকল স্তরেই সম্ভব। কিন্তু উচ্চতম স্তরে না উঠিলে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ সম্যকরূপে বোঝা ও সম্যকরূপে সাধন করা সম্ভব হয় না। সংক্ষেপে স্তরগুলির বর্ণনা করিতেছি এবং এক স্তর হইতে অন্যস্তরে উঠার ক্রম প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম স্তরে কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুসমূহকেই সত্য বলিয়া মনে হয়। যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আত্মাণ করা যায় এবং আত্মাদান করা যায়,

কেবল তাহাই আছে বলিয়া বোধ হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্যেও স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ আছে, যেমন প্রস্তর স্থূল, বায়ু সূক্ষ্ম। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুই দেশে আছে এবং ইহাদের পরিবর্তন কালে ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুই আয়তন, পরিমাণ ও বিকার আছে। চিন্তার প্রথমস্তরে মানববুদ্ধি একরূপ বস্তুতেই আবদ্ধ থাকে,—দেশের অতীত, কালের অতীত, অতীতক্রিয় কোন বস্তুর স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না। এই স্তরে যে আত্মার চিন্তা, বিষয়ীর চিন্তা, থাকে না তাহা নহে। কিন্তু আত্মা বা বিষয়ীকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়াই বোধ হয়। এই স্তরেই লোকে জিজ্ঞাসা করে আত্মা শরীরের কোন্ স্থানে থাকে? কোন্ দ্বার দিয়া প্রবেশ করে এবং কোন্ দ্বার দিয়া শরীর হইতে নির্গত হয়? মৃত্যুর পরে কোন্ লোকে গমন করে? ইত্যাদি। আত্মা সম্বন্ধে একরূপ ধারণা উপনিষদেও বিরল নহে। কিন্তু উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা এই স্তরের উর্দ্ধে স্থিত। এই স্তরে মানুষ যে সকল দেবতা কল্পনা করে তাঁহারাও শরীরী,—স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরধারী, দেশ ও কালের অধীন। চিন্তার দ্বিতীয় স্তরে মানুষ জগৎ ও জীব, জড় ও আত্মা, বিষয় ও বিষয়ী, এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ বুঝিতে পারে। জড়, অচেতন ও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। বিষয় কেবল আছে, কিন্তু আছে বলিয়া জানে না, বিষয়ী বিষয়কে জানে, নিজেকেও জানে। বিষয় দেশে ব্যাপ্ত, কালে বিরূত, কিন্তু বিষয়ী দেশে ব্যাপ্ত নহে, কালেও প্রবাহিত নহে। বিষয় ও বিষয়ীকে পরস্পর হইতে একরূপ ভিন্ন ভাবিতে বাইয়া মানবচিন্তা তাহাদিগকে এমন পৃথক্ করিয়া দেয় যে অবশেষে আর তাহাদিগকে জোড়া দিতে পারে না, জগতেও মানবজীবনে তাহাদের মিলনকে ব্যাখ্যা করিতে বাইয়া পরাস্ত হয় এবং ইহাকে মায়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। এই চিন্তার শেষ সীমায় জগৎ ও সন্দীপ

চৈতন্য মায়িক বলিয়াই ব্যাখ্যাত হয়, এবং এক নির্বিশেষ চৈতন্ত্য প্রকৃত সত্ত্বা বলিয়া নির্ণীত হয়। কোন কোন উপনিষদ্-ব্যাখ্যাকার এরূপ চিন্তাকেই উপনিষদের সর্বোচ্চ চিন্তা বলিয়া শিক্ষা দেন, কিন্তু এই বিষয়ে যে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ আছে তাহাও অস্বপ্নসিদ্ধ। চিন্তার হিতৈষী স্তরে বিষয় বিষয়ী, সসীম অসীম, এক ও বহু, ইহাদের ভেদ স্বীকার করিয়াও ইহার মধ্যে ইহার অবিরোধী একটি অভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে পরস্পর হইতে ভিন্ন বস্তুসমূহের মধ্যেও সম্বন্ধ আছে। ফলতঃ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভেদ দৃষ্ট হয়, সম্বন্ধ না থাকিলে ভেদও থাকিত না, ভেদ দৃষ্টও হইত না। কিন্তু সম্বন্ধ কেবল ভেদমূলক নহে। সম্বন্ধে যেমন ভেদ আছে তেমনি অভেদও আছে। এই কথাটি বুঝিলে দর্শনরাজ্যের অনেক মারাত্মক ভ্রম চলিয়া যায়। জগৎ জীব নহে, জীবও জগৎ নহে। জীব জগৎকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে। ভিন্ন বলিয়া না জানিলে আনাই সম্ভব হইত না। জ্ঞান ভেদমূলক। যেখানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ নাই এমন কোন অবস্থা যদি থাকে তবে তাহা জ্ঞান নামের উপযুক্ত নহে। কিন্তু জীব জগৎকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে যাইয়া ইহার সহিত নিজের সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধের মধ্যে যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহা যে ভেদগর্ত অভেদ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রবুদ্ধ জীব দেশ কাল এবং দেশকালে সীমাবদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে আপনার প্রভেদ অনুভব করিয়াও দেখিতে পায় এই দেশকালগত জগৎ তাহারই অন্তরস্থ দেশকালাতীত অখণ্ড জ্ঞানের অন্তর্গত। এই অখণ্ড জ্ঞানই ব্রহ্ম। এই ভেদগর্ত অভেদ ব্রহ্মবাদই উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা। এই পর্য্যন্ত আমরা এই চিন্তার আভাসমাত্র দিলাম। এখন কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিব।

৩। তিন প্রকার জ্ঞান

এই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাদের অবলম্বিত জ্ঞান বা যুক্তিপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলি। চিন্তার প্রথম স্তরে মানুষ যে যুক্তি দ্বারা চালিত হয় তাহাকে বলা যায় অভেদন্যায় (Logic of Abstract Unity)। বস্তুসমূহের মধ্যে অবাস্তব ভেদ দেখিলেও মূলে সমুদায়কেই একপ্রকার বলিয়া বোধ হয়। স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সদৃশ। সমুদায়ই দেশকালের অধীন। সমুদায়ই এক বস্তুর রূপান্তর মাত্র। সমুদায় ভেদের মধ্যে এই অভেদ-বল্লনাবশতঃই এই স্তরের জ্ঞানকে অভেদ-জ্ঞান বলা যায়। দ্বিতীয় স্তরের যুক্তিপ্রণালীকে বলা যায় ভেদজ্ঞান। এই স্তরে বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে, জেয়-জাতার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের মধ্যে একান্ত ভেদ করা হয়। এই ভেদদর্শন হইতেই এই চিন্তাপ্রণালীর নাম করা হয় ভেদজ্ঞান (Logic of Difference or Exclusion)। প্রথম স্তরের অভেদজ্ঞানের সম্মুখে মূলবস্তুর যে একটি আদর্শ থাকে,—‘মূলবস্তু অভেদ’ এই আদর্শটি,—ইহা দ্বিতীয়স্তরেও থাকে। এই আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়াই দ্বিতীয়স্তরের চিন্তা অবশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দেশকালের অধীন বিষয়ের বস্তুত্ববোধ পরিত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় নির্বিষয় চৈতন্যকে একমাত্র মূলবস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তৃতীয় স্তরের যুক্তিপ্রণালীকে বলা যায় ভেদাভেদজ্ঞান (Logic of Unity-in-Difference or Logic of Comprehension)। দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা ভেদ (distinction) কে বিভাগ (division) বলিয়া গ্রহণ করে। এই ভ্রম হইতেই বৈতবাদ আসে এবং অভেদ বস্তুর আদর্শ দ্বারা

চালিত হইলে বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়া নির্বিষয় বা অভেদ চৈতন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তৃতীয় স্তরের চিন্তা দেখিতে পায় ভেদ ও বিভাগ এক ব্যাপারনহে, ভেদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবিকল্পরূপে বর্তমান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়, দেশগত ও দেশাতীত, কালগত ও কালাতীত, সসীম ও অসীম, কাব্য ও কৰ্ত্তা, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—ঈদৃশ ভেদসমূহের মধ্যে ভেদের অবিকল্প অভেদ বর্তমান। পরস্পর হইতে ভিন্ন বস্তুসমূহ ভিন্ন হইয়াও অবিকল্প। এক সর্বগত সম্বন্ধে সমুদয় বস্তু সংযুক্ত হইয়া আছে। এক অখণ্ড মূলবস্তু খুঁজিতে যাইয়া তৃতীয় স্তরের চিন্তা এই সর্বগত সম্বন্ধ বা সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতেই চরম তৃপ্তিলাভ করে এবং ইহাকেই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু বা 'ভূমা' বলে। এই অভেদত্বায় উপনিষদে ব্যাখ্যাত হয় নাই। উপনিষদের ব্যাখ্যাতা-দিগের মধ্যে ইহার পারচয় পাই না। রামানুজদর্শনে ইহার আভাস-মাত্র দেখা যায়। কিন্তু উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা এই ত্বায়দ্বারাই নিয়মিত বলিয়া বোধ হয়। অতঃ আমি যে এই চিন্তাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি তাহার কারণ এই যে ইহা এই ত্বায়দ্বারা স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই ত্বায় উপনিষদে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত না হইলেও উপনিষদের নানাস্থানে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সকল ইঙ্গিতে এই প্রমাণ হয় যে ঋষিদের মধ্যে এই ত্বায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু কাল-প্রবাহে নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, আমি এখন ঋষিদের প্রদত্ত ইঙ্গিতসমূহ গ্রহণ করিয়া এই ন্যায়ের সাহায্যে উপনিষদ্বুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রদর্শন করিতেছি।

৪। আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয়—

আত্মা সকল বস্তুক আশ্রয়

উপনিষদের অনেক স্থলেই ‘আত্মা’ ও ‘ব্রহ্ম’ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদে ব্রহ্ম ‘সর্বভূতান্তরাত্মা’ (পঞ্চমীবল্লী) রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে স্পষ্টই বলিতেছেন ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ (দ্বিতীয় মন্ত্র) অর্থাৎ যিনি জীবের আত্মা তিনিই সর্বাধার বৃহদবস্তু। এই ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্বালক আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন “তৎত্বমসি শ্বেতকেতো”—‘হে শ্বেতকেতো, সেই বস্তু তুমি।’ এই উপনিষদেই শাণ্ডিল্যবিদ্যায় (৩।১৪) কথিত হইয়াছে ‘সর্ববৎখলিৎ ব্রহ্ম’,—‘নিশ্চয়ই এই সমুদয় ব্রহ্ম’। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বরূপী হইলেও আমরা নিজ নিজ আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রকাশ দেখিতে পাই। মাণ্ডুক্য উপনিষদের সপ্তম মন্ত্রে ব্রহ্মকে ‘একাত্মা-প্রত্যয়সারম্’,—‘একমাত্র আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মজ্ঞানই মূলে ব্রহ্মজ্ঞান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

“যদাঃ তত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং

দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপত্তোৎ।

অজং ক্রবৎ সর্বতদ্বৈবিশুদ্ধং

জ্ঞান্দা দেবং মূচ্যতে সর্বগাঠৈঃ ॥”

অর্থাৎ “যখন বোগবুদ্ধ সাধক এতলে দীপস্থানীয় আত্মতত্ত্বদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি অগ্নরহিত, ক্রব এবং সর্ববিষয়দ্বারা অসংশ্লিষ্ট কৈশরকে জানিয়া সমুদায় বস্তুন ইহাতে যুক্ত হন।” আত্মজ্ঞানই অস্ত সকলপ্রকার জ্ঞানের মূল। আত্মজ্ঞানেই সমুদায় বস্তু প্রকাশিত

হয়। আত্মাকে না জানিয়া আর কোন বস্তুকেই জানা যায় না।
আত্মা সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতায়কঃ

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমমুভাতি সৰ্ব্বঃ

তস্মা ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতি” ॥ (৫।১৫)

অর্থাৎ ‘সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নি কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; সমুদায় বস্তু সেই প্রকাশস্বরূপের অমুপ্রকাশ মাত্র ; এই সমস্ত তাঁহাধারাই প্রকাশিত হইতেছে।’ আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মাকে না জানিয়া অত্র কোন বস্তুই জানা যায় না। সমুদয় জ্ঞানই ‘আমি জানি’ এই জ্ঞানধারা জড়িত। রূপ বা বর্ণের অর্থ ‘যাহা আমি দেখি।’ শব্দের অর্থ ‘যাহা আমি শুনি।’ স্পৃষ্টবস্তুর অর্থ ‘যাহা আমি স্পর্শ করি।’ দ্রাব্যের অর্থ ‘যাহা আমি আদ্রাণ করি।’ আশ্বাদনের অর্থ ‘যাহা আমি আশ্বাদ করি।’ স্মরণের অর্থ ‘যাহা আমি স্মরণ করি।’ বিচারের অর্থ ‘যাহা আমি বিচার করি।’ আমিকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞান সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে পাঠক ‘ব্রহ্মসূত্রের’ দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পাদ সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য-শঙ্করের উক্তি দেখিতে পারেন। সমুদয় বস্তু আত্মার আশ্রিত হইয়াই প্রকাশ পায়। আত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোনবস্তুই প্রকাশ পায় না। যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা আত্মার আশ্রয়ে, আত্মার সহিত সম্বন্ধভাবেই, প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারে ‘আমরা রূপরসাদি বিষয়সম্বন্ধিত আত্মা-কেই প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের সমগ্র

বিষয় জগৎসমন্বিত আত্মা, শাস্ত্রীয় ভাষায়, সন্তান আত্মা। এই আত্মা কোন অসাক্ষ্য গোপ আত্মা নহে; আমরা প্রত্যেকে যাহাকে নিজ আত্মা বলি ইহা সেই আত্মাই। যাহাকে নিজ আত্মা বলি তাহাই প্রত্যেক বিষয়ের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়। “প্রাপোহেব যঃ সর্বভূতৈ-
 বিভাতি” (মুণ্ডক ৩।১।৪),—‘যিনি সর্বভূতের সঙ্গে বা সর্বভূতরূপে
 প্রকাশিত হন তিনি প্রাণ’। যিনি সর্বভূতের সঙ্গে প্রকাশিত হন
 তাহাকে আমরা স্রমবশতঃ ক্ষুদ্র আত্মা বলিয়া মনে করি, কাজেই ‘অয়-
 মাত্মা ব্রহ্ম’ বাক্যটা আমাদের কাছে অসঙ্গত মনে হয়। ‘অয়মাত্মা’ বস্তুটা
 যে কত বড় বস্তু তাহা পাঠক এখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। এই
 ‘অয়মাত্মা’কে আমরা সকল দেশে, সকল কালে, সকল বস্তুতে, প্রত্যেক
 বস্তুর প্রত্যেক অংশে প্রত্যক্ষ করি। জ্ঞানেই বস্তুর প্রকাশ। প্রত্যেক
 জ্ঞানই যখন আত্মজ্ঞানের আশ্রিত, তখন প্রত্যেক বস্তুই, প্রত্যেক বস্তুর
 প্রত্যেক অংশই, আত্মাতে আশ্রিত। বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানেই প্রকাশিত
 হয়, নচেৎ জ্ঞান জ্ঞান নামেই উপযুক্ত হইত না। জ্ঞানে বস্তুর যে
 স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখি বস্তু আত্মার সহিত অচ্ছেদ্যযোগে
 আবদ্ধ। আত্মাকে ছাড়িয়া কোন বস্তুই জানিতে পারি না। যাহা
 জানিতে পারি না তাহা ভাবিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও পারি
 না। ‘কবি এবং বিশ্বাস করি বলিয়া যে মনে করি তাহা চিন্তার ভুল,
 আত্মপ্রবন্ধন। দুষ্ট, ঐশ্বর্য, স্পৃষ্ট, আত্মাত্ত, আত্মদিত, স্মৃত, বিচারিত
 বস্তু কেবল দুষ্ট, ঐশ্বর্য প্রভৃতি রূপেই ভাবা এবং বিশ্বাস করা যায়, কেবল
 আত্মার আশ্রিতরূপেই ভাবা এবং বিশ্বাস করা যায়, অন্তরূপে করা যায়
 না। এক দেশে, এক কালে, জগৎজের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র আমাদের
 নিকটে প্রকাশিত হয়। যতদূর আমাদের শরীরের দিকের দিকের
 সমস্তই প্রাণ প্রভৃতিই আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই প্রত্যক্ষীকরণ বাক্যট

সূহৃদের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে জগতের অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করি সে জগৎ ক্ষুদ্র নহে, কণ্ঠহারীও নহে। জগতের প্রত্যেক অংশ এক অনন্ত দেশস্থিত বস্তুর অংশরূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক অংশের সঙ্গে আমরা সেই অংশের আশ্রয়ভূত সমষ্টি জগৎকেও জানি। জগতের প্রত্যেক ঘটনা এক অনাদি অনন্ত কালশ্রোতের অংশরূপে প্রকাশিত হয়। আমরা প্রত্যেক ঘটনাকে জানিতে গিয়া তাহার আশ্রয়ভূত অনন্তকালকেও জানি। অনন্ত দেশ ও অনন্তকালকে জানিতে গিয়া ইহাদিগকে এক অনন্ত অখণ্ড আত্মার আশ্রিত বলিয়াই জানি। এই অনন্ত অখণ্ড আত্মাকে আমরা প্রত্যেকে ‘অয়মাত্মা’ নিজ আত্মারূপেই জানি, অথ কোন প্রকারে জানিতে ও ভাবিতে পারি না। অনন্ত অখণ্ড আত্মা একের বেশী হইতে পারে না। এক অনন্ত আত্মা কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আত্মা হইলেন তাহা পরে বিবেচ্য। এখন বিশেষরূপে লক্ষ্য এই যে আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ক্রিয়াতে, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের উপরে উঠি,—ইন্দ্রিয়যোগে যে অতি ক্ষুদ্র বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর বস্তুকে জানি,—এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অনন্ত দেশগত ও অনন্তকালগত জগৎকে জানি। সেই এক অনন্ত আত্মাকে নিজ আত্মারূপেই জানি। ‘নিজ আত্মাকে সকল দেশ এবং সকল কালের আশ্রয়রূপে জানি’ এই কথাটা অসঙ্গত বোধ হইতে পারে। এই অসঙ্গতি দোষ আমরা পরে পরিহার করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভ্রান্তি পাঠক এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করুন যে আমাদের চক্ষুর্গোচর ইন্দ্রিয়ের অতীত, অনন্ত দেশগত এবং অনন্ত কালগত জগৎ আছে ইহা ভাবিতে গেলে, বিশ্বাস করিতে গেলে, অবতষ্ঠাবীরূপেই ভাবিতে ও বিশ্বাস করিতে হয় যে যাহাকে আমরা নিজ আত্মা বলি তাহাই অনন্ত দেশ কাল এবং সমস্ত বিষয় ও ঘটনার

আজ্ঞায়। এই অর্থেই ছান্দোগ্যের সপ্তমাধ্যায়ের ২৫ তম খণ্ডে ঋষি সনৎকুমার বলিয়াছেন,—“অহমেবাধস্তাদ্ অহমুপরিষ্ঠাদ্ অহং পশ্চাদ্ অহং পুরস্তাদ্ অহং দক্ষিণতোহহমুত্তরতোহহমেবেদং সৰ্ব্বম্”—“আমিই অধোতে, আমি উর্ধ্বে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমিই এই সমস্ত।” বিষয়ীকে ছাড়িয়া যে বিষয়কে জানা যায় না, বিষয়কে ছাড়িয়াও যে বিষয়ীকে জানা যায় না, বিষয়-বিষয়ী যে মূলে দুই নহে, একই, এই বিষয়ে পাঠক ‘কৌষীতকি’ উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায় পাঠ করিতে পারেন। তাহাতে দেখিবেন বিষয়ীর দর্শনাদি দশ শক্তিকে ঋষি দশ প্রজামাত্রা বলিয়াছেন, এবং জ্ঞানের দশপ্রকার বিষয়কে তিনি দশভূতমাত্রা বলিয়াছেন। এই দ্বিবিধ বস্তুর পরস্পররের সাপেক্ষতা দেখাইয়া ঋষি উপসংহার করিতেছেন,—“তা বা এতাদশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজামাত্রা অধিভূতম্। যদ্বি ভূতমাত্রা ন স্য ন প্রজামাত্রাঃ স্য ব্বা প্রজামাত্রা ন স্য ন ভূতমাত্রাঃ স্যঃ। ন হস্তত্তরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যৎ। নো এতন্নান। তদ্বথা রথস্যাজ্ঞে নৈমিরপিতো নাভাবরা অর্পিতা এব-মেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজামাত্রাস্থ অর্পিতাঃ প্রজামাত্রা প্রাণে অর্পিতাঃ, স এবঃ প্রাণ এব প্রজাআনন্দোহজরোহমৃতঃ।...এব লোকপালঃ, এব লোকাধিপতিঃ। এব সর্কেশঃ। স ম আশ্বেতি বিদ্যাৎ। স ম আশ্বেতি বিদ্যাৎ।”—অর্থাৎ “এই দশভূতমাত্রা প্রজাধিষ্ঠিত, এবং এই দশ প্রজামাত্রা ভূতাধিষ্ঠিত। যদি ভূত মাত্রা না থাকিত তবে প্রজামাত্রা থাকিতে পারিত না। যদি প্রজামাত্রা না থাকিত তবে ভূতমাত্রা থাকিতে পারিত না। এই দুইয়ের কেবল একটিতে কোন রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। অথচ ইহা (প্রকৃত বস্তু) নানা নহে (একমাত্র)। যেমন রথের নৈমি অঙ্গসমূহে স্থাপিত

এবং অরসমূহ নাভিতে স্থাপিত, তেমনি এই সকল ভূতমায়া প্রজ্ঞামায়া সমূহে স্থাপিত, এবং প্রজ্ঞামায়াসমূহ প্রাণে স্থাপিত। এই প্রাণই আনন্দময়, অমর ও অমর প্রজ্ঞায়া।...ইনি লোকপাল। ইনি লোকাধিপতি। সর্বেশ। 'তিনি আমার আত্মা' তাঁহাকে এইরূপে জানিবে। 'তিনি আমার আত্মা' তাঁহাকে এইরূপে জানিবে।"

৩। সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দৈতবাদ প্রণয়ন

লৌকিক চিন্তা এই ভেদাভেদযুক্ত অথও অদ্বিতীয় বস্তুর ধারণায় উঠিতে পারেনা। ইহা বিশ্বকে অসংখ্য স্বতন্ত্র জড়বস্তু ও অসংখ্য স্বতন্ত্র আত্মাতে বিভক্ত করে। দেশীয় চার্কাক দর্শন ও বিদেশীয় জড়বাদ দর্শন আত্মাকে সূক্ষ্ম জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই চিন্তার চালক ভেদমতায়। দেশীয় জ্ঞায় ও বৈশেষিক দর্শন লৌকিক বহুত্ববাদকে কিঞ্চিৎ দার্শনিক সাজে সজ্জিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের ভান করে। এই প্রেমীর চিন্তায় ভেদমতায় প্রবল। দেশীয় সাংখ্যদর্শন এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত দৈতবাদ এই ভেদমতায় অবলম্বন করিয়াই কিঞ্চিৎ উন্নতর স্তরে উখিত হয়। শেখোক্ত ঈশ বিশেষ আলোচনার যোগ্য। ইহায় ভ্রম বুঝিতে পারিলে সাংখ্যদর্শনের মৌলিক ভ্রমও বোঝা যায়। এই মত বলে যে রূপ (বর্ণ), স্বাদ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং সূক্ষ্ম হৃৎখালি অনুভব (sensations or feelings and emotions) বৌদ্ধ

দার্শনিকের ভাব—‘বিজ্ঞান,’ এই সমুদায়ই আমাদের সাক্ষ্য জ্ঞানের বিষয়। এই সমুদায়ই আত্ম বা মনের অবস্থাপরম্পরা (states of consciousness)। আত্ম বা মন ইহাদের আধার। কিন্তু আত্ম ইহাদিগকে নিষ্ক্রিয়ভাবে (passively) গ্রহণ করে, স্বয়ং উৎপাদন করে না। সুতরাং ইহাদের উৎপাদনের কারণরূপিনী শক্তি অস্বীকার করা আবশ্যিক। এই অতীন্দ্রেয় শক্তিই জড়। ইহাই সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের কারণ এবং কারণ অর্থেই আধার। দার্শনিক দ্বৈতবাদ এই রূপে লৌকিক স্কুল দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে। উপনিষদ্রুত ভেদভেদবিধিষ্ট অখণ্ড অমিত্যয় আত্মবাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা প্রকারান্তরে এই বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদের ভ্রম দেখাইয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোচনা আবশ্যিক। এই দ্বৈতবাদ ভেদভেদের বশবর্তী হইয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাত-আত্মাকে প্রকারান্তরে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া কল্পনা করে, ইহাদের একত্ব অস্বীকার করে বা তুলিয়া যায়। এই ভ্রমই ইহার মূল ভ্রম। একটি রূপ দৃষ্ট হইল বা একটি শব্দ শ্রুত হইল ইহার অর্থ কি? ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে রূপযুক্ত বা শব্দযুক্ত বস্তুগণ আত্মা আত্ম-প্রকাশ করিল। রূপ এবং রূপদর্শকের মধ্যে, শব্দ এবং শব্দশ্রোতার মধ্যে, ভেদ আছে, কিন্তু বিভাগ নাই। এক অখণ্ড বস্তুই আত্মপ্রকাশ করিল। এই ব্যাপারের আত্মা এবং আত্মাতিরিক্ত কোন শক্তির স্বতন্ত্রতা কল্পনা করিবার কোন অবসর নাই। স্বতন্ত্রতাকরবার বখন অসম্ভব নাই। তখন একট্রি নিষ্ক্রিয় অপরটি ক্রিয়াবান্ একরূপ বিভাগেণ্ড অবসর নাই। এই আত্মপ্রকাশকে ক্রিয়া বলিতে চাওঁ ও বল। কিন্তু এই ক্রিয়া আত্মাই, অন্য কাহারো নহে। এই আত্মপ্রকাশরূপ কার্য আত্মা পরমাই করিতেছে, সুতরাং আত্মার স্বরূপ কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। ক্রিয়াবান্ লৌকিক বস্তু বিশেষ কার্য পূর্ণ করে নাই, এমন

করিল, ইহাতে তাহাকে স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। এই বিশেষ কার্য সম্বন্ধে সে পূর্বে নিষ্ক্রিয় ছিল, এখন ক্রিয়াবান্ হইয়াছে, এই কথা বলিতে চাও বলিতে পার। কার্যের লক্ষণই এই যে তাহা অকৃত অবস্থা হইতে কৃত অবস্থায় আসে। ইহাতে কর্তার নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানরূপে বিজ্ঞাতৃ-আত্মার আত্মপ্রকাশে তাহার সক্রিয়ত্বই সিদ্ধ হয়। সে নিজেই যখন নিজ কার্যের কারণ তখন বিজ্ঞান-প্রকাশরূপ কার্যের কারণরূপে বৈজ্ঞানিকের জড় শক্তি বা সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতির কল্পনা করিবার কোন হেতুই নাই। এরূপ অহুমান সম্পূর্ণই অমূলক। বিজ্ঞানাধার বা বিজ্ঞানরূপী আত্মা অহুমানের বিষয় নহে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ,—বিজ্ঞাতৃহীন বিজ্ঞান অর্থশূন্য শব্দ মাত্র। বৈজ্ঞানিক বা প্লাম্বে দৈতবাদী কেন যে আত্মাকে নিষ্ক্রিয় ভাবে এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে একটি অনাত্মবস্তু কল্পনা করেন তাহা বোঝা কঠিন নহে, তিনি দেখিয়াছেন মৃত্তিকা বা গালা নিষ্ক্রিয়-ভাবে ক্রিয়াবান্ শিল্পীর হস্তস্থিত ছাঁচ বা শীলমোহরের মূদ্ভাঙ্কন গ্রহণ করে। তিনি বিজ্ঞানোৎপত্তিকে এই ব্যাপারের অহুরূপ বলিয়া কল্পনা করেন। বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞান বা sensationকে impressions (মূদ্ভাঙ্কন) বা mental states (মানসিক অবস্থা) বলেন ইহাতে এরূপ ভাবনার স্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানোৎপত্তি আরো ঐ প্রকার ব্যাপার নহে। ইহা কোন বিশেষভাবে বিজ্ঞাতৃ-আত্মার আত্ম-প্রকাশ। ইহাসর্বতোভাবেই সচেতন ব্যাপার; ইহাতে আত্মা-অনাত্মা, চেতন অচেতন, নিষ্ক্রিয় সক্রিয়, এরূপ দুই প্রকার বস্তুর সহযোগিতা কল্পনা করিবার কোন অবসর নাই। ইহাতে যে একটা জেদ-জাতার ভেদ আছে অথচ বিভাগ নাই, তাহা আমরা দেখাইয়াছি; ইহাতে যে একটা সঙ্গী অঙ্গীনের ভেদও আছে, অথচ বিভাগ নাই, তাহা বখা-

হানে দেখাইব। তাহাতে সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদীর স্বতন্ত্র বহু আত্মবাদ খণ্ডিত হইবে, যেমন বিজ্ঞানোৎপত্তির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা-দ্বারা জড় ও আত্মার, প্রকৃতি ও পুরুষের, দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল।



৬। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও অভ্যন্তরীণতাবাদ প্রণয়ন

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে রূপরসাদি বিজ্ঞানতো ক্রমাগতই উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। জগৎ কি তবে একরূপ ক্ষণিকবিজ্ঞান-পরম্পরামাত্র? ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদার্শনিক এবং পাশ্চাত্য sensationalist ইহাই বলেন বটে। কিন্তু তাঁহাদের মতও ভেদভ্রান্ত্যারাই নিয়মিত। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতৃর মধ্যে, কর্তা ও কার্যের মধ্যে, কাল ও কাল্যাতীতের মধ্যে যে ভেদাভেদ আছে তাহা তাঁহারা বুঝেন না। অনিত্য কার্য বা ঘটনা যে নিজেকে জানিতে পারে না তাহাও তাঁহারা বুঝেন না। ঘটনাকে ঘটনা বলিয়া জানিতে পারে কেবল সেই যে নিজে ঘটনা নহে। যে বলে ‘ঘটনা চলিয়া গিয়াছে’ সে ঘটনা নহে। এক, দুই, তিন এই পরম্পরাগত ঘটনাগুলিকে যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বলিয়া জানে তাহার স্বতিতে অতীত ঘটনাগুলির জ্ঞান থাকে আবশ্যিক, নচেৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এই শব্দগুলির কোন অর্থই থাকে না। এই জ্ঞানকে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী ভুল করিয়া ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; পূর্ব ঘটনার স্বতিকে সেই ঘটনা সমূহের পুনর্জীবন বা প্রতিরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা

করেন। কিন্তু যাহা চলিয়া গিয়াছে, অতীত হইয়াছে, তাহার পুনর্জীবন হইতে পারে না এবং তাহার বিনাশবশতঃ বর্তমান কোন বিজ্ঞানকে তাহার প্রতিক্রপও বলা যাইতে পারে না। বর্তমানে যাহা ঘটতেছে তাহা নূতন, তাহা অতীত নহে। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যে যোগ আছে তাহাও ঠিক, তাহা না হইলে আমরা বর্তমানে অতীতের কথা বলিতে পারিতাম না। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের এই যোগসূত্র ঘটনা নহে, কার্য্য নহে, কণিক বিজ্ঞান নহে। এই যোগসূত্র কালাতীত স্থায়ী বিজ্ঞান বা বিজ্ঞাতা। বিজ্ঞাতা ঘটনা জানে, কিন্তু সে নিজে ঘটনা নহে। সে কার্য্য উৎপাদন করে, কিন্তু নিজে কার্য্য নহে। ভেদাত্মক দ্বারা এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের একটা দিক্ ছাড়িয়া দিলেই কণিক বিজ্ঞানবাদের ভ্রমে পড়িতে হয়। এই বিষয়ে পাঠক ‘ব্রহ্মসূত্রের’ শাকরভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়পাদে বৌদ্ধ কণিক-বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন দেখিতে পারেন। যাহা হউক, এখন উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। আমাদের প্রবাহময় জীবনে, আমাদের প্রবাহময় জীবনরূপে, বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয়ে মূল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতার অন্ত্যায়িত্ব প্রমাণ হয় না। মূল বিজ্ঞাতা তাঁহার অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞান লইয়া নিত্যই বর্তমান আছেন। স্থায়ী বিজ্ঞান তাঁহার স্বরূপগত। সেই স্বরূপে কোন পরিবর্তন নাই। তাহাতে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ভেদ নাই, অথবা তাহা চিরবর্তমান, তাহাতে ভূত ভবিষ্যতের প্রবাহ নাই। কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎও মিথ্যা নহে, ইহারাও চিরবর্তমানের সহিত ভেদাভেদভাবে নিত্যসম্বন্ধ হইয়া আছে। অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত নিত্যের কোন অর্থ নাই। ভেদাভেদাত্মক অল্পসারে নিত্য ও অনিত্য উভয়ই সত্য। কর্তা নিত্য, কর্ম্ম অনিত্য। কিন্তু কর্তা ও কর্ম্ম ভেদাভেদরূপে সম্বন্ধ। ‘সুতরাং উক্ত প্রশ্নের উত্তর

এই যে আমরা যে স্থায়ী জগতে বিশ্বাস করি সেই বিশ্বাস অমূলক নহে। কিন্তু চিন্তাবিহীন লোক যে জগৎকে জ্ঞাননিরপেক্ষ ও অচেতন মনে করে তাহাই ভুল। জগৎকে বুঝিতে গেলেই দেখা যায় জগৎ ব্রহ্মাশ্রিত এবং সেই অর্থেই ব্রহ্মের সহিত এক। ‘সর্বং খন্ডিতং ব্রহ্ম’ প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের সহিত জগতের এই ঐক্য দর্শিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যে গতিশীল (kinetic) ও স্থিতিশীল (static) জড়শক্তির কল্পনা করেন তাহা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিব্যাदि যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি, থাণ্ড, পাণীয় প্রভৃতি যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, সেই সমস্তই ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্ম যে এত নিকট, এত স্থলভ, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধি বুঝিতে পারে না, বিশ্বাস করিতেও পারে না। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি সর্বত্রই পরম তত্ত্বসম্বন্ধে নিদ্রিত। অধ্যবসায়যুক্ত সাধনদ্বারা ক্রমশঃ ইহাকে পরমার্থতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখন কেবল এই মাত্র বোঝা আবশ্যক যে বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞেয় জড়শক্তি অপেক্ষা সর্বগত ও সর্বময় ব্রহ্ম অধিকতর অবোধ্য হওয়া দূরে থাক্, বরঞ্চ অনেক গুণে অধিকতর সুবোধ্য। বৈজ্ঞানিক জানেন যে জগতের বস্তুসমূহ আমাদের সমক্ষে যে ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা তাহাদের স্থায়ী রূপ নহে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমস্ত আকার ধারণ করিয়া বস্তুসমূহ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সমস্তই অস্থায়ী বিজ্ঞানমাত্র, আমাদের মনোবিকার মাত্র। এই সমুদায়ের কারণ যে স্থায়ী জড়বস্তু তাহাতে এই সমস্ত মনোবিকার থাকা অসম্ভব। মনোনিরপেক্ষ স্থায়ী জড়বস্তুকে আমরা ভাবিবার সময় এই সকল বিকার-সংযুক্ত বলিয়াই ভাবি, কিন্তু এই ভাবনা বিজ্ঞানের চক্ষে ভুল। মনো-নিরপেক্ষ জড়শক্তিকে আমরা এই সমুদয় মনো বিকারের অজ্ঞেয় অচিন্ত্য কারণ বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি, আর কোন প্রকারে পারি না।

স্বতরাং বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকের মতে স্বর্ঘ্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃক্ষলতা ঘরবাড়ী, চেয়ার টেবিল, খাত পাণীয়, সমস্ত বস্তুই স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় অচিন্ত্য। বস্তু অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অথচ স্থায়ী ও নিত্য, এরূপ বস্তুবাদ (Realism) অপেক্ষা উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অনেকগুণে অধিকতর ধোঁধগম্য নহে কি? তাহা বলে যে আমাদের ব্যাষ্টি জীবনে রূপরসাদি যে সমস্ত বিজ্ঞান অস্থায়ীভাবে প্রকাশিত হয় সে সমস্তই পরব্রহ্মে স্থায়ীভাবে বর্তমান আছে। তাঁহার নিত্য ক্রিয়ানীলা শক্তিই জগতের অসংখ্য বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানসমূহ আপাততঃ অনিত্য অস্থায়ী বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ যে সমুদায়ই স্থায়ী ও নিত্য, নিত্য ব্রহ্মস্বরূপের আশ্রিত, তাহা আমরা কিঞ্চিৎ বিশদরূপে দেখাইতেছি। আমাদের ব্যাষ্টি জীবনে বিজ্ঞানসমূহ ক্রমাগত আবির্ভূত ও তিরোহিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্থায়ী জগতে বিশ্বাস করি কেন? বিশ্বাস করি এই জন্য যে আমরা দেখি যে যে সকল বিজ্ঞান তিরোহিত হয় সেই সকলই পুনরায় প্রকাশিত হয়। পূর্বে অনাবির্ভূত অনেক নূতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরাতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞান যদি ক্ষণিক হইত, বিনাশশীল হইত, তবে তিরোহিত বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইত। বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবেই প্রমাণ হয় যে তাহা ক্ষণিক নহে, তাহা স্থায়ী বিজ্ঞাত্বতে স্থায়ীভাবে বর্তমান, ব্যাষ্টিজীবনে তাহার প্রকাশমাত্রই ক্ষণিক। 'যাহা পুরাতন বিজ্ঞান বলিয়া মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ পুরাতন নহে, পুরাতনের সদৃশ মাত্রই' এই কথা বলিবার যো নাই। পুরাতন বিজ্ঞান পুনরাবির্ভূত হইয়া নূতন বিজ্ঞানের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে, তাহার সঙ্কীর্ণ নূতন বিজ্ঞানের তুলনা করিতে না পারিলে, নূতন পুরাতনের সাদৃশ্যবোধ সম্ভব নহে। অতএব সাদৃশ্য হলেও পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব

একান্ত আবশ্যক। সুতরাং পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবে তাহার পুরাতনত্বের পরিচয় পাইয়াই আমরা তাহাকে স্থায়ী বলি। লৌকিক চিন্তা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে না, বিজ্ঞান বলিয়া জানে না, জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বস্তুকে বিজ্ঞানই বলি আর বস্তুই বলি, তার স্থায়িত্বে বিশ্বাস এক ভাবেই উৎপন্ন হয়। পুরাতনের পরিচয় পাইয়াই তাহাকে স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস হয়। বস্তু যখন প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান, এবং বিজ্ঞাতর আশ্রয়েই আবির্ভূত হয়, তখন বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব অর্থই বিজ্ঞাতর স্থায়িত্ব। বিজ্ঞানসমষ্টিরূপী জগৎ স্থায়ী, ইহার অর্থ বিজ্ঞান সমষ্টির আশ্রয়ভূত বিজ্ঞাত পরমাত্মার স্থায়িত্ব। এবং পরমাত্মার স্থায়িত্বের অর্থ নিত্যত্ব। কাল কোনও দৃঢ় বস্তু নহে। কাল কার্য বা ঘটনার ক্রমমাত্র। কার্য কর্তৃসাপেক্ষ, কর্তার অধীন, সুতরাং কর্তা কাল-প্রবাহের অতীত, অর্থাৎ নিত্য। দেশও কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, দেশ রূপরসাদি বিজ্ঞান সংস্থানের প্রকার মাত্র। বিজ্ঞান যখন আত্মার অধীন, তখন দেশও আত্মার অধীন, আত্মা দেশের অধীন নহেন। যিনি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানকে জানেন, 'এখান'কে জানেন ওখানকেও জানেন, 'দূর'কেও জানেন 'নিকট'কেও জানেন, তিনি 'এখানে' আবদ্ধ নহেন, 'ওখানে'ও আবদ্ধ নহেন, 'নিকটে'ও আবদ্ধ নহেন, 'দূরে'ও আবদ্ধ নহেন, তাঁহার কাছে দূর নিকটের প্রভেদ নাই। তিনি দেশরূপ সীমার অতীত। 'যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদস্বিহ' (কঠ ৪।১০) 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্বূরে তদ্বিক্কে' (ঈশা ৫)।

৭। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ

এখন ব্যাটি বা সসীম আত্মার সহিত সমষ্টি বা অসীম আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে উপনিষদের মত ব্যাখ্যা করা যাক। আমরা দেখিযাচ্ছি যে 'রূপরসাদি বিষয়ের সহিত আত্মার ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আমরা বলিয়াছি যে জ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধেও এই ভেদাভেদ বর্তমান। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। ব্রহ্মের জীব সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ভেদাভেদমূলক। আমাদের ব্যাটি জীবনে বিজ্ঞানোৎপত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আমরা উপনিষদের জগত্তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিজ্ঞানোৎপত্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধও বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উপনিষদের নানা স্থানে নানা ভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যগণের মতে এই সকল নানা বর্ণনার সার মর্ম্ম এই মাত্র যে ব্রহ্ম জগতের কারণ ও আশ্রয়। ফলতঃ সুদূর অতীতে কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস বা বিজ্ঞানই বলিতে পারে। দর্শন তাহার কি বলিবে? জ্ঞানের সমক্ষে যাহা ঘটিতেছে এবং তাহার সঙ্গে পরোক্ষ বা দূরের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, দর্শন তাহারই কথা বলিতে পারে। জীবের জীবনে কোন্ সময়ে জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ হইল তাহা কেহই বলিতে পারেনা। আমাদের বর্তমান জ্ঞান কিরূপ বিকাশক্রমের ভিত্তর দিয়া আগিয়াছে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞানের একটা মৌলিক লক্ষণ আছে যাহা না থাকিলে জ্ঞান জ্ঞানই নহে। বিষয়-বিষয়ীর ভেদাভেদ বোধই সেই মৌলিক লক্ষণ, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। এই মৌলিক লক্ষণযুক্ত জ্ঞানের ব্যাটি আকারে প্রথম প্রকাশের আভাস আমরা পাই স্মৃষ্টি অর্থাৎ স্বপ্নশূ

নিজ। হইতে জাগরণের অবস্থায়। স্বুপ্তিতে আমাদের আত্মজ্ঞানও থাকে না বিষয়জ্ঞানও থাকে না। যাঁহারা বলেন ‘আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছি, স্বুপ্তিতে এরূপ বোধ হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বুপ্তিও পূর্ব ও পরের জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা মধ্যান্তরী স্বুপ্তির বিজ্ঞানশূন্যতা ও ক্লেশশূন্যতা উপলব্ধি করি। স্বুপ্তিকালে এরূপ কিছুই বোধ হয় না। ‘ছন্দোগো’র অষ্টম অধ্যায় একাদশ খণ্ডে স্বুপ্তি সম্বন্ধে ইন্দ্র প্রজাপতিকে সত্যই বলিয়াছেন, ‘ন হি স্বয়ং ভগবৎ এবং সংপ্রত্যাত্মানং জানাত্যনহমস্মীতি নো এবমানি ভূতানি,’—অর্থাৎ “হে ভগবন্, এই অবস্থাতে নিশ্চয়ই এই পুরুষ নিজেকে ‘এই আমি’ এই ভাবে জানে না এবং এই সকল বস্তুকেও জানে না।” স্বুপ্তিতে সর্বপ্রকার ব্যাষ্টিগত জ্ঞান বিলুপ্ত থাকে। ব্যাষ্টি জীবনের এই শূন্যময় ভাব হইতে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয় তাহাতে আমরা সৃষ্টির আভাস পাই। আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই তখন দম্ভভাবে প্রকাশিত হয়। স্বুপ্তির পূর্বকার জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বুঝিতে পারি যে সেই জ্ঞান অবিনষ্ট অব্যাহতই ছিল। তাহা বিনষ্ট ও ব্যাহত হইলে আর পুনঃ প্রকাশিত হইত না এবং পূর্বের জ্ঞান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেও পারিত না। কিন্তু স্বুপ্তির অবস্থায় তাহা কি আকারে ছিল? ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞান কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া পুনরায় জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয় এই কথা অসঙ্গত, অবিরুদ্ধ। কেহ যদি বলে যে একখানা কুটি রাজিতে ভাঁড়ারে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা মাধম হইয়া যায়, প্রভাতে ভাঁড়ার হইতে খুলিলে তাহা আবার কুটির রূপ ধারণ করে, তবে এই কথা যেমন অসঙ্গত, পূর্বোক্ত কথা তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক অসঙ্গত। জ্ঞানমাত্রই আত্মজ্ঞান

অর্থাৎ ‘আমি জানি’ এই তত্ত্বদ্বারা জড়িত। আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের স্বযুগ্মির পূর্বকার জ্ঞান স্বযুগ্মির সময়ে অব্যাহত ছিল ইহা যদি সত্য হয় তবে তাহা জ্ঞানাকারেই ছিল, আত্মজ্ঞানদ্বারা জড়িত হইয়াই ছিল, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু স্বযুগ্মির সময়ে আমাদের ব্যাপ্তি আত্মজ্ঞান যে বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের ব্যাপ্তি আত্মজ্ঞান সমষ্টি আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়া ছিল,—এমন এক আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়া ছিল যাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না, নিদ্রিত হয় না, যাহা কোন প্রকারে কাল বা অবস্থার অধীন নহে। এই সত্যটিই অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আত্মজ্ঞানের দুটি দিক আছে,—একটি ব্যাপ্তি, আর একটি সমষ্টি। ব্যাপ্তি দিকটি কাল ও অবস্থার অধীন। এমন এক সময় আসে যখন শরীরস্থ আয়ুষ্কালের ক্রান্তি ও অবসাদবশতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সমষ্টি দিকটি এরূপ কাল ও অবস্থার অধীন নহে। ইহা কোনও কালে, কোনও অবস্থায়, বিলুপ্ত হয় না। ইহা কাল ও অবস্থার অধীন নহে, কাল ও অবস্থাই ইহার অধীন। এই সত্য আমরা পূর্বে বিচারসহ বুঝাইয়াছি। আত্মজ্ঞানের এই সমষ্টি দিক বা প্রকারই ব্যাপ্তির স্বযুগ্মিকালে জাগ্রত থাকে এবং ব্যাপ্তিকে নিজ আশ্রয়ে রক্ষা করে। “য এষ স্তপ্তেষু জাগতি কামং কামং পূর্বধো নির্ধিমানঃ” (কঠ ৫।৮)। আত্মজ্ঞানের এই দুই রূপের ভেদ ও অভেদ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। স্বযুগ্মি হইতে জাগ্রত হইয়া আমি সেই পূর্বকার পুরাতন আমি বলিয়াই নিজেকে জানি, আমি আর এক জন বলিয়া জানি না। বিষয়জগতের যে অংশকে জানি তাহাকেও এই এক ‘আমি’ দ্বারা জড়িত বলিয়াই জানি। বিশ্বাত্মকে আমার আত্মা বলিয়াই জানি। এই সকল কথা পূর্বেই বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ব্যাষ্টি সমষ্টির ভেদও তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ব্যাষ্টি নিদ্রিত হয়, সমষ্টি কখনও নিদ্রিত হয় না। ব্যাষ্টি সকল সময়ে জগৎকে তো জানেই না, যখন জানে তখনও অতি অল্পই জানে, এবং যতটুকু জানে তাহা ক্রমে ক্রমে জানে। তাহার বিষয়জ্ঞান দেশকালের সীমার অধীন। সে যেমন জ্ঞানী তেমনই অজ্ঞানী। কিন্তু সমষ্টি আত্মা সমুদয় জানেন এবং সকল সময়েই জানেন। তাহার জ্ঞান দেশ-কাল-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। তৃতীয়তঃ, ব্যাষ্টি আত্মা জাগ্রদবস্থায়ও সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত নহে। সে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে বলিয়া বলে তাহাও সকল সময়ে তাহার নিজায়ত্ত থাকে না। আমরা যখন যে বিষয়ে মন দিই তাহা ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয় আমাদের জ্ঞান হইতে চলিয়া যায়,—ব্যাষ্টি আত্মজ্ঞানের বেটন ছাড়িয়া যায়। সুস্থতির সময় যেমন আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, বিস্মৃতির সময় তেমনই বিষয়জ্ঞানের অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়। বিলুপ্ত জ্ঞান ক্রমশঃ খণ্ডাকারে আসিয়া আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য সম্ভব করে। আমরা সকলেই এই বিস্মৃতির অধীন। এই বিষয়ে পণ্ডিত ও মুখে কোনও প্রভেদ নাই। এমন মহাজ্ঞানী কেহই নাই যিনি তাহার অর্জিত সমস্ত জ্ঞান এককালে একত্র ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু সমষ্টি আত্মাতে বিস্মৃতি নাই। সমস্ত বিষয়, সমগ্র দেশ সমগ্র কাল তাহার জ্ঞানে চির-বর্তমান। তাহার জ্ঞানে সমস্ত বিধৃত থাকে বলিয়াই পুনরায় আমাদের স্মরণ হয়। আমাদের ভোলার সঙ্গে তিনি ভুলিলে কিছুই আমাদের স্মরণ হইত না। জ্ঞান যে কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে তাহা পূর্বেই বুঝান হইয়াছে। চতুর্থতঃ নৈতিক ভেদ। এই সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বলিবার আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে আমাদের হিতাহিতবিবেক যাহা ‘শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ’ (ঈশা ৮) ‘খর্যাকহ পাপহৃদ’

(খেতাবতর ৬:৬) পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী—তাহা আমাদের সমক্ষে প্রেম-পুণ্যের যে পূর্ণ আদর্শ প্রকাশিত করে, আমরা সেই আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিঃ যতই কলঙ্কিত হই না কেন সেই আদর্শ কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না এবং আমাদের পাপের জন্ত আমাদেরকে তিরস্কার করিতে কখনই নিরন্তর হয় না। আমাদের জীবনে পাপ-পুণ্যের সংগ্রামদ্বারা নিশ্চিত-রূপেই সিদ্ধান্ত হয় যে জীব অপূর্ণ, ত্রুষ্ক পূর্ণ। ত্রুষ্ক যে জীবের মূর্তির অন্তর্য্যুত, এই সত্যের দুটি সুন্দর বর্ণনা পাঠক 'বেন' উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এবং কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন।

৮। সৃষ্টিতত্ত্ব

জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ ব্যাখ্যা করিয়া এখন সৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলি। এই বিষয়েও আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান, অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের আকর। যাঁহারা আত্মাকে নির্াক্রিয় বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা সৃষ্টি বিষয়ে বড়ই ভ্রম করেন। তাঁহারা হয় সৃষ্টি কোনও অনাত্মশক্তিতে আরোপ করেন অথবা সৃষ্টিকে মিথ্যা, মায়িক বলেন। মায়াবাদী বৈদ্যাস্তিক অদ্বৈতবাদী হইয়াও সাংখ্যের প্রভাবে ব্রহ্মাতিরিক্ত 'মায়ী' শক্তিতে সৃষ্টি আরোপ করেন। কিন্তু উপনিষদে সর্বত্রই সৃষ্টির প্রকৃত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্বয়ং ব্রহ্মকেই সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে আত্মা ক্রিয়া-বান্, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আত্মা স্বয়ংই ব্যষ্টি আকারে আপনাকে

প্রকাশ করেন। বাস্তব জীবনে সর্বদাই আমরা আত্মার ক্রিয়াবস্তুর
 প্রমাণ পাই। এই ভূমিকা আত্মাই লিখিতেছে। ইহা আত্মাই
 পড়িতেছে। জীবন ক্রিয়াময়। ক্রিয়া বলিতেই এমন কিছু বুঝায়
 যাহা ছিল না, কিন্তু হইল। যাহা পূর্বে ছিল না, পরে হয়, তাহাকেই
 সৃষ্টি বলে। এই অর্থে সৃষ্টি ক্রমাগতই হইতেছে, ইহা অস্বীকার
 করিবার যো নাই। আমাদের যে সৃষ্টিশক্তি আছে, তাহাও অস্বীকার
 করিবার যো নাই। বস্তুতঃ আমাদের সৃষ্টি শক্তি আছে বলিয়াই আমরা
 সৃষ্টি বুঝিতে পারি এবং সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা কি সৃষ্টি করি?
 বস্তু সৃষ্টি করি না কার্য সৃষ্টি করি? উপাদান সৃষ্টি করি না আকৃতি সৃষ্টি
 করি? আমরা দেখিয়াছি যে মূল বস্তু একটাই—এক অখণ্ড দেশ
 কালে অপরিচ্ছিন্ন বিষয়-বিষয়-সমন্বিত সমীম-অসীম-ভেদাভেদশিষ্ট
 পরমাত্মা। আমাদের সমুদায় জ্ঞানে সেই অখণ্ড বস্তুই প্রকাশিত হন।
 আমাদের কোন জ্ঞান সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড বস্তুকে অতিক্রম করিতে পারে
 না। আমাদের কোনও কার্য তাহা পারে কি? না, আমরা যাহা কিছু
 করি তাহাতে মূলবস্তুর আকৃতি, মূলবস্তুর প্রকাশক্রম-মাত্র, পরিবর্তিত হয়,
 বস্তুর মূল স্বরূপ অপরিবর্তিতই থাকে। সমুদায় আকার পরিবর্তনের মধ্যে
 বস্তুস্বরূপ যে অপরিবর্তিত থাকে, জড় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকেই বলে
 ‘Conservation of Energy’—শক্তির অক্ষয়ত্ব। যাহা হউক, আমরা
 যাহা করিতে পারি না—বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন—ঈশ্বর তাহা করিতে
 পারেন কিনা? কিরূপে করিবেন? তিনিই তো মূলবস্তু এবং তাঁহার স্বরূপ
 বা স্বভাব এবং তিনি তো একই? তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন অসম্ভব,
 তিনি তাহা কিরূপে করিবেন? তিনি জগৎ ও জীবের উপাদান।
 উপাদানের পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত। দূরে থাক, তাহাঘাটাও সম্ভব নহে। কিন্তু
 প্রকারের, আকৃতির, সংস্থানের, অবস্থার রূপের, প্রকাশক্রমের, পরিবর্তন

আমরাই করিতেছি, তিনি করিতে পারিবেন না কেন ? সুতরাং এই আকার-পরিবর্তনই সৃষ্টি । আকার-পরিবর্তনেও পূর্বে যাহা ছিল না পরে তাহা ঘটে । সুতরাং সৃষ্টি যে ভাবে, যে অর্থে, সম্ভব, সেই ভাবে, সেই অর্থে সর্বদাই হইতেছে । আমাদের দ্বারা আত্ম অল্প পরিমাণে, দৈশ্ব দ্বারা অচিস্তনীয় বিশাল পরিমাণে, হইতেছে । সৃষ্টির প্রকৃতত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব । যাহারা বলেন প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় বলিয়া বোধ হয় মাত্র, তাহারাও প্রকারান্তরে সৃষ্টি স্বীকার করেন । কারণ এই বোধ হওয়াটাও সৃষ্টি । যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির পরে বিশ্বাত্মা তাঁহার নিত্যবিজ্ঞানের একাংশ লইয়া আমাদের আত্মরূপে প্রকাশিত হন, এবং এই প্রকাশেই আমরা ঐশী সৃষ্টির প্রথম স্ফুটান পাই । তাহার পরে যত বিজ্ঞান আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় সমুদায়ের সঙ্গে মূল বিজ্ঞাতর অধিক হইতে অধিকতর আত্মপ্রকাশ হয় । আপাততঃ মনে হইতে পারে যে একবার আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হইবার পর আর যত প্রকাশ হয় সমুদায়ই কেবল বিজ্ঞানের প্রকাশ, আত্মাব প্রকাশ নহে । কিন্তু প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে যে আত্মজ্ঞান অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত রহিয়াছে তাহা আমরা ইতি পূর্বে বিশেষরূপে দেখাইয়াছি, প্রত্যেক বিজ্ঞান যখন প্রকাশিত হয় তখন তাহার সঙ্গে 'আমি ইহা জানি' এই আত্মজ্ঞানও প্রকাশিত হয় । কোন বিজ্ঞান যখন তিরোহিত হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি ইহা জানি' এই আত্মজ্ঞানও তিরোহিত হয় । সুতরাং অধিক হইতে অধিকতর বিজ্ঞান প্রকাশের সঙ্গে বিশ্বাত্মা আমাদের নিকট অধিক হইতে অধিকতররূপে আত্মপ্রকাশ করেন ইহাও নিশ্চয় । খণ্ডাকারে নিজ বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি যে খণ্ডাকারে নিজেকেই প্রকাশ করেন ইহা আপাততঃ মনে অসঙ্গত হইলেও কথাটা

নিশ্চয়ই সত্য। অনন্ত অর্থও আত্মা অনন্ত এবং অর্থও থাকিয়াও কিরূপে আপনাকে খণ্ডাকারে ব্যক্ত করেন এই 'রহস্য' মানব-চিন্তা এখনও ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সত্যকে মায়াবাদী 'পারমার্থিক' না বলিয়া 'ব্যাবহারিক' বা 'মায়িক' বলিতে চান। এরূপ নামকরণে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে, কিন্তু সম্প্রতি আপত্তির কারণ-প্রদর্শনের অবকাশ নাই। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত বলি যে এরূপ নামকরণ সত্ত্বেও মায়াবাদী এই ব্যাপারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যা হউক জীবহৃষ্টরূপ ব্যাপারটির প্রকৃতি আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নূতন কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না, ইহা নিশ্চয়। নূতন বস্তু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সকলই ব্রহ্মের। কিন্তু ইহাতে যে একটি নূতন কার্য্য হইল, ঘটনা হইল, তাহা নিশ্চিত। ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি এই বিশেষ আকারে পূর্বে কখনও ব্যক্ত হয় নাই। এই বিশেষ আকারের সহিত অল্প সকল আকারের স্পষ্ট প্রভেদ আছে। অনন্ত অর্থের সহিত যে প্রভেদ আছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বিশেষত্বেই জীবের ব্যক্তিত্ব (personality)। এই ব্যক্তিত্বের উপরেই পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, অকর্তৃজাতীয় জীবন, বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ধর্ম, ভক্তি, মোক্ষ, সমস্ত নির্ভর করে। ইহাকে লঘু করা এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমাকে লঘু করা একই। মানবের ব্যক্তিত্ব যে স্রষ্টার প্রিয় তাহা প্রত্যেক মানবের আত্মপ্রেম ও পরপ্রেম এবং ব্যক্তিত্ববিকাশে জগতের অমূল্যতা সপ্রমাণ করে। ইহা যে স্রষ্টার সময়েও প্রকারান্তরে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাও নিশ্চিত। ঐ সময়ে যদি

সকল জীবাত্মা অভিন্নভাবে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকে। তবে পুনর্জাগরণে আমরা আপন আপন বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ শক্তি,— বিশেষ ব্যক্তিত্ব,—পুনঃপ্রাপ্ত হইতাম না। জাগরণে যেমন ব্রহ্ম জানেন ‘আমার সন্তানেরা আমা হইতে এবং পরম্পর হইতে ভিন্ন’ তেমনি নিদ্রাতেও জানেন তাহারা ভিন্ন। ভিন্ন বলিয়া, না জানিলে, ভিন্নরূপে আগ্রহ করিতে পারিতেন না। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের বুদ্ধিমান যেমন, ভেদাভেদযুক্ত ব্রহ্মের জীৱজ্ঞানও তেমনি ভেদাভেদযুক্ত। বাহ্য হউক, ব্রহ্মের মানবসৃষ্টি আমাদের নিকট সুপরিচিত বলিয়া, সর্বাঙ্গের সম্পূর্ণ। অন্য জীব এবং অল্প বস্তুর সৃষ্টি আমাদের নিকট অসংখ্য পরিমাণে সম্পূর্ণ। ক্ষুদ্র জীব বা বস্তু আমাদের হইতে যে পরিমাণে ভিন্ন তাহার সৃষ্টি আমাদের নিকট সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ। কিন্তু মানবই সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্ট বস্তু নহে। সৃষ্টি তাহার নিত্যবিজ্ঞানকে অসংখ্য আকার ও পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন, ও করিতেছেন। মানবের নিম্নে অসংখ্য প্রকার জীব। মানবের উপরেও অসংখ্য প্রকার জীব থাকা কিছুই বিচিত্র নহে, যদিও আমরা তাহাদের অস্তিত্বের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই না। জীবের নিম্নে অসংখ্য প্রকার বস্তু আছে যাহাদিগকে আমরা অচেতন বলি। আমরা তাহাদিগকে অচেতন বলি এই জন্য যে তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও স্বচ্ছ অহুত্বের প্রকাশ দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিকপ্রবর জগদীশ চন্দ্র বসু আরিভূত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ধাতুখণ্ডের মধ্যেও প্রাণের প্রকাশ ধরা পড়িয়াছে। উচ্চ দর্শনশাস্ত্র বরাবরই বলিতেছে কোন বস্তুই অচেতন নহে; যে সকল বস্তুকে আমরা অচেতন বলি তাহারাও আমাদের মধ্যে রূপ, রস ঐচ্ছিক বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া তাহাদের মৌলিক চেতনত্বের পরিচয় দেয়। বিজ্ঞানোৎপত্তি ছাড়া অল্প প্রকার

কার্য্য অত্যন্তই অস্পষ্ট। পাঠক ভাবিলেই দেখিবেন আমাদের ব্যাটী
 জীবনের বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক কার্য্য হইতেছে সেই সমস্তকেই
 আমরা ব্যাটীজীবনে বিজ্ঞানোৎপত্তির আকারে চিন্তা করি। এক্ষণচিন্তাকে
 পরিষ্কৃত করিলে এই দাঁড়ায় যে এক বিরাট পুরুষ আছেন যাঁহার
 সমক্ষে পরমেশ্বর সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্য বিজ্ঞানরূপে প্রকাশ করিতেছেন।
 জগৎবিকাশের সমস্তক্রম এই বিরাটপুরুষেরই বিজ্ঞানপরম্পরা। এই
 চিন্তা আমাদের ভারতীয় এবং পশ্চাত্য উভয় দর্শনেই বর্তমান আছে।
 উপনিষদে এই বিরাট পুরুষ তেজ, অগ্নি, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম,
 অপরব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত। প্রতীচা দর্শনে ঠনি Logos,
 Word, Cosmic Soul প্রভৃতি নামে পরিচিত। উপনিষৎকার ঋষিগণ
 এক্ষণ একজন বিরাট পুরুষ,—সমস্ত বিশ্ব যাঁহার দেহ,—তাঁহাকেই
 প্রথম সৃষ্ট বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু শব্দর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মার
 অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও বলেন সৃষ্টি অনাদি; উপনিষদে সৃষ্টি আরম্ভের
 কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ কল্পারম্ভের কথা। প্রতি কল্পারম্ভে ব্রহ্মা
 জাগ্রৎ এবং কল্পান্তে নিদ্রিত হন। পুরাণকারগণ বলেন জগৎ অসংখ্য,
 ব্রহ্মাও অসংখ্য। জগতের অসংখ্য বা একই জগতের অসংখ্য বিভাগ
 ও বিচিত্র ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত। কালের প্রকৃতি আলোচনা
 করিলে দেখা যায় কাল অনাদি অনন্ত, এবং কাল যখন ঘটনাপ্রবাহের
 ক্রমমাত্র তখন ঘটনাপ্রবাহও অনাদি অনন্ত। ঈশ্বর পূর্বে নিষ্ক্রিয়
 ছিলেন পরে কোন সময়ে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন এক্ষণ চিন্তা
 দর্শনসম্মত নহে। এই তত্ত্ব আমার ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসার’ ‘নিত্যানিত্য-
 বিবেক’ নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিস্তৃত বিচার সহ বুঝাইয়াছি। ঈশ্বর
 নিত্যক্রিয়াশীল, তাঁহার পক্ষে নিষ্ক্রিয় প্রাক অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ
 ঘটনাপ্রবাহের আরম্ভ আছে শেষও আছে। কিন্তু সাধারণ সৃষ্টিপ্রবাহ

অনাদি অনন্ত। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং উপনিষদের অন্যান্য স্থানে সৃষ্টির ৫৬ সকল বর্ণনা আছে সেই সকল বর্ণনাতো এক ও বহু, কর্তা ও ক্রিয়ার নিত্য সম্বন্ধের ভক্ত রূপকের ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্ততঃ আমি এই ভাবেই সেই সকল বর্ণনার মৌলিক সত্যতা স্বীকার করি।

৯। ব্রহ্মবাদেব হুই প্রাণা

পূর্বেই বলিয়াছি উপনিষদে নানা স্তরের চিন্তাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে দুটি চিন্তাধারা প্রধান। একটির প্রধান উপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য, অপরটির প্রধান উপদেষ্টা প্রজাপতি ও ইন্দ্র। ‘বৃহদারণ্যক’ উপনিষদেব নানাভাবে, বিশেষভাবে ‘মৈত্রেয়ী—ব্রাহ্মণে’ (২।৪ ও ৪।৫) এবং ‘জনক যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে’ (৪।১,৪) যাজ্ঞবল্ক্যের মত ব্যক্ত হইয়াছে। জগৎ যে আত্মাশ্রিত এবং জগতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃই যে পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সমুদায় বস্তু প্রিয়, পরমাত্মাই যে একমাত্র সাধনের বস্তু, এই সমস্ত বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষা অতি উপাদেয়। কিন্তু তিনি পরমাত্মার আশ্রয়ে জগৎ ও জীবের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করেন নাই। বিষয়বিষয়ীর ভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ীর ভেদকে তিনি অস্থায়ী এবং প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছেন। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নেই এই ভেদ দৃষ্ট হয়, সুষুপ্তিতে দৃষ্ট হয় না, ইহা হইলে তিনি এই শিক্ষাস্ত্রে উপনীত হইয়াছেন যে অভেদই আত্মার মূল স্বরূপ এবং বাসনা সমুলে ক্ষয় হইয়া দেহান্ত হইলে আত্মা এই অভেদ ভাবই

প্রাপ্ত হইবে। এই অভেদ ভাবকেই তিনি অমৃতত্ব বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্কের মত হইতেই যে গোড়পাদ এবং শব্দর প্রভৃতি পরবর্তী দার্শনিকগণের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং লয়বাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। প্রজাপতির মত ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে (৭ম—১২শ খণ্ডে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে শরীরে মগ্ন আত্মার অবস্থাত্রয় বলিয়াছেন। আত্মা নিজের অশরীরে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখিতে পায় চক্ষুহারা শারীরিক ইন্দ্রিয় ছাড়া তাহার মনরূপ এক দৈব চক্ষু আছে। সেই চক্ষুদ্বারা সে সমুদায় লোক দেখিতে পায় এবং সমুদায় কাম্যবস্তু উপভোগ করিতে পারে। একরূপ আত্মার পক্ষে ব্রহ্মলোকে বাস ইহজীবনেই আরম্ভ হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মলোকের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় সেখানে মুক্ত আত্মার ভোগ ও বিশেষ বিজ্ঞান সমস্তই অব্যাহত থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁহার উপাস্ত্র-উপাসক ভেদও থাকে। অভেদ-ভাবে ব্রহ্মে লীন হইবার কথা প্রজাপতি কিছুই বলেন নাই। ইন্দ্রের মত 'কৌষীতকি' উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠক ইতিপূর্বে ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদ-বাদী, নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের বিরোধী। কৌষীতকির প্রথমাধ্যায়ে চিত্রনামক রাজর্ষি রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোকের একটা সূক্ষ্মর বর্ণনা দিয়াছেন। রূপকটি অতি স্বচ্ছ, সহজেই রূপক বলিয়া বোঝা যায়। মুক্ত আত্মা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে দেবতাদিগের সহবাসে ব্রহ্মসন্নিধানে উপাসনাক্রপণী নদীতীরে চিরবাস করেন। এই বর্ণনাতেও স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রশ্নের উত্তরে জীবাত্মা বলিতেছেন,—‘তুমি যাহা আমিও তাহী’। মূল অভেদ মানিয়াও ‘তুমি’ ‘আমি’র ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। লয়ের কথা কিছুই নাই।

চিত্রের 'বর্ণিত ব্রহ্মলোক দেহান্তে গয়া কোন বিশেষ লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ণনা দেখিয়া ইহাকে একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়াই বোধ হয়,—যে অবস্থা প্রাপ্তি দেহের বর্তমানেও সম্ভব। ছান্দোগ্যোও (৮।৪-৬) ব্রহ্মলোকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এই উপনিষদের অষ্টমাধ্যায় সপ্তদশখণ্ডে ব্রহ্মচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোকগমন পর্য্যন্ত মানব জীবনের কর্তব্য পরম্পরায় একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নির্ঝাণ-মুক্তির কোন উল্লেখ নাই। 'ন চ পুনরাবর্ততে, ন চ পুনরাবর্ততে' বলিয়া ঋষি উপনিষদ শেষ করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় চিন্তাধারা হইতেই যে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের বিশিষ্টাদৈতবাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভূমিকার অতিদীর্ঘতা পরিহারের জন্য উপনিষদের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যার ইচ্ছা^১ পরিত্যাগ করিলাম। ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধের ভূমিকায় তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদক



ছান্দোগ্যোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

উদগীথোপাসনা

১। ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীতোমিতি ত্বাদ্গায়তি
তসোপব্যাখ্যানম্ ।

২। এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসো-
পামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্ রসো বাচ
ঋগ্ রস ঋচঃ সাম রসঃ সান্ন উদগীথো রসঃ ।

১। ‘ওম্’ ইতি (‘ওম্’ এই) এতৎ অক্ষরম্ (এই অক্ষরকে)
উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), ‘ওম্’
ইতি (‘ওম্’ এই শব্দ ‘উচ্চারণ করিয়া’) হি (যেহেতু) উদগায়ন্তি
(উদগীথ গান করে)। ত্য (তাহার) উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা
‘এই’ :—)।

২। এষাম্ ভূতানাম্ (এই ভূতসমূহের) পৃথিবী রসঃ (রস, জীবন-
দায়িনী শক্তি) ; পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) আপঃ (জলসমূহ) রসঃ
(সার) ; অপাম্ (জলসমূহের) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) রসঃ ; ওষধী-

১। ‘ওম্’ এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে ;
কারণ প্রথমে ‘ওম্’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে উদগান করা হয় ।
ইহার ব্যাখ্যা এই :—

২। পৃথিবী এই ভূতসমূহের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধি-

৩। সঃএষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্থোহষ্টমো
ষদুদগীথঃ ।

৪। কতমা কতমা ঋক্ কতমং কতমং সাম কতমঃ কতম
উদগীথ ইতি বিমৃশ্যং ভবতি ।

নাম্ (ওষধিসমূহের) পুরুষঃ (মানব) রসঃ ; পুরুষস্য (পুরুষের) বাক্
রসঃ ; বাচঃ (বাক্যের) ঋক্ (ঋগ্বেদ) রসঃ ; ঋচঃ (ঋকের) সাম
(সামবেদ) রসঃ ; সাম্নঃ (সামবেদের) উদগীথঃ (উদগীথ-নামক
অংশ) রসঃ ।

৩। সঃ (সেই) এষঃ (এই) রসানাং (রসসমূহের মধ্যে) রস-
তমঃ (শ্রেষ্ঠ রস , পরমঃ (পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ) পরাৰ্দ্ধ্যঃ (‘অর্দ্ধ’ শব্দ স্থানবাচী,
ছাঃ ৫।৩।৪, ৬ ; পরাৰ্দ্ধঃ=পরম স্থান ; পরাৰ্দ্ধ্যঃ=পরার্দ্ধ + যাৎ=পরম
স্থানের উপযুক্ত বিং) অষ্টমঃ (অষ্টম ; পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্,
ঋক্ ও সাম—এই সাতটির পরবর্তী) যৎ (ক্রোং বৈদিক প্রয়োগ ;
যঃ=যে) উদগীথঃ ।

৪। কতমা (ক্রীং, কোনটী) কতমা ঋক্ ? কতমং (ক্রোং কোনটী)
কতমং সাম ? কতমঃ (পুং, কোনটী) কতমঃ উদগীথঃ ? ইতি
(এই প্রকার প্রশ্ন) বিমৃশ্যং (বি + মৃশ্ + ক্ত, শ্ স্থানে ষ্, পাং
৮।২।৩৬) = জিজ্ঞাস্তা ভবতি (হয়) ।

সমূহ জলের রস, পুরুষ ওষধিসমূহের রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ
বাক্যের রস ; সামবেদ ঋগ্বেদের রস এবং উদগীথ সামবেদের রস ।

৩। এই যে উদগীথ, ইহা রসসমূহের মধ্যে পরম রস, (ইহা)
পরম বস্তু, পরম ধাম এবং (পৃথিব্যাदि রসসমূহের মধ্যে
ইহার স্থান) অষ্টম ।

৪। ঋক্ কি, সাম কি, উদগীথ কি—(এখন) ইহাই
জিজ্ঞাস্তা ।

৫। বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম ঋক্ ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথস্তদ্বা
এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চ ঋক্ চ সাম চ।

৬। তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতন্মিথুনক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ
মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্তোত্তম কামম্।

৭। আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান-
ক্ষরমুদগীথমুপাস্তে।

৫। বাক্ এব (বাক্যই) ঋক্, প্রাণঃ সাম, (প্রাণই সাম) ‘ওম্’
ইতি (‘ওম্’ এই) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর) উদগীথঃ। তৎ
(তাহা) বৈ এতৎ মিথুনম্ (এই মিথুন, যুগল বস্ত্র), যৎ (যাহা) বাক্
চ প্রাণাঃ চ (বাক্য ও প্রাণ) ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম)।
পাঠান্তর—‘সাম চ’ স্থলে ‘সাম চেতি’।

৬। তৎ (সেই) এতৎ (এই) মিথুনম্ ‘ওম্’ ইতি (‘ওম্’ ইহা)
এতন্মিথুন অক্ষরে (এই অক্ষরে) সংসৃজ্যতে (যুক্ত হয়)। যদা (যখন)
বৈ মিথুনৌ (মিথুন, দুই জন) সমাগচ্ছতঃ (সঙ্গত হয়) আপয়তঃ
(আপু, পিচ ; সম্পন্ন করে) বৈ তৌ (দুইজন) অন্তোত্তম (অগ্র ও
অগ্র ; হইতে, ৩১ ; = পরস্পরের) কামম্ (কামনাকে)।

৭। আপয়িতা (প্রাপক) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্ত্রসমূহের)

৫। বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম, ‘ওম্’ এই অক্ষরই উদগীথ।
যাহা বাক্ ও প্রাণ, (অথবা) ঋক্ ও সাম—তাহাই মিথুন।

৬। এই মিথুন (বাক্ ও প্রাণ), ‘ওম্’ এই অক্ষরে সম্মিলিত
হয়। যখনই মিথুন সম্মিলিত হয়, তখনই তাহারা পরস্পরের
কামনা পূর্ণ করে।

৭। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ওঁকারকে উদগীথরূপে উপাসনা
করেন, তিনি কাম্য বস্ত্রসমূহ লাভ করেন।

৮। তদ্বা এতদমুজ্জাক্ষরং যন্ধি কিক্ষামুজ্জানাত্যোমিত্যেব
ভদাহৈষা এব সমৃদ্ধির্যদমুজ্জা সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য
এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথমুপাস্তে ।

৯। তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ধতে ওমিত্যাশ্রাবরতোমিতি
শংসত্যোমিত্যুদগায়তোতন্ত্রৈবাক্ষরস্তাপচিঠৈ মহিমা রসেন ।

ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার)
বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ (‘ওম্’ অক্ষরকে) উদগীথম্ (উদগীথরূপে,
২।১) উপাস্তে (উপাসনা করে) ।

৮। তৎ (সেই) বৈ এতৎ (এই) অমুজ্জা + অক্ষরম্ (অমুমতি-
সূচক অক্ষর); যৎ (যাহা, ২।১; কিংবা যখন) হি কিম্ চ (২।১, কিছু)
অমুজ্জানাতি (অমু + জ্জু; = অমুমতি প্রকাশ করেন) ‘ওম্’ ইতি (‘ওম্’
ইহা) এব তদা (তখন, কিংবা ১.৭ = তখন) আহ (বলেন) । এষা
উ এব (ইহাই) সমৃদ্ধিঃ (শ্রেয়ঃ, ঐশ্বর্য) যৎ (ক্লীঃ প্রয়োগ বৈদিক,
‘যা’ = যাহা) অমুজ্জা (অমুমতি) । সমর্দ্ধয়িতা (সম্ + ঝ্ধ্; গিচ,
ভূ১; যিনি সম্যক্ বৃদ্ধি করেন, তিনি) হ বৈ কামানাম্ (কাম্যবস্ত্তসমূহের)
ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার)
বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ উদগীথম্ উপাস্তে (১ম মঃ দ্রষ্টব্য) ।

৯। তেন (সেই অক্ষর দ্বারা) ইয়ম্ (এই) ত্রয়ী (তিন) বিদ্যা
বর্ধতে (প্রবর্ত্তিত হয়); ‘ওম্’ ইতি (‘ওম্’ এই বলিয়া) আশ্রা-

৮। সেই অক্ষর (=ওম্) অমুমতি-জ্ঞাপক । যখনই কোন বিষয়ে
অমুমতি দেওয়া হয়, তখনই বলা হয় ‘ওম্’ । এই যে অমুজ্জা অক্ষর,
ইহাই শ্রেয়োলাভের হেতু । যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া এই
অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয় কাম্য পূর্ণ
করিয়া থাকেন ।

৯। সেই অক্ষর দ্বারাই এই ত্রয়ী বিদ্যা (=বেদত্রয়বিহিত যজ্ঞ)

১০। তেনোভো কুরুতো যশ্চ তদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ।
নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যায়া করোতি শ্রদ্ধায়োপনিষদা
তদেব বীৰ্য্যবন্তরং ভবতীতি খল্বেতশ্চৈবাক্ষরন্তোপব্যাখ্যানং
ভবতি।

বয়াতি (আ + ঞ্, গিচ্; অধ্বয়ু শ্রবণ করান), ‘ওম্’ ইতি শংসতি
(হোতা মন্ত্র পাঠ করেন) ‘ওম্’ ইতি উদগায়তি (উদগাতা উদগান
করেন। এতশ্চ এব অক্ষরশ্চ (এই অক্ষরেরই) অপচিঠৈত্য (অপ +
চি + ত্তি = অপচিতি, ৪।১; পূজার জন্ত) মহিমা (মহিমা দ্বারা;
শকর ও আনন্দগিরির মতে মহিমা = ঋত্বিক্, যজ্ঞমান ও যজ্ঞমানপত্নী—
এই সকলের প্রাণ) রসেন (রস দ্বারা; শকরের মতে ব্রীহি-যবাদির
রস দ্বারা যে ইবিঃ প্রস্তুত হয়, তাহাই এ স্থলে রস)।

১০। তেন (এই অক্ষর দ্বারা) উভো (দুই জনেই) কুরুতঃ (করেন),
যঃ চ (যিনি) এতং (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন),
যঃ চ ন (না) বেদ। নানা (বিভিন্নপ্রকার) তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ।
যং এব (যাহাকে, যে কর্মকে) বিদ্যায়া (বিদ্যায়ুক্ত হইয়া) করোতি
(করে), শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধায়ুক্ত হইয়া) উপনিষদা (উপনিষদযুক্ত
হইয়া), তং এব (তাহাই) বীৰ্য্যবন্তরম্ (অধিকতর বীৰ্য্যযুক্ত)
ভবতি (হয়) ইতি। খলু এতশ্চ এব অক্ষরশ্চ (এই অক্ষরেরই)
উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা) ভবতি।

প্রযুক্তি হয়। ‘ওম্’ উচ্চারণ করিয়াই শ্রবণ করান হয়; ওম্ উচ্চারণ
করিয়াই মন্ত্রপাঠ করা হয় এবং ওম্ উচ্চারণ করিয়াই উদগান
করা হয়। এ সমুদয়ই এই অক্ষরের পূজার জন্ত; (এ সমুদয়ই
ইহার) মহিমা ও রস দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

১০। যাহারা ইহা জানেন এবং যাহারা ইহা জানেন না—ইহারা
উভয়েই এই অক্ষর দ্বারা [যজ্ঞাদি কর্ম] সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

[কিন্তু] বিদ্যা ও অবিদ্যা বিভিন্ন। বিদ্যায়ুক্ত, প্রজ্ঞায়ুক্ত ও উপনিষদ-যুক্ত হইয়া বাহা সম্পন্ন করা হয়, তাহাই অধিকতর বীৰ্য্যযুক্ত হয়। ইহাই এই অক্ষরের ব্যাখ্যা।

মন্তব্য

(১) ‘ওম্’ অক্ষরের মৌলিক অর্থ কি, বলা কঠিন। সম্ভবতঃ স্মৃতি-সূচক অব্যয়রূপেই ইহা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। (প্রবাসী ১৩২৭ পৌষ পৃঃ ২৪৫, ২৪৬ দ্রষ্টব্য)। উপাদি সূত্রে (১।১৪২) আছে—ওম্=অব্+মন্; অব্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কেহ কেহ বলেন, ওম্=অ+উ+ম্ (মাণ্ডুক্য ৮; প্রশ্ন, ৫।৫; মৈত্রি, ৬।৩; এবং আধুনিক অনেক উৎপাদে; মমু ২।৭৬ ইত্যাদি)।

(২) সামবেদের একটি অংশের নাম ‘উদগীথ’। এই অংশ গান করার নাম ‘উদগান করা’।

(৩) এই অংশে কোনও স্থলে রস শব্দের অর্থ ‘কারণ’ এবং কোনও স্থলে সার বা পরিণাম (কার্য)।

(৪) ‘ওম্’ ইত্যেব তদাহ—এই স্থলে ‘তদাহ’ অংশের দুই প্রকার পদপাঠ হইতে পারে; (১) তদা+আহ, (২) তৎ+আহ।

(৫) অক্ষর দ্বারা যাগহোমাদি কৰ্ম্ম সম্পাদিত হয়। এই কৰ্ম্ম আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, আদিত্য বৃষ্টি প্রেরণ করেন, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি। ইহাই ‘ওম্’ শব্দের মহিমা ও রস (শব্দ)।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

দেবগণের উদগীথোপাসনা

১। দেবাস্থরা হ বৈ সত্র সংযেতির উভয়ে প্রাজাপত্যাস্ত্রক
দেবা উদগীথমাজহু রনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ।

২। তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদগীথমুপাসাক্কিরে তংহাস্থরাঃ
পাপুনা বিবিধুস্তস্মান্তেনোভয়ং জিহ্রতি স্থরতি চ দুর্গন্ধি চ
পাপুনা হোষ বিদ্ধঃ ।

১। দেবাস্থরাঃ (দেব ও অস্থরগণ) হ বৈ যত্র (যখন, বা যে
নিমিত্ত) সংযেতিরে (সম্+যৎ লিট=সংগ্রাম করিয়াছিল) উভয়ে
(বহুবচন দুই) প্রাজাপত্যঃ (প্রাজাপতির সম্বানগণ), তৎ (তখন,
বা সেই বিষয়ে) হ দেবাঃ (দেবগণ) উদগীথম্ (উদগীথকে)
আজহুঃ (আ+হু. লিট=গ্রহণ করিয়াছিলেন,) অনেন (এই উদগীথ
দ্বারা) এনান্ (ইহাদিগকে) অভিভাবিষ্যামঃ (অভি+ভূ, ভবিষ্যৎ,
পরাস্তব করিব) ইতি (এই ভাবিয়া) ।

২। তে (দেবগণ) হ নাসিক্যম্ (২১, নাসিক্য) প্রাণম্ (প্রাণকে)
উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাসাক্কিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন) ।

১। প্রাজাপতির সম্বান দেবতা ও অস্থর—এই উভয় দল পরস্পর
যুদ্ধ করিয়াছিল। ‘আমরা উদগীথ দ্বারা অস্থরদিগকে পরাস্তব করিব’
এই ভাবিয়া দেবগণ উদগীথ গ্রহণ করিলেন ।

২। দেবগণ নাসিক্য প্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-

৩। অথ হ বাচমুদগীথমুপাসাঞ্চক্ৰি্রে তাংহাসুরাঃ পাপুনা
বিবিধুস্তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যং চানৃতং চ পাপুনা হোষা বিদ্ধা।

৪। অথ হ চক্ষুরদগীথমুপাসাঞ্চক্ৰি্রে তঙ্কাসুরাঃ পাপুনা
বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপুনা
হ্যেতদ্বিক্রম্।

তম্ (সেই প্রাণকে) হ অসুরাঃ (অসুরগণ) পাপুনা (পা + মন্
উণাদি ৪।১৫০) বিবিধুঃ (বাধ, লিট্; বিদ্ধ করিয়াছিল)। তস্মাৎ
(সেই জন্ত) তেন (তাহা দ্বারা) উভয়ম্ (উভয়কে) জিহ্বতি
(ভ্রা ধাতু; আভ্রাণ করে)—সুরভি চ (সুর্গাঙ্ককে) দুর্গাঙ্কি চ (এবং
দুর্গাঙ্ককে); পাপুনা হি এষঃ (ইহা) বিদ্ধঃ (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

৩। অথ (অনন্তর) [দেবা] হ বাচম্ (বাক্যকে) উদগীথম্ উপাসাঞ্চ-
ক্ৰি্রে, তাম্ (তাহাকে) হ অসুরাঃ পাপুনা বিবিধুঃ; তস্মাৎ তয়া (বাক্য
দ্বারা) উভয়ম্ বদতি (বলে)—সত্যম্ চ (সত্যকে) অনৃতম্ চ (এবং
অসত্যকে)। পাপুনা হি এষা (এই বাক্য) বিদ্ধা (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

৪। অথ [দেবা] হ চক্ষুঃ (চক্ষুকে) উদগীথম্ উপাসাঞ্চক্ৰি্রে, তৎ
(তাহাকে) হ অসুরাঃ পাপুনা বিবিধুঃ। তস্মাৎ তেন (সেই চক্ষু দ্বারা)
উভয়ম্ পশ্যতি (দেখে)—দর্শনীয়ম্ চ (দর্শনীয় সংস্কৃতে) অদর্শনীয়ম্ চ

ছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ এই প্রাণকে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল।
এই জন্ত লোকে ভ্রাণেন্দ্রিয়ার দ্বারা সুর্গাঙ্ক ও দুর্গাঙ্ক উভয়ই আভ্রাণ
করিয়া থাকে; [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৩। অনন্তর [দেবগণ] বাগিজ্জিয়কে উদগীথরূপে উপাসনা
করিয়াছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল।
এই জন্ত লোকে বাগিজ্জির দ্বারা সত্য ও অসত্য উভয়ই লিখিয়া
থাকে, [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৪। অনন্তর [দেবগণ] চক্ষুকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,

৫। অথ হ শ্রোত্রমুদগীথমুপাসাধক্কিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপুনা
বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ং চাশ্রবণীয়ং চ পাপুনা
হ্যেতদ্বিক্রম্ ।

৬। অথ হ মন উদগীথমুপাসাধক্কিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপুনা
বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়ং চাসঙ্কল্পনীয়ং চ
পাপুনা হ্যেতদ্বিক্রম্ ।

(এবং অদর্শনীয় বস্তুকে); পাপুনা হি এতৎ (ইহা) বিক্রম্
(বিক্র হইয়াছিল) ।

৫। অথ [দেবাঃ] হ শ্রোত্রম্ (কর্ণকে) উদগীথম্ উপাসাধক্কিরে, তৎ
চ অসুরাঃ পাপুনা বিবিধুঃ; তস্মাৎ তেন (সেই কর্ণ দ্বারা) উভয়ম্
শৃণোতি (শ্রবণ করে)—শ্রবণীয়ম্ চ (শ্রবণীয় বিষয়কে, প্রিয়
বিষয়কে) অশ্রবণীয়ম্ চ (এবং অপ্রিয় বিষয়কে); পাপুনা হি এতৎ
বিক্রম্ ।

৬। অথ [দেবাঃ] হ মনঃ (মনকে) উদগীথম্ উপাসাধক্কিরে; তৎ হ
(সেই মনকে) অসুরাঃ পাপুনা বিবিধুঃ । তস্মাৎ তেন (সেই মন দ্বারা)

[কিন্তু] অসুরগণ ইহাকে পাপদ্বারা বিক্র করিল। এই জগৎ লোকে
চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই দর্শন করে; [কারণ] ইহা
পাপবিক্র হইয়াছিল।

৫। অনন্তর [দেবগণ] শ্রোত্রকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-
ছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ ইহাকে পাপ দ্বারা বিক্র করিল। এই
জগৎ লোকে শ্রোত্র দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই শ্রবণ করে; [কারণ]
ইহা পাপবিক্র হইয়াছিল।

৬। অনন্তর দেবগণ মনকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,
[কিন্তু] অসুরগণ ইহাকে পাপ দ্বারা বিক্র করিল। এই জগৎ লোকে

৭। অথ হ য এবায়াং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্ৰিরে
তংহানুরা ঋত্বা বিদধ্বংস্তুৰ্যথান্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেৎ ।

৮। এবং যথান্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স
বিধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈচনমভিদাসতি
৭ এষোহিন্মানখণঃ ।

উভয়ম্ সংকল্পয়তে (চিন্তা করিয়া থাকে)—সংকল্পনীয়ম্ চ (সাধু
বিষয়কে) অসংকল্পনীয়ম্ চ (এবং অসাধু বিষয়কে) ; পাপুনা হি
এতৎ বিধ্বম্ ।

৭। অথ [দেবাঃ] হ যঃ (যে) এব অয়ম্ (এই) মুখ্যঃ (মুখে উৎপন্ন ;
শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ, তম্ (তাহাকে) উদগীথম্ উপাসাঞ্চক্ৰিরে ; তম্ হ অনুরাঃ
ঋত্বা (ঋ ঋত্বা, 'তাহার নিকটে' গমন করিয়া) বিদধ্বংস্তুঃ (বি + ধ্বংস্,
লিট্ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল) ; যথা (যেমন) অন্মানম্ (প্রস্তরকে) আখণম্
(হর্ভেত্ব ২।১ : যাহা খণন করা যায় না, তাহার নাম 'আখণ') ঋত্বা
(প্রাপ্ত হইয়া) বিধ্বংসেত (ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ; বি + ধ্বংস্,
বিধিঃ ইত) । *

৮। এবম্ (এই প্রকার) যথা (যেমন) অন্মানম্ আখণম্ (হর্ভেত্ব
মন দ্বারা সাধু ও অসাধু উভয় বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে ; [কারণ]
ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল ।

৭। অনন্তর যাহা এই মুখ্যপ্রাণ, [দেবগণ] তাহাকেই উদগীথরূপে
উপাসনা করিয়াছিলেন । [কিন্তু লোষ্ঠাদি] যেমন কঠিন প্রস্তরকে
আঘাত করিতে গিয়া নিজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তেমনি অনুরগণ
মুখ্যপ্রাণকে বিদ্ধ করিতে গিয়া আপনারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

৮। কঠিন প্রস্তরকে আঘাত করিতে যাইয়া যেমন [লোষ্ঠাদি]

* বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৩।৭) এইরূপ স্থলে "আনন্তঃ প্রাণঃ" ব্যবহৃত
হইয়াছে । 'আন্ত—মুখ ।

৯। নৈবৈতেন স্মরতি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপা হ্যেব তেন বদশ্রুতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতোতমু এবাস্ত-
তোহবিস্তোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবাস্তত ইতি।

প্রস্তরকে) ঋত্বা (গমন করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া) বিধ্বংসতে (ধ্বংস প্রাপ্ত হয়), এবম্ (এই প্রকার) হ এব সঃ (সে) বিধ্বংসতে যঃ (যে) এবম্+বিদ্ (এই প্রকার যিনি জানেন তাঁহার প্রতি) পাপম্ (পাপকে) কাময়তে (কামনা করে), যঃ চ এনম্ (ইহাকে) অভিদাসতি (অভি+দাস্; হিংসা করে)। সঃ এবঃ (এই) অশ্মা (প্রস্তর) আধণঃ (কঠিন)।

১০। ন (না) এব এতেন (মুখ্যপ্রাণ দ্বারা) স্মরতি (স্মৃগন্ধিকে) ন দুর্গন্ধি (দুর্গন্ধিকে) বিজানাতি (জানে)। অপহতপাপা (নিষ্পাপ) তি এবঃ (এই)। তেন (তাহা দ্বারা) যৎ (যে বস্তুকে) অশ্রুতি (ভোজন করে), যৎ পিবতি (পান করে), তেন (সেই ভোজন পান দ্বারা) ইতরান্ প্রাণান্ (অপর প্রাণসমূহকে) অবতি (অব-ধাতু; পালন করে); এতম্ (ইহাকে) উ এব অস্ততঃ (অস্তকালে) অবিস্তা (অ+বিদ্+ক্তা) লাভ না করিয়া) উৎক্রামতি (উৎ-ক্রমণ করে), ব্যাদদাতি (বি+আ+দা; মুখব্যাদান করে) এব অস্ততঃ ইতি।

বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি পাপ কামনা করে এবং তাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, সেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; [কারণ] সেই ব্যক্তি দুর্ভেদ্য পাষণ (বৎ)।

১১। এই মুখ্য প্রাণদ্বারা স্মরতি বা দুর্গন্ধি কিছুই জানা যায় না; কারণ এই প্রাণ অপাপবিক্র। এই প্রাণদ্বারা যাহা ভোজন করা হয়, যাহা পান করা হয়, তাহাতে অপরাপর প্রাণ (=দ্রাণাদি) প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অস্তকালে যখন লোকে এই মুখ্য

১০। তংহাজিরা উদগীথমুপাসাঞ্চক্রে এতমু এবাজিরসঃ
মন্তন্তেহজ্ঞানাং যদ্রসঃ ।

১১। তেন তংহ বৃহস্পতিকদগীথমুপাসাঞ্চক্রে এতমু এব
বৃহস্পতিং মন্তন্তে বাগ্ধি বৃহতী তন্তা এষ পতিঃ ।

৬

১০। তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ অজিরা (অজিরা-নামক ঋষি) উদগীথম্
(উদগীথরূপে) উপাসাঞ্চক্রে (উপাসনা করিয়াছিলেন) । এতম্ (এই
ঋষিকে কিংবা মুখ্যপ্রাণকে) উ এব আজিরসম্ (অজিরা নামে)
মন্তন্তে (লোকে বলে) ; অজ্ঞানাম্ (অজসমূহের) যৎ (যেহেতু)
রসঃ (রস) ।

১১। তেন (সেইজন্ত) তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি
নামক ঋষি) উদগীথম্ উপাসাঞ্চক্রে ; এতম্ (এই প্রাণকে কিংবা
ঋষিকে) উ এব বৃহস্পতিম্ (২১) মন্তন্তে । বাক্ হি (বাক্ই)

প্রাণকে লাভ করিতে পারে না, তখন সে দেহ হইতে উৎক্রমণ
করে । এই জন্তই মৃত্যুকালে লোকে মুখবাদান করে ।

১০। অজিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা
করিয়াছিলেন ; এত জন্ত এই প্রাণকেই অজিরা বলিয়া মনে করা
হয়, যেহেতু ইহা অজসমূহের রস । [এই মন্ত্রের অন্ত অর্থও হইতে
পারে—“অজিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-
ছিলেন । এই প্রাণই অজিরা অর্থাৎ অজসমূহের রস ; এই জন্ত
(উপাসক) ঋষিকেও অজিরা বলা হয় ।]

১১। সেই জন্ত বৃহস্পতি এই মুখ্য প্রাণকে উদগীথরূপে
উপাসনা করিয়াছিলেন । এই জন্ত এই প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হয় ;
[কারণ] বাক্ই বৃহতী এবং এই প্রাণ তাহার পতি । (অর্থান্তর—

১২। তেন তংহায়াস্ত উদগীথমুপাসাধক্ৰ-এতমু এবায়াস্তং
মন্তান্ত আশ্বাদ বদয়তে ।

১৩। তেন তংহ বকো দাল্ভ্যো বিদাধকার । স হ
নৈমিষীয়াণামুদগাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ।

বৃহতী (মহতী), তদ্যাঃ (তাহার) এষঃ (এই) পতিঃ (পতি)
(১০ম মন্ত্র দ্রষ্টব্য) ।

১২। তেন (সেই জন্ত) তম্ হ আয়াস্যঃ (আয়াস্য ঋষি) উদগীথম্
উপাসাধক্রে । এতম্ (এই প্রাণকে বা ঋষিকে) উ এব আয়াস্যাম্
(২।১) মন্তান্তে ; আস্যাং (আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে) যং (য়েহেতু)
অয়তে (অয়্ ধাতু, গমন করে) (১০ম মঃ দ্রঃ) ।

১৩। তেন (সেই জন্ত) তম্ (সেই মুখ্যপ্রাণকে) হ বকঃ দাল্ভ্যঃ
(দলভের পুত্র বক ঋষি) বিদাধকার (বিদিত হইয়াছিলেন) । সঃ
(তিনি) হ নৈমিষীয়াণাম্ (নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের) উদগাতা
(উদগীথ-গাতা) বভূব (হইয়াছিলেন) । সঃ হ এভ্যঃ (ইহাদিগের
জন্ত) কামান্ (কাম্যবস্ত্রসমূহকে ; আগায়তি অ (গান করিয়াছিলেন) ।
[পাঠান্তর—‘নৈমিষীয়ানাম্, স্থলে নৈমিষীয়ানাম্, নৈমিষীয়াণাম্ ।]

এই জন্ত এই ঋষিকে বৃহস্পতি বলা হয় ; কারণ বাকুই বৃহতী এবং
ঋষি এই বাক্যের পতি ।)

১২। সেই জন্ত আয়াস্য ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে উদগীথরূপে
উপাসনা করিয়াছিলেন । এই জন্ত এই প্রাণকে আয়াস্য বলা হয়,
কারণ ইহা আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে নির্গত হয় । [অর্থান্তর—এই জন্ত
ঋষিকে আয়াস্য বলা হয় ; কারণ তাঁহার উপাস্য প্রাণ আস্য হইতে
নির্গত হয় ।]

১৩। সেই জন্ত দলভের পুত্র বকঋষি সেই প্রাণকে অবগত
হইয়াছিলেন । তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের উদগাতা হইয়াছিলেন

১৪। আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান-
ক্ষরমুদগীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্।

১২। আগাতা (গানকর্তা) হ বৈ কামানাং (কাম্যবস্তৃসমূহের)
ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ বিদ্বান্ (জানিয়া)
‘অক্ষরম্’ (‘ওম্’ এই অক্ষরকে) উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাস্তে
(উপাসনা করেন)।

ইতি অধ্যাত্মম্ (দেহ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা)।

এবং তাহাদিগের অস্ত্র কাম্য বস্ত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদগান
করিয়াছিলেন।

১৪। যিনি মুখ্য প্রাণকে এই প্রকার জানিয়া অক্ষরকে
উদগীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি উদগান করিয়া কাম্য বস্ত্র লাভ
করেন।

ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।

মন্তব্য

(১) বিভিন্ন উপনিষদে (বৃহঃ ৬.১ ; ছাঃ ৫।১) বর্ণিত আছে
যে, নাসিকা, বাক, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও মুখ্যপ্রাণ এই সমূহের মধ্যে
কে শ্রেষ্ঠ—এই বিষয় লইয়া তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত
হইয়াছিল (কোঃ উঃ ৩।৩, প্রঃ ২ ব্রহ্মব্য)। শেষে প্রমাণিত
হইয়াছিল যে, মুখ্যপ্রাণই শ্রেষ্ঠ। এই অংশেও অত্র একটা উপাখ্যান
দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

(২) ‘অধ্যাত্ম’ শব্দের অর্থ আত্মসম্বন্ধী। এখানে ‘দেহ’ শব্দের
‘আত্মা’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এই প্রকার
ব্যবহার বহুল দৃষ্ট হয় (ঋগ্বেদ ১০।১৬৩। ৫, ৬ ; শতঃ ব্রাঃ ১০।৪।৪।৬ ;

বৃহঃ ১।২।৪ ; ছাঃ ৮।৮।৪ ইত্যাদি) । উপনিষদাদি গ্রন্থের অনেক স্থলে অধিদৈবত, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম—এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে । যখন আপ, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, ত্তৌ প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাকে অধিদৈব বলা হয় । ভূতসমূহ লইয়া যে ব্যাখ্যা, তাহার নাম অধিভূত । যখন চক্ষু, শ্রোত্রাদি লইয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাকে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা বলা হয় (বৃহঃ উঃ ৩।৭।১৪, ১৫ ; ছাঃ ৩।১৮।১, ২ ; কোঃ উঃ ৪।১০ ইত্যাদি) ।

University of Calicut Library
Accession No. 6112 Date 2010.10

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

উদগীথের অধিদৈবোপাসনা

১। অথাধিদৈবতঃ ষ এবাসৌ তপতি তমুদগীথমুপাসীতৌদ্যম্
এষ প্রজাভ্য উদগায়তি উদ্যংস্তমোভয়মপহন্ত্যপহন্ত্য হ বৈ
ভয়স্য তমসো ভবতি য এবং বেদ ।

১। অব (অনন্তর) অধিদৈবতম্ (দেবতাসংক্রান্ত ব্যাখ্যা) :—
যঃ এব অসৌ (এই যিনি, এই যে সূর্য্য) তপতি (উত্তাপ
দিতেছেন), তম্ (তাহাকে) উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাসীত
(উপাসনা করিবে)। উগন্ (উৎ+ই+শত্=উদিত হইয়া) বৈ
এষঃ (এই সূর্য্য) প্রজাভাঃ (প্রাণীদিগের জন্ম) উদগায়তি (উদগান
করেন)। উগন্ তমঃ ভয়ম্ (অন্ধকারের ভয়কে; কিংবা অন্ধকার
ও ভয়কে) অপহন্তি (বিনাশ করেন)। অপহন্ত্য (বিনাশক) হ
বৈ ভয়ন্ত তমসঃ (অন্ধকারের ভয়ের, কিংবা অন্ধকারের এবং ভয়ের)
ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এণম্ (এই প্রকার) বেদ
(জানেন)।

১। অনন্তর অধিদৈবত দৃষ্টিতে [উদগীথের উপাসনা ব্যাখ্যাত
হইতেছে] :—ঐ যে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছেন উহাকে উদগীথরূপে
উপাসনা করিবে। ঐ সূর্য্য উদিত হইয়া জীবগণের জন্ম উদগান
করিয়া থাকেন। সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকারের ভয় (কিংবা অন্ধকার
ও ভয়) বিনাশ করে। যিনি-এই প্রকার জানেন, তিনি অন্ধকারের
ভয় (কিংবা অন্ধকার ও ভয়কে) বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

২। সমান উ এবাং চাসৌ চোষণোহয়মুক্ষোহসৌ স্বর ইতীমম্মাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্য্যস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্ধা . এতমিমমমুং চোদগীথমুপাসীত ।

৩। অথ খলু ব্যানমেবোদগীথমুপাসীত বদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণো ষদপানিতি সোহপানোহথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স • ব্যানো যো ব্যানঃ সা বাক্ তস্মাদপ্রাণন্নপানন্বাচমভিব্যাহরতি ।

২। সমানঃ (সমান) উ এব অয়ম্ চ (এই প্রাণ) অসৌ চ (ঐ স্বর্ধ্য) ; উক্ষঃ (উক্ষ) অয়ম্ (এই প্রাণ) উক্ষঃ অনৌ (ঐ স্বর্ধ্য) । স্বরঃ (স্বর) ইতি ইমম্ (ইহাকে, প্রাণকে) আচক্ষতে (বলা হয়) ; স্বরঃ ইতি, প্রত্য্যস্বরঃ ইতি অমুম্ (উহাকে, স্বর্ধ্যকে) । তস্মাৎ বৈ (সেই জন্ত) এতম্ ইমম্ (এই ইহাকে, প্রাণকে) অমুম্ চ (ঐ স্বর্ধ্যকে) উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) ।

৩। অথ খলু ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদগীথম্ উপাসীত (উদগীথরূপে উপাসনা করিবে) । যৎ (ক্রীং বৈদিক ; — যঃ যাহা) বৈ প্রাণিতি (প্রাণন কার্য্য করে, শ্বাস গ্রহণ করে), সঃ (তাহা) প্রাণঃ ; যৎ (ক্রীং বৈদিক ; = যঃ — যাহা) অপানিতি (বায়ুকে অধোগামী করে), সঃ অপানঃ । অথ যঃ (যাহা) প্রাণ + অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানের) সন্ধিঃ (সংযোগ) সঃ ব্যানঃ । যঃ ব্যানঃ, সা (তাহা) বাক্ । তস্মাৎ (সেইজন্ত) অপ্রাণন্ (প্রাণন কার্য্য না করিয়া) অনপানন্ (অপান

২। এই প্রাণ এবং ঐ স্বর্ধ্য উভয়ই সমান ; ইহাও উক্ষ এবং উহাও উক্ষ ; ইহাকে স্বর বলে এবং উহাকে স্বর ও প্রত্য্যস্বর বলে । এই জন্ত এই প্রাণকে এবং ঐ স্বর্ধ্যকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে ।

৩। অনন্তর ব্যানকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিবে । যাহা প্রাণন কার্য্য করে, তাহাই প্রাণ ; যাহা অপানন কার্য্য করে, তাহাই অপান ; যাহা প্রাণ ও অপানের সন্ধি, তাহাই ব্যান । যাহা ব্যান,

৪। যা বাক্ সা ঋক্ তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ চমভিবি্যাহরতি
যা ঋক্ তৎ সাম তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম স
উদগীথস্তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ দ্গায়তি ।

৫। অতো যান্শ্রুতানি বীৰ্য্যবস্তি কৰ্ম্মাণি যথাগ্নেৰ্মহ্ননমাজেঃ
সরণং দৃঢ়শ্চ ধনুষ আঘমনমপ্রাণন্নপানংস্তানি করোত্যেতশ্চ
হেতোৰ্য্যানমেবোদগীথমুপাসীত ।

কার্ধ্য না করিয়া) বাচন্ (বাক্যকে) অভিবি্যাহরতি (অভি + বি + অ + হ্ ; উচ্চারণ করে) ।

৪। যা (যাহা) বাক্, সা (তাহা) ঋক্ । তস্মাৎ (সেইজন্ত)
অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋক্ (ঋক্, মন্ত্রকে) অভিবি্যাহরতি (৩য় মঃ দ্রঃ) ।
যা ঋক্, তৎ সাম ; তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম (সামকে) গায়তি
(গান করে) । যৎ (যাহা) সাম, সঃ (তাহা) উদগীথঃ । তস্মাৎ
অপ্রাণন্ অনপানন্ উদগায়তি (উদগান করে) । [প্রাণ-ব্যানাদি
বিষয়ে মন্তব্য এই খণ্ডের শেষে দেওয়া হইল । ‘যৎ বৈ প্রাণিতি’
ইত্যাদি—‘যৎ’ শব্দের নানা অর্থ করা হইয়াছে ; যেমন—‘যথন’,
‘যেহেতু’, ‘যে বায়ুকে’ ইত্যাদি ।]

৫। অতঃ (এইজন্ত) যানি (যে সমুদয়) অগ্নানি (অগ্ন সমুদয়)
তাহাই বাক্ ; সেইজন্ত বাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে (লোকে)
প্রাণন ও অপানন কার্য্য স্থগিত রাখে ।

৪। যাহা বাক্, তাহাই ঋক্ ; এইজন্ত ঋক্ উচ্চারণ করিবার
সময়ে প্রাণন ও অপানন কার্য্য স্থগিত থাকে । যাহা ঋক্, তাহাই সাম ;
এইজন্ত সামগান করিবার সময় প্রাণন ও অপাননকার্য্য স্থগিত থাকে ।
যাহা সাম তাহাই উদগীথ ; এইজন্ত উদগান করিবার সময়ে প্রাণন ও
অপানন কার্য্য স্থগিত থাকে ।

৫। এইজন্ত অগ্নিহন, লক্ষ্যসীমায় ধারণ, দৃঢ়ত্ব অবনমন,

৬। খলুদগীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদগীথ ইতি প্রাণ এবোৎ-
প্রাণেন হ্যতিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যচক্ষতেহন্নং থম্নে
হীদং সর্বং স্থিতম্।

বীৰ্য্যবন্তি (শক্তিসাধ্য) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ)—যথা (যেমন) অগ্নেঃ
(অগ্নির) মন্বনম্ (মন্বন, ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন) আজ্ঞেঃ (‘আজি’
শব্দ ; ৬ষ্ঠী ; = লক্ষ্যসীমার) সরণম্ (গমন, লজ্জন) দৃঢ়স্য ধনুষঃ
(দৃঢ় ধনুর) আয়মনম্ (আ + যম্ ধাতু হইতে = অবনমন) অপ্ৰাণন্
অনপানন্ (৩য় মঃ দ্রঃ) তানি (সেই সমুদয়কে) করোতি (করে)।
এতস্য হেতোঃ (এই হেতুতে) ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদগীথম্
উপাসীত (২য় মঃ দ্রঃ)।

৬। অথ খলু উদগীথ + অক্ষরাণি (উদগীথের অক্ষরসমূহকে ;
উদগীথ = উৎ + গী + থ এই তিনটি অক্ষরকে) উপাসীত (উপাসনা
করিবে)। উদগীথঃ ইতি (উদগীথ এই) :—প্রাণঃ এব উৎ (‘উৎ’
এই অক্ষর) ; প্রাণেন হি (প্রাণ দ্বারাই) উৎ + তিষ্ঠতি (উখিত হয়)।
বাক্ (বাক্ই) গীঃ (গী এই অক্ষর) ; বাচঃ (বাক্যসমূহ) হ গিরঃ
(গীঃ এই নাম) ইতি আচক্ষতে (বলে)। অন্নম্ (অন্নই) থম্
(থম্ এই অক্ষর) ; অগ্নে হি (অগ্নেই) ইদম্ সৰ্বম্ (এই সমুদয়)
স্থিতম্ (অবস্থিত)।

ইত্যাদি অল্প শক্তিসাধ্য কার্য্য করিবার সময় প্রাণ ও অপানের কার্য্য
বন্ধ থাকে। এইজন্ত ব্যানকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিবে।

৬। অনন্তর উদগীথের অক্ষরসমূহকে (অর্থাৎ উৎ, গী ও থ
এই তিনটি অক্ষরকে) উপাসনা করিবে। উদগীথ এই :—প্রাণই
‘উৎ’ কারণ প্রাণদ্বারাই সকলের উত্থান হয় ; বাক্ ই ‘গীঃ’ কারণ
বাক্যকেই ‘গীঃ’ বলা হয়। অন্নই ‘থ’ কারণ অগ্নেই এ সমুদয়
প্রতিষ্ঠিত।

৭। ছৌরেবোদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্বায়ুর্গী-
রগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্বজ্জুর্বেদো গীঃ ঋগ্বেদস্থং দ্রুক্ষেহস্মৈ
বাগ্বেদোহং যো বাচো দোহোহন্নবান্নাদো ভবতি য এতাগ্বেবং
বিদ্বানুদগীথাঙ্করাণ্যুপাস্ত উদগীথ ইতি ।

৮। অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরূপসরণানীতুাপাসীত যেন সান্না
স্তোষ্যন্ শ্রুতং সামোপধাবেৎ ।

৭। ছৌঃ এব ‘উৎ’; অন্তরিক্ষম্ গীঃ; পৃথিবী থম্। আদিত্যঃ
এব উৎ; বায়ুঃ গীঃ; অগ্নিঃ থম্। সামবেদঃ এব উৎ; যজুর্বেদঃ গীঃ;
ঋগ্বেদঃ থম্। দ্রুক্ষে (দোহন করে: কর্তৃকর্ম্বাচ্য, পাঃ ৩।১।৮২;
আপনার দ্রুক্ষ আপনি দোহন করে) অস্মৈ (উপাসকের জন্ত) বাক্
(১।১) দোহম্ (দ্রুক্ষকে), যঃ (যাহা) বাচঃ (বাক্যের) দোহঃ
(দ্রুক্ষ)। অন্নবান্ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হন), যঃ
(যিনি) এতানি (এই সমুদয়কে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্
(জানিয়া) উদগীথ+অঙ্করাণি (উদগীথের অঙ্করসমূহকে) উপাস্তে
(উপাসনা করেন)—উদগীথঃ ইতি (ইহাই উদগীথের অঙ্করসমূহের
ব্যাখ্যা)।

৮। অথ খলু আশীঃ+ সমৃদ্ধিঃ (কামনার পরিভৃষ্টি; আশীঃ=

৭। ‘ছৌ’ই ‘উৎ’; অন্তরিক্ষই ‘গী’ এবং পৃথিবীই ‘থ’।
আদিত্যই ‘উৎ’; বায়ুই ‘গী’; অগ্নিই ‘থ’। সামবেদই ‘উৎ’;
যজুর্বেদই ‘গী’; ঋগ্বেদই ‘থ’। বাক্যের যে দ্রুক্ষ, সেই দ্রুক্ষকে বাক্
ন্বয়ং উপাসকের জন্ত দোহন করেন। যিনি এই প্রকার জানিয়া
উদগীথের অঙ্করসমূহের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা
হন।

৮। অনন্তর কাম্যবস্ত্রলাভ (বিষয়ে এই উপদেশ) :—উপসরণকে

৯। যশ্চামৃচি তামৃচং যদার্ঘ্যেং তমৃষিং যাং দেবতা-
মভিষ্টৌষ্যন্ শ্রাত্বাং দেবতামুপধাবেৎ ।

১০। যেন ছন্দসা শ্রোষ্যন্ শ্রাত্ত্বচ্ছন্দ উপধাবেদেবন শ্রোমেন
শ্রোষ্যমাণঃ শ্রাত্বং শ্রোমমুপধাবেৎ ।

কাম্যকল ; সমৃদ্ধিঃ=বৃদ্ধি) :—উপসরণানি (ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়) ইতি (এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), যেন সাম্না (যে সাম দ্বারা) শ্রোষ্যন্ শ্রাৎ (শ্রু + শত্ব ; =স্তুতি করিবে) তৎ সাম (সেই সামকে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে) ।

৯। যশ্চামৃ ঋচি (যে ঋকে), তামৃ ঋচম্ (সেই ঋকে) :
যৎ আর্ঘ্যম্ (এই সাম যে ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট), তমৃ ঋষিম্ (সেই ঋষিকে) ; যাম্ দেবতাম্ (যে দেবতাকে) অভিষ্টৌষ্যন্ শ্রাৎ (অভি +
শ্রু ; =স্তুতি করিতে হইবে), তাম্ দেবতাম্ (সেই দেবতাকে
উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে) ।

১০। যেন ছন্দসা (যে ছন্দ দ্বারা) শ্রোষ্যন্ শ্রাত্বং, তৎছন্দঃ
(সেই ছন্দকে) উপধাবেৎ (ধ্যান করিবে) । যেন শ্রোমেন (যে
শ্রোম দ্বারা) শ্রোষ্যমাণঃ শ্রাত্বং (স্তুত করিবে), তম্ শ্রোমম্ (সেই
শ্রোমকে) উপধাবেৎ ।

(ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়কে) উপাসনা করিবে । যে সামদ্বারা
স্তুতি করা হইবে, সেই সামকে ধ্যান করিবে ।

৯। এই সাম যে ঋকের অন্তর্গত, সেই ঋকে, যে ঋষি
ইহার ত্রষ্টা সেই ঋষিকে ; এবং যে দেবতার স্তুত করিতে হইবে
সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে ।

১০। যে ছন্দদ্বারা স্তুত করিবে সেই ছন্দকে এবং যে শ্রোমদ্বারা
স্তুত করিবে সেই শ্রোমকে ধ্যান করিবে ।

১১। যাং দিশমভিষ্টোষান্ স্যাত্তাং দিশমূপধাবেৎ ।

১২। আত্মানমন্তত উপমৃত্যু স্তবীত কামং ধ্যায়ন্নগ্রমতোহ-
ত্যাশো হ যদৈশ্চৈ স কামঃ সমুদ্যোত যৎকামঃ স্তবীতেতি
সৎকামঃ স্তবীতেতি ।

১১। যাম্ দিশম্ (যে দিক্কে) অভিষ্টোষান্ স্যাত্তাং তাম্ দিশম্
(সেই দিক্কে) উপধাবেৎ (৯ম মঃ দ্রষ্টব্য)

১২। আত্মানম্ (আপনাকে) অন্ততঃ (সর্বশেষে) উপমৃত্যু
(চিন্তা করিয়া, নাম গোত্রাদি চিন্তা করিয়া) স্তবীত (স্তব করিবে)
কামম্ (কাম্যবস্তুর) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিয়া) অগ্রমন্তঃ (অগ্রমন্ত
হইয়া, বর্ণাদি উচ্চারণ বিষয়ে ভুল না করিয়া) । অভ্যাশঃ (শীঘ্র
অভি+অশ্, লাভার্থে; কলত এই; শব্দের মতে) হ যৎ (যখন)
অশ্চৈ (ইহার অন্তঃসং কামঃ (সেই কামনা) সমুদ্যোত (সম্+অধ্
কর্মবাচ্য; পূর্ণ হইবে) যৎকামঃ (যে কামনার বশবর্তী হইয়া) স্তবীত
(স্তব করিবে) ইতি—যৎকামঃ স্তবীত । “অভ্যাশঃ”—ইহার পাঠান্তর
“অভ্যাসঃ” ।

১১। যে দিক্কে স্তব করিবে (কিংবা যে দিকে মুখ ফিরাইয়া স্তব
করিবে), সেই দিকের ধ্যান করিবে ।

১২। সর্বশেষে আত্মবিষয়ে চিন্তা করিয়া, কাম্যবস্তুর ধ্যান করিয়া,
(উচ্চারণাদি বিষয়ে) অগ্রমন্তরহিত হইয়া স্ততি করিবে । তাহা
হইলে যে ব্যক্তি যে কামনা লইয়া স্তব করিবে, তাহার সেই কামনা
শীঘ্র পূর্ণ হইবে ।

মন্তব্য

১।৩।১ এখানে নিষাদ্-প্রশাসকে ‘স্ব’ বলা হইয়াছে । স্বর বলেন
স্বর’শব্দ গতিসূচক ; প্রাণ মৃত্যুর সময় নির্গত হয় (স্বরতি), এইজন্য
ইহার নাম ‘স্ব’ । সূর্য্য প্রতিদিন অন্তর্মিত হয় ‘এই অন্ত ইহার নামও

স্বর। কিন্তু সূর্য্য আবার প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রত্যাগমন করে। এই জন্ত সূর্য্যকে প্রত্যাস্বরও বলা হয়। যোক্ষমূল্যর বলেন—“সম্ভবতঃ ‘স্বর’ অর্থ নিখাসের শব্দ। ‘ওম্’ কে এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই (১।৪।৩) ‘স্বর’ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ প্রতিশাখ্যে ইহার একটা নাম ‘প্রস্বার’। যখন সূর্য্য সম্বন্ধে ‘স্বর’ ও ‘প্রত্যাস্বর’ বলা হয়, তখন সম্ভবতঃ ইহার অর্থ সূর্য্যের কিরণ এবং ইহার প্রতিকলিত কিরণ।”

১।৩।৬। ‘উৎ + তিষ্ঠতি’ পদে ‘উৎ’ রহিয়াছে এইজন্ত প্রাণই ‘উৎ’। ‘গীঃ’ শব্দের অর্থ বাক্য, এইজন্ত বাক্যই ‘গী’। ‘স্থিতম্’ শব্দে ‘থ’ আছে, এইজন্ত বলা হইয়াছে অন্নই ‘থ’। এই রূপে উদগীথের উৎ, গী এবং থ অক্ষরকে প্রাণ, বাক্ ও অন্ন বলা হইল।

১।৩।৭। ‘দুহ্মে অশ্বৈ বাক্ দোহম্, যঃ বাচঃ দোহঃ’ এইস্থলে আমরা ‘দুহ্ম’ অর্থে ‘দোহঃ’ গ্রহণ করিয়াছি। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে এই :—

বাক্যের যে দুহ্ম, বাক্ উপাসকের জন্ত নিজেই সেই দুহ্ম দোহন করেন।

কেহ কেহ বলেন ‘দোহঃ’ অর্থ দোহা। তাহা হইলে এই প্রকার অর্থ হইবে :—

যিনি বাক্যের দোহা (অর্থাৎ যিনি বাক্যকে দোহন করিতে সমর্থ বা কৃতসম্বল), বাক্ নিজেই তাহার জন্ত আপনাতঃ দুহ্ম দোহন করেন।

১।৩।১০। এস্থলে স্তোষান্ (পরশ্বপদ) এবং স্তোষ্যমাণঃ (আত্মনে-পদ) উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে অপরে ক্রিয়ার ফল ভোগ করে, সেখানে পরশ্বপদ; এবং যেখানে কর্তা স্বয়ং এই ফল ভোগ করে, সেখানে আত্মনেপদ ব্যবহৃত হয়। কর্তা ক্রিয়াক্ষ ফলভোগী

হইবে, এইজন্ত আত্মনেপদ ভোধ্যমাণঃ ব্যবহৃত হইয়াছে (শব্দ ও আনন্দগিরি) ।

প্রাণ-অপানাদি বিষয়ে মন্তব্য (১।৩।৩)

প্রাণকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, (৪) উদান, (৫) সমান । কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে কোন স্থলে চারি, কোন স্থলে তিন এবং কোন স্থলে বা কেবল দুইটি প্রাণের উল্লেখ আছে ।

চারি প্রাণ :—

- (১) প্রাণ, অপান, ব্যান ও সমান (অথর্ব বেদ ১০।২।১৩)
- (২) প্রাণ, অপান, উদান ও ব্যান (বৃহঃ উঃ ৩।৪।১ ইত্যাদি) ।

তিন প্রাণ :—

- (১) প্রাণ, অপান, ব্যান (অথঃ বেঃ ১৩।৪৬ ; বাজসনৈয়ি সং ২২।২৩ ; মৈত্রাঃ সং ৪।৫।৬৯ ; ঐতঃ ব্রাঃ ২।২২ ; কোঃ ব্রাঃ ৬।১০ ইত্যাদি) ।

- (২) প্রাণ, উদান, ব্যান (বাজঃ সং ১।২০, ৭।২৭ ; শঃ ব্রাঃ ৯।৪।১।১০ ইত্যাদি) ।

- (৩) প্রাণ, উদান, সমান (ঐতঃ ব্রাঃ ১।৭।২ ইত্যাদি) ।

দুই প্রাণ :—

- (১) প্রাণ, অপান (অথঃ বেঃ ২।২৮।৩ ; ৫।৪।৭ ; ৭।৫।৩।৪ ; তৈঃ সং ৩।৪।১।৪ ইত্যাদি) ।

(২) প্রাণ ও ব্যান (অথঃ বেঃ ৫।৪।৭ ; ৬।৪।২ ইত্যাদি)।

(৩) প্রাণ ও উদান (বাজঃ সং ৬।২০ ; শঃ ব্রাঃ ৪।১।২।২ ; ২।২।৪ ৫ ইত্যাদি)।

প্রাণাদির অর্থ :—

(ক) শরীর বলেন, মুখ ও নাসিকা দ্বারা যে বায়ুকে নিঃসরণ করা হয়, তাহার নাম প্রাণ (উচ্ছ্বাস)। সায়ণ ও রুদ্রনন্দণ এই অর্থ করেন।

(খ) অপানের অর্থ বিষয়ে শরীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করা হয়, তাহাই অপান (ছাঃ উঃ ভাঃ ১।৩৩)।

(২) যে বায়ুদ্বারা মূত্রপুরীষাদি অপনয়ন করা হয়, তাহাই অপান (ছাঃ উঃ ভাঃ ৩।১৩৩ ; বৃঃ উঃ ভাঃ ৩।২।২৬ ; প্রশ্নঃ উঃ ভাঃ ৩।৫)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে (৩।২।২) ‘অপান বায়ুদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়’। ইহা দ্বারা প্রথম অর্থ সমর্থিত হইতেছে। প্রশ্ন ও পরবর্তী অনেক উপনিষদে এবং বেদান্তসারে দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

(গ) প্রাণ ও অপানের সন্ধিকে ব্যান বলা হয়। কোন ভার উত্তোলন করিতে হইলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য স্থগিত থাকে। বায়ুর এই অবস্থাকে ব্যান বলে। অমৃতবিন্দু উপনিষদ ও বেদান্তসারাদি গ্রন্থের মতে যে বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী, তাহাই ব্যান। প্রশ্নোপনিষদে (৩.৬) লিখিত আছে যে, হ্রদে ১০১টা নাড়ী আছে এবং ইহার ৭২০০০ শাখানাড়ী আছে ; এই সমুদয়ে ব্যান বায়ু বিচরণ করে।

(ঘ) যে বায়ুদ্বারা পরিপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই সমান

বায়ু (প্রঃ উঃ ৩৫ ; মৈঃ উঃ ২১৬ ; বেদান্তসার ৩২) । প্রানোপনিষদের এক স্থলে (৪১৪) লিখিত আছে যে, সমান বায়ু নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সমতা প্রাপ্ত করায় ।

(৬) প্রানোপনিষদের এক স্থলে (৩১৭) লিখিত আছে (৩১৭) উদান বায়ু জীবাঙ্কাকে পরলোকে লইয়া যায় । অন্য এক স্থলে (৪১৪) আছে, এই বায়ু সৃষ্টিকালে মানবকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায় । বেদান্তসারের মতে এই বায়ু কর্তৃস্থানীয় এবং উর্দ্ধগমনশীল (৩২) ।

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

দেবগণের ওঙ্কারোপাসনা

১। ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীতোমিতি হ্রাদ্গায়তি

তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥

২। দেবা বৈ যুতোর্বিভ্যত্শ্রয়ো বিভ্যত্ প্রাবিশংস্তে ছন্দো-
ভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্তম্ ।

১। ‘ওম্’ ইতি এতৎ অক্ষরম্ উদগীথম্ উপাসীত ; ‘ওম্’ ইতি
হি উদ্গায়তি । তস্ত উপব্যাখ্যানম্ (১।১।১ অঃ) ।

২। দেবাঃ (দেবগণ) বৈ যুতোঃ (যুত্ব্য হইতে) বিভ্যত্ :
(পাঃ ৭।১।৭৮, ভীত হইয়া) ত্রয়ীম্ বিদ্যাম্ (ত্রয়ীবিদ্যাতে, তিন
বেদকে) প্রাবিশন্ (প্রবিষ্ট হইয়াছিল) । তে (তাহারা) ছন্দোভিঃ
(ছন্দধারা, মন্ত্র ধারা) অচ্ছাদয়ন্ (আচ্ছাদিত করিয়াছিল) । যৎ
(যেহেতু) এভিঃ (এই সমুদয় মন্ত্রধারা) অচ্ছাদয়ন্, তৎ (সেই জন্ত)
ছন্দসাম্ (ছন্দসমূহের) ছন্দস্তম্ (ছন্দঃনাম) ।

১। ‘ওম্’ এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে । ‘ওম্’
উচ্চারণ করিয়াই উদ্গান করা হয় । ইহার ব্যাখ্যা এই :— ।

২। দেবগণ যুত্ব্য হইতে ভীত হইয়া ত্রয়ীবিদ্যাতে প্রবিষ্ট
হইয়াছিলেন (অর্থাৎ যুত্ব্যভয় অভিক্রম করিবার জন্ত দেবগণ
বেদবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন) । তাহারা ছন্দ ধারা
(—মন্ত্রধারা) আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন । তাহারা
এই সমুদয় ধারা আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন এই জন্ত
মন্ত্রসমূহের নাম ছন্দঃ ।

৩। তানু তত্র যুত্ৱাৰ্থা মংস্যমুদকে পরিপশ্চেদেবং পর্যা-
পশ্চদৃচি সান্নি যজুৰি। তে নু বিদিত্বোধ্বা ঋচঃ সান্নো যজুষঃ
স্বরমেব প্রাবিশন্।

৪। যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যোবাতিস্বরতোবং সান্নৈবং
যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্চ দেবা অমৃতাতা
অভয়া অভবন্।

৩। তান্ (তাহাদিগকে) উ তত্র (সেই স্থলে) যুত্ৱা—যথা
(যেমন) মংস্তম্ (মংস্তকে) উদকে (জলে) পরিপশ্চেৎ (দর্শন করে)
—এবম্ (এই প্রকার) পর্যাপশ্চৎ (পরি+অপশ্চৎ=দর্শন করিল)।
ঋচি (ঋচ্ মন্ত্রে) সান্নি (সামমন্ত্রে) যজুসি (যজুর্মন্ত্রে) তে (তাহারা)
নু বিদিত্বা (জানিয়া) উউজ্জাঃ (উজ্জগামী হইয়া, অভ্যুখিত হইয়া)
ঋচঃ (ঋচ্ হইতে), সামঃ (সাম হইতে), যজুষঃ (যজুঃ হইতে)
স্বরম্ এব (স্বরে, ‘ওম্’ এই অক্ষরে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিয়াছিল)।
‘বিদিত্বা’ স্থলে পাঠান্তর “বিত্বা”।

৪। যদা (যখন) বৈ ঋচম্ (ঋককে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়),
‘ওম্’ ইতি এব (‘ওম্’ ইহাই) অতিস্বরতি (উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ
করে); এবম্ (এই প্রকার) সাম (সামকে); এবম্ যজুঃ
(যজুকে)। এষঃ (এই) উ স্বরঃ (স্বর) যৎ এতৎ অক্ষরম্ (এই

৩। কিন্তু জলে যেমন মংস্তকে দেখা যায়, তেমনি যুত্ৱাও ঋক্,
সাম ও যজুতে দেবগণকে দেখিতে পাইল। দেবগণ ইহা জানিতে
পারিয়া ঋক্, সাম ও যজুঃ হইতে উত্থানপূর্বক স্বরে (—ওম্ এই
অক্ষরে) প্রবেশ করিলেন (অর্থাৎ দেবগণ যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া
ওকারের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন)।

৪। যখন ঋক্ পাঠ করা হয়, তখন উচ্চৈঃস্বরে ‘ওম্’ উচ্চারণ
করা হয়। যখন সাম (এবং) যখন যজুঃ (পাঠ করা হয়, তখনও)

৫। স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণোত্যেতদেবানক্ষরং স্বরম-
মৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎপ্রবিষ্টা যদমৃতো দেবান্দমৃতো ভবতি।

যে 'ওম্' অক্ষর); এতৎ (ইহা) অমৃতম্ (অমৃত.) অভয়ম্ (অভয়)।
তৎ (২।১, তাহাতে) প্রবিষ্টা (প্রবেশ করিয়া) দেবাঃ (দেবগণ)
অমৃতঃ (অমৃত) অভয়াঃ (অভয়) অভবন্ (হইয়াছিলেন)। •

৫। সঃ যঃ (তিনি যিনি; কিংবা 'যে কোন ব্যক্তি') এতৎ
(ইহাকে) একম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ (অক্ষরকে)
প্রণোতি (প্র+হু=স্তুতিকরা; পা: ৮।৪।১৪ অনুসারে 'ণ'; স্তুতি
করে), এতৎ এব অক্ষরম্ স্বরম্ (২।১, এই ওকাররূপ স্বরে) অমৃতম্
(২।১, অমৃতে) অভয়ম্ (২।১, অভয়ে) প্রবিশতি (প্রবেশ করে)।
তৎ (২।১, তাহাতে) প্রবিষ্টা (প্রবেশ করিয়া) যৎ (যেমন;
কাহারও মতে যেহেতু) অমৃতঃ (১।৩, অমৃত) দেবাঃ (দেবগণ),
তৎ (তেমনি;) অমৃতঃ (অমৃত) ভবতি (হন)। "অঃ যঃ"—
'যে কোন ব্যক্তি' এই অর্থে "সঃ যঃ" ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ
বলেন "সঃ" 'প্রবিশতি' ক্রিয়ার কর্তা।

এই প্রকারে। এই যে 'ওম্' অক্ষর, ইহাই স্বর; এই অক্ষর অমৃত ও
অভয়। দেবগণ ইহাতে প্রবেশ করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন
অর্থাৎ ওকারের ধ্যান করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন।)

৫। যিনি এই প্রকার জানিয়া 'ওম্' অক্ষরের স্তুতি করেন, তিনি
'ওম্' অক্ষররূপ, অমৃত, অভয় স্বরে প্রবেশ করেন। দেবগণ ইহাতে
প্রবেশ করিয়া যেমন অমৃত হইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও অমৃত হন।

মন্তব্য.

১।৪।২। প্রাচীন মত উদ্ধৃত করিয়া নিরুক্তকার বলেন "ছন্দাংসি
ছাদনাৎ" অর্থাৎ আবরণ করা হয় এই অর্থে ছন্দ (১।১২)। উপাদি সূত্রে
(৪।২।১৮) ছন্দসু=চন্দ+অনু; 'চন্দ' ধাতুর অর্থ "আনন্দ দেওয়া"।

প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

উদগীথরূপে আদিত্য ও প্রাণের উপাসনা

“ ১। অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদগীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্রেষ স্বরশ্চেতি ।

২। এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোহসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবৰ্ত্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ।^১

১। অথ (অনন্তর) খলু যঃ (যাহা) উদগীথঃ, সঃ (তাহা) প্রণবঃ; যঃ প্রণবঃ, সঃ উদগীথঃ, ইতি। অসৌ (ঐ) বৈ আদিত্যঃ উদগীথঃ, এষঃ (এই আদিত্য) প্রণবঃ। ‘ওম্’ ইতি (‘ওম্’ এই অক্ষর) হি এষঃ স্বরন্ (উচ্চারণ করিয়া) এতি (‘ই’ ধাতু—গতি-সূচক; গমন করেন)।

২। ‘এতম্ (ইহাকে) উ এব অহম্ (আমি) অভি+অগাসিষম্ (অভি+গৈ, লুঙ; গান করিয়াছিলাম), তস্মাৎ (সেই জন্ত) মম (আমার) ত্বম্ (তুমি) একঃ অসি (হও) ইতি হ কৌষীতকিঃ

১। যাহা উদগীথ, তাহাই প্রণব; আর যাহা প্রণব, তাহাই উদগীথ। এই আদিত্যই উদগীথ এবং ইনিই প্রণব—কারণ আদিত্য ‘ওম্’ উচ্চারণ পূর্বক গমন করেন।

২। কৌষীতকি ঋষি, পুত্রকে বলিয়াছিলেন “আমি আদিত্যকে স্তুতি করিয়াছিলাম, সেইজন্ত তুমি আমার একপুত্র হইয়াছ। তুমি

৩। অথাধ্যাত্মং য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসীতো-
মিতি হ্যেষ স্বরম্বেতি ।

৪। এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম হ্মমেকোহসীতি হ
কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণাংস্তং ভূমানমভিগায়তাদ্বহবো বৈ মে
ভবিষ্যন্তীতি ।

পুত্রম্ (পুত্রকে) [উবাচ] (বলিয়াছিলেন)। রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহকে)
ত্মম্ পরি+আবর্তয়াৎ (বৈদিক প্রয়োগ; = পর্য্যাবর্তয় = পরি+আ+
বৃত্, গিচ, = চারিদিকে আবর্তন কর; চিন্তা কর), বহবঃ (বহুপুত্র)
বৈ তে (তোমার) ভবিষ্যন্তি (হইবে) ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতা-
বিষয়ক এই ব্যাখ্যা)।

৩। অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (দেহসংক্রান্ত উপাসনা):—
যঃ এব অয়ম্ (এই যে) মুখ্যঃ (মুখে জ্ঞাত; শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ
তম্ (তাহাকে) উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা
করিবে); ‘ওম্’ ইতি হি এযঃ স্বরন্ এতি (১ম মঃ ব্রঃ)।

৪। ‘এতম্ উ এব (ইহাকেও) অহম্ অভ্যগাসিষম্; তস্মাৎ
মম হ্মম একঃ অসি ইতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রম্ উবাচ। প্রাণান্

রশ্মিসমূহের ধ্যান কর, তোমার বহুপুত্র হইবে (কিংবা যদি তুমি
ইচ্ছা কর যে “আমার বহুপুত্র হউক”—তাহা হইলে তুমি ইহার রশ্মি-
সমূহের ধ্যান কর)।” ইহাই অধিদৈবত ব্যাখ্যা।

৩। অনন্তর অধ্যাত্ম উপাসনার উপদেশ—এই যে মুখ্যপ্রাণ,
ইহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে, কারণ ইহা ‘ওম্’ উচ্চারণ করিতে
করিতে গমন করে।

৪। কৌষীতকি ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন “আমি
(একমাত্র) এই প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি আমার

৫। অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইতি হোতৃষদনানৈবাপি দুৰুদগীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ।

(প্রাণসমূহকে) ত্বম্ ভূমানম্ (মহান্ বলিয়া, নানাগুণবিশিষ্ট বলিয়া) অভিগায়তাৎ (= অভিগায় ; 'হি' বিভক্তিস্থলে 'তাৎ' পা: ৭।১।৩৫ = পান কর, উপাসনা কর), বহবঃ বৈ মে (আমার) ভবিষ্যন্তি ইতি (২য় মঃ অঃ) ।

৫। অথ খলু যঃ (যাহা) উদগীথঃ সঃ (তাহা) প্রণবঃ ; যঃ প্রণবঃ সঃ উদগীথঃ ইতি । হোতৃষদনাৎ (হোতৃ + সদনাৎ হোতৃস্থান হইতে, হোতৃকৃতকর্ম হইতে) হ এব অপি দুঃ + উৎগীতম্ (দোষযুক্ত গানকে) অনুসমাহরতি (সংশোধন করে) ইতি, অনুসমাহরতি ইতি (দ্বিকৃতি সমাপ্তিসূচক) । 'হোতৃষদনাৎ' এর 'ষ' বৈদিক প্রয়োগ ; প্রচলিত প্রয়োগ "হোতৃসদনাৎ" পাঠান্তর 'উৎগীতম্' স্থলে 'উৎগীতম্' ।

একমাত্র পুত্র হইয়াছে । 'আমার বহু পুত্র হউক' ইহা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তুমি প্রাণসমূহকে বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া উপাসনা কর ।"

৫। যাহা উদগীথ, তাহাই প্রণব এবং যাহা প্রণব, তাহাই উদগীথ । (যদি এই প্রকার জ্ঞান হয়) তাহা হইলে হোতার কর্মে দোষ হইলেও তাহা সংশোধিত হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই সংশোধিত হইয়া যায় ।

প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

আদিত্যমণ্ডল-বাসী হিরণ্য পুরুষ

১। ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্ত্যাম্‌চ্যাদ্যুৎ
সাম তস্মাদ্‌চ্যাদ্যুৎ সাম গীয়ত ইয়মেব সাহগ্নিরমন্তঃ সাম।

২। অন্তরিক্ষমেব ঋক্ বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যাম্‌চ্যাদ্যুৎ
সাম তস্মাদ্‌চ্যাদ্যুৎ সাম গীয়তেহন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমন্তঃ সাম।

১। ইয়ম্‌ এব (এই পৃথিবীই) ঋক্; অগ্নিঃ সাম; তৎ এতৎ
(+ সাম=সেই এই সাম) এতস্যাম্‌ ঋচি (এই ঋকে) অধ্যাঢ়ম্‌ (অধি+
বহ+ক্ত=প্রতিষ্ঠিত) সাম। তস্মাৎ (সেই জন্ত) ঋচি (ঋজুমন্ত্রে)
অধ্যাঢ়ম্‌ (অধিষ্ঠিত রূপে) সাম গীয়তে (সাম গান করা হয়)।
ইয়ম্‌ এব (এই পৃথিবীই) সা ('সাম' শব্দের 'সা' অক্ষর; সাম=
সা+অম), অগ্নিঃ অমঃ (সাম শব্দের 'অম' অংশ); তৎ (তাহা;
'সা+অম' এই সম্মিলন) সাম।

২। অন্তরিক্ষম্‌ (অন্তঃ+ঈক্ষম্‌; 'ঈ' স্থলে 'ই') এব ঋক্; বায়ুঃ
সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্‌ ঋচি অধ্যাঢ়ম্‌ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যাঢ়ম্‌
সাম গীয়তে। অন্তরিক্ষম্‌ এব 'সা'; বায়ুঃ 'অমঃ'; তৎ সাম (১ম মন্ত্রঃ দ্রঃ)।

১। এহ পৃথিবীই ঋক্, অগ্নিই সাম। সেই সাম (অর্থাৎ
অগ্নি) ঋকে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) অধিষ্ঠিত। এইজন্ত গীত হইয়া
থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই পৃথিবীই 'সা' (অর্থাৎ সাম
শব্দের 'সা' অক্ষর); অগ্নিই 'অম' (অর্থাৎ সাম শব্দের 'অম' অংশ)।
এইরূপে ('সা' এবং 'অম'—এই দুইয়ের সন্ধিতে) সাম হইয়াছে।

২। অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ুই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত।
এইজন্ত গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। অন্তরিক্ষই
'সা' এবং বায়ুই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৩। তৌরেব ঋগাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে দ্যৌরেব সাদিত্যোহমন্তং সাম ।

৪। নক্ষত্রাণ্যেব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমন্তং সাম ।

৫। অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্রং ভাঃ সৈব ঋগথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে ।

৩। দ্যৌঃ এব (দ্ব্যলোকই) ঋক্, আদিত্যঃ সাম ; তৎ এতৎ এতস্যামৃ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে । দ্যৌঃ এব 'সা', আদিত্যঃ 'অমঃ' ; তৎ সাম (১ম মন্ত্রঃ দ্রঃ) ।

৪। নক্ষত্রাণি এব (নক্ষত্রসমূহই) ঋক্ ; চন্দ্রমাঃ সাম ; তৎ এতৎ এতস্যামৃ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম ; তস্মাৎ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে । নক্ষত্রাণি এব 'সা' ; চন্দ্রমাঃ 'অমঃ' ; তৎ সাম (১ম মঃ দ্রঃ) ।

৫। অথ যৎ এতৎ (এই যে) আদিত্যস্য (সূর্য্যের) শুক্রম্ (শুক্রবর্ণ) ভাঃ (আভা) সা এব (তাহাই) ঋক্ ; অথ যৎ নীলম্ (আর যে নীল) পরঃ সা ('পরস্' শব্দ ; অতিশয়) কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণবর্ণ)

৩। দ্ব্যলোকই ঋক্, আদিত্যই সাম । সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । এইজন্ত গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । দ্যৌই 'সা' এবং আদিত্যই 'অম' এইরূপে সাম হইয়াছে ।

৪। নক্ষত্রসমূহই ঋক্, চন্দ্রমা সাম । সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । এইজন্ত গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । দ্যৌই 'সা' আদিত্যই 'অম' । এইরূপে সাম হইয়াছে ।

৫। তাহার পর আদিত্যের এই যে শুক্র আভা ইহাই ঋক্ ; আর যাহা নীল—গভীর কৃষ্ণআভা, তাহাই সাম । এই সাম

৬। অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাথ যম্মৌলং
পরঃ কৃষ্ণং তদমন্তং সামাথ য এবোহস্তরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো
দৃশ্যতে হিরণ্যশ্চহিরণ্যাকেশ আপ্রণথাং সর্ব এব স্ববর্ণঃ ।

৭। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিপী তস্যোদিতি
নাম স এব সর্বৈভ্যঃ পাপ্যুভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বৈভ্যঃ
পাপ্যুভ্যো য এবং বেদ ।

তৎ সাম । তৎ এতৎ এতন্তাম্ ঋচি অধ্যত্ম সাম ; তন্তাম্ ঋচি অধ্যত্ম
সাম গায়ত্রে (১ম মঃ ত্রঃ) ।

৬। অথ যৎ এব এতৎ আদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সা এব (তাহাই)
'সা' ('সাম' শব্দের 'সা') ; অথ যৎ নীলং পরঃ কৃষ্ণং (৫ম মঃ ত্রঃ),
তৎ (তাহা) অমঃ (সাম শব্দের 'অম' অংশ) ; তৎ সাম । অথ
যঃ এবঃ (এই যে), অন্তঃ + আদিত্যে (আদিত্যের অভ্যন্তরে) হিরণ্যঃ
(স্ববর্ণময়) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) হিরণ্যশ্চঃ (স্ববর্ণের ত্রায়
শ্চঃ বাহার তিনি) হিরণ্যাকেশঃ (স্ববর্ণের ত্রায় কেশ বাহার তিনি)
আ প্রণথাং (নথাগ্র হইতে) সর্বঃ এব স্ববর্ণঃ ।

৭। তস্য (তাঁহার) যথা (যেমন) কপ্যাসম্ (কপি + আসম্
= বানরপুচ্ছের নিম্নভাগ, কপিপৃষ্ঠের অধোভাগের ত্রায় আরক্তিম)
ঋকে অধিষ্ঠিত । এইজন্যই গীত হইয়া থাকে যে, 'সাম ঋকে
অধিষ্ঠিত ।'

৬। তাহার পর আদিত্যের এই যে শুক্ল আভা, ইহাই (সাম
শব্দের) 'সা' ; আর যাহা নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই (সাম
শব্দের) 'অম' ; এইরূপে সাম হইল । আর আদিত্যের অভ্যন্তরে
এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, যিনি হিরণ্যময়, হিরণ্যশ্চঃ, হিরণ্যাকেশ,
বাহার নথাগ্র হইতে সমুদয় অঙ্গই স্ববর্ণময়—।

৭। পুণ্ডরীক যেমন কপি-পৃষ্ঠের অধোভাগের ত্রায় আরক্তিম,

৮। তস্য ঋক্ চ সাম চ গেযো তস্মাদুদগীথস্তস্মাদ্বেবো-
দগাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুখ্যং পরাঞ্চ। লোকান্তেষাং
চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্।

পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম), এবম্ (এই প্রকার) অক্ষিণী (চক্ষুঃ), তস্য
'উৎ' ইতি ('উৎ' এই) নাম। সঃ এষঃ (সেই ইনি) সর্কেভাঃ
'পাপুভাঃ' (সমুদয় পাপ হইতে) উদিতঃ (উৎখিত)। উদেতি (উৎ +
ই; উৎখিত হয়, উত্তীর্ণ হয়) হ বৈ সর্কেভাঃ পাপুভাঃ যঃ (যিনি) এবম্
(এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

৮। তস্য (তাহার) ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম) গেযো (গায়ক-
দ্বয়); তস্মাৎ (সেইজন্ত) উদগীথঃ। তস্মাৎ তু এব উদগাতা ('উদ-
গাতা'-নামক গায়ক) এতস্য (ইহার) হি গাতা (গায়ক)। সঃ এষঃ
(সেই ইনি) যে ৮ (যে সমুদয়) অমুখ্যং (ঐ আদিত্যালোক
হইতে) পরাঞ্চঃ (উর্দ্ধতন) লোকাঃ (লোকসমূহ) তেষাম্ (সেই
লোকসমূহকে; ঐশ্ ধাতুর যোগে কর্ম্মকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি; পাঃ
২।৩।৫২) চ ঈষ্টে (ঐশ্ + তে = শাসন করেন) দেবকামানাম্ চ (দেবগণের
কামনার বিষয়েরও) ইতি অধিদৈবতম্ (ইহাই দেব-বিষয়ক)।

তাঁহার চক্ষু দুইটীও তেমন। তাঁহার নাম 'উৎ', কারণ তিনি
সমুদয় পাপ হইতে উৎখিত হইয়াছেন। যিনি এই প্রকার জানেন,
তিনিও সমুদয় পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন।

৮। ঋক্ ও সাম সেই দেবতার গায়ক (বা দুই স্তুতি বা
পর্যুষয়); এইজন্তই তিনি উদগীথ এবং এইজন্তই ইহার গায়কের
নাম উদগাতা। ঐ আদিত্যের উর্দ্ধতন যে সমুদয় লোক আছে,
তিনি সেই সমুদয় লোকের ঐশ্বর এবং দেবগণের কাম্যবস্তুরও ঐশ্বর।

মন্তব্য

১।৬।৪। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে মেঘাদি ১২টি রাশিতে ২৭টী
(কাহারও কাহারও মতে ২৮টী) নক্ষত্র। চন্দ্র এই নক্ষত্রপথে গমন

করে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন, এই ‘নক্ষত্র’ অর্থেই, এখানে “নক্ষত্রাণি” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই উপনিষদের সময়ে এই অর্থে নক্ষত্র শব্দ ব্যবহৃত হইত কি না, সন্দেহ।

১৬৮। এক দৃষ্টিতে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিলে সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণ আভা লক্ষ্য করা যায় (শব্দ)।

১৬৯। কপি + আস = কপ্যাস ; আস = আস্ (উপবেশনার্থক) + যঞ্ — যে অংশ দ্বারা উপবেশন করে — পৃষ্ঠের নিম্নভাগ। কপ্যাস কপিপৃষ্ঠের নিম্নভাগ। কপ্যাস-তুল্য পুণ্ডরীক যেমন অত্যন্ত তেজস্বী, দেবতার চক্ষুও তেমনি অত্যন্ত তেজস্বী (শব্দ)। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকার পুণ্ডরীকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—যথা রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম।

১৭০। ঋষি বলিতেছেন, অগ্নি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ; অন্তরিক্ষ বায়ুতে, চন্দ্রমা নক্ষত্রে, সূর্য্যের কৃষ্ণ জ্যোতি ইহার শুভ্র জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ অগ্নি কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া পাপের অতীত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সংক্ষেপে এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ঋষি ইহার নাম দিয়াছেন ‘উৎ’। ‘উৎ’ শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রকাশক ; বর্ত্তমান যুগে আমরা ‘ব্রহ্ম’ বলিতে যাহা বুঝি, এই স্থলে রূপকচ্ছলে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

১৭১। ‘চ ঙ্গে’=এই স্থলে ‘চ’ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি যে কেবল শাসনকর্ত্তা, তাহা নহে, তিনি ধারণকর্ত্তাও (শব্দ)।

গেফৌ = পর্ব্বদ্বয়, Joints (শব্দ ও মোক্ষমূল্য)। রত্নরামাহজের মতে “গানদ্বয়”। গেফৌ এবং উদগীও উভয় শব্দই গৈ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

প্রথমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

চাক্ষুৰ পুরুষ ও আদিত্যপুরুষের একতা

১। অথাধ্যাত্মং বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্য-
ধ্যুতং সাম তস্মাদ্ধ্যাত্মং সাম গীয়তে বাগেব সা প্রাণোহমন্তং
সাম।

২। চক্ষুরেব ঋগাত্মা সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যুতং সাম
তস্মাদ্ধ্যাত্মং সাম গীয়তে চক্ষুরেব সাত্মাহমন্তং সাম।

১। অথ অধ্যাত্মম্ (দেহ-বিষয়ক) :—

বাক্ এব (বাক্যই) ঋক্, প্রাণঃ সাম ; তৎ এতৎ এতস্যামৃ ঋচি,
(এই ঋকে) অধ্যাত্মম্ (অধিষ্ঠিত) সাম। তস্মাৎ (সেইজন্য) ঋচি
(ঋকে) অধ্যাত্মম্ সাম গীয়তে। বাক্ এব ‘সা’ প্রাণঃ ‘অমঃ’ ; তৎ সাম
(১।৬।১ জট্টব্য)।

২। চক্ষুঃ এব ঋক্, আত্মা সাম। তৎ এতৎ এতস্যামৃ ঋচি
অধ্যাত্মম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যাত্মম্ সাম গীয়তে। চক্ষুঃ এব ‘সা’,
আত্মা ‘অমঃ’ ; তৎ সাম (১।৬।১ জট্টব্য)।

১। অনন্তর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহ-বিষয়ক) ব্যাখ্যা :—

বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত ; এইজন্য
গীত হইয়া থাকে যে ‘সাম ঋকে অধিষ্ঠিত’। বাক্যই ‘সা’ এবং
প্রাণই ‘অম’ ; এইরূপে ‘সাম’ হইল।

২। চক্ষুই ঋক্, আত্মাই (অর্থাৎ চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহই)
সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয় সাম ঋকে
অধিষ্ঠিত। চক্ষুই ‘সা’ এবং আত্মাই ‘অম’ ; এইরূপে সাম হইল।

৩। শ্রোত্রমেবঙ্মনঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম
তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে শ্রোত্রমেব সা মনোহমস্তুৎ সাম।

৪। অথ যদেতদন্ধঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং
তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে।
অথ যদেবৈতদন্ধঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাহথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং
তদমস্তুৎ সাম।

৩। শ্রোত্রম্ এব (কর্ণই) ঋক্, মনঃ সাম; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি
অধ্যাঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে। শ্রোত্রম্ এব
'সা,' মনঃ 'অমঃ'; তৎ সাম (১৬।১ দ্রষ্টব্য)।

৪। অথ যৎ এতৎ (এই যে) অন্ধঃ (চকুর) শুক্লম্ (শুক্ল)
ভাঃ (আভা), সা এব ঋক্। অথ যৎ নীলম্—পরঃ কৃষ্ণম্, তৎ
সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি
অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে। অথ যৎ এব এতৎ অন্ধঃ শুক্লম্ ভাঃ, সা এব
'সা', অথ যৎ নীলম্—পরঃ কৃষ্ণম্, তৎ 'অমঃ'। তৎ সাম। ১৬।১৫
টি দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রোত্রই ঋক্, মনই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই
জন্তই গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। শ্রোত্রই 'সা',
মনই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৪। তাহার পর চকুর যে শুক্ল আভা, তাহাই ঋক্; আর
(ইহার) যে নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই সাম। এই সাম
ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্ত গীত হয় যে, 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত'। এই
যে চকুর শুক্ল আভা ইহাই 'সা', আর যে নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা,
ইহাই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৫। অথ য এষোহস্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুস্তদ ব্রহ্ম তস্মৈতস্য তদেব রূপং যদমুখ্য রূপং যাবমুখ্য গেষৌ তৌ গেষৌ যন্মাম তন্মাম ।

৬। স এষ যে চৈতন্মাদবীক্ষেণে লোকান্তেষাং চেষ্টে মনুষ্য-
'কামানাং চেতি তদ্ য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি
তন্মানে ধনসনয়ঃ ।

৫। অথ যঃ এষঃ (এই যে) অস্তঃ + অক্ষিণি (চক্ষুর অভ্যন্তরে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন), সা এব ঋক্, তৎ (তাহা) সাম, তৎ উক্থম্ (সামের অংশবিশেষ), তৎ যজুঃ, তৎ ব্রহ্ম (যজ্ঞ, বেদ) । তস্য এতন্ম (সেই এই পুরুষের) তৎ এব (তাহাই) রূপম্, যৎ (যাহা) অমুখ্য (তাঁহার, সূর্য্যাস্থ পুরুষের) রূপম্ । যৌ (যে দুইজন) অমুখ্য (তাঁহার, সূর্য্যাস্থ পুরুষের) গেষৌ (গায়কদ্বয় বা পর্কষয়), তৌ (তাহারা দুইজন) গেষৌ (ইহারও গায়কদ্বয় বা পর্কষয়) । যৎ (যাহা) নাম ('তাঁহার' নাম অর্থাৎ 'উৎ'), তৎ (তাহা) নাম ('ইহারও' নাম) ।

৬। সঃ এষঃ (সেই এই চাক্ষুষ পুরুষ)—যে চ (যে সমুদয়) এতন্ম (এই আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে) অর্কবাণঃ (অধস্তন) লোকাঃ (লোকসমূহ)—তেষাম্ চ (তাহাদিগকেও ; ঈশ্, ধাতুর

৫। চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উক্থ (= সামের অংশবিশেষ), তিনিই ব্রহ্ম (= যজ্ঞ, বেদ) । আদিত্যপুরুষের যে রূপ, এই পুরুষের সেই রূপ । আদিত্যপুরুষের যাহা গেষ (—গায়ক বা গান বা পর্কষয়), এই চাক্ষুষ পুরুষেরও তাহাই গেষ । আদিত্যপুরুষের যে নাম (উৎ), চাক্ষুষ পুরুষেরও সেই নাম ।

৬। আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে অধস্তন যে সমুদয় লোক আছে,

৭। অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তু্যভৌ স গায়তি
সোহমুনৈব স এষ তে চামুশ্মাং পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি
দেবকামাস্তাংশ্চ।

৮। অথানেনৈব যে চৈতস্মাদবাক্ষো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি
মনুষ্যকামাংশ্চ তস্মাদ্ হৈবংবিদ্বদগাতা ক্রয়াং।

৯। কং তে কামমাগায়ানীত্যেয ছেব কামগানস্যোষ্টে য
এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি।

যোগে কর্মকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি, পা: ২।৩।৫২) ঈষ্টে (ঈশ্ + তে ;
শাসন করেন) মনুষ্যকামানাম্ চ (মনুষ্যদিগের কামনাকণ্ড ;
কর্মকারকে ৬ষ্ঠী)। তৎ (সেই জন্ত) যে ইমে (এই সমুদয় যে
লোক) বীণায়াম্ (বীণাযন্ত্রে) গায়ন্তি (গান করে), এতম্ (চাক্ষুষ
পুরুষকে) তে (তাহারা) গায়ন্তি। তস্মাৎ (সেইজন্ত) তে (তাহারা)
ধনসনয়ঃ (ধনসনি ১।৩=ধনবান্ ; সনি=লাভ, সন্ ধাতু হইতে)।
পাঠান্তর:—‘মনুষ্যকামানাম্ স্থলে ‘মনুষ্য-কামানাম্’।

৭, ৮, ৯। অথ যঃ (যে) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্
(জানিয়া) সাম (২।১) গায়তি (গান করে), উভৌ (উভয়কেই)
সঃ গায়তি। সঃ অমুনা এব (আদিত্যদ্বারা) সঃ এযঃ (সেই এই
গায়ক) যে চ (যে সমুদয়) অমুশ্মাং (আদিত্য অপেক্ষা) পরাঞ্চ:
(উর্দ্ধতন) লোকাঃ—তান্ চ (তাহাদিগকেও) আপ্নোতি (প্রাপ্ত

চাক্ষুষ পুরুষ সে সমুদয় লোকেরও ঈশ্বর এবং মনুষ্যদিগের কামনারও
ঈশ্বর। সুতরাং যাহারা বীণা-সংযোগে গান করে, তাহারা ইহারই
গান করে এবং এই জন্ত তাহারা ধনবান্ হইয়া থাকে।

৭, ৮, ৯। যে মানব ইহাকে এইরূপ জানিয়া সামগান করেন,
(আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ এই) উভয়কেই (লক্ষ্য করিয়া)
তাহার সামগান করা হয়। আদিত্যপুরুষ অপেক্ষা যে সমুদয় উর্দ্ধতন

হয়), দেবকামান্ চ (তত্ত্বং দেবগণের কাম্যবস্ত্রসমূহকেও) । অথ
অনেন এব (চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা) যে চ (যে সমুদয়) এতন্মাৎ
(চাক্ষুষ পুরুষ অপেক্ষা) অর্কীঃ লোকাঃ (অধস্তন লোক সমূহ
তান্ চ (সেই সমুদয় লোককেও) আগ্নোতি মনুষ্যকামান্ চ (মনুষ্য-
গণের কাম্যবস্ত্রও) । তন্মাৎ (সেইজন্ত) উ হ এবংবিৎ (এই
প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) উদগাতা ক্রমাৎ (বলিবেন) :—‘কম্ (কি)
তে (তোমার জন্ত), কামম্ (কাম্যবস্ত্রকে) আগ্নানি (গান করিব ;
আ+গৈ লোট্ ১।১)’ ইতি । এষঃ হি (ইনিই) কাম্যগানস্য (কাম-
গানকে, ঈশ্ খাতুর যোগে কর্মে ৬ষ্ঠী পাঃ ২।৩।৫২) ঈষ্টে (শাসন
করেন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) সাম
গায়তি, সাম গায়তি ।

লোক আছে, আদিত্যপুরুষ দ্বারা তিনি সেই সমুদয় লাভ করেন এবং
দেবগণের কাম্য বস্ত্রসমূহও লাভ করিয়া থাকেন । আর চাক্ষুষ পুরুষ
অপেক্ষা যে সমুদয় অধস্তন লোক আছে, চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা তিনি সেই
সমুদয় লোক প্রাপ্ত হন এবং মনুষ্যদিগের কাম্য বস্ত্রও লাভ করেন ।
সেইজন্ত এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদগাতা বলিবেন :—

‘তোমার কোন্ কাম্য বস্ত্র লাভের জন্ত গান করিব?’ যিনি এই
প্রকার জানিয়া সামগান করেন, তিনি গান দ্বারা কাম্যবস্ত্র লাভ করিতে
সমর্থ হন ।

মন্তব্য

১।৭।২ । কোন লোকের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই চক্ষুর
মধ্যে ঐষ্টার মূর্তি প্রতিবিম্বিত দেখা যায় । এই প্রতিবিম্বিত দেহকেই
এখানে আত্মা বলা হইয়াছে । শঙ্করভাষ্যে, আত্মা—ছায়া আত্মা ।
বৈদিক গ্রন্থে বহুস্থলে আত্মা—দেহ (ঋগ্বেদ ১।১৬২।২০ ; ১০।১৬৩।৫, ৬ ;
বৃহঃ উপঃ ১।২।৪ ইত্যাদি) । এখানে ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই :—
চক্ষুতে যেমন ছায়া আত্মা (অর্থাৎ দেহ) অবস্থিত, ঋকেও তেমনি
সাম অবস্থিত ।

প্রথমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

আদিকারণের অন্তেষণ

১। ত্রয়ো হোদগীথে কুশলা বভুবুঃ শিলকঃ শালাবত্য-
শৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদগীথে
বৈ কুশলাঃ স্মো হস্তোদগীথে কথাং বদাম ইতি ।

২। তথ্যেতি হ সমুপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ
ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বচঃ শ্রোষ্যামীতি ।

১। ত্রয়ঃ (তিনজন) হ উদগীথে (উদগীথবিদ্যায়) কুশলাঃ
(কুশল) বভুবুঃ (ছিলেন) :—শিলকঃ শালাবত্যঃ (শালাবতের অপত্য
শিলক) শৈকিতায়নঃ (চৈকিতায়নের অপত্য) দাল্ভ্যঃ (দল্ভ
গোত্রের), প্রবাহণঃ জৈবলিঃ (জিবলের অপত্য প্রবাহণ) ইতি ।
তে (তাঁহারা) হ উচুঃ (বলিয়াছিলেন) “উদগীথে বৈ কুশলাঃ স্মঃ
(হইয়াছি) । হস্ত (অব্যয়, সম্মতি ও জিজ্ঞাসামূচক,) উদগীথে
কথাম্ বদামঃ (বলি)” ইতি ।

২। ‘তথা’ (তাহাই হউক) ইতি হ সমুপবিবিশুঃ (সম্+উপ-
বিশ লিট্ ৩৩, একস্থলে উপবেশন করিলেন) । সঃ হ প্রবাহণঃ জৈবলিঃ
উবাচ (বলিলেন)—“ভগবন্তৌ (ভগবদ্ভ্য) অগ্রে বদতাম্
(বলুন) ; ব্রাহ্মণয়োঃ (দুইজন ব্রাহ্মণের) বদতোঃ (যে দুইজন

১। (প্রাচীন কালে) শালাবত্য শিলক, দাল্ভ্য শৈকিতায়ন,
প্রবাহণ জৈবলি—এই তিনজন উদগীথবিদ্যায় কুশল ছিলেন । তাঁহারা
বলিলেন :—“আমরা উদগীথবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছি ; আপনাদের
যদি অহুমতি হয়, তবে আমরা উদগীথ বিষয়ে আলোচনা করি ।”

২। “তাহাই হউক” এই বলিয়া তাঁহারা এক স্থানে উপবেশন

৩। স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ
হস্ত্বা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ ।

৪। কা সাম্নে। গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা
গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যম্মমিতি
হোবাচাম্মস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ।

বলিতেছেন, তাঁহাদিগের) বাচম্ (বাক্যকে) শ্রোষ্যামি (শ্রবণ করিব)"
ইতি ।

৩। সঃ হ শিলকঃ শালাবত্যাঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ
(বলিলেন) :—“হস্ত (যদি অমুমতি হয়), অা (তোমাকে) পৃচ্ছানি
(প্রশ্ন করি)” ইতি ।

‘পৃচ্ছ’ ইতি হ উবাচ ।

৪। কা (কি) সাম্নে (সামের) গতিঃ (গতি) ? ইতি স্বরঃ
(স্বর) ইতি হ উবাচ স্বরস্য (স্বরের) কা গতিঃ ? ইতি ।

প্রাণঃ ইতি হ উবাচ ।

প্রাণস্য (প্রাণের) কা গতিঃ ? ইতি ।

অম্মম্ (অম্ম) ইতি হ উবাচ । অম্মস্য (অম্মের) কা গতিঃ ? ইতি
আপঃ (অল) ইতি হ উবাচ ।

করিলেন । প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন—“মহাশয়গণই অগ্রে এবিষয়ে
বলুন ; আমি ব্রাহ্মণস্বয়ের বিচার শ্রবণ করিব ।”

৩। শালাবত্যা শিলক দাল্ভ্য চৈকিতায়নকে বলিলেন—“যদি
অমুমতি হয়, আমি তোমাকে প্রশ্ন করি ।”

দাল্ভ্য বলিলেন ‘প্রশ্ন কর’ ।

৪। শিলক জিজ্ঞাসা করিলেন—“স্বরের গতি (= প্রতিষ্ঠা) কি ?”
দাল্ভ্য বলিলেন—“স্বর” ।

৫। অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচামুষ্য
লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং
বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি ।

৬। তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচা-

৫। অপাম্ (জলের) কা গতিঃ ? ইতি । অসৌ লোকঃ (সেই
লোক, স্বর্গলোক) ইতি হ উবাচ । অমুষ্য লোকস্য (সেই স্বর্গলোকের)
কা গতি ? ইতি ন (না) স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) অতিনয়েৎ
(অতিক্রম করিবে) ইতি হ উবাচ । স্বর্গম্ (+ লোকম্ ; স্বর্গ-
লোকে) বয়ম্ (আমরা) লোকম্ (স্বর্গম্ +) সাম (সামকে)
অভিসংস্থাপয়ামঃ (প্রতিষ্ঠিত করি) ; স্বর্গসংস্তাবম্ (স্বর্গরূপে স্তবনীয়)
হি সাম ইতি ।

৬। তম্ হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ—

শিলক—“স্বরের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“প্রাণ ।”

শিলক—“প্রাণের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“অন্ন ।”

শিলক—“অন্নের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“জল ।”

৫। শিলক—“জলের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“সেই লোক (= স্বর্গলোক) ।”

শিলক—“সেই লোকের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“স্বর্গলোকে অতিক্রম করিও না । আমরা
সামকে স্বর্গলোক-প্রতিষ্ঠ বলিয়া জানি ; এই সাম
স্বর্গরূপে স্তবনীয় ।”

প্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম যন্তেতর্হি ক্রয়ান্মূর্ধা তে
বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিত্তি ।

৭। হস্তাহমেতদ্বগবন্তো বেদানীতি বিদ্বীতি হোবাচামুষ্য
লোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচাস্য লোকস্য কা
গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতি নয়েদিত্তি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং
বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি ।

“অপ্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠাবিহীন) বৈ কিল তে (তোমার) দাল্ভ্য (হে
দাল্ভ্য) সাম ; যঃ তু (কেহ যদি) এতর্হি (ইদম্+হিল, পাঃ ৫।৩।
১৬,৪ ; এই সময়ে) ক্রয়াৎ (বলে)—‘মূর্ধা (মস্তক) তে (তোমার)
বিপতিষ্যতি (পতিত হইবে)’ ইতি মূর্ধা তে বিপতেৎ” ইতি
(এই দ্বিকল্পি নিশ্চয়শব্দক) ।

৭। হস্ত (অবায়—অনুমতিপ্রার্থনাসূচক) অহম্ (আমি) এতৎ
(এই বিষয়কে) ভগবতঃ (ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে)
বেদানি (অবগত হই) ইতি ।

বিদ্বি (অবগত হও) ইতি হ উবাচ । অমুষ্য লোকস্ত (সেই
লোকের) কাঃ গতিঃ (গতি কি) ? ইতি ।

অয়ম্ লোকঃ (এই লোক) ইতি হ উবাচ ।

৬। শালাবত্য শিলক চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন “হে
দাল্ভ্য ! তোমার সাম প্রতিষ্ঠাবিহীন । এখন যদি কেহ বলে ‘তোমার
কথা যদি সত্য না হয়, তবে) তোমার মস্তক নিপতিত হইবে,’ তাহা
হইলে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই নিপতিত হইবে ।”

৭। দাল্ভ্য বলিলেন :—

“যদি অনুমতি হয় আমি ভগবানের (অর্থাৎ আপনার) নিকটে ইহা
অবগত হই ।”

৮। তং হ প্রবাহণো জৈবলিরূবাচাস্তবদৈ কিল তে শালা-
বত্য সাম যন্তেতর্হি ক্রয়ান্মুখা তে বিপতিম্যভীতি মুখা তে
বিপতেদিতি হস্তাহমেতন্তগবন্তো বেদানীতি বিদ্বীতি হোবাচ।

অন্ত লোকন্ত (এই লোকের) কা গতিঃ ? ইতি। ন (না) প্রতিষ্ঠাম্
লোকম্ (প্রতিষ্ঠা লোককে অর্থাৎ পৃথিবীকে) অতিনয়েৎ (অতিক্রম
করিবে) ইতি হ উবাচ।

প্রতিষ্ঠাম্ (+ লোকম্ = প্রতিষ্ঠা লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে, ২।১)
বয়ম্ (আমরা) লোকম্ (প্রতিষ্ঠাম্ +) সাম (সামকে) অভি-
সংস্থাপয়ামঃ (সংস্থাপন করি)। প্রতিষ্ঠাসংস্তাবম্ (প্রতিষ্ঠারূপে স্তবণীয়)
সাম ইতি।

৮। তম্ হ (তঁাহাকে) প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচঃ—অন্তবৎ
(যাহার অন্ত আছে) বৈ কিল তে (তোমার) শালাবত্য (হে
শালাবত্য) সাম। যঃ তু (যদি কেহ) এতর্হি (ইদম্ + হির্ল, পাঃ

শালাবত্য বলিলেন—“অবগত হও”।

দালভ্য—“সেই লোকের (অর্থাৎ স্বর্গলোকের) প্রতিষ্ঠা কি ?”

শিলক—“এই পৃথিবীলোক।”

দালভ্য—“এই পৃথিবীলোকের প্রতিষ্ঠা কি ?”

শিলক—“(সামের প্রতিষ্ঠার জন্য) পৃথিবীলোককে অতিক্রম
করিবে না। আমরা এই সামকে, প্রতিষ্ঠাভূত এই পৃথিবীলোকেই
সংস্থাপন করি। প্রতিষ্ঠারূপেই এই সাম স্তবনীয়।”

৮। প্রবাহণ জৈবলি, শালাবত্যকে বলিলেন, “হে শালাবত্য।
তোমার সাম অন্তবৎ। এখন কেহ যদি বলে—‘(তোমার কথা সত্য না
হইলে) তোমার মন্তক নিপতিত হইবে,’ তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার
মন্তক নিপতিত হইবে।”

৫৩।১৬,৪ ; এখন) ক্রমাৎ (বলে) ‘মূর্দ্ধা (মস্তক) তে (তোমার)
 বিপত্তিষ্যতি.’ (নিপত্তিত হইবে) ইতি, মূর্দ্ধা তে (তোমার) বিপত্তেৎ
 (নিপত্তিত হইবে) ইতি হ উবাচ ।

হস্ত (অব্যয়—অনুমতি প্রার্থনামূচক) অহম্ এতৎ (ইহাকে)
 ভগবতঃ (ভগবান্বেব অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে) বেদানি (অবগত
 হই) ইতি ।

‘ বিদ্ধি (অবগত হও) ইতি হ উবাচ ।

শালাবত্য বলিলেন—“আমি ভগবানের (= আপনার) নিকট ইহা
 অবগত হইতে চাই ।”

তিনি বলিলেন—“অবগত হও ।”

মস্তব্য

১।৮।১। ‘শিলকঃ’ স্থলৈ ‘সিলকঃ’ পাঠান্তর ।

St. Petersburg অভিধানের মতে চেকিভের অপত্য
 চৈকিতায়ন ।

১।৮।২। এই মন্ত্রে বুঝা যাইতেছে, প্রবাহণ জৈবলি ব্রাহ্মণ ছিলেন
 না। যেতকেতু একস্থলে (৫।৩৫) ঘৃণাভরে ইহাকে “রাজস্র বন্ধু”
 বলিয়াছেন ।

১।৮।৫। ‘স্বর্গ-সংস্তাবম্’ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে,
 যেমন—যে স্বর্গকে স্তুতি করে, যাহাতে স্বর্গের স্তুতি হয়, স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত
 বলিয়া যে স্তবনীয় ইত্যাদি ।

১।৮।৭। “ভগবতঃ” এর পাঠান্তর “ভগবন্তঃ” ।

১।৮।৮। “ভগবন্তঃ” ইহার পাঠান্তর “ভগবন্তঃ”, “ভগবন্তঃ” ।

প্রথমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

আকাশ বা অনন্ত

১। অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ
সর্বানি হ বা ইমানি ভূতান্‌আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশঃ •
প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ।

২। স এষ পরোবরীয়ামুদগীথঃ স এবোহনন্তঃ পরো-
বরীয়েঃ হ্যাস্য ভবতি পরোবরীয়গো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবঃ
বিদ্ধান্ পরোবরীয়াং সমুদগীথমুপাস্তে ।

১। অস্ত লোকস্ত (এই লোকের) কা গতিঃ ? ইতি । ‘আকাশঃ’
ইতি উবাচ । সৰ্বানি (সমুদয়) হ বা ইমানি ভূতানি (এই ভূত-
সমূহ) আকাশঃ এব (আকাশ হইতেই) সমুৎপদ্যন্তে (সমুৎপন্ন হয়) ;
আকাশঃ প্রতি (আকাশে) অস্তম্ যন্তি (অস্ত যায়, বিলীন হয় ; “ই”
ধাতু হইতে) ; আকাশঃ হি এব এভ্যঃ (এই সমুদয় অপেক্ষা) জ্যায়ান্
(শ্রেষ্ঠ) ; আকাশঃ পরায়ণম্ (পর + অয়নম্ = পরমা গতি ; অয়ন =
গতিমুচক ‘অয়’ বা ‘ই’ ধাতু + অনট = গাত) ।

২। সঃ এষঃ (সেই হইয়া) পরোবরীয়ান্ (পরস্ + বর + ঈয়ন্ত =

১। শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই লোকের অর্থাৎ এই
পৃথিবীর কি গতি ?”

প্রবাহণ বলিলেন ‘আকাশ’ । (কারণ) এই সমুদয় ভূত আকাশ
হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয় । স্বতরাং আকাশ
এই সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ । আকাশই পরম গতি ।

২। এই আকাশই উদগীথ এবং শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহা অনন্ত ।

৩। তং হৈতমতিধ্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্তোবাচ
যাবন্ত এনং প্রজায়ামুদগীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদ-
শ্মিন্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ।

পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কিংবা পর এবং বরীয়ান্ অর্থাৎ
মহান্ ও শ্রেষ্ঠ) উদগীথঃ । সঃ এষঃ অনন্তঃ । পরোবরীয়ঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ)
হ অশ্ব (ইহার ; অর্থাৎ ইহার জীবন) ভবতি (হয়), পরোবরীয়সঃ হ
লোকান্ (সর্বশ্রেষ্ঠ লোকসমূহকে) জয়তি (জয় করেন), যঃ (যিনি)
এতং ক্লীহ প্রহ্মোপ বৈদিক, এতন্ = ইহাকে) এবম্ (এই
প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) পরোবরীয়াংসম্ উদগীথম্ (সর্বশ্রেষ্ঠ
উদগীথকে) উপাস্তে (উপাসনা করে) ।

৩। তম্ হ এতম্ (সেই এই উদগীথকে) অতিধ্বা শৌনকঃ
(স্তনকের পুত্র অতিধ্বা নামক ঋষি) উদরশাণ্ডিল্যায় (উদরশাণ্ডিল্য
নামক শিষ্যকে) উক্তা (শিক্ষা দিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—
“যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তে (তোমার) এনম্ (ইহাকে) প্রজায়াম্
(সন্তানগণের মধ্যে) উদগীথম্ (এনম্ + ; = এই উদগীথকে) বেদিষ্যন্তে
(জানিবে), পরোবরীয়ঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ) হ এভ্যঃ (এই সমুদয় সাধারণ
লোক অপেক্ষা) তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) অশ্মিন্ লোকে (এই পৃথিবীতে)
জীবনম্ (জীবন) ভবিষ্যতি (হইবে) ।

যিনি এই প্রকার জানিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উদগীথকে উপাসনা করেন, তাঁহার
জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন ।

৩। স্তনকের পুত্র অতিধ্বা উদরশাণ্ডিল্যকে উদগীথ-বিষয়ে
উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন :—“যাবৎ তোমার বংশে এই উদগীথ-
বিদ্যা জানিবে, তাবৎ এই পৃথিবীতে তাহাদিগের জীবন এই
সমুদয় লোকের (অর্থাৎ সাধারণ লোকের) জীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর
হইবে ।

৪। তথামুস্মিন্লোকে লোক ইতি স য এতমেবং বিদ্বানু-
পাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিন্লোকে জীবনং ভবতি তথাহমুস্মিন্
লোকে। লোক ইতি লোকে লোক ইতি।

৪। তথা (সেই প্রকার) অমুস্মিন্ লোকে (সেই লোকে, পর-
লোকে) লোকঃ (ইহার দুই অর্থ হইতে পারে (১) স্থান, বাসস্থান ;
(২) লোকী বা লোকবাসী (পাঃ ৫২।১২৭) ; উভয় স্থলেই ‘হয়’ ক্রিয়া
উদ্য ইতি। সঃ যঃ (মন্তব্য) এতৎ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, পরোবরীয়ঃ
এব হ অস্য অস্মিন্ লোকে জীবনম্ ভবতি ; তথা, অমুস্মিন্ লোকে
লোকঃ ইতি, লোকে লোকঃ ইতি + (পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক) (২৬,
৩য় মঃ দ্রষ্টব্য)।”

৪। (যেমন ইহলোকে) তেমনি পরলোকেও তাহার শ্রেষ্ঠ লোক
জাত হইবে। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন; তাঁহার জীবন
ইহলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং পরলোকেও তাঁহার শ্রেষ্ঠলোক হয়।”

মন্তব্য

১।২।১। পাণিনির মতে প্রশস্ত + ঙ্গয়ন্ত = জ্যায়স্ (৫।৩৬১ ;
৬।৪।১৬০) ইহার পুংলিঙ্গে ১।১ জ্যায়ান্। বৃদ্ধ + ঙ্গয়ন্ত হইতেও জ্যায়স্
হইতে পারে (৫।৩।৬২)। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন ‘জ্যা’ ধাতু
হইতেই জ্যায়স্ নিষ্পন্ন করা উচিত। ‘জ্যা’ ধাতু কিপ্ = জ্যা ; জ্যা
শব্দ + ঙ্গয়ন্ত = জ্যায়স্ ; এই প্রকারে জ্যা + ঈঠ = জ্যেষ্ঠ।

১।২।২। পাঠান্তর—‘এতৎ’ স্থলে ‘এতম্’।

‘পরোবরীয়ঃ হ অস্ত ভবতি’ এই অংশের অর্থ কেহ কেহ এত
প্রকার করেন—পরোবরীয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ইহার হয়। কিন্তু
দ্বিতীয় মন্ত্রে ‘জীবন’কে ই পরোবরীয় বলা হইয়াছে।

১।২।৩। বংশ ব্রাহ্মণেও অতিথ্য এবং উদরশাণ্ডিল্যের উল্লেখ আছে।

১।২।৪। পাঠান্তর (১) ‘এতৎ’ স্থলে ‘এতম্’

‘ইতি লোকে লোক ইতি’ স্থলে ‘ইতি লোক লোক ইতি’।

প্রথমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

উষন্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (১)

১। মটচীহতেষু কুরুষাটিক্যা সহ জায়য়োষন্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রজ্ঞাপক উবাস।

২। স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তুং বিভিক্ষে তং হোবাচ।
নেতোহন্যে বিভিক্ষন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি।

১। মটচীহতেষু কুরুষ (শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট কুরুদেশে) আটিক্যা সহ জায়মা (ভ্রমণে সমর্থ জায়ার সহিত) উষন্তিঃ হ চাক্রায়ণঃ (চক্রতনয় উষন্তি) ইভ্যগ্রামে (ইভ্য নামক গ্রামে—ইভ=হস্তী; ইভা=হস্তীর প্রভু, হস্তিশালক, ধনী ব্যক্তি; ইভ্যগ্রাম=এইপ্রকার ব্যক্তিদিগের গ্রাম।) প্রজ্ঞাপকঃ (প্র+জা; জা ধাতু কুৎসা অর্থে; কুৎসিত গতিপ্রাপ্ত, দুর্দশাগ্রস্ত) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)।

২। সঃ হ ইভ্যম্ (একজন ইভ্যকে) কুল্মাষান্ খাদন্তুম্ (কুৎসিত মাষকলায় খাইতেছে এমন লোককে) বিভিক্ষে (ভিক্ষা ধাতু; ভিক্ষা করিলেন)। তম্ হ (তাহাকে) উবাচ (‘সেই ইভ্য’ বলিল) ‘ন (না) ইতঃ (ইহা ব্যতীত; এই উচ্ছিষ্ট মাষকলায় ব্যতীত) অন্ত্রে (অত্র মাষকলায়) বিভিক্ষন্তে (আছে), যৎ (বহুবচনান্ত অব্যয়—

১। কুরুদেশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে চক্রের পুত্র উষন্তি দেশভ্রমণে সমর্থ (অথবা অপ্রাপ্যবৌবনা) জায়ার সহিত অত্যন্ত দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়া ইভ্য-গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

২। একজন ইভ্য মাষকলায় খাইতেছে, ইহা দেখিয়া উষন্তি তাহার নিকট (মাষকলায়) ভিক্ষা করিলেন। ইভ্য বলিল—‘আমার ভোজন-

৩। এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হস্তা-
নুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতংস্যাদিতি হোবাচ ।

৪। ন স্বিদেতেতুপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীব্যমিমান-
খাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি ।

আনন্দগিরি) চ যে (যে সমুদয়) মে (আমার) ইমে (এই সমুদয়)
উপনিহিতাঃ (পাত্রে প্রক্ষিপ্ত) ইতি ।

৩। এতেষাম্ (এই সমুদয়ের) [কিয়দংশ] মে (আমাকে)
দেহি (দাও) ইতি হ উবাচ (বলিলেন) । তান্ (সেই সমুদয়কে)
অস্মৈ (ইহাকে) প্রদদৌ (প্রদান করিল) । হস্ত (অব্যয়, অল্পমতি-
প্রার্থনার) অল্পপানম্ (খাণ্ড গ্রহণের পর যাহা পান করা হয়, তাহাই
অল্পপান ; কিংবা নিকটে যে পানীয়, তাহাই অল্পপান) ? ইতি ।
উচ্ছিষ্টম্ বৈ মে (আমার) পীতম্ শ্রাত্ব (পান করা হইবে) ইতি হ
উবাচ ।

৪। ন (না) স্বিং (কি ?) এতে (এই সমুদয়) অপি উচ্ছিষ্টাঃ
(উচ্ছিষ্ট ১.৩ ;) ? ইতি ।

ন বৈ অজীব্যম্ (বাচিতাম) ইমান্ (এই সমুদয়কে) অখাদন্
(না খাইলে) ইতি হ উবাচ (উত্তরিত্ব বলিলেন) । ‘কামঃ (ইচ্ছা-
ধীন বস্তু ; বা সুখভোগ্য বস্তু) মে (আমার) উদকপানম্ ইতি ।

পাত্রে যে (উচ্ছিষ্ট মাষকলায়) প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছু
নাই ।”

৩। উষন্তি বলিলেন—“এই সমুদয়ের [কিয়দংশ] আমাকে প্রদান
কর । ইত্য তাতাকে সেই সমুদয় প্রদান করিল । (তাহার পর দ্বিজ্ঞাসা
করিল) “এই পানীয় [কি দিব] ?” উষন্তি বলিলেন—“তাহা হইলে
আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে ।” •

৪। ইত্য বলিল—“এই সমুদয় মাষকলায় কি উচ্ছিষ্ট নহে ?” উষন্তি

৫। স হ খাদিত্বাতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার সাগ্র এব স্তুভিক্ষা
বভুব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ ।

৬। স হ প্রাতঃ সংজিহান উবাচ যদ্বতানস্য লভেমহি
লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বৈবরাতিজৈর্বী-
তেতি ।

৫। সঃ হ খাদিত্বা (খাইয়া) অতিশেষান্ (অবশিষ্ট মাষকলায়-
গুলিকে) জায়ায়ৈ (জায়ার জন্ত) আজহার (আ + হ্র লিট্— আনয়ন
করিলেন) । সা (সে, জায়া) অগ্রে এব (পূর্বেই) স্তুভিক্ষা (উত্তম
ভিক্ষাপ্রাপ্ত) বভুব (হইয়াছিল) ; তান্ (সেই মাষকলায়সমূহকে)
প্রতিগৃহ্য (প্রতিগ্রহণ করিয়া) নিদধৌ (নি + ধা লিট্— রাখিয়া দিয়া
ছিল) ।

৬। সঃ হ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) সংজিহানঃ (শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ
করিয়া) উবাচ (বলিলেন)—“যৎ (যদি) বত (হায় !) অন্নস্ত
(অন্নের কিঞ্চৎ পরিমাণ) লভেমহি (পাইতাম), লভেমহি ধনমাত্রাম্
(কিঞ্চৎ ধনকে) । রাজা অসৌ (ঐ রাজা) যক্ষ্যতে (যজ্ঞধাতু;
যজ্ঞ করিবেন), সঃ মা (আমাকে) সর্বৈঃ আত্মিজৈঃ (স্বত্বকৃগণের

বলিলেন—“উহা না খাইলে আমি বাঁচিতাম না, [কিন্তু] জলপান আমার
ইচ্ছাধীন” ।

৫। উষন্তি মাষকলায় ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ জীর জন্ত লইয়া
আসিলেন । কিন্তু স্ত্রী পূর্বেই উত্তম ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । স্তবরাং
সেই মাষকলায় স্বামীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ।

৬। পরদিবস প্রাতঃকালে উষন্তি নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে
বলিলেন—“হায় ! যদি কিঞ্চৎ অন্ন পাইতাম, [তাহা হইলে তাহা
আহার করিয়া রাজসমীপে গমন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে]

৭। তং জায়োবাচ হস্ত পত ইম এব কুল্লাষা ইতি তান্
খাদিত্বাহমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়।

৮। তত্রোদগাতুনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ স হ
প্রস্তোতারমুবাচ।

সমুদয় কৰ্ম সম্পাদন করিবার জন্ত; আত্মিক্য ঋত্বিকের কৰ্ম) বৃণীত
(ক্র্যাদিগণীষ বৃ ধাতু+ঈত==বরণ করিতে পারিতেন) ইতি।

৭। তম্ (তাহাকে) জায়া উবাচ (বলিল) “হস্ত (ব্যস্ততা-
সূচক অব্যয়) পতে! (হে পতি) ইমে (এই) এব কুল্লাষাঃ
(মাষকলায়) ইতি। তান্ (সেই সমুদয়কে) খাদিত্বা (খাইয়া)
অমুম্ যজ্ঞম্ (২১, ঐ যজ্ঞে) বিততম্ (বি+তন্, বিস্তার করা অর্থে;
বিস্তারিত, আরক। বিততম্ যজ্ঞম্=আরক যজ্ঞে) এয়ায় (আ+
ই ধাতু; গমন করিয়াছিলেন)।

৮। তত্র (সেই স্থলে) উদগাতুন্ (২৩. উদগাতাদিগের নিকট
‘উপস্থিত হইয়া’) আস্তাবে (আ+স্ত; স্ততিভূমিতে, যজ্ঞ ভূমিতে)
স্তোষ্যমাণান্ উপ (স্ততিকারীদিগের নিকটে; কিংবা “স্তোষ্যমাণান্
শব্দ উদগাতুন্ শব্দের বিশেষণ; উপ=সমীপে) উপবিবেশ (উপবেশন
করিলেন)। সঃ হ (তিনি) প্রস্তোতারম্ (প্রস্তোত শব্দ=২১=

কিছু অর্থলাভ হইত। ঐ রাজা যজ্ঞ করিবেন; ঋত্বিকৃগণের সমুদয়
কার্য সম্পাদনের জন্ত তিনি আমাকে বরণ করিতে পারিতেন”

৭। জায়া তাঁহাকে বলিলেন—“হে পতে! এই সেই কুল্লাষ
রহিয়াছে।”

তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই প্রারক যজ্ঞে গমন করিলেন।

৮। তিনি যজ্ঞস্থল গমন করিয়া স্তোত্রপাঠকারী উদগাতৃগণের
সমীপে উপবেশন করিলেন। তৎপর প্রস্তোতাকে বলিলেন—

৯। প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমম্বায়ন্তা তাং চেদবিদ্বান্
প্রস্তোষ্যসি মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ।

১০। উদগাতারমুবাচোদগাতর্যা দেবতোদগীথমম্বায়ন্তা
তাং চেদবিদ্বান্ উদগাস্যসি মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ।

১১। এবমেব প্রতিহর্তারমুবাচ প্রতিহর্তর্যা দেবতা প্রতি-

প্রস্তোতাকে । সামবেদের অংশবিশেষের নাম 'প্রস্তাব' । যিনি এই
অংশ গান করেন, তাঁহার নাম প্রস্তোতা) উবাচ (বলিলেন) ।

৯। "প্রস্তোতঃ (হে প্রস্তাব-পাঠক) যা দেবতা (যে দেবতা)
প্রস্তাবম্ অম্বায়ন্তা (প্রস্তাবের অম্বাগত ; অম্বায়ন্তা = অম্ব + আয়ন্তা, যৎ
ধাতু হইতে ; 'অম্ব' যুগ্মে 'প্রস্তাবম্' দ্বিতীয়া) তাম্ (তাহাকে) চেৎ
(যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) প্রস্তোষ্যসি (প্রস্তাব পাঠ কর) মুর্দ্ধা
(মস্তক) তে (তোমার) বিপতিষ্যতি (নিপতিত হইবে)" ইতি ।

১০। এবম্ এব (এই প্রকারেই) উদগাতারম্ (উদগাতাকে)
উবাচ :—"উদগাতঃ (হে উদগাতঃ) যা দেবতা উদগীথম্ অম্বায়ন্তা
(উদগীথের অম্বাগত 'হন'), তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ উদগাস্যসি (উদগান
করিবে) মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি (৯ম মঃ টীকা) ।

১১। এবম্ এব প্রতিহর্তারম্ (প্রতিহর্তাকে ; যিনি 'প্রতিহার'

৯। "হে প্রস্তোতঃ ! যে দেবতা প্রস্তাবের অম্বাগমন করেন, তাঁহাকে
না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে ।"

১০। এই প্রকারে উদগাতাকে বলিলেন—

"হে উদগাতঃ ! যে দেবতা উদগীথের অম্বাগমন করিলে সেই
দেবতাকে না জানিয়া যদি উদগান কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক
নিপতিত হইবে ।"

১১। এইরূপে প্রতিহর্তাকেও বলিলেন—

হারমহায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিস্যসি মুক্ধা তে বিপতিষ্য-
তীতি তে হ সমারতাস্তু তুষীমাসাঞ্চক্রিরে ।

নামক অংশ পাঠ করেন, তাহার নাম প্রতিহর্ত্তা) উবাচ :—“প্রতিহর্ত্তঃ
(হে প্রতিহার-পাঠক) যা দেবতা প্রতিহারম্ অম্বায়ত্তা (প্রতিহারের
অনুগত) তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিস্যসি (প্রতিহার-কৰ্ম্ম করিকে)
মুখ্ণা তে বিপতিষ্যতি” ইতি (৯ম মঃ টীকা)

তে (তাহারা) হ সমারতাঃ (নিবৃত্ত ‘হইয়া’) তুষীম্ (২১,
নিস্তকভাবে) আসাঞ্চক্রিরে (অবলম্বন করিল) ।

“হে প্রতিহর্ত্তঃ ! যে দেবতা প্রতিহারের অনুগমন করেন, সেই
দেবতাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার-কৰ্ম্ম সম্পন্ন কর, তোমার মস্তক
নিপতিত হইবে ।”

অনন্তর তাহারা নিবৃত্ত হইয়া তুষীম্ভাবে অবলম্বন করিল ।

মন্তব্য

১।১০।১। ‘মটটী’—শব্দের মতে ইহার অর্থ বজ্রাঘ্নি । শব্দকল্পদ্রুমের
মতে ইহা একপ্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষী । কেহ কেহ বলেন ‘মটটী’ অর্থ
‘পদপাল’ । আমরা আনন্দাগরির মত গ্রহণ করিরাছি ।

“আটিক্যা” আটিকী (৩১) । দুই প্রকারে এই পদ সিদ্ধ
করা বাইতে পারে । (ক) অট্ + অ = অট ; কিংবা অট্ + ঘঞ =
আট । উভয় শব্দের উত্তর ‘ঠক্’ প্রত্যয় করিলে ‘আটিক’ হইবে ; ইহার
জীলিঙ্গে আটিকী । (খ) আ + টিক্ + অ = আটিক ; জীং আটিকী । অট্
এবং টিক্ উভয় ধাতুর, অর্থই ‘ভ্রমণ করা’ সুতরাং ‘দেশভ্রমণে সমর্থ’
নারীকে আটিকী বলী যাইতে পারে । ইহা হইতে কেহ ‘প্রাপ্তযৌবনা’
অর্থ করিতে পারেন—শব্দের মতে ইহার অর্থ “অপ্রাপ্ত যৌবনা” ।

(গ) কেহ কেহ বলেন, সেই জ্বীলোকের নাম 'আটিকী'।

পাঠান্তর—“আটিক্যা” স্থলে “আটিক্যঃ” এই পাঠ গ্রহণ করিলে, “আটিক্যঃ” শব্দ উষস্তির বিশেষণ হইবে। আটিক্যঃ=যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

‘কামঃ মে উদকপানম্’ এই অংশের বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে ;
(১) জল-পান ত আমার ইচ্ছাধীন ; (২) জল-পান ত আমার স্বখভোগ্য বস্তু ; (৩) আমি ইচ্ছা করিলে অন্ত্র জল সংগ্রহ করিয়া পান করিতে পারি ইত্যাদি।

পাঠান্তর—‘ন স্মিৎ’ স্থলে ‘কিং ন স্মিৎ’।

পাঠান্তর—‘উদকপানম্’ স্থলে ‘উদপানম্’।

সঞ্জিহাণঃ=সম্+হা+জ্ঞানচ্ । ত্যাগ অর্থে ‘হা’ ধাতু পরস্মৈপদী। স্মতরাং প্রচলিত সাহিত্যে পরস্মৈপদী ‘হা’ ধাতুর উত্তর ‘শানচ্’ না হইয়া শত্ প্রয়োগ করা কর্তব্য। সম্+হা+শত্=সঞ্জহৎ। আত্মনেপদী ‘হা’ ধাতু ঋতিসূচক। ‘সম্’ উপসর্গ-যোগে ত্যাগ অর্থ হইতে পাবে কি না, সন্দেহ। এই প্রকার হইলে ভাষাতেও ‘সঞ্জিহান’ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে (৭।৩৩।১০) এই শব্দের ব্যবহার আছে। ইহাব ভাষ্যে সাধারণ বলেন, ‘ত্যাগ’ অর্থে আত্মনেপদ ব্যবহার বৈদিক।

‘যক্ষ্যতে’ ‘যাগফল আত্মগামী হইবে’ এইজন্য এস্থলে আত্মনেপদ।

প্রস্তোতা, উগদাতা নামক ঋষিকের একজন সহায়। সামগান আরম্ভ হইবার পূর্বে ইনি ‘প্রস্তাব’ নামক অংশ গান করেন।

প্রথমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

উষন্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (২)

১। অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তুং বা অহং বিবিদিষাণী
তুষন্তিরন্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ।

২। স হোবাচ ভগবন্তুং বা অহমেতিঃ সর্বৈরাহ্বিজৈঃ
পঠৈষ্যিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যাত্মানবৃষি ।

১। অথ (অনন্তর) হ এনম্ (ইহাকে) যজমানঃ উবাচ
(বলিল)—

“ভগবন্তম্ (ভগবান্কে অর্থাৎ আপনাকে) বৈ অহম্ (আমি)
বিবিদিষাণি (বিদ, সনন্ত, পাঃ ১২৮, জানিতে ইচ্ছা করি)” ইতি ।

“উষন্তিঃ (‘আমি’ উষন্তি) অন্মি (হই) চাক্রায়ণঃ (চক্রের পুত্র)”
ইতি হ উবাচ ।

২। সঃ হ উবাচ—“ভগবন্তম্ বৈ অহম্ এতিঃ সর্বৈঃ আহ্বিজৈঃ
(১১০।৬ টীকা) পরি + ঐষ্যম্ (পরি + ইষ্, লুঙ্ = সর্বত্র অন্বেষণ
করিয়াছিলাম) । ভগবন্তঃ (ভগবানের) বৈ অহম্ অবিত্ত্যা (অপ্রাপ্তি-
বশতঃ ; অবিত্তি = অপ্রাপ্তি) অত্মান্ (অত্র সমুদয় লোককে) অবৃষি
(বৃ, লুঙ্ = বরণ করিয়াছি) ।

১। অনন্তর যজমান তাঁহাকে বলিলেন—“আমি ভগবান্কে
(আপনাকে) জানিতে ইচ্ছা করি ।” উষন্তিঃ বলিলেন—“আমি
চক্রের পুত্র উষন্তি ।”

২। যজমান বলিলেন—“এই সমুদয় ঋত্বিক-কর্ম্মের জন্ত আমি সর্বত্র
ভগবানের অন্বেষণ করিয়াছিলাম । ভগবানের সন্ধান পাই নাই বলিয়াই
অত্র সমুদয় লোককে বরণ করিয়াছি ।”

৩। ভগবাংস্তেব মে সৰ্বৈরাৰ্হিজৈরিতি তথৈতৎ তহ্যৈত
এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তবতাং যাবত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা
ইতি তথৈতি হ যজমান উবাচ।

৪। অথ হৈনং প্রস্তোতোপসাদ প্রস্তোতৰ্ঘা দেবতা
‘প্রস্তাবমহায়তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোযাসি মূৰ্দ্ধা তে বিপতি-
যাতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

৩। ভগবান্ তু এব (ভগবান্ই) মে (আমার) সৰ্বৈঃ আৰ্হিজৈঃ
(১।১০।৬ টীকা ; সমুদয় ঋত্বিক্ কাৰ্য্যের জন্ত ‘ব্রহ্মী হউন’) ইতি।
‘তথা’ ইতি (তাহাই হউক)। অথ (এখন) তর্হি (তবে) এতে
এব (ইহারাই) সম্+অতিসৃষ্টাঃ (সম্+অতি+সৃজ্ ; সম্যকরূপে
‘আমার’ অনুমতি লাভ করিয়া) স্তবতাম্ (স্ততিগান করুক)। যাবৎ
(যে পরিমাণ) তু এভ্যঃ (ইহাদিগকে) ধনম্ (অর্থ, ২।১) দদ্যাঃ
(আপনি দান করিবেন), তাবৎ (সেই পরিমাণ) মম (৪র্থী স্থলে ৬ষ্ঠী
পাঃ ২।৩।৬২ = আমাকে, দদ্যাঃ (দিবেন)’ ইতি ‘তথা’ ইতি হ
যজমানঃ উবাচ।

৪। অথ হ এনম্ (উষস্তির নিকট, ২।১) প্রস্তোতা উপসাদ
(উপ+সদ, লিট্=উপস্থিত হইল)। ‘প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্
অহায়তা, তাম্ চেন্ অবিদ্বান্ প্রস্তোযাসি, মূৰ্দ্ধা তে বিপতিযাতী’ ইতি

৩। “ভগবান্ই আমার সমুদয় ঋত্বিক্-কাৰ্য্যের ভার গ্রহণ করুন।”
উষস্তি বলিলেন—“তাহাই হউক।” এখন ইহারাই আমার অনু-
মতিতে স্ততিগান করুক। আপনি ইহাদিগকে যে পরিমাণ অর্থ
দিবেন, আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দিবেন।” যজমান বলিলেন—
“তাহাই হইবে।”

৪। অনন্তর প্রস্তোতা উষস্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—

৫। প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি
প্রাণমেবাভিসংবিশান্তি প্রাণমভ্যাজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাব-
মদ্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্ক্ষা তে ব্যাপতিষ্যন্তথোক্তন্ত
ময়েতি ।

মা (আমাকে) ভগবান্ অবোচৎ (বচ্ লুঙ্ ; বলিয়াছিলেন) । কতমা
(কে) সা (সেই) দেবতা ? ইতি (১১৩০৯ টীকা) ।

৫। প্রাণঃ (প্রাণই) ইতি হ উবাচ (ইহা বলিলেন) । সর্বাণি
হ বৈ ইমানি ভূতানি (এই সমুদয় ভূত) প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি
(প্রাণেই প্রবেশ করে) প্রাণম্ অভি (প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ
প্রাণ হইতে) উজ্জিহতে * (উৎ + হ্র, গাতৃচক ; উৎপন্ন হয়) । সা
এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) প্রস্তাবম্ অদ্বায়ত্তা (প্রস্তাবের
অনুগত) । তাম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া)
প্রাস্তোষাঃ (প্র + স্ত, লুঙ্ ; প্রস্তাব পাঠ করিতে) মূর্ক্ষা তে (তোমার
মস্তক) ব্যাপতিষ্যৎ (পতিত হইত) তথা (সেই প্রকার) উক্তন্ত

“ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন—‘হে প্রস্তোতঃ যে দেবতা প্রস্তাবেব
অনুগমন করেন, তাহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে
তোমার মূর্ক্ষা নিপতিত হইবে’ । ভগবান্ বলুন—‘তিনি কোন্ দেবতা’ ।

৫। উবন্তি বলিলেন—“প্রাণই (সেই দেবতা) ; (বারং) এই সমুদয়
ভূত প্রাণেই বিলীন হয় এবং প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয় । সেই প্রাণ-
দেবতাই প্রস্তাবে : অনুগমন করেন । ইহাকে না জানিয়া যদি তুমি

* ‘সর্বাণি.....উজ্জিহতে’ অংশের অর্থ কেহ কেহ এই প্রকার করেন—

“এই সমুদয় ভূত প্রাণ লইয়াই (দেহে) প্রবেশ করে এবং প্রাণের সহিতই চলিয়া
বার (Deussen) । শব্দের অর্থ—“প্রাণের সময়ে এই সমুদয় ভূত প্রাণে লীন হয় এবং
শব্দের সময়ে প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়” ।

৬। অথ হৈনমুদগাতোপসসাদোদগাতর্য। দেবতোদগীথ-
মস্বায়ন্তা তাং চেদবিদ্বানুদগাস্তসি মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা
ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ।

৭। আদিত্য ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি
ভূতান্ আদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তঃ গায়ন্তি সৈবা দেবতোদগীথমস্বায়ন্তা
তাং চেদবিদ্বানুদগাস্যো মুর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যন্তথোক্তস্য ময়েতি ।

(যাহাকে বলা হইয়াছে তাহার অর্থাৎ তোমার ‘তে’র বিশেষণ)
ময়া (আমা কর্তৃক) ইতি ।

৬। অথ হ এনম্ (ইহার নিকটে, ২।১) উদগাতা উপসসাদ
(উপস্থিত হইল) । “উদগাতঃ যা দেবতা উদগীথম্ অস্বায়ন্তা, তাম্ চেৎ
অবিদ্বান্ উদগাস্তসি, মুর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যতি ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ ।
কতমা সা দেবতা ? (১।১০।১০ এবং ১।১১।৪) ।

৭। আদিত্যঃ ইতি হ উবাচ। সর্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি
আদিত্যম্ (আদিত্যকে) উচ্চৈঃ (উর্দ্ধে) সন্তম্ (স্থিত, ২।১,

প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমার ঐ কথায় তোমার মন্তক
নিপতিত হইত (শেষ অংশের অত্র অর্থ—আমি ঐ প্রকার বলিবার
পরও যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তোমার মন্তক নিপতিত
হইত) ।

৬। অনস্তর উদগাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—
“ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন ‘হে উদগাতঃ ! যে দেবতা উদগীথের
অঙ্গুপমন করেন, তাঁহাকে নম্ আনিয়া যদি উদগান কর, তাহা হইলে
তোমার মন্তক নিপতিত হইবে’ । ভগবান্ বলুন তিনি কোন্ দেবতা ।”

৭। উত্তরি বলিলেন—“আদিত্যই সেই দেবতা। আদিত্য উর্দ্ধস্থ হইলে

৮। অথ হৈনং প্রতিহর্তোপসসাদ প্রতিহর্তা দেবতা
প্রতিহারমদ্বায়তা তং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মুক্কা তে
বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ।

৯। অন্নমিতি হোবাচ সৰ্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্নম্বেব
প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমদ্বায়তা তং

‘আদিত্যম্’ এর বিশেষণ) গায়ন্তি (গান করে)। সা এষা দেবতা
উদগীথম্ অদ্বায়তা (উদগীথের অহুগত)। তাম্ চেৎ অবিদ্বান্
উদগাস্তঃ (উৎ+অগাস্তঃ উৎ+গৈ লৃঙ = উদগান করিতে), মুক্কা তে
ব্যপতিষ্যৎ—তথা উক্তস্ত ময়া’ ইতি (৫ম মঃ দ্রঃ)।

৮। অথ হ এনম্ প্রতিহর্তা উপসসাদ ‘প্রতিহর্তঃ! যা দেবতা
প্রতিহারম্ অদ্বায়তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি, মুক্কা তে
বিপতিষ্যতি’ ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ। কতমা সা দেবতা?
(১।১০।১১ ও ১।১১।৪ টীকা দ্রঃ)।

অন্নম্ ইতি হ উবাচ। সৰ্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি অন্নম্ এব
এই সমুদয় ভূত তাঁহার শ্রব করিয়া থাকে। সেই দেবতাই উদগীথের
অহুগমন করেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদগীথ গান করিতে,
আমার উক্ত বাক্যানুসারে তোমার মন্তক নিপতিত হইত (কিংবা
আমি ঐ বাক্য বলবার পরও যদি তুমি উদগান করিতে, তোমার মন্তক
নিপতিত হইত)।”

৮। অনন্তর প্রতিহর্তা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—‘ভগবান্
বলিয়াছিলেন—হে প্রতিহর্তঃ! যে দেবতা প্রতিহারের অহুগমন করে,
সেই দেবতাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহার-কর্ম কর, তোমার
মন্তক নিপতিত হইবে’। তিনি কোন্ দেবতা?”

৯। উষন্তি বলিলেন—“অন্নই সেই দেবতা। এই সমুদয় ভূত অন্ন

চেনবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যন্তথোক্তস্য ময়েতি
তথোক্তস্য ময়েতি ।

(অল্পকেই) প্রতিহরণাণি (১৩ ; প্রতি+হ+শানচ্ ; আনয়ন
করিয়া) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে) । সা এষা দেবতা প্রতিহারম্
অন্য়ন্তা । তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতি+অহরিষাঃ (প্রতি+হ লঙ্ ;
প্রতিহার-কর্ম্ম করিতে) , মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ (তথা উক্তস্ত ময়া ইতি,
তথা উক্তস্ত ময়া ইতি । দ্বিকৃতি সমাপ্তিসূচক) (৫ম মঃ দ্রঃ) ২ ।

আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে । সেই দেবতাই প্রতিহারের অনুগমন
করেন । তুমি যদি তাঁহাকে না জানিয়া প্রতিহার-কর্ম্ম করিতে, আনার
ঐ বাক্যানুসারে তোম্মুর মস্তক নিপতিত হইত (বিৎনা আমি ঐ
প্রকার বলিবার পরও যদি তুমি প্রতিহার-কর্ম্ম করিতে, তাহা হইলে
তোমার মস্তক নিপতিত হইত) ।”

প্রথমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

কুকুরগণের সামগান

১। অথাৎ: শৌব উদগীথস্তক বকো দালভ্যো গ্ৰাবো বা
মৈত্রেয়: স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ।

২। তস্মৈ স্বা শ্বেত: প্রাচুর্ভূব তমন্ত্রে স্থান উপসমেত্যো-
চুরঙ্গং নো ভগবানাগায়তশনায়াম বা ইতি।

১। অথ (এখন) অত: (এই হেতু) শৌব: (কুকুরসম্বন্ধী;
'স্বন্' হইতে পা: ৭।৬।৪) উদগীথ:। তৎ হ (সেই সময়ে, বা সেই
বিষয়ে) বক: দালভ্য: (দলভের পুত্র বক) গ্ৰাব: বা মৈত্রেয়: (যাহার
অপর নাম মৈত্রেয় গ্ৰাব) স্বাধ্যায়ম্ উদ্বব্রাজ (গমন করিয়াছিলেন)।

২। তস্মৈ (তাহার জন্ত; তাহার প্রতি অহুগ্রহ দেখাহবার জন্ত)
স্বা (কুকুর) শ্বেত: (শ্বেতবর্ণ) প্রাচুর্ভূব (আবির্ভূত হইয়াছিল)।
তম্ (সেই কুকুরকে) অন্ত্রে স্থান: (অপর কতকগুলি কুকুর)
উপসমেত্য (নিকটে উপস্থিত হইয়া) উচু: (বলিয়াছিল):—“অন্নম্
(অন্ন, ২।১) ন: (আমাদিগের জন্ত) ভগবান্ (১।১) আগায়তু (আ
+গৈ+তু; গান করুন), অশনায়াম (‘অশনায়’ নামক নাম ধাতু
হইতে উৎপন্ন পা: ৭।৪।৩৫ = ভোজন করিতে ইচ্ছা করি) বৈ ইতি।’

১। এখন কুকুরসম্বন্ধী উদগীথ (ব্যাখ্যাত হইবে)।—

এক সময়ে বক দালভ্য অথবা গ্ৰাব মৈত্রেয় বেদপাঠের জন্ত
(নির্জিন স্থানে) গমন করিয়াছিলেন।

২। তাহার নিকট এক শ্বেতবর্ণ কুকুর প্রাচুর্ভূত হইল। অপর কতক-
গুলি কুকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল:—

‘আমাদিগের জন্ত অন্নলাভার্থ ভগবান্ সামগান করুন; আমরা
ভোজন করিতে ইচ্ছা করি’।

৩। তান্ হোবাচেইব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি তদ্ধ ববো
দালভ্যো গ্ৰাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াৎকার।

৪। তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরূকাঃ
সর্পস্তীত্যেবম্‌আসন্থপুস্তে হ সমুপবিষ্ঠা হিং চক্রুঃ।

৩। তান্ (সেই কুকুরদিগকে) হ উবাচ (‘শ্বেত কুকুর’ বলিল)
“ইহ এব (এই স্থলেই) মা (আমার নিকট) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে)
উপ সমীয়াত (‘ঈ’ প্রয়োগ বৈদিক=উপ সমীয়াত; সম্+ই বিধিলিঙ্গ;
আগমন করিবে)। তৎ ২ (সেই সময়ে) বকঃ দালভ্যঃ গ্ৰাবঃ বা
মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াৎকার (প্রতি+পাল্; অপেক্ষা করিয়া রহিল)।

৪। তে হ (তাহারা) যথা এব (যেমন) ইদম্ (এই প্রকার)
বহিষ্পবমানেন (বহিষ্পবমান নামক স্তোত্র দ্বারা) স্তোষ্যমাণাঃ (স্ত+
+শ্রমান্=স্ততি করিবে এই অবস্থায়) সংরূকাঃ (সম্+রক্ত, পরস্পর
সংলগ্ন হইয়া) সর্পস্তি (পরিভ্রমণ করে) ইতি—এবম্ (এই প্রকার)
আ+সন্থপুঃ (আ+স্থপ; পরিভ্রমণ করিয়াছিল) তে হ (তাহারা)
সমুপবিষ্ঠা (সমীপে উপবেশন করিয়া) হিম্ (হিং এই শব্দ) চক্রুঃ
(উচ্চারণ করিয়াছিল)।

৫। শ্বেত কুকুর তাহাদিগকে বলিল “প্রাতঃকালে এই স্থলেই
তোমরা আগমন করিবে।”

সেই সময়ে দালভ্য বক অর্থাৎ মৈত্রেয় গ্ৰাব তাহাদিগের জগ্ন
অপেক্ষা করিয়া রহিল।

৪। উদ্গাতৃগণ বহিষ্পবমান স্তোত্রদ্বারা স্ততি করিবার সময়ে যেমন
পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করে, এই কুকুরগণও তেমন পরিভ্রমণ
করিয়াছিল। তাহার পরে উপবেশন করিয়া তাহারা ‘হিং’ এই শব্দ
উচ্চারণ করিয়াছিল।

৫। ওতমদাতমোংওপিবাতমোঁওদেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ
সবিতা২হন্নমিহা২হরদন্নপতেওহন্নমিহা২হরা২হরোওমিতি ।

৫। ‘ওম্’ অদ্যম (ভোজন করি) ; ‘ওম্’ পিবাম (পান করি) ;
‘ওম্’ দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ (অন্নে) ইহ (এই স্থলে) ।
আহরণ (বৈদিক প্রয়োগঃ=আহন্নতু=আহরণ করন) ।
অন্নপতে (হে অন্নপতে) অন্নম্ ইহ আহরণ (আহরণ কর), আহরণ
‘ওম্’ ইতি ।

৫। ‘ওম্’ (এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিল) ভোজন করিব ; ‘ওম্’—
পান করিব । ‘ওম্’—দেববরুণ, প্রজাপতি, সবিতা অন্ন আহরণ
করুন । হে অন্নপতে ! এই স্থলে অন্ন আহরণ কর, অন্ন আহরণ
কর—‘ওম্’ ।

মন্তব্য

১। এখানে দুই ঋষির কথা বলা হয় নাই । এক ঋষিরই এই
দুই নাম । ক্ষেত্রজ পুত্র এবং পালিত পুত্র উভয় বংশ দ্বারাই পরিচিত
হইতে পারে ।

ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ইহার নাম পাওয়া যায় । (১৮) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে
লিখিত আছে যে এক সপ্তযজ্ঞে ইনি প্রতিশ্রুততার কার্য্য করিয়া-
ছিলেন (২৪।১৫‘৩) ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, মৈত্রেয় মিত্রা নাম্নী নারীর অপত্য । কিন্তু পাণিনির
মতে মৈত্রেয়=মিত্রনু নামক কোন লোকের পুত্র (৬।৪।১৭৪, ৭‘৩২) ।

‘আধ্যায়ম্’ শব্দ দুই প্রকারে নিম্ন হইতে পারে :—(ক)
হৃ+আ+অধ্যায়ম্=বেদ পাঠ । (খ) ঞ্+অধ্যায়ম্=নিজে নিজে
অধ্যয়ন ।

প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

১। অয়ং বাব লোকো হাউকারো বায়ুহাইকারঃ চন্দ্রমা
অথকার আত্মেহকারোহগ্নিরীকারঃ ।

২। আদিত্য উকারো নিহব একারো বিশ্বেদেবা
ঔহোয়িকারঃ প্রজাপতিহিঙ্কারঃ প্রাণঃ স্বরোহন্নং যা বাগ্নিরাট্ ।

৩। অনিরুক্তস্ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হৃকারঃ ।

১। অয়ম্ (এই) বাব লোকঃ 'হাউ'কারঃ ('হাউ' এই শব্দ) ;
বায়ুঃ 'হাই'কারঃ ('হাই' এই শব্দ) ; চন্দ্রমা 'অথ'কারঃ ('অথ' এই
শব্দ) ; আত্মা 'ইহ'কারঃ ('ইহ' এই শব্দ) ; অগ্নিঃ 'ঈ'কারঃ ('ঈ'
এই শব্দ) ।

২। আদিত্যঃ উকারঃ ; নিহবঃ (নি + হ্বে ; আহ্বান) একারঃ ;
বিশ্বেদেবাঃ (সমুদয় দেবতা) ঔহোয়িকারঃ ('ঔহোই' এই শব্দ) ;
প্রজাপতিঃ হিংকারঃ ('হিং' এই অক্ষর) ; প্রাণঃ স্বরঃ ; অন্নম্ 'যা'
('যা' এই অক্ষর) ; বাক্ (বাক্য) বিরাট্ ।

পাঠান্তর—ঔহোয়িকারঃ স্থলে ঔহোইকারঃ ।

৩। অনিরুক্তঃ (অ + নিঃ + উক্তঃ = অনির্লক্ষণীয়) ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ
(হাউ, হাই, অথ ইত্যাদিকে স্তোভ বলা হয় ; পূর্বে ১২টি স্তোভের

১। এই পৃথিবীই 'হাউ'কার, বায়ু 'হাই'কার, চন্দ্রমা 'অথ'কার ;
আত্মা 'ইহ'কার এবং অগ্নি 'ঈ'কার ।

২। আদিত্যই 'উ'কার, নিহব (= আহ্বান) ই 'এ'কার, বিশ্বেদেবই
'ঔহোয়ি'কার, প্রজাপতিই হিঙ্কার, প্রাণই স্বর, অন্নম্ 'যা' অক্ষর এবং
বাক্ই বিরাট্ ।

৩। (পূর্বে 'হাউ'কার, 'হাই'কার, 'অথ'কার, 'ইহ'কার, 'ই'কার
'উ'কার, 'এ'কার, 'ঔহোই'কার, হিংকার, স্বর, যা, ও বাক্—এই ১২টি

৪। দুষ্কেত্বৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহহন্নবান্নাদো
ভবতি য এতামেবং সান্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি ।

কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে ১৩শ স্তোভের কথা বলা হইতেছে)
লঙ্কার: (গতিশীল, হৃতরাং হ্রস্বোধ্য) হংকার: (‘হং’ এই অক্ষর) ।

৪। দুষ্কে অস্মৈ বাক্ দোহাম্ য: বাচ: দোহ:—(১৩৭ টীকা ও
মন্তব্য); অন্নবান্ অন্নাদ: ভবতি য: এতাম্ (+ উপনিষদম্ = এই
উপনিষদকে, এই গুহ্য অর্থকে) এবম্ সান্নাম্ (সান্নাম্ স্তোভ অক্ষর-
সমূহের) উপনিষদম্ (এতাম্ + ; গুহ্য অর্থকে) বেদ (জানেন),
উপনিষদম্ বেদ (পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক) ।

পাঠান্তর:—‘বেদ’ স্থলে ‘বেদেতি’ (= বেদ ইতি) ।

স্তোভের কথা বলা হইয়াছে) ; হংকার ত্রয়োদশ স্তোভ । ইহা অনির্ক-
চনীয় এবং সর্বত্র গতিশীল বলিয়া হ্রস্বোধ্য ।

৪। বাক্যের যে দুষ্ক, সেই দুষ্ক বাক্ স্বয়ং উপাসকের জগ্গ দোহন
করেন (কিংবা যে সাধক বাক্যকে দোহন করিতে পারেন, বাক্য
স্বয়ং সেই সাধকের জগ্গ নিজের দুষ্ক দোহন করেন) । যিনি স্তোভ
অক্ষর সমূহের এই উপনিষদ (= গুহ্য অর্থ) জানেন, তিনি অন্নবান্ ও
অন্নভোক্তা হন ।

মন্তব্য

১। পাঠান্তর ‘হাইকার:’ স্থলে ‘হায়িকার:’ ।

সংস্কৃতে পাদপুরণে চ, বা, তু, হি ইত্যাদি কতকগুলি
অক্ষর ব্যবহৃত হয় । গায়কগণও গান করিবার সময় অনেক স্থলে
কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দের যোজনা করেন । সামগানের মধ্যে
‘হাউ’, ‘হাই’, ‘অথ’, ‘ইহ’, ‘ঈ’ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় ।
জনসাধারণের মতে এ সমুদয় অর্থশূন্য ; ঋষি এস্থলে এই সমুদয়ের
ব্যাখ্যা দিয়াছেন ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

‘সাম’ শব্দের অর্থ

১। সমস্তস্ত খলু সাম উপাসনং সাধু যৎখলু সাধু তৎ
সামেত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি ।

২। তত্হতাপ্যাহঃ সান্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব
তদাহবসান্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহঃ ।

১। সমস্তস্ত খলু সামঃ (সমুদয় সামেরই) উপাসনম্ (উপাসনা)
সাধু (শোভন, উত্তম)। ‘যৎ (যাহা) খলু সাধু, তৎ (তাহা)
সাম’ ইতি—আচক্ষতে ঋ+চক্ষ্, লট অস্তে (বলা হয়)। ‘যৎ অসাধু,
তৎ অসাম’ ইতি ।

২। তৎ (সেইজন্ত) উত অপি (আরও) আহঃ (বলা হয়),
সাহা (সামদ্বারা) এনম্ (ইহাকে) উপ + অগাৎ (নিকটে গিয়াছে) ইতি,
সাধুনা (সাধুভাবে) এনম্ উপ + অগাৎ ইতি এব তৎ (তাহা) আহঃ
(বলে)। অসাম্না (অসামদ্বারা, সামবিরোধী ভাবে) এনম্ উপাগাৎ
ইতি, অসাধুনা এনম্ উপাগাৎ ইতি এব তৎ আহঃ ।

১। সমস্ত সামের (অর্থাৎ সর্কাবয়ব বিশিষ্টসামের) উপাসনাই
সাধু। যাহা সাধু, তাহাকেই “সাম” বলা হয়, আর যাহা অসাধু তাহাকেই
“অসাম” বলা হয় ।

২। এই জন্তই বলা হয় ‘সামভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে’
অথবা ‘সাধুভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে’। ইহাও বলা হয় ‘সাম-
ভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে’ অথবা ‘অসাধুভাবে তাহার নিকটে
গিয়াছে’ ।

৩। অথোতাপ্যাহঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু
বতেত্যেব তদাহরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যাধু বতেত্যেব
তদাহঃ।

৪। স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেতুপাস্তেহভ্যাশো হ
যদেনং সাধবো ধর্ম্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেষুঃ।

৩। অথ উত অপি (আরও) আহঃ (বলা হয়) সাম নঃ
(আমাদিগের) বত (একটা অব্যয়—আশ্চর্য্য বা অতুচ্ছা প্রকাশের
ব্রহ্ম) ইতি যৎ সাধু (উত্তম) ভবতি (হয়), সাধু বত ইতি এব তৎ
আহঃ। অসাম নঃ বত ইতি যৎ অসাধু ভবতি অসাধু বত ইতি এব
তৎ আহঃ।

৪। সঃ যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার)
বিদ্বান্ (জানিয়া) ‘সাধু সাম’ ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে),
অভ্যাশঃ (এই ফল ; শঙ্করের মতে ‘শীঘ্র’) হ, যৎ (যে) এনম্ (ইহার
নিকট, ২।১) সাধবঃ ধর্ম্মাঃ (সাধু গুণসমূহ) আ চ গচ্ছেয়ুঃ (=আগ-

৩। যখন কোন সাধু ঘটনা ঘটে, তখন ইহাও বলা হয় যে ‘ইহা
আমাদিগের পক্ষে সাম’ অথবা ইহাও বলা যায় যে ‘ইহা আমাদিগের
পক্ষে সাধু’। আবার যখন অসাধু ঘটনা ঘটে, তখন বলা হয়
‘ইহা আমাদিগের পক্ষে অসাম’ অথবা ‘ইহা আমাদিগের পক্ষে
অসাধু’।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ‘সামই সাধু’ এইরূপ উপাসনা
করেন, সাধুগুণ তাঁহার নিকট শীঘ্র আগমন করিবে এবং তাঁহার
ভোগ্য হইবে (শেষাংশের এই অর্থ হইতে পারে—তাঁহার ফল

ক্ষেয়ুঃ চ পাঃ ১।৩।৮২ ; আগমন করিবে) উপ চ নমেহু (উপনমেয়ুঃ চ
—ভোগ্যরূপে তাহার অধীন হইবে) ।

পাঠান্তর :—“অভ্যাসঃ” স্থলে “অভ্যাসঃ”

এই হইবে যে সাধুজ্ঞান তাহার নিকট আগমন করিবে ও তাহার
(ভোগ্য হইবে)

মন্তব্য

২। পাণিনির মতে অগাং=ই, লুঙ্ দ; ‘ই’ স্থানে ‘গা’ আদেশ
২।৩।৪৫, ৭৭ । নব্য বৈয়াকরণদিগের মধ্যে অনেকে বলেন—স্বাভাবিক
নিয়মামুসারেই ভাবার্থ উৎপত্তি, কিন্তু এই আদেশবাদ নিতান্তই
অস্বাভাবিক । ইহারা বলেন প্রাচীনকালে গত্যর্থস্থচক ‘গা’ নামকই
একটা ধাতু ছিল ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

পৃথিব্যাদি পঞ্চলোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের

একতা কল্পনা

১। লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত পৃথিবী হিঙ্কারোহগ্নিঃ
প্রস্তাবোহস্তরিক্সমুদগীথ আদিত্য প্রতিহারো দ্যৌর্নিধনমিত্যুর্কেষু।

২। অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোহস্তরিক্স-
মুদগীথোহগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্।

১। লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম
(পাঁচপ্রকার সামকে; হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন
এই পাঁচ প্রকার সাম) উপাসীত (উপাসনা করিবে) - পৃথিবী হিঙ্কারঃ;
অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ; অস্তরিক্সম্ উদগীথঃ; আদিত্যঃ প্রতিহারঃ; দ্যৌঃ
নিধনম্ ইতি উর্কেষু (এইরূপে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উর্ক্লোক
পর্যন্ত)।

২। অথ (তাহার পর) আবৃত্তেষু (উর্ক্লোক হইতে আরম্ভ
করিয়া নিম্নলোক পর্যন্ত) :—দ্যৌঃ হিঙ্কারঃ; আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ;
অস্তরিক্সম্ উদগীথঃ; অগ্নিঃ প্রতিহারঃ; পৃথিবী নিধনম্।

১। (পৃথিব্যাদি) লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা
করিবে :—পৃথিবীই হিঙ্কার, অগ্নিই প্রস্তাব, অস্তরিক্সই উদগীথ,
আদিত্যই প্রতিহার, দ্যৌই নিধন। ইহাই (পৃথিবী হইতে আরম্ভ
করিয়া) উর্ক্লদৃষ্টিতে (সামোপাসনা)।

২। তাহার পর উর্ক্ললোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে
(সামোপাসনা) :—“দ্যৌই হিঙ্কার; আদিত্যই প্রস্তাব, অস্তরিক্সই
উদগীথ, অগ্নিই প্রতিহার এবং পৃথিবীই নিধন।”

৩। কল্পন্তে হাঐশ্ম লোক। উর্দ্ধাশ্চাবুস্তাশ্চ য এতদেবং
বিদ্বান্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

৩। কল্পন্তে (ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়) হাঐশ্ম (ঐহার জন্তু)
লোকঃ (পৃথিব্যাদি লোকসমূহ) উর্দ্ধাঃ চ (নিম্নতম লোক হইতে
উর্দ্ধতম পর্য্যন্ত সমুদয় লোক), আবুস্তাঃ চ (উর্দ্ধতম লোক হইতে
নিম্নতম পর্য্যন্ত সমুদয় লোক) যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্
(এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) লোকেষু (লোকসমূহে) পঞ্চবিধম্
সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের
উপাসনা করেন, উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নপর্য্যন্ত এবং নিম্ন
হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমুদয় লোক তাঁহার ভোগ্যরূপে
উপস্থিত হয়। ১

মন্তব্য

১। ‘লোকেষু’ শব্দে সপ্তমী বিভক্তি। প্রথমা বিভক্তি করিয়া
অর্থ করিতে হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইবে এই—লোকসমূহ পঞ্চবিধ
সাম এইরূপে উপাসনা করিবে। অথবা এই সপ্তমী বিভক্তিকে
হিকারাদিতে বৃত্ত করিয়া অর্থ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে
এইরূপ অর্থ হইবে :—হিকারাদিকে পৃথিব্যাদিক্রমে উপাসনা করিবে।
(শঙ্কর)।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

বৃক্ষাদি পঞ্চ ভৌতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের
একতা কল্পনা

১। বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিষ্কারো^১
মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদগীথো বিদ্যোততে
স্তনয়তি স প্রতিহারঃ।

২।^১ উদগৃহ্নাতি তন্নিধনং। বর্ষতি হ্যস্মৈ বর্ষয়তি হ য
এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

১। বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম (পাঁচ প্রকার সামকে)
উপাসীত (উপাসনা করিবে) :—

পুরোবাতঃ (বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু উখিত হয়; কিংবা পূর্বাধিক
হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়) হিষ্কারঃ; মেঘঃ জায়তে (মেঘ উৎপন্ন
হয়) সঃ (ইহা) প্রস্তাবঃ; বর্ষতি (বৃষ্টি পতিত হয়) সঃ (ইহা) উদগীথঃ;
বিদ্যোততে ('বিদ্যুৎ' ধাতু হইতে; বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়), স্তনয়তি
(স্তন গিচ্; গর্জন করে) সঃ (ইহাই) প্রতিহারঃ।

২। উদগৃহ্নাতি (উৎ + গ্রহ; 'বৃষ্টিপাত' শেষ হয়) তৎ (তাহা),

১। বৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চ প্রকার সামের উপাসনা
করিবে :—বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই হিষ্কার, 'মেঘ
উৎপন্ন হয়' ইহাই প্রস্তাব; বৃষ্টি পতিত হয় ইহাই উদগীথ, বিদ্যুৎ
প্রকাশ পায় ও মেঘ গর্জন করে ইহাই প্রতিহার।

২। 'বৃষ্টিপাত শেষ হয়' ইহাই নিধন। যিনি ইহাকে এইরূপ

নিধনম্। বর্ষতি (বর্ষণ করে) হ অশ্নৈ (ইহার জন্ত) বর্ষয়তি (বর্ষণ করায়) হ যঃ এতৎ এষম্ বিদ্বান্ (জানিয়া) বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন)।

জানিয়া বৃষ্টিদৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করেন, তাঁহার জন্ত মেঘ বর্ষণ করে এবং তিনি (অপরের জন্তও) বর্ষণ করাইতে পারেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

জলের পঞ্চবিধ আকারের সহিত পঞ্চবিধ সামের
একতা কল্পনা

১। সর্বান্নপ্ত পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংলবতে
স হিষ্কারো যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদগীথো
যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্।

১। সর্বান্ন অপ্ত (সমুদয় জল অর্থাৎ জলবিষয়ে চিন্তা করিয়া)
পঞ্চবিধম্ সাম (পঞ্চবিধ সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)—

১। সমুদয় জল বিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা
করিবে :—‘মেঘ য়ে ঘনীভূত (বা ইতস্ততঃ বিস্তৃত) হয় তাহাই

২। ন হাপ্‌স্ প্রৈত্যপ্‌স্‌মান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্
সৰ্ব্বাস্বপ্‌স্‌ পঞ্চবিধং সাম্যোপাস্তে ।

“মেঘঃ যৎ (যে ; কিংবা যখন) সংপ্লবতে (ঘনীভূত হয় ; কিংবা ইতস্ততঃ
বিস্তৃত হয়) সঃ (তাহা) হিঙ্কারঃ ; যৎ বৰ্ষতি (বৃষ্টি যে পতিত হয়) সঃ
প্রস্তাবঃ ; যাঃ প্রাচ্যঃ (পূর্বদেশীয় নদীসমূহ) স্তন্যস্তে (প্রবাহিত
হয়) সঃ উদগীথঃ ; যাঃ প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদেশীয় নদীসমূহ) সঃ
প্রতিহারঃ ; সমুদ্রঃ নিধনম্ ।

২। ন (না) হ অপ্‌স্ (জলে) প্রৈতি (প্র+ই ধাতু ; বিনাশ
প্রাপ্ত হয়), অপ্‌স্‌মান্ (জলশালী) ভবতি (হন)—যঃ (যিনি) এতৎ
(ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) সৰ্ব্বাস্ অপ্‌স্
পঞ্চবিধম্ সাম্য উপাস্তে ।

হিঙ্কার, বারিষ যে বর্ষণ হয়, তাহাই প্রস্তাব ; ‘পূর্বদেশীয় নদীসমূহ
যে প্রবাহিত হয়’ ইহাই উদগীথ ; ‘পশ্চিমদেশীয় নদীসমূহ যে
প্রবাহিত হয়’ ইহাই প্রতিহার ; সমুদ্রই নিধন ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া জগদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের
উপাসনা করেন, তিনি জলমগ্ন হইয়া মরেন না এবং তিনি জলশালী
হন ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত বসন্তো হিষ্কারো গ্রীষ্মঃ
প্রস্তাবো বর্ষা উদগীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্।

২। কল্পন্তে হান্মা ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবৎ
বিদ্বান্‌তুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

১। ঋতুষু (ঋতুসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত :—বসন্তঃ
হিষ্কারঃ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ; বর্ষাঃ উদগীথঃ; শরৎ প্রতিহারঃ; হেমন্তঃ
নিধনম্।

২। কল্পন্তে হ অন্মৈ (ইহার জ্ঞাত) ঋতবঃ (ঋতুসমূহ),
ঋতুমান্ (ঋতুযুক্ত) ভবতি, যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধম্ সাম
উপাস্তে (২, ৩র্থঃ স্রঃ)।

১। ঋতুসমূহ চিন্তা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে :—
বসন্ত হিষ্কার; গ্রীষ্মই প্রস্তাব; বর্ষাই উদগীথ; শরৎই প্রতিহার এবং
হেমন্তই নিধন।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া ঋতুসমূহে পঞ্চবিধ সামের
উপাসনা করেন, ঋতুসমূহ তাঁহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় এবং তিনি
ঋতুমান হন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

পঞ্চবিধ পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। পশুযু-পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজ্ঞা হিঙ্কারোহবয়ঃ •
প্রস্তাবো গাব উদগীথোহশ্বাঃ প্রাতিহারঃ পুরুষো নিধনম্ ।

২। ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং
বিদ্বান্ পশুযু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ।

১। পশুযু (পশুসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত :—অজ্ঞাঃ (ছাগসমূহ) হিঙ্কারঃ ; অবয়ঃ (অবি, ১৩ = মেঘসমূহ) প্রস্তাবঃ ; গাবঃ (গোসমূহ) উদগীথঃ ; অশ্বাঃ (অশ্বসমূহ) প্রাতিহারঃ ; পুরুষঃ নিধনম্ ।

২। ভবন্তি (হয়) হ অশ্ব (ইহার) পশবঃ (পশুসমূহ) পশুমান্ (পশুযুক্ত) ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ পশুযু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে (২, ৩র্থঃ ত্রঃ) ।

১। পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে :—ছাগসমূহ হিঙ্কার ; মেঘসমূহ প্রস্তাব ; গোসমূহ উদগীথ ; অশ্বসমূহ প্রাতিহার এবং পুরুষই নিধন ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পশুসমূহ তাঁহার ভোগ্যবস্তু হয় এবং তিনি পশুশালা হন ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের
একতা কল্পনা

১। প্রাণেশু পঞ্চবিধং পরোবরীযঃ সামোপাসীত প্রাণো
হিষ্কারো বাক্ প্রস্তাবচ্চক্ষুরুদগীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো
নিধনং পরোবরীয়াংসি বা এতানি ।

২। পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্
জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেশু পঞ্চবিধং পরোবরীযঃ
সামোপাস্তু ইতি তু পঞ্চবিধস্য ।

১। প্রাণেশু (প্রাণসমূহে) পঞ্চবিধম্ পরোবরীযঃ (শ্রেষ্ঠ হইতে
শ্রেষ্ঠ ; ১।১২ টীকা) সাম উপাসীত । প্রাণঃ হিষ্কারঃ ; বাক্ প্রস্তাবঃ ;
চক্ষুঃ উদগীথঃ ; শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ ; মনঃ নিধনম্ । পরোবরীয়াংসি
(শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ) বৈ এতানি (এই সমুদয়) ।

২। পরোবরীযঃ হ অস্ত (ইহার) ভবতি পরোবরীয়সঃ হ লোকান্
জয়তি—যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ প্রাণেশু পঞ্চবিধম্ পরোবরীযঃ সাম
উপাস্তে । ইতি তু পঞ্চবিধস্ত (পঞ্চবিধ সামের) ।

১। প্রাণসমূহে পরোবরীয (= শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ) সামের
উপাসনা করিবে :—প্রাণই হিষ্কার, বাক্ই প্রস্তাব ; চক্ষুই উদগীথ ;
শ্রোত্রই প্রতিহার এবং মনই নিধন । এই সমুদয়ই পরোবরীয ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া প্রাণসমূহে পরোবরীয
পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পরোবরীয বস্তু তাহার ভোগ্য হয়
এবং তিনি পরোবরীয লোকসমূহ জয় করেন ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

বাক্যের সপ্তবিভাগের সহিত সপ্তবিধ সামের

একতা-কল্পনা

১। অথ সপ্তবিধস্য বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ।

২। যদুদিতি স উদগীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবো যন্নীতি তন্নিধনম্।

১। অথ সপ্তবিধস্ত (সাত প্রকারের—হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদগীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন—এই সাত প্রকার) বাচি (বাক্যে) সপ্তবিধম্ সাম (সাত প্রকার সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। যৎ (যাহা) কিঞ্চ (কিছু) বাচঃ (বাক্যের) হুম্ ইতি (‘হ্’ এই অক্ষর) সঃ হিঙ্কারঃ ; যৎ ‘প্র’ ইতি (‘প্র’ এই অক্ষর), সঃ প্রস্তাবঃ ; যৎ ‘আ’ ইতি (‘আ’ এই অক্ষর) সঃ আদিঃ।

২। যৎ ‘উৎ’ ইতি (‘উৎ’ এই অক্ষর) সঃ উদগীথঃ, যৎ

১। এখন সপ্তবিধ সামের উপাসনা বাক্যে সপ্তপ্রকার সামের উপাসনা করিবে :—বাক্যের যেখানে ‘হ্’ এই অক্ষর, তাহাই হিঙ্কার ; যাহা ‘প্র’ এই অক্ষর, তাহাই প্রস্তাব ; যাহা ‘আ’ এই অক্ষর তাহাই আদি।

২। যাহা ‘উৎ’, তাহাই উদগীথ ; যাহা ‘প্রতি’, তাহাই প্রতিহার : যাহা ‘উপ’, তাহাই উপদ্রব এবং যাহা ‘নি’ তাহাই নিধন।

৩। ছুন্ধেহস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোহন্নবান্নাদো
ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে ।

‘প্রতি’ ইতি (‘প্রতি’ এই শব্দ) সঃ প্রতিহারঃ ; যৎ ‘উপ’ ইতি
(‘উপ’ এই শব্দ), সঃ উপদ্রবঃ ; যৎ ‘নি’ ইতি (‘নি’ এই শব্দ) -৩৭
নিধনম্ ।

৩। ছুন্ধে অর্থে বাক্ দোহম্ - যঃ বাচঃ দোহঃ ; অন্নবান্, অন্নাদঃ
ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ বাচি (বাক্যদৃষ্টিতে) সপ্তবিধম্ সাম
(সপ্তপ্রকার সামকে) উপাস্তে (১।৩।৭ টীকা) ।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বাক্যে সপ্তবিধ সামের
উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন । বাক্যের যাহা ছুন্ধ
বাক্য স্বয়ং তাহা তাহার জ্ঞাত্য দোহন করেন ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম খণ্ড

আদিত্যের সপ্ত রূপের সহিত সপ্তবিধ সামের

একতা-কল্পনা

১। অথ খন্মুদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সৰ্বদা সমাস্তেন
সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সৰ্বেণ সমাস্তেন সাম ।

২। তস্মিন্মানি সৰ্বাণি ভূতান্ন্বায়ন্তানীতি বিদ্যাস্তস্য
যৎপুরোদয়াৎ স হিষ্কারস্তদস্য পশবোহ্ন্বায়ন্তাস্তস্মাস্তে হিংকুৰ্বন্তি
হিষ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ।

১। অথ খলু অমুম্ আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধম্ সাম
উপাসীত (২।৮।১ টীকা)। সৰ্বদা সমঃ (সমান), তেন (সেইজন্ত)
সাম। ‘মাম্ প্রতি’ (আমার প্রতি) ‘মাম্ প্রতি’ ইতি সৰ্বেণ
(সকলের নিকট) সমঃ, তেন সাম।

২। তস্মিন্ (সেই আদিত্যে) ইমানি সৰ্বাণি ভূতানি (এই
সমুদয় ভূত) অন্ন্বায়ন্তানি (অনুগত; ১।১০।২ টীকা) ইতি বিদ্যাৎ
(এইরূপ জানিবে)। তন্ত সেই স্বৰ্য্যের যৎ (যাহা, যে রূপ; কেহ

১। অনন্তর ঐ আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করিবে।
সৰ্বদাই ‘সমান’ এইজন্ত আদিত্য সাম। (সকলেই মনে করে,
আদিত্য) ‘আমার অভিমুখে,’ ‘আমার অভিমুখে’; এই জন্ত আদিত্য
সকলের পক্ষে সমান; সেইজন্ত আদিত্য সাম।

২। এই সমুদয় ভূত সেই আদিত্যের অনুগত এইরূপ জানিবে।
উদয়ের পূর্বে ইহার যে রূপ তাহাই হিষ্কার। পশুসমুদয় আদিত্যের

৩। অথ যৎ প্রথমোদিতৈ স প্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যা
অবায়ভাস্তস্মাতে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনো
হ্যেতস্য সায়ঃ ।

কহ বলেন যৎ = যে সময়ে) পুরোদয়াৎ (পুরা + উদয়াৎ = উদয়ের
পূর্বে), সঃ (সেই রূপ) হিষ্কারঃ ; তৎ অবায়ভাঃ (সেই রূপের
অনুগত ; ২।১) অস্ত্র (এই সামরূপী আদিত্যের) পশবঃ (পশু-
সমূহ) অবায়ভাঃ (অনুগত ; ১।১০।২ টীকা) । তস্মাৎ (সেইজন্য)
তে (তাহারা) ‘হি’ কুর্ক্বেতি (হিং এই শব্দ করিয়া থাকে) । হিষ্কার
ভাজিনঃ (হিষ্কারের ভাগী) হি এতস্ত সায়ঃ (এই সামের) ।

৩। অথ (তাহার পর) যৎ (যাহা) প্রথম + উদিতৈ (প্রথম
উদিত হইলে ‘যে রূপ’) সঃ প্রস্তাবঃ ; তৎ (+ অবায়ভাঃ ; = সেই
রূপের অনুগত) অস্ত্র (সামরূপী আদিত্যের) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যাগণ)
অবায়ভাঃ (অনুগত ; ১।১০।২ টীকা) । তস্মাৎ (সেইজন্য) তে
(তাহারা) প্রস্তুতিকামাঃ (স্তুতিকাম) প্রশংসাকামাঃ (প্রশংসা কাম) ;
প্রস্তাবভাজিনঃ (‘প্রস্তাব’ নামক অংশের ভাগী) হি এতস্ত সায়ঃ (এই
সামের) ।

সেই রূপের অনুগত । সেইজন্য তাহারা ‘হিং’ এই শব্দ করিয়া
থাকে । এই সামের যে ‘হিষ্কার’ নামক অংশ, তাহারা সেই অংশের
ভাগী ।

৩। অনন্তর সূর্য্য প্রথম উদিত হইলে ইহার যে রূপ সেই
রূপই প্রস্তাব । মনুষ্যাগণ সেইরূপের অনুগত । এই জন্য তাহারা
স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করিয়া থাকে । এই সামের যে ‘প্রস্তাব’ নামক
অংশ তাহারা এই অংশের ভাগী ।

৪। অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিস্তদস্য বয়াংস্যদ্বায়তানি
তস্মাত্তাত্তুরিক্ষেহ্নারদ্বণাতাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীনি
হ্যেতস্য সান্নঃ।

৫। অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদগীথস্তদস্য দেবা
অদ্বায়তান্তস্মান্তে সন্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদগীথভাজিনো হ্যেতস্য
সান্নঃ।

৪। অথ যৎ (যাহা) সঙ্গববেলায়াম্ (সঙ্গব বেলাতে) সঃ
আদিঃ (‘আদি’ এইনাম)। তৎ (+ অদ্বায়তানি=সেই রূপের
অনুগত; ১।১০০ টীকা) অস্ত (এই আদিত্যের) বয়াংসি (পক্ষিগণ)
অদ্বায়তানি (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই জন্ত) তানি (তাহারা)
অস্তুরিক্ষে অনারদ্বণানি (ন, আরদ্বণানি=অবলম্বনবিহীন; ‘আলম্বন’
স্থলে ‘আরদ্বণ’; আলম্বন=আশ্রয়) আদায় (লইয়া) আত্মানম্
(নিজ দেহকে) পরিপতন্তি (চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়ায়)। আদি-
ভাজীনি (‘আদি’ এই অংশের ভাগী) হি এতস্ত সান্নঃ (এই
সামের)।

৫। অথ যৎ (যাহা) সম্প্রতি (ঠিক) মধ্যন্দিনে (=মধ্যম্+
দিনে=মধ্যাহ্নসময়ে), সঃ উদগীথঃ। তৎ (+ অদ্বায়তানি=সেই রূপের
অনুগত; ১।১০০ টীকা) অস্ত (এই আদিত্যের) দেবাঃ (দেবগণ)

৪। তাহার পর ‘সংগব’—বেলায় আদিত্য বাহা, তাহাই ‘আদি’;
পক্ষিগণ ইহারই অনুগত। এইজন্ত তাহারা আকাশে এই দেহ
লইয়া নিরালম্বভাবে উডীয়মান হয়। এই সামের যে ‘আদি’ অংশ,
তাহারা সেই অংশের ভাগী।

৫। তাহার পর ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে সূর্য্য যাহা তাহাই উদগীথ।
দেবগণ আদিত্যের এই অংশের অনুগত। এইজন্ত প্রাজাপতির সন্তান-

৬। অথ যদুর্দ্ধং মধ্যম্ভিনাৎ প্রাগপরাহ্মাৎ স প্রতিহারস্তবস্যা
গৰ্ভা অবায়ন্তাস্তস্মান্তে প্রতিহতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো
হ্যেতস্য সায়ঃ ।

৭। অথ যদুর্দ্ধমপরাহ্মাৎ প্রাগন্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্যারণ্যা
অবায়ন্তাস্তস্মান্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শত্রুমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রব
ভাজিনো হ্যেতস্য সায়ঃ ।

অবায়তাঃ (অহুগত) । তস্মাৎ (সেই জন্ত) তে (তাঁহারা) সৎ + তমঃ
(সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ) প্রাজাপত্যানাম্ (প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে) ;
উদ্গীথভাজিনঃ (উদ্গীথের ভাগী) হি এতস্ত সায়ঃ (এই সামের) ।

৬। অথ যৎ (যে রূপ) উর্দ্ধম্ মধ্যম্ভিনাৎ (মধ্যাহ্নকালের পরে)
প্রাক্ অপরাহ্মাৎ (অপরাহ্নের পূর্বে) সঃ প্রতিহারঃ । তৎ (+ অবায়তাঃ
= সেই রূপের অহুগত ১।১০।১২ টীকা) অস্ত (এই আদিত্যের) গৰ্ভাঃ
(গৰ্ভসমূহ) অবায়তাঃ (অহুগত) । তস্মাৎ (সেই জন্ত) তে
(সেই গৰ্ভসমূহ) প্রতিহতাঃ (প্রতি + হৃ; ধৃত হইয়া) ন (না)
অবপদ্যন্তে (অব + পদ; অধঃপতিত হয়) । প্রতিহার-ভাজিনঃ
(প্রতিহারের অধিকারী) হি এতস্ত সায়ঃ (এই সামের) ।

৭। অথ যৎ (যাঁহা) উর্দ্ধম্ অপরাহ্মাৎ (অপরাহ্নের পরে) প্রাক্
দিগের মধ্যে ইহারাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । ইহারা সামের 'উদ্গীথ' অংশের
অধিকারী ।

৬। অনন্তর মধ্যাহ্নের পরে ও অপরাহ্নের পূর্বে আদিত্যের যে
রূপ, তাহাই প্রতিহার । গৰ্ভস্থ জীব আদিত্যের এই রূপের অহুগত ।
এই জন্তই ইহারা উর্দ্ধ দিকে ধৃত হইয়া থাকে এবং অধঃপতিত হয়
না ; ইহারা সামের 'প্রতিহার' অংশের অধিকারী ।

৭। অনন্তর অপরাহ্নের পরে কিন্তু অন্তঃগমনের পূর্বে আদিত্যের

৮। অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোহ্মায়তা-
স্তস্মাত্তান্নিধনং নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সায়ং এবং খলুমুদিত্যং
সপ্তবিধং সামোপাস্তে ।

অস্তময়াৎ (অস্তগমনের পূর্বে), ১: উপদ্রব: । তৎ (+ অন্য়তা:—
সেই রূপের অহুগত ; ১।১০।১২ টীকা) আরণ্য: (আরণ্য জন্তু সমূহ)
অন্য়তা: (অহুগত) । তস্মাৎ (সেইজন্ত) তে (তাহারা) পুরুষম্
(মানবকে) দৃষ্ট্য়া (দেখিয়া) কক্ষম্ (২।১, কক্ষে, অরণ্যে) স্বভ্রম্
(২।১, গর্ভে) ইতি উপদ্রবন্তি (উপ+দ্র; দ্রুতবেগে গমন করে বা
পলায়ন করে) । উপদ্রব-ভাজিন: (উপদ্রব নামক অংশের ভাগী)
হি এতস্ত সায়ং (এই সামের) ।

৮। অথ যৎ (যাহা) প্রথম+অস্তমিতে (ঠিক সূর্যাস্তের সময়ে)
তৎ (তাহা) নিধনম্ ; তৎ (+ অন্য়তা:—সেই রূপের অহুগত ;
১।১০।১২ টীকা) অস্ত (সেই আদিত্যের) পিতর: (পিতৃপুরুষগণ)
অন্য়তা: (অহুগত) । তস্মাৎ (সেইজন্ত) তান্ (পিতৃপুরুষদিগকে ;
কিংবা পিতৃপুরুষদিগের জন্ত পিতৃসমূহকে) নিদধতি (নি+ধা,
স্থাপন করে) । নিধন-ভাজিন: (সামের যে 'নিধন' অংশ, তাহার
ভাগী) হি এতস্ত সায়ং (এই সামের) ।—এবম্ (এই প্রকারে) খলু

যে রূপ তাহাই উপদ্রব । আরণ্য পশুগণ আদিত্যের এই রূপের
অহুগত । এই জন্ত তাহারা মহুয্য দেখিলে দ্রুতবেগে অরণ্যে কিংবা
গর্ভে প্রবেশ করে । তাহারা সামের 'উপদ্রব' অংশের অধিকারী ।

৮। অনন্তর ঠিক অস্তগমনের সময় আদিত্যের যে রূপ, তাহাই
নিধন । পিতৃপুরুষগণ আদিত্যের এই রূপের অহুগত । এই জন্ত (এই
সময়ে) তাহাদিগকে (রূপের উপর) স্থাপন করা হয় (কিংবা

ওমুম্ আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধং সাম (সপ্তবিধ সাম-রূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে)।

তাঁহাদিগের জন্ত পিণ্ডসমূহকে কুশের উপর স্থাপন করা হয়)। এই-রূপে আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করা হয়।

মন্তব্য

২।৯।৪। পাঠান্তর—‘অন্তরিক্ষেহ্নারষণানি’ স্থলে অন্তরিক্ষেণ + আরষণানি।

‘সজববেলাম্’ ইত্যাদি—

‘সম্+গো’ হইতে ‘সজব’ হইয়াছে। নানা লোকে টহার নানা অর্থ করিয়াছে—(ক) দুগ্ধ দোহন করিবার জন্ত যখন গাভীদিগকে একত্র করা হয়; (খ) দুগ্ধ দোহন করিবার জন্ত যখন গাভী ও বৎস একত্র হয়; (গ) দুগ্ধ দোহন করিবার পর বৎসগণ যখন দুগ্ধ পান করে; (ঘ) মাঠে বাইবার পূর্বে যখন গাভীসমূহ একত্র হয়; (ঙ) শকর বলেন, ‘গো’ অর্থ সূর্য্যের রশ্মিও হইতে পারে। তাহা হইলে ‘সজব’ অর্থ হইবে যে সময়ে সূর্য্যরশ্মির ‘সজমন’ হয়। ‘সজমন’ অর্থ সন্মিলন; যোক্ষ-মূলার এই স্থলে শকরের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“when the sun puts forth his rays”.

এই খণ্ডে দিবসের এই পাঁচটা বিভাগ-স্থল দেখিয়া হইয়াছে—(১) সূর্য্যের উদয়, (২) সজববেলা, (৩) মধ্যাহ্নিক, (৪) অপরাহ্ন, (৫) সূর্য্যের অন্তগমন। অথর্ববেদে (৯।৬।৪৫) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১।৫।৩।১; ১।৪।৯।২) এই প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের ষ্টিন মুহূর্ত্ত পরে যে সময়, তাহাই ‘সজববেলা’।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দশম খণ্ড

সপ্তবিধ সামের অক্ষরসংখ্যা-চিস্তনদ্বারা

আদিত্য-জয়

১। অথ খল্বাঅসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত
হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্।

২। আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত
ইহৈকং তৎ সমম্।

১। অথ খলু আঅসম্মিতম্ (যাহার সমুদয় অংশ এক প্রকার ;
কিংবা বাহা পরমাঅসদৃশ ; ২।১) অতি-মৃত্যু (যাহা মৃত্যুকে জয় করে,
২।১) সপ্তবিধম্ সাম (সপ্তবিধ সামকে) উপাশীত (উপাসনা করিবে)।
হিঙ্কারঃ ইতি (‘হিঙ্কার’ এই শব্দ) ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) ;
প্রস্তাবঃ ইতি (‘প্রস্তাব’ এই শব্দ) ত্রি+অক্ষরম্। তৎ (সুতরাং ;
কিংবা এই দুইটি) সমম্ (এক প্রকার)।

২। আদিঃ ইতি (‘আদি’ এই শব্দ) দ্বি+অক্ষরম্ (দুই অক্ষর
যুক্ত) ; প্রতিহারঃ ইতি চতুর+অক্ষরম্ (চারি অক্ষর যুক্ত)। ততঃ
(তাহা হইতে, প্রতিহার শব্দ হইতে) ইহ (ইহাতে, আদিশব্দে)
একম্ (একটি অক্ষর ‘লইলে’) তৎ সমম্ (১মঃ টীঃ)।

১। অনস্তর ‘আঅসম্মিত’ এবং মৃত্যু-অতিক্রমকারী সপ্তবিধ
সামের উপাসনা করিবে। ‘হিঙ্কার’ শব্দটির তিনটি অক্ষর এবং ‘প্রস্তাব’
শব্দটিরও তিনটি অক্ষর ; সুতরাং ইহার সমান।

২। ‘আদি’ শব্দের দুইটি অক্ষর ; ‘প্রতিহার’ শব্দের চারিটি অক্ষর।

৩। উদগীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিত্তিভিঃ
সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ ।

৪। নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমমেব ভবতি তানি হ বা
এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ।

৫। একবিংশত্যা দিত্যাদিত্যাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোহসা-
বাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তন্না কং তদ্বিশোকম্ ।

৩। উদগীথঃ ইতি ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) উপদ্রবঃ
ইতি চতুর+অক্ষরম্ (চারি অক্ষর যুক্ত) । ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ (তিন অক্ষরে
তিন অক্ষরে) সমম্ (সমান) ভবতি (হয়) । অক্ষরম্ (একটি
অক্ষর) অতিশিষ্যতে (অতি+শিষ্য; অবশিষ্ট থাকে) । ত্রি+অক্ষরম্
(তিন অক্ষর যুক্ত) তৎ সমম্ (ইহারা সমান) ।

৪। ‘নিধনম্’ ইতি ত্রি+অক্ষরম্; তৎ সমম্ ভবতি (তমঃ দ্রঃ) ।
তানি হ বৈ এতানি (এই সমুদয়) দ্বাবিংশতিঃ অক্ষরাণি (বাইশটি অক্ষর;
হিঙ্গার, প্রস্তাব, আদি, প্রতিহার, উদগীথ, উপদ্রব, নিধন—এই
সাতটিতে বাইশটি অক্ষর) ।

৫। একবিংশত্যা (একুশটি অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা) আদিত্যম্
‘প্রতিহার’ শব্দ হইতে একটি অক্ষর লইয়া ‘আদি’ শব্দে যোগ করিলে
উভয়ে সমান হয় ।

৩। ‘উদগীথ’ এই শব্দটির তিন অক্ষর; ‘উপদ্রব’ এই শব্দটির চারি
অক্ষর । তিন অক্ষরে তিন অক্ষরে ইহারা সমান । (এখন) একটি
অক্ষর (অর্থাৎ ‘উপদ্রবঃ’ শব্দের ‘বঃ’ অক্ষর) থাকে । অপর তিনটি
অক্ষর লইলে ইহারা সমান ।

৪। ‘নিধন’ পদেও তিন অক্ষর সুতরাং ইহাও (অল্পপদ সমূহের)
সমান । এই সমুদয় সাম্যে বাইশটি অক্ষর ।

৫। এই পৃথিবী লোক হইতে আশ্রয় করিয়া (লোকসমূহের

৬। আপ্রোতি হাদিত্যন্ত জয়ং পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো
ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপান্তে
সামোপান্তে ।

(আদিত্যকে) আপ্রোতি (প্রাপ্ত হয়) । একবিংশঃ বৈ (২১ সংখ্যক ;
১২ মাস ৫ ঋতু + ৩ লোক = ২০ ; ইহার পর আদিত্য, স্তুতরাং আদিত্য
২১ সংখ্যক) ইতঃ (ইহলোক হইতে) অসৌ আদিত্যঃ (ঐ সূর্য্য) ।
দ্বাবিংশেন (দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা) পরম্ (পরম লোককে) আদিত্যাৎ
(আদিত্য অপেক্ষা) জয়তি (জয়করে) । তৎ (তাহা) নাকঃ তৎ
বিশোকম্ (শোকরহিত) ।

৭। আপ্রোতি (প্রাপ্ত হয়) হ আদিত্যন্ত জয়ম্ (আদিত্যের জয়কে ;
আদিত্যস্য—কর্মে ৬ষ্ঠী) । পরঃ (শ্রেষ্ঠ) হ আদিত্যজয়াং (আদিত্য-
জয় অপেক্ষা) জয়ঃ ভবতি (হয়) যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে)
এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) আত্মসম্মিতম্ (১মঃ যঃ টীকা)
অতিমৃত্যু (মৃত্যু-অতিক্রমকারী) সপ্তবিধম্ সাম উপান্তে (উপাসনা
করে) সাম উপান্তে (দ্বিক্রি সম্প্রিচ্চক) ।

সংখ্যা গণনা করিলে) আদিত্য একবিংশতিসংখ্যক (হইয়া থাকে) ।
দ্বাবিংশ অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোককে জয়
করা যায় । সেই লোকই নাক (অর্থাৎ স্বথময়) এবং বিশোক ।

৬। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ‘আত্মসম্মিত’ এবং মৃত্যু-
অতিক্রমকারী সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি আদিত্যকে
জয় করেন এবং আদিত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোককে জয় করিয়া থাকেন ।

মন্তব্য

২।১০।৩। “উপব্রবঃ”—এই শব্দের তিনটি অক্ষর বাদ দিলে কেবল
‘বঃ’ এই অক্ষরটি থাকে । এই মন্ত্রের শেষ অংশের ব্যাখ্যায় কেহ
কেহ বলেন, এই একটি অক্ষরেও তিনটি অক্ষর । শব্দ লিখিয়াছেন—

“তৎ একম্ অপি সৎ ‘অক্ষরম্’ ইতি ত্র্যক্ষরম্ ভবতি” অর্থাৎ “এক হইলেও ইহা অক্ষর স্তুরাং ইহাও তিন অক্ষর যুক্ত”। ইহার অর্থ বোধ হয় এই :—‘২ঃ’ একটা অক্ষর; কিন্তু একটা হইলেও ইহার নাম ‘৩ক্ষর’। ‘অক্ষর’ কথাটিতে তিনটা অক্ষর স্তুরাং ‘বঃ’ অক্ষরটিও তিনটি অক্ষর যুক্ত অক্ষর।

কেহ কেহ বলেন ‘বঃ’=ব্+অ+ঃ; স্তুরাং ব অক্ষরেও তিনটা অক্ষর।

সর্বত্রই তিন দেখাইতে হইবে—এই জন্তই এত কষ্টকল্পনা। কিন্তু উপনিষৎকারের উদ্দেশ্য তাহা নাও হইতে পারে। সাতটা শব্দে বাইশটা অক্ষর রহিয়াছে, ঋষি ইহা পঞ্চম মন্ত্রে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার একুশটা অক্ষর দ্বারা আদিত্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক জয় করা যায়; স্তুরাং অতিবিক্ত একটা অক্ষরেরও আবশ্যক আছে। স্তুরাং এই অবশিষ্ট অক্ষরটিকে ত্র্যক্ষর না বলিয়া একটা অক্ষরই বলা উচিত। কষ্টকল্পনা না করিয়া শেষাংশের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। অক্ষরম্ অতিশিষ্যতে— একটা অক্ষর অবশিষ্ট থাকে। ত্র্যক্ষরম্ তৎ সমম্=আর যে তিনটা অক্ষর ইহার সমান।

২০।৫। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে ‘নাক’ একটা বিশেষ স্থান। অধর্কবৈদ্যের মতে (৪।১৪।৩), পৃথিবীর উপরিভাগে অন্তরিক্ষ, তাহার পর যথাক্রমে দ্যৌ, নাক, স্বঃ এবং জ্যোতি। ঋগ্বেদের একই মন্ত্রে (১০।১২।৫) স্বঃ, নাক এবং অন্তরিক্ষের উল্লেখ আছে। অনেকে ‘নাক’ শব্দের এই প্রকার অর্থ করেন—নাক=ন+অক; ক=স্বথ; অক=দুঃখ। স্তুরাং নাক অর্থ ‘যাহা দুঃখময় নহে’ অর্থাৎ সুখময় স্থান।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

মন-আদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের
একতা-কল্পনা

১। মনো হিংকারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুর্দগীথঃ শ্রোত্রং
প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনমেতদগায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্।

২। স য এবমেতদগায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি
সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্
কৌর্ত্যা মহামনাঃ স্যাত্তদ্ ভ্রতম্।

১। মনঃ হিংকারঃ; বাক্ প্রস্তাবঃ; চক্ষুঃ উদগীথঃ; শ্রোত্রম্
প্রতিহারঃ; প্রাণঃ নিধনম্। এতৎ (এই) গায়ত্রম্ (সামবেদের
অংশবিশেষ; গায়ত্রীছন্দে রচিত বলিয়া এই অংশের নাম গায়ত্র) প্রাণেষু
(প্রাণসমূহে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত; প্রোত = প্র + উত কিংবা উত,
বে ধাতু হইতে; বে = বয়নকরা)।

২। সঃ যঃ (যে) এবম্ (এই প্রকারে) “এতৎ গায়ত্রম্, (এই
গায়ত্র সাম, ১।১) প্রাণেষু প্রোতম্ (প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত)” বেদ (জানেন),
প্রাণী (প্রাণযুক্ত) ভবতি (হন) সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণ আয়ু) এতি (ই
ধাতু; প্রাপ্ত হন) জ্যোগ্ (দীর্ঘ কিংবা উজ্জল) জীবতি (জীবন

১। মনই হিংকার; বাক্ই প্রস্তাব; চক্ষুই উদগীথ; শ্রোত্রই
প্রতিহার; প্রাণই নিধন। এই ‘গায়ত্র’ নামক সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

২। ‘এই গায়ত্র সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত’ যিনি এইরূপ জানেন,
তিনি প্রাণযুক্ত হন, যু পূর্ণ আ লাভ করেন, উজ্জল জীবন প্রাপ্ত হন;

ধারণ করেন), মহান্ (শ্রেষ্ঠ) প্রজয়া (সন্তান দ্বারা) পত্ততিঃ (পত্ত-
গণ দ্বারা) ভবতি ; মহান্ কীৰ্ত্ত্য (কীৰ্ত্তি দ্বারা) ; মহামনাঃ স্যাৎ
(হইতে পারেন) তৎ (তাহাই) ব্রতম্ (ব্রত) ।

সন্তান ও পত্ত লাভ করিয়া মহান্ হন ; কীৰ্ত্তিতেও তিনি শ্রেষ্ঠ হন ।
'তিনি মহামনা হইবেন । ইহাই তাঁহার ব্রত ।

মন্তব্য

২।১১।২ । 'সঃ যঃ' ইত্যাদি ।

এইস্থলে 'সঃ' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই । 'যঃ' শব্দের অর্থকে
দৃঢ় করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে । সঃ যঃ—যে কোন ব্যক্তি ।
কেহ কেহ বলেন 'সঃ' শব্দ, 'ভবতি' 'এতি' ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা ।

'গায়ত্রম্' শব্দকে দ্বিতীয়ার একবচন করিলেই অর্থ সুসঙ্গত
হয় । এইরূপ রথন্তরম (২।১২।২), বামদেব্যম্ (২।১৩।২), বৃহৎ
(২।১৪।২), বৈরূপম্ (২।১৫।২), বৈরাজম্ (২।১৬।২) প্রভৃতিও
দ্বিতীয়ার একবচন হইতে পারে । কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী দুই খণ্ডে
'শকর্য্যঃ' (২।১৭।২) এবং 'রৈবত্যঃ' (২।১৮।২) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ।
এই দুটি শব্দ প্রথমার একবচন । সুতরাং গায়ত্রাদি শব্দসমূহকে
প্রথমার একবচন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে ।

এই একাদশ খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "এতৎ গায়ত্রম্ প্রাণেশু
প্রোতম্" । এই অংশই দ্বিতীয় মন্ত্রে পুনরুক্ত হইয়াছে । এই প্রকার
হইলে দ্বিতীয় মন্ত্রের 'প্রোতম্' শব্দের পর 'ইতি' উহ্য করিয়া গীতে
হইবে । ২।১২।২ হইতে ২।১৮।২ পর্য্যন্ত অংশেও এই প্রকার হইবে ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

যজ্ঞাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

১। অভিমম্বতি স হিংকারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো, জ্বলতি স উৎপন্নোহঙ্গারো ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনং সৎশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্রথস্তরমগ্নৌ প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্রথস্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চস্যান্নাদো ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্য ন প্রত্যঙ্‌গ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবৈশ্বদ্ ব্রতম্।

১। অভিমম্বতি (অভিমম্বন করা হয়), স: (ইহাই) হিংকার: ; ধূম: জায়তে (উৎপন্ন হয়) স: প্রস্তাব: ; জ্বলতি (প্রজ্বলিত হয়) স: উৎপন্ন: ; অঙ্গার: (অঙ্গারসমূহ) ভবন্তি (হয়), স: প্রতিহার: ; উপশাম্যতি (উপশান্ত অর্থাৎ নিস্তেজ হয়) তৎ নিধনম্ ; সম-শাম্যতি (সম্যকরূপে নির্কাপিত হয়) তৎ নিধনম্। এতৎ রথস্তরম্ (এই রথস্তর নামক সাম) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (নিহিত)।

২। স: য: এবম্ “এতৎ রথস্তরম্ (এই রথস্তর সাম, ১।১) অগ্নৌ

১। (অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য কাঠে কাঠে) যে অভিমম্বন করা হয়, তাহাই হিংকার ; ধূম যে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তাব ; অগ্নি যে প্রজ্বলিত হয় তাহাই উৎপন্ন ; অঙ্গার যে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রতিহার ; অগ্নি যে নিস্তেজ হইতে থাকে, তাহাই নিধন ; অগ্নি যে নির্কাপিত হয় তাহাও নিধন। এই রথস্তর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

২। এই রথস্তর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন,

প্রোতম্* বেদ, ব্রহ্মবর্চসৌ (ব্রহ্ম = মন্ত্র, বেদ ; বর্চস্ = তেজ ; ব্রহ্মবর্চস্ = বেদজ্ঞান জনিত তেজ ; এই ব্রহ্মতেজ যাধার আছে সেই ব্রহ্মবর্চসৌ) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হন), সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ত জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীর্ত্যা (২১১।২ টীকা) । ন (না) প্রত্যঙ্ অগ্নিম্ (অগ্নির অভিমুখী হইয়া) আচামেৎ (ভক্ষণ করিবে ; আ+চম্+ঘাৎ পাঃ ৭৩.৭৫), ন নিষ্টিবেৎ (নি+ষ্টিব, থুথু ফেলা ; = নিষ্টিবন ত্যাগ করিবে) । তৎ (তাহাই) ব্রতম্ ।

তিনি বেদজ্ঞান জনিত তেজ লাভ করেন ; অন্নভোক্তা হন ; পূর্ণায়ু লাভ করেন , উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন, সম্ভান ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন । অগ্নির অভিমুখে ভোজন করিবে না এবং নিষ্টিবন (= থুথু) ত্যাগ করিবে না । ইহাই ব্রত ।

মন্তব্য

২১২।১ । বর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিবার সময়ে সামবেদের ‘বৃথস্তর’ অংশের অন্তর্গত মন্ত্র গান করা হয় । এই জন্ত বলা হইয়াছে ‘ব্রথস্তর’ সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

মিথুনে বামদেব্য সামোপাসনা

১। উপমন্ত্রয়তে স হিংকারো জপয়তে স প্রস্তাবঃ জিহ্বা সহ শেতে স উদগীথঃ প্রতি জীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনাং মিথুনাং প্রজায়তে সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্।

১। উপমন্ত্রয়তে (আহ্বান করে) যঃ হিংকারঃ ; জপয়তে (সন্তোষ বিধান করে, বা জানায়) সঃ প্রস্তাবঃ ; জিহ্বা সহ (জ্বীলোকের সহিত) শেতে (শয়ন করে) সঃ উদগীথঃ ; প্রতি (অভিমুখ হইয়া) জীম্ সহ শেতে, সঃ প্রতিহারঃ ; কালম্ গচ্ছতি (সময় অতিবাহিত হয়) তৎ নিধনম্ ; পারম্ গচ্ছতি (পূর্ণকাম হয়) তৎ (তাহাও) নিধনম্। এতৎ বামদেব্যম্ (বামদেব্য নামক সাম) মিথুনে (জ্বী-পুরুষে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

পাঠান্তর—‘প্রতি জীম্’ স্থলে ‘প্রতি জী’।

২। সঃ যঃ এবম্ (এইরূপে) এতৎ বামদেব্যম্ (বামদেব্য সাম) মিথুনে প্রোতম্ বেদ (জানেন), মিথুনীভবতি (তিনি মিথুন ভাবে থাকেন, বিধুর হন না) ; মিথুনাং মিথুনাং (প্রতি মিথুন ভাব হইতেই) প্রজায়তে (সন্তান উৎপন্ন হয়) ; সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ মহান্ কীৰ্ত্ত্য। ন (না) কাঞ্চন (কাম্

+চন=কোন জ্যৈষ্ঠলোককে) পরিহরেৎ (পরিভ্যাগ করিবে)। তৎ (তাহাই) ব্রতম্।

[শিষ্টাচার বিরুদ্ধ এবং আপত্তিজনক বলিয়া বলাহুবাদ প্রদত্ত হইল না।]

মন্তব্য

১। বর্তমানযুগে আমরা কতকগুলি ঘটনাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ও হেয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আহার-বিহারাদি সমুদয় ঘটনাকেই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করা হইত। উপনিষদের এই স্থলে এইরূপ একটা ঘটনাকেই ধর্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

২। 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ'—বর্তমান যুগে এই মত অতি ভীষণ ও দূষিত। কিন্তু সামাজিক নিয়ম সর্বদেশে ও সর্বযুগে এক প্রকার নহে। এখন আমরা যে প্রথাকে দূষিত বলিয়া মনে করিতেছি, এমন এক সময় ছিল, যখন সর্বদেশেই সেই প্রথাকে আহারাদির মত একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করা হইত। পাশ জ্ঞানমূলক। বিচার করিয়া যাহাকে অত্যাঘ বলিয়া বুঝা যায়, তাহার অহুষ্ঠানই পাপ। যেখানে অত্যাঘবোধ নাই, সেখানে পাপও নাই। বিচারক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যাহা পাপ, অবোধ শিশুর পক্ষে তাহা পাপ নহে। বর্তমান যুগে নরনারী সমাজের অহুমতি লইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন ইহারা নিজেদের ইচ্ছাতেই সম্মিলিত হইত, অপর লোকের অহুমতি লওয়া আবশ্যক মনে হইত না এবং এই প্রকার অহুমতি লওয়া যে আবশ্যক ইহা কাহারও চিন্তার মধ্যে আসিত না। উপনিষদের এই অংশে যে ইচ্ছাপূর্বক অপবিত্রতার সমর্থন করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় না, সম্ভবতঃ ঐ যুগে এই প্রকার ঘটনা অপ্রচলিত ছিল না।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

আদিত্যের পঞ্চবিধ অবস্থানের সহিত পঞ্চবিধ সামের

একতা-কল্পনা

১। উত্তন্ হিংকার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যান্নিন উদগীথোহ-
পরাক্লুঃ প্রতিহারোহস্তং যন্নিধনমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্বীন্নাদৌ
ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি
মহান্ কীর্ত্যা তপস্তুং ন নিদ্বেং তদ্ ব্রতম্।

১। উত্তন্ (উৎ + ই, শত্ ; উদিত হইতেছে এমন ‘সূর্য্য’)
হিংকারঃ ; উদিতঃ (উদিত হইয়াছে এমন ‘সূর্য্য’) প্রস্তাবঃ ; মধ্যান্নিনঃ
(মধ্যাহ্নকালের ‘সূর্য্য’) উদগীথঃ , অপরাহ্লুঃ (অপরাহ্ন কালের ‘সূর্য্য’)
প্রতিহারঃ ; অস্তম্ যন্ (অস্ত যাইতেছে এমন ‘সূর্য্য’ ; যন্ = ই, শত্)
নিধনম্। এতৎ (এই) বৃহৎ (বৃহৎ নামক সাম) আদিত্যে প্রোতম্
(আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত)।

২। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) এবম্ “এতৎ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতম্”
(১ম যঃ) বেদ, তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি ; সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্

১। উদীয়মান সূর্য্য হিংকার ; উদিত সূর্য্য প্রস্তাব ; মধ্যান্নিন (=
মধ্যাহ্নকালীন) সূর্য্য উদগীথ ; অপরাহ্লুকালীন সূর্য্য প্রতিহার ; অস্ত-
কালীন সূর্য্য নিধন। এই ‘বৃহৎ’ নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত।

২। “বৃহৎ নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত” যিনি এই প্রকার জানেন,
তিনি তেজস্বী ও অন্নভোক্তা হন, পূর্ণাষু প্রাপ্ত হন, দীর্ঘ (বা উজ্জল)

জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীৰ্ত্ত্যা (২।১।১২ টীকা) ।
তপস্তুম্ (তাপপ্রদানকারী সূর্য্যকে) ন নিন্দেৎ (নিন্দা করিবে না) ।
তৎ (তাহাই) ব্রতম্ ।

জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন, এবং
কীর্ত্তিতেও মহান্ হন । উত্তাপপ্রদানকারী সূর্য্যকে নিন্দা করিবে না ।
ইহাই ব্রত ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

মেঘোৎপত্তি প্রভৃতি পঞ্চ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ
সামের একতা-কল্পনা
(বৈরূপ সাম)

১। অভ্রাণি সংপ্রবন্তে স হিংকারো মেঘো জায়তে স
প্রস্তাবো বর্ষতি স উদগীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার
উদগৃহ্নাতি তন্নিধনমেতদ্বৈরূপং পৰ্জন্তে প্রোতম্ ।

১। অভ্রাণি (অভ্রসমূহ—মেঘের প্রথমাবস্থা, যে অবস্থায় ইহা
জল ধারণ করে । অপ্ + ভৃ হইতে ; অপ্ = জল ; ভৃ = ধারণ করা ।
কেহ কেহ অভ্র-স্থলে 'অব্ভ্র' লিখিয়া থাকেন) সংপ্রবন্তে (স্ + প্র ;

১। অভ্র যে ঘনীভূত হয়, ইহাই হিংকার ; মেঘ যে, উৎপন্ন হয়
ইহাই প্রস্তাব ; বৃষ্টি যে বর্ষিত হয় ; ইহাই উদগীথ ; বিদ্যৎ যে

২। স য এবমেতদ্বৈরূপং পৰ্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ
স্বরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্
প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্য। বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।

ঘনীভূত হয়) সঃ হিঙ্কাঃ। . গদঃ ভ্রায়তে (উৎপন্ন হয়) সঃ প্রস্তাবঃ।
বর্ষতি (বর্ষণ করে) সঃ উদ্গীথঃ। বিদ্যোততে; (বিদ্যাৎ প্রকাশিত
হয়), স্তনয়তি (গর্জন করে) সঃ প্রতিহারঃ (২৩১১টী দ্রঃ)
উৎগৃহ্ণাতি (উপসংহার হয়) তৎ নিধনম্ (২৩১২ টীকা)। এতৎ
বৈরূপম্ (এই বৈরূপ নামক সাম) পৰ্জন্যে (মেঘে) প্রোতম্
(নিহিত)।

২। সঃ ষঃ (২১১১২ মন্তব্য) এবম্ 'এতৎ বৈরূপম্ পৰ্জন্যে
প্রোতম্' বেদ, বিরূপান্ চ, স্বরূপান্ চ, পশূন্ (নানারূপ এবং স্বরূপ পশু-
সমূহকে) অবরুন্ধে (অব + রুণ্; অবরোধ করেন, লাভ করেন) সৰ্বম্
আয়ুঃ এতি, জ্যোগ্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্
কীর্ত্য। বর্ষন্তম্ (বর্ষণকারীকে) ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২১১১২
টীকা)।

প্রকাশিত হয় এবং মেঘ যে গর্জন করে ইহাই প্রতিহার; ইহার যে
নিবৃত্তি হয় ইহাই নিধন। 'বৈরূপ' নামক এই সাম পৰ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত।

২। 'বৈরূপ নামক সাম পৰ্জন্যে প্রতিষ্ঠিত' যিনি এইরূপ জ্ঞানেন,
তিনি বিচিত্ররূপ এবং স্বরূপ পশুসমূহ লাভ করিয়া থাকেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত
হন, উজ্জ্বল (বা দীর্ঘ) জীবন লাভ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া
মহান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। বর্ষণকারী মেঘকে কখনও নিন্দা
করিবে না। ইহাই ব্রত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

পঞ্চঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

(বৈরাজ সাম)

১। বসন্তো হিংকারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদগীথঃ শরৎ
প্রতিহারো হেমস্তো নিধনমেতদ্বৈরাজমুতুষু প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্বৈরাজমুতুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি
প্রজয়া পশুভিঃ স্রবর্চসেন সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান
প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি মহান কীর্ত্যা ঋতুন্ ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্।

১। বসন্তঃ হিংকারঃ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ; বর্ষাঃ উদগীথঃ; শরৎ
প্রতিহারঃ; হেমস্তঃ নিধনম্। এতৎ বৈরাজম্ (এই বিরাজ নামক
সাম) ঋতুষু (ঋতুসমূহে) প্রোতম্ (নিহিত)।

২। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) এবম্ 'এতৎ বৈরাজম্ ঋতুষু প্রোতম্'
বেদ, বিরাজতি (বিরাজ করেন) প্রজয়া পশুভিঃ স্রবর্চসেন (বেদ-
জ্ঞান জনিত তেজ দ্বারা); সর্বম্ আয়ুঃ এতি; জ্যোগ্ জীবতি;
মহান প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান কীর্ত্যা। ঋতুন্ (ঋতুসমূহকে)
ন নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১।১২ দ্রঃ)।

১। বসন্তই হিংকার, গ্রীষ্মই প্রস্তাব, বর্ষাই উদগীথ, শরৎই প্রতি-
হার, হেমস্তই নিধন। 'বৈরাজ' নামক এই সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত।
২। বৈরাজ নামক সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন।
তিনি প্রজা, পশুসমূহ ও বেদজ্ঞান জনিত তেজ লাভ করিয়া বিরাজ
করেন; পূর্ণাঙ্ক লাভ করেন এবং উজ্জল (বা দীর্ঘ) জীবন প্রাপ্ত হন।
তিনি প্রজা ও পশুলাভ করিয়া মহান হন এবং কীর্তিতেও মহান হন।
ঋতুসমূহকে নিন্দা করিবে না। ইহাই ব্রত।

মন্তব্য

“ব্রহ্মবর্চসেন” ব্রহ্ম + বর্চস্ + অচ্ = ব্রহ্মবর্চস্, ক্রাঃ, পা ৫।৪।৭৮
ব্রহ্ম = মন্ত্র বা বেদ ; বেদ্যাধ্যয়নজনিত তেজের নাম ব্রহ্ম-
বর্চস্ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

পৃথিব্যাদি লোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা
(শকুরী সাম)

১। পৃথিবী হিংকারোহস্তরিক্স প্রস্তাবো দ্যৌরুদগীথো
দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শকুর্যো লোকেষু প্রোতাঃ ।

১। পৃথিবী হিংকারঃ, অস্তরিক্স প্রস্তাবঃ; দ্যৌঃ (দ্বালোক)
উদগীথঃ; দিশঃ (দিক্‌সমূহ) প্রতিহারঃ; সমুদ্রাঃ নিধনম্ । এতাঃ
(এই সমুদয়) শকুর্যোঃ (শকুরী নামক সামসমূহ) লোকেষু (পৃথিব্যাদি
লোকসমূহে) প্রোতাঃ (প্রতিষ্ঠিত) ।

১। পৃথিবীই হিংকার, অস্তরিক্সই প্রস্তাব, দ্বালোকই উদগীথ, দিক্-
সমূহই প্রতিহার এবং সমুদ্রই নিধন । শকুরী নামক এই সমুদয় সাম
৭ পৃথিব্যাদি লোকসহে প্রতিষ্ঠিত ।

২। স য এবমেতাঃ শকর্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকী
ভবতি সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি
মহান্ কীর্ত্যা লোকান্ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্ ।

২। সঃ যঃ এবম্ 'এতাঃ শকর্যঃ লোকেষু প্রোতাঃ' বেদ, লোকী
(শ্রেষ্ঠলোকগামী) ভবতি, সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি; মহান্
প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি, মহান্ কীর্ত্যা। লোকান্ (লোকসমূহকে) ন
নিন্দেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ টীকা)।

২। শকরী নামক এই সমুদয় সাম 'লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি
এইরূপ জানেন, তিনি শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন।
উজ্জল (বাদীর্ঘ) জীবন্ত লাভ করেন, প্রজা ও পশুসমূহ লাভ করিয়া
মহান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। লোকসমূহকে নিন্দা করিবে
না। ইহাই ব্রত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

অজাদি পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা
(রেবতী সাম)

১। অজা হিংকারোহবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদগীথোহিমাঃ
প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ ।

২। স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতা বেদ পশুমান্
ভবতি সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি
মহান্ কীর্ত্যা পশূন্ নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্ ।

১। অজাঃ হিংকারঃ ; অবয়ঃ প্রস্তাবঃ ; গাবঃ উদগীথঃ ; অশ্বঃ প্রতি-
হারঃ ; পুরুষঃ নিধনম্ (২।৬।১ টীকা) । এতাঃ (এই সমুদয়) রেবত্যঃ
(রেবতী নামক সাম) পশু (পশুসমূহে) প্রোতাঃ (প্রতিষ্ঠিত) ।

২। সঃ যঃ এবম্ 'এতাঃ রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ' বেদ, পশুমান্
(পশুযুক্ত) ভবতি, সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোগ্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া
পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীর্ত্যা ; পশূন্ (পশুসমূহকে) ন নিন্দেৎ ।
তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ টীকা) ।

১। অজাসমূহই হিংকার, মেঘসমূহই প্রস্তাব, গোসমূহই উদগীথ,
অশ্বসমূহই প্রতিহার, ঋতুসমূহই নিধন । রেবতী নামক এই সমুদয় সাম
পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত ।

২। রেবতী নামক সামসমূহ পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ
জানেন, তিনি পশুধন লাভ করেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জল (বা দীর্ঘ)
জীবনলাভ করেন, প্রজা ও পশুলাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও
মহান্ হন । পশুসমূহকে নিন্দা করিবে না । ইহাই ব্রত ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

লোমাদি দেহাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা
(যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম)

১। লোম হিংকারত্বক্ প্রস্তাবো মাংসমুদগীথোহস্থি
প্রতিহারো মজ্জা নিধনমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ।

২। স য এবমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গী-
ভবতি নাঙ্গেন বিহুর্ছতি সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্
প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্য। সংবৎসরং মজ্জো নান্মীয়াত্তদ্
ব্রতং মজ্জো নান্মীয়াদিতি বা ।

১। লোম হিংকারঃ; ত্বক্ প্রস্তাবঃ; মাংসম্ উদগীথঃ; অস্থি
প্রতিহারঃ; মজ্জা নিধনম্ । এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ (যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক
সাম) অঙ্গেষু (দেহের সমুদয় অঙ্গে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত) । পাঠান্তর
'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্' স্থলে 'যজ্ঞাযজ্ঞিদম্' ।

২। সঃ যঃ এবম্ এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ অঙ্গেষু প্রোতম্ বেদ অঙ্গী
ভবতি (অঙ্গশালী হন), ন (না) অঙ্গেন (অঙ্গবিষয়ে) বিহুর্ছতি
(বি+হুর্ছ; কিংবা বি+হুর্ছ; বিকলাঙ্গ হন); সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি;
জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্ কীৰ্ত্ত্য।; সংবৎসরম্

১। লোমই হিংকার, ত্বকট প্রস্তাব, মাংসই উদগীথ, অস্থিই
প্রতিহার, মজ্জাই নিধন । যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক এই সাম দেহের অঙ্গসমূহে
প্রতিষ্ঠিত ।

২। 'যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক' সাম দেহের অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত' যিনি
এইরূপ জানেন, তিনি দুঃখ হন, তাঁহার অঙ্গ বিকল হয় না,

(একবৎসর) মজ্জা: (মজ্জন্ শব্দ, ২।৩ = মাংসসমূহকে) ন অন্নীয়াৎ
(ভোজন করিবে না) তৎ ব্রতম্ মজ্জা: ন অন্নীয়াৎ ইতি বা (কিং২৭)
(২।১১।২ টীকা ।

তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জল (বা দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও
পশু লাভ করিয়া মহান্ হন, এবং কীর্তিতেও মহান্ হন । এক
বৎসর মাংসসমূহ ভোজন করিবে না বা (চিরকালই) মাংস ভোজন
করিবে না । ইহাই ব্রত ।

মন্তব্য

শব্দর বলেন মজ্জা: শব্দ বহুবচনান্ত, এই জন্য বুঝিতে হইবে ইহার
অর্থ মৎস্য-মাংস উভয়ই ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

অগ্ন্যাদি দেবতার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

(রাজন্ সাম)

১। অগ্নিহিংকারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদগীথো
নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমা নিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্ ।

২। স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতা সামেব
দেবতানাং সলোকতাং সাষ্টিত্বাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সৰ্ব্বমায়ুরেতি
জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্য ব্রাহ্মণান্ন
নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্ ।^৩

১। অগ্নিঃ হিঙ্কারঃ; বায়ুঃ প্রস্তাবঃ; আদিত্যঃ উদগীথঃ;
নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ; চন্দ্রমা নিধনম্ । এতৎ রাজনম্ (রাজন নামক
এই সাম) দেবতাসু (দেবসমূহে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত) ।

২। সঃ যঃ এবম্ এতৎ রাজনম্ দেবতাসু প্রোতম্ বেদ, এতাসাম্
এব দেবতানাম্ (এই সমুদয় দেবতার) সলোকতাম্ (২।১, সালোক্য
অর্থাৎ একলোকে অবস্থিতি), সাষ্টিত্বাম্ (২।১, সৃষ্টি হইতে সাষ্টি, তা

১। অগ্নিই হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদগীথ, নক্ষত্রসমূহ
প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন । ‘রাজন্’ নামক এই সাম দেবতাসমূহে
প্রতিষ্ঠিত ।

২। ‘রাজন্’ নামক সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি এইরূপ
জানেন, তিনি এই সমুদয় দেবতার সহিত সালোক্য, সাষ্টিত্বা (সমান
অধিকার) বা সাযুজ্য লাভ করেন; তিনি পূর্ণায় প্রাপ্ত হন, উজ্জল (বা

প্রত্যয় ; সমান ক্ষমতা বা অধিকার) সাযুজ্যম্ (২।১, একত্ব) গচ্ছতি
(প্রাপ্ত হয়) ; সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি ; জ্যোক্ত জীবতি ; মহান্ প্রজয়া
পত্ততিঃ ভবতি ; মহান্ কীর্ত্য। ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) ন নিন্দেৎ ।
তৎ ব্রতম্ (২।১।১২ টীকা) ।

দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পত্ন লাভ করিয়া মহান্
হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না ।
ইহাই ব্রত ।

মন্তব্য

একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য ; সমান ক্ষমতা লাভের
নাম সাষ্টিতা ; একত্বলাভ, একীভাবপ্রাপ্তি বা একদেহে বাসের নাম
সাযুজ্য ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

বিভাসত্রয়যুক্ত পঞ্চবিধ বস্তুর সহিত পঞ্চবিধ সামের

একতা-কল্পনা এবং সর্ববস্তুর সহিত আত্মার

ঐক্যধ্যান

১। ত্রয়ীবিদ্যা। হিংকারস্ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবো-
হগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ সূ উদগীথো নক্ষত্রাণি বহ্নাংসি মরীচয়ঃ স
প্রতিহারঃ সর্পা গন্ধর্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতৎ সাম সর্বশ্মিন্
প্রোতম্।

১। ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) হিংকারঃ ; ত্রয়ঃ (তিন) ইমে লোকাঃ
(ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক) সঃ প্রস্তাবঃ ; অগ্নিঃ বায়ুঃ
আদিত্যঃ—সঃ উদগীথঃ ; নক্ষত্রাণি, বহ্নাংসি (পক্ষীগণ) মরীচয়ঃ
(মরীচিঃ, ১।৩ = কিরণমালা) সঃ প্রতিহারঃ ; সর্পাঃ, গন্ধর্বাঃ, পিতরঃ
(পিতৃপুরুষগণ)—তৎ নিধনম্। এতৎ (এই) সাম সর্বশ্মিন্ (সমুদয়
বস্তুতে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

১। ত্রয়ী-বিদ্যাই হিংকার ; এই যে তিনলোক (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ
ও ত্তো) ইহাই প্রস্তাব ; অগ্নি বায়ু ও আদিত্য—ইহাই উদগীথ ;
নক্ষত্রসমূহ, পক্ষীগণ ও কিরণমালা—ইহাই প্রতিহার ; সর্পগণ গন্ধর্বগণ
ও পিতৃগণ—ইহাই নিধন। এই সাম সর্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।

২। স ব এবমেতৎ সাম সৰ্বস্মিন্ প্রোতং বেদ সৰ্বং হ
ভবতি ।

৩। তদেষ শ্লোকঃ :—

যানি পঞ্চা ত্রীণি ত্রীণি

তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমহুদন্তি ।

২। সঃ যঃ এবম্ (এই প্রকারে) ‘এতৎ সাম সৰ্বস্মিন্ প্রোতম্’
বেদ, সৰ্বম্ (সমুদয়) হ ভবতি (হন) ।

৩। তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ—

যানি পঞ্চা (পাঁচ প্রকার—হিকার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও
নিধন—এই পাঁচ প্রকার) ; ত্রীণি ত্রীণি (তিনটি তিনটি ; অর্থাৎ
হিকারাদির প্রত্যেকটিই তিনটি—যেমন হিকার = ত্রয়ী বিভা ; প্রস্তাব =
তিন লোক ইত্যাদি ১ম মন্ত্র) ; তেভ্যঃ (তাহাদিগের অপেক্ষা) ন
(না) জ্যায়ঃ (প্রশস্ত + ইয়ম্, পাঃ ৫৩৩০ ; ৬৪১৬০ মহত্তর) পরম্
(অতিরিক্ত, পৃথক) অত্রঃ (অত্র) অস্তি (আছে) । “জ্যায়ঃ”
বিষয়ে ১৩১১ টীকা দ্রষ্টব্য ।

২। এই সাম সৰ্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি এইরূপ জানেন তিনি
সৰ্ববস্তুই হন ।

৩। এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে :—এই যে পাঁচ প্রকার
(সামের) প্রত্যেকের তিনটি তিনটি বিভাগ, ইহাদিগের অপেক্ষা মহত্তর
বা পৃথক কিছুই নাই।

৪। যন্তুদ্বৈদ স বেদ সৰ্বং সৰ্বা দিশো বলিমশ্বে হরন্তি
সৰ্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্ ব্রতং তদ্ ব্রতম্।

৪। যঃ (যিনি) তৎ (তাহাকে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি)
বেদ সৰ্বম্ (সৰ্ববস্তুকে)। সৰ্বাঃ দিশঃ (দিক্‌সমূহ) বলিম্ (উপহারকে)
• অশ্বে (ইহার জ্ঞ) হরন্তি (আহরণ করে)। সৰ্বম্ (সমুদয়ই)
অস্মি (আমি হই) ইতি উপাসীত (এই ভাবে উপাসনা করি)। তৎ
ব্রতম্ (তাহাই ব্রত), তৎ ব্রতম্ । (দ্বিৰুক্তি সমাপ্তিসূচক)।

৪। যিনি ইহা জানেন তিনি সমুদয়ই জানেন ; দিক্‌সমূহ তাঁহার
জ্ঞ উপহার আহরণ করে। ‘আমিই এই সমুদয়’ এই ভাবে উপাসনা
করিবে। ইহাই ব্রত, ইহাই ব্রত।

২

মন্তব্য

‘ত্রয়ীবিজ্ঞা’—প্রথমে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদই প্রামাণিক
বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল ; এই জ্ঞা বেদের একটি নাম ত্রয়ী।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

সামের বিবিধ স্বরের ধ্যান ও সাধনা

১। বিনর্দ্দি সামো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নৈরুদগীথোহনিরুক্তঃ ,
প্রজাপতের্নিরুক্তঃ সোমস্য যুহু স্নক্তং বায়োঃ স্নক্তং বলবদিস্রস্ত
ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেঃপঞ্চাস্তং বরুণস্য তান্ সর্বানিবোপসেবেত
বারুণং হেব বর্জয়েৎ ।

১। বিনর্দ্দি (বৃষভধ্বনির জ্বায় গভীর স্বর) সামঃ (সামের)
বৃণে (প্রার্থনা করি) পশব্যম্ (পশুর পক্ষে হিতকর) ইতি অগ্নেঃ
(অগ্নি দেবতার)। উদগীথঃ অনিরুক্তঃ (অনিরুক্ত নামক স্বর;
অনিরুক্ত = অ + নিঃ + উক্ত = যাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যায় না)
প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির)। নিরুক্তঃ (নিরুক্ত নামক স্বর; নিঃ + উক্ত
= যাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়) সোমস্ত (সোম দেবতার)। যুহু স্নক্তম্
(স্নক্তনামক স্বর = স্নিগ্ধ স্বর) বায়োঃ (বায়ুদেবতার)। স্নক্তম্ বলবৎ
(প্রবল) ইস্রস্ত (ইস্রের)। ক্রৌঞ্চম্ (ক্রৌঞ্চ নামক স্বর; ক্রৌঞ্চ
পক্ষীর স্বরের জ্বায় স্বর) বৃহস্পতেঃ (বৃহস্পতির)। অপঞ্চাস্তম্
(অপঞ্চাস্ত নামক স্বর = ভগ্ন কাংশ পাত্রের স্বরের জ্বায় স্বর; অপ + ধব্)
বারুণস্ত (বারুণ দেবতার)। তান্ সর্বান্ এব (সেই সমুদয়কেই) উপ-

১। সামের 'বিনর্দ্দি'-নামক স্বর পশুগণের পক্ষে হিতকর এবং এই
স্বর অগ্নিদেবতার; আমি এই স্বর প্রার্থনা করি। 'অনিরুক্ত'-স্বর-বৃক্ত
উদগীথ, প্রজাপতি দেবতার; 'নিরুক্ত'-স্বর সোমদেবতার; যুহু স্নক্ত
স্বর বায়ুদেবতার; প্রবল স্নক্তস্বর ইস্রদেবতার; ক্রৌঞ্চ স্বর বৃহস্পতির;

২। অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্যা
আশাং মনুষ্যোভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়াম-
মান্বন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রঃস্তঃ স্তবীত ।

সেবেত (সেবা করিবে) বারুণম্ (বারুণসদ্বক্ষী অর্থাৎ অপধ্বাস্ত স্বরকে)
তু এব বর্জয়েৎ (পরিভ্যাগ করিবেই) ।

২। ‘অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বকে)’ দেবেভ্যঃ (দেবগণের জন্ত) আগায়ানি (আ+গৈ; গান করিয়া লাভ করি)’ ইতি আগায়েৎ (এই ভাবে গান করিবে); স্বধাম্ (২।১; পিণ্ড) পিতৃভ্যঃ (পিতৃগণের জন্ত); আশাম্ (আশা ২।১) মনুষ্যোভ্যঃ (মনুষ্যগণের জন্ত); তৃণোদকম্ (তৃণ ও জলকে) পশুভ্যঃ (পশুদিগের জন্ত); স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গ লোককে) যজমানায় (যজমানদিগের জন্ত) অন্নম্ (অন্নকে) আত্মনে (নিজের জন্ত) আগায়ানি (‘আগান’ করিয়া লাভ করিবে)—ইতি এতানি (এই সমুদয়কে) মনসা ধ্যায়ন্ (মনদ্বারা ধ্যান করিয়া) অপ্রমত্তঃ (অপ্রমত্তভাবে; শব্দের মতে—স্বরাদি উচ্চারণ বিষয়ে সাবধান হইয়া) স্তবীত (স্তব করিবে)

অপধ্বাস্ত স্বর বারুণদেবতায় । এই সমুদয় স্বরের সেবা করিবে; কেবল ‘বারুণ’ স্বর অর্থাৎ অপধ্বাস্ত স্বর বর্জন করিবে ।

২। ‘দেবগণের জন্ত অমৃতত্ব লাভ করিবে’ এই ভাবে গান করিবে । ‘পিতৃপুরুষগণের জন্ত স্বধা (—পিণ্ডাদি), মনুষ্যগণের জন্ত আশা, পশুগণের জন্ত তৃণ ও জল, যজমানের জন্ত স্বর্গলোক, নিজের জন্ত অন্ন—(এই সমুদয়) গান করিয়া লাভ করি’ এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া অপ্রমত্তভাবে স্তব করিবে ।

৩। সৰ্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাআনঃ সৰ্ব উদ্রাণঃ প্রজাপতেরাআনঃ
সৰ্বে স্পর্শা যুতোরাদ্রানন্তং যদি স্বরেষু পালভেতেন্দ্রং শরণং
প্রপন্নো অভূবং স হা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং ক্রয়াৎ ।

৪। অথ যদ্যেনমুদ্রসূপালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নো-
হভূবং স হা প্রতিপেক্ষ্যতীত্যেনং ক্রয়াদথ যদ্যেনং স্পর্শেষু
পালভেত যুতুং শরণং প্রপন্নোহভূবং স হা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং
ক্রয়াৎ ।

৩। সৰ্বে স্বরাঃ (সমুদয় স্বরবর্ণ) ইন্দ্রস্ত (ইন্দ্রের) আআনঃ
(ইন্দ্রের অবয়বস্থানীয়) ; সৰ্বে উদ্রাণঃ (সমুদয় উদ্রবর্ণ—শ, ঘ, স
এবং হ) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) আআনঃ ; সৰ্বে স্পর্শাঃ (সমুদয়
স্পর্শবর্ণ ; ‘ক’ হইতে ‘ম’ পর্য্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ) যুতোরাদ্রানঃ (যুতোর)
আআনঃ । তম্ (তাহাকে, উদগাতাকে) যদি স্বরেষু (স্বরবর্ণ
উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত (উপ+আ+লভ্ ; নিন্দা করে)
‘ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) শরণম্ প্রপন্নঃ (শরণ প্রাপ্ত) অভূবম্ (হইয়া
ছিলাম), সঃ (তিনি, ইন্দ্র) হা (তোমাকে) প্রতিবক্ষ্যতি (প্রতি+
বচ্ ; প্রত্যুত্তর দিবেন)’—ইতি এনম্ (ইহাকে) ক্রয়াৎ (বলিবে) ।

৪। অথ যদি এনম্ উদ্রম্ (উদ্রবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত—

৩। সমুদয় স্বরবর্ণ ইন্দ্রের দেহাবয়বস্বরূপ ; সমুদয় উদ্রবর্ণ
প্রজাপতির দেহাবয়বস্বরূপ ; সমুদয় স্পর্শবর্ণ যুতোর দেহাবয়বস্বরূপ ।
যদি কেহ উদগাতাকে স্বরের উচ্চারণ বিষয়ে নিন্দা করে, তাহা
হইলে উদগাতা তাহাকে বলিবেন—(আমি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া
গান করিবার সময়) ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম । তিনি তোমাকে
(এ বিষয়ে) প্রত্যুত্তর দিবেন ।

৪। যদি উদ্রবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে কেহ ইহার নিন্দা করে, তিনি

৫। সৰ্ব্বৈ স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্য। ইন্দ্রে বলং দদানীতি সৰ্ব উদ্ভাণোহগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যঃ প্রজাপতেরাআনং পরিদদানীতি সৰ্বৈ স্পর্শা লেশোনানভিনিহিত্য বক্তব্য। মৃত্যোরাআনং পরিহরাণীতি ।

১। 'প্রজাপতিম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ (প্রজাপতি) স্বা প্রতিপেক্ষ্যতি (প্রতি + পিষ্ ; চূর্ণ করিবেন)'—ইতি এনম্ ক্রমাৎ ।

অথ যদি এনম্ স্পর্শম্ (স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত—
'মৃত্যুম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ স্বা প্রতিপেক্ষ্যতি (প্রতি + দহ্ ; ভস্মীভূত করিবেন)' ইতি এনম্ ক্রমাৎ । (তৃতীয় মন্ত্রের টীকা) ।

৫। সৰ্বৈ স্বরাঃ (সমুদয় স্বর) ঘোষবন্তঃ ('ঘোষ' নামক স্বরের দ্বায়) বলবন্তঃ (বলের সহিত) বক্তব্যঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)—ইন্দ্রে (ইন্দ্র দেবতায়) বলম্ (বলকে) দদানি (দিতেছি) ইতি । সৰ্বৈ উদ্ভাণঃ (সমুদয় উদ্ভবর্ণ) অগ্রস্তাঃ (অগ্রস্তভাবে অর্থাৎ গ্রাস না করিয়া) অনিরস্তাঃ (বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া) বিবৃতাঃ (স্পষ্ট ভাবে) বক্তব্যঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে) ; প্রজাপতেঃ

তাহাকে বলিবেন (উদ্ভবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়ে) আমি প্রজাপতির শরণ লইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে চূর্ণ করিবেন ।

যদি স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে কেহ ইহাকে নিন্দা করে, তিনি তাহাকে বলিবেন—('স্পর্শবর্ণ, উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়) আমি মৃত্যুর শরণ লইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন ।'

৫। সমুদয় স্বরকে ঘোষবৎ ও বলবৎ করিয়া উচ্চারণ করিবে । (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি ইন্দ্রে বলবিধান করি ।'

সমুদয় উদ্ভবর্ণকে অগ্রস্ত, অনিরস্ত ও বিবৃত করিয়া উচ্চারণ করিবে । (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) 'আমি প্রজাপতিতে আত্মসমর্পণ করি ।'

সমুদয় স্পর্শবর্ণকে ধীরে ধীরে এবং অন্ত বর্ণ হইতে পৃথক করিয়া

(প্রজ্ঞাপতির ; প্রজ্ঞাপতিকে) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিদদানি (সমর্পণ করি) ইতি । সর্কে স্পর্শাঃ (সমুদয় স্পর্শবর্ণ) লেশেন (অল্পমাত্র) অনভিনিহিতাঃ (অন্তর্গত হইতে পৃথক ভাবে) বক্তব্যঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)—মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিহরানি (পরি + হ্র ; রক্ষা করি) ইতি ।

উচ্চারণ করিবে । (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) ‘আমি মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করি ।’

মন্তব্য

২।২২।১ । এখানে সাতটি স্বরের কথা বলা হইয়াছে, যথা—বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু শব্দ, বলবৎ শব্দ, ক্রোধ এবং অপস্বাস্ত ।

২।২২।৩ । এস্থলে “আত্মানঃ” শব্দ ‘দেহ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

২।২২।৫ । ঘোষবস্তঃ—With voice (মোক্সমূলার) ; with sound (রাভেস্ত্রলাল মিড্র) ।

অগ্রস্তাঃ—অন্তরপ্রবেশিতাঃ—মূখের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নয় এমন (শব্দ) ; Sounded inwardly অর্থাৎ মূখের মধ্যেই উচ্চারিত (রা, মিড্র) ; as if not swallowed অর্থাৎ বাক্যগুলিকে গ্রাস না করিয়া উচ্চারণ (মোক্সমূলার) । ‘গ্রাস’ শব্দে মোক্সমূলার বলেন—According to Rigveda Prātisākhya it is the stiffening of the root of the tongue in pronunciation অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের মতে জিহ্বার মূলদেশকে দৃঢ় করিয়া উচ্চারণ করার নাম গ্রাস ।

অনিরুক্তাঃ—বহিঃ অগ্রক্ষিপ্তাঃ—কথাগুলিকে যেন বাহিরে নিক্ষেপ না করা হয় এইরূপ উচ্চারণ (শব্দ) ; not uttered out of the mouth (রা, মিড্র) ; not as if thrown out (মোক্সমূলার) ।

বিবৃতাঃ—বিবৃতপ্রযত্নোপেতাঃ (শব্দ) ; (পাঃ ১।১৮ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । “উচ্চারণ স্থানকে বিস্তৃত করিয়া” distinctly অর্থাৎ স্পষ্টভাবে (রা, মিড্র) ; well opened অর্থাৎ ঠিক ভাবে মুখ খুলিয়া (মোক্সমূলার) ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ধর্মস্বক্ক ও প্রজাপতির তপস্তা

১। ত্রয়ো ধর্মস্বক্ক যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ে। ব্রহ্মচার্য্যাকাব্যকুলবাসী তৃতীয়েহত্যস্তমাত্মানমাচার্য্যাকুলেহবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোহমৃতম্বেতি ।

২। প্রজাপতিলোকানভ্যতপস্তেভ্যোহভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বিদ্যা সংপ্রাপ্তবস্তামভ্যতপস্তস্তা অভিতপ্তায়া এতান্শকরাণি সংপ্রাপ্তবস্ত ভূত্বঃ স্বরিতি ।^১

১। ত্রয়ঃ (তিন) ধর্মস্বক্কঃ (ধর্মের বিভাগ)—যজ্ঞঃ, অধ্যয়নম্, দানম্ ইতি প্রথমঃ। তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ অত্যস্তম্ (যাবজ্জীবন) আত্মানম্ (আপনাকে) আচার্য্যকুলে (গুরুগৃহে) অবসাদয়ন্ (অব + সদ্, গচ্, শত্, ক্রয় করিষ্য)। সর্ব্ব এতে (এই সমুদয়) পুণ্যলোকাঃ (পুণ্যলোকগামী) ভবন্তি (হন) ; ব্রহ্মসংস্থঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) অমৃতম্ (অমৃতত্বকে) এতি (লাভ করেন)।

২। প্রজাপতিঃ লোকান্ (লোক-সমূহকে) অভ্যতপং (অভি +

১। ধর্মের স্বক্ক (—বিভাগ) তিনটি। প্রথম—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। দ্বিতীয় তপস্তা। তৃতীয় যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক দেহকর্য্য করিয়া, গুরুকুলবাসী হইয়া ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন। ইহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন : (কিন্তু) ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।

২। প্রজাপতি লোকসমূহের ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত—এই

৩। ভাণ্ড্যভ্যতপন্তেভ্যোহভিতপ্তেভ্য ঔকারঃ সংপ্রাশ্রবন্তদ্ যথা শঙ্কনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্বেবমোংকারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্ণোক্তার এবদং সর্বমোক্তার এবদং সর্বম্।

তপ্; অভিধান করিলেন)। তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ (অভিতপ্ত সেই সমুদয় লোক হইতে) ত্রয়ীবিজ্ঞা (বেদবিজ্ঞা) সম্প্রাশ্রবৎ (সম্ + প্র + আ + ঞ্; নিঃসৃত হইল)। তাম্ (সেই ত্রয়ীবিজ্ঞাকে) অভ্যতপৎ। তন্ত্রাঃ অভিতপ্তায়াঃ (অভিতপ্ত সেই ত্রয়ীবিজ্ঞা হইতে) এতানি অক্ষরাণি (এই সমুদয় অক্ষর) সম্প্রাশ্রবন্তঃ (নিঃসৃত হইল)—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও জ্যো—এই তিনটি) ইতি।

৩। তানি (সেই অক্ষরসমূহকে) অভ্যতপৎ তেভ্যঃ অভিতপ্তেভ্যঃ ওকারঃ সম্প্রাশ্রবৎ (২য়মন্ত্র)। তৎ যথা—(যেমন) শঙ্কনা (পর্ণনা, বা বৃন্ত দ্বারা) সর্বাণি পর্ণানি (সমুদয় পত্র) সংতৃণ্ণানি (সম্ + তৃদ্; ব্যাপ্ত কিংবা যুক্ত) এবম্ (এই প্রকার) ওকারেণ (ওকার দ্বারা) সর্বা বাক্ (সমুদয় বাক্য) সংতৃণ্ণা (ব্যাপ্ত)। ওকারঃ এব (ওকারই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়); ওকারঃ এব ইদম্ সর্বম্ (দ্বিকৃতি সমাপ্তি-সূচক)।

সমুদয় জগত হইতে ত্রয়ীবিজ্ঞা নিঃসৃত হইল। তিনি ত্রয়ীবিজ্ঞার ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত সেই ত্রয়ীবিজ্ঞা হইতে—ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ—এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হইল।

৩। প্রজাপতি এই অক্ষরসমূহের ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত অক্ষরসমূহ হইতে ওকার নিঃসৃত হইল। যেমন পর্ণনা (—পত্রের শিরা) দ্বারা পত্রসমূহ ব্যাপ্ত থাকে, তেমন ওকার দ্বারা সমুদয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ওকারই এই সমুদয়, ওকারই এই সমুদয়।

মন্তব্য

২।২৩।১। ব্রহ্মসংস্থঃ = ব্রহ্ম + সম্ + স্থা + ড = যিনি ব্রহ্মে সম্যকরূপে
স্থিত। যিনি ব্রহ্মে নিশ্চিতরূপে স্থিত, তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা হয়। উভয়
কথার অর্থ একই।

২।২৩।২। “অভ্যুতপং”—কেহ কেহ এই শব্দকে উদ্ভাপ প্রদান
করার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

২।২৩।৩। “শঙ্কনা”=পর্ণনাল দ্বারা অর্ধাং পত্রের শিরা দ্বারা
(শঙ্কর); বৃন্ত দ্বারা (রা, মিত্র ও মোক্ষমূলার)। স্ততরাং সংতুলানি
শব্দেরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ; —ব্যাণ্ড (শঙ্কর); যুক্ত (রা, মিত্র ও
মোক্ষমূলার)।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালীন সবনত্রেয়

১। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি বহুসূনাং প্রাতঃসবনং রুদ্রাণাং
মাধ্যন্দিনং সবনমাদিত্যানাং চ বিশ্বেষাং চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্।

২। ক তর্হি যজমানস্ত লোক ইতি স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং
কুর্যাদথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ।

১। ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) বদন্তি (বলেন)—যৎ (যাহা),
বহুসূনাম্ (বহুগণের), প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃকালের সবন); রুদ্রাণাম্
(রুদ্রগণের) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মধ্যাহ্নকালীন সবন); আদিত্যানাম্
চ (আদিত্যগণের) বিশ্বেষাম্ চ দেবানাম্ (বিশ্বদেবগণের) তৃতীয়
সবনম্ (সায়ংকালীন সবন)।

২। ক (কোথায়) তর্হি (তবে) যজমানস্ত (যজমানের) লোকঃ ?
ইতি । সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য, যিনি) তম্ (যজমানের লোককে) ন
বিদ্যাৎ (জানেন না), কথম্ (কি প্রকারে) কুর্য্যাৎ (করিবেন ; যজ
করিবেন) ? অথ (পক্ষান্তরে) বিদ্বান্ (যিনি জানেন) কুর্য্যাৎ (করিতে
পারেন)।

১। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—‘যাহা প্রাতঃসবন, তাহা বহুগণের ;
মধ্যাহ্নকালীন সবন রুদ্রগণের ; তৃতীয় অর্থাৎ সায়ংকালীন সবন
আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের’।

২। তবে যজমানের লোক কোথায় ? যিনি ইহা জানেন না,
তিনি কি প্রকারে যজ সম্পন্ন করিবেন ? যিনি জানেন, তিনিই পারেন।

৩। পুরা প্রাতঃস্মৃতিপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যশ্রো-
দঙ্ মুখ উপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি ।

৪। লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ বৃ ৩৩ পশ্চেম হা বয়ংরা
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হ ৩ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি ।

৫। অথ জুহোতি নমোহগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে
লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্ত লোক এতাস্মি ।

৩। পুরা (পূর্বে) প্রাতঃ + অহুবাক্ত্য (প্রাতঃকালে পঠনীয়
মন্ত্রের ; অহুবাক = অহু + বচ্ + ঘঞ) উপাকরণাৎ (+ পুরা = আরম্ভের
পূর্বে) জঘনেন (পশ্চাৎভাগে) গার্হপত্যস্ত (গার্হপত্য নামক অগ্নির)
উদঙমুখঃ (উত্তরমুখ হইয়া) উপবিশ্য (উপবেশন করিয়া) সঃ (সেই
যজমান) বাসবম্, (২।১ ; বসুগণসম্বন্ধী) সাম (২।১) অভিগায়তি
(গান করেন) ।

৪। লোকদ্বারম্ (পৃথিবী-লোকলাভের দ্বারকে) অপা বার্ণ
(বৈদিক প্রয়োগ ; = অপাবৃণ = অপ্ + আ + বৃ + লোট হি = উদ্ঘাটিত
কর) পশ্চেম (দেখি) হা (তোমাকে) বহম্ (আমরা) রা—হম্
আ—অ্যায়ঃ আ (= রাজ্যায় রাজ্যলাভের জন্ত) ।

৫। অথ (অনন্তর) জুহোতি (আহুতি প্রদান করে) — নমঃ
অগ্নয়ে (অগ্নিকে) পৃথিবীক্ষিতে (পৃথিবীনিবাসীকে ; পৃথিবী + ক্ষি ক্ৰিপ্,

৩। প্রাতঃকালের মন্ত্র পাঠ করিবার পূর্বে গার্হপত্য নামক অগ্নির
পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া বসুগণ সম্বন্ধীয় সাম
উচ্চারণ করিবে ।

৪। (হে অগ্নি !) পৃথিবী—লোক লাভ করিবার দ্বার উন্মোচন
কর ; আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্ত তোমাকে নমন করি ।

৫। অনন্তর (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) আহুতি প্রদান করিবে—

৬। অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুযঃ স্বাহাপজহি পরিধামি-
ত্ব্যক্তে দ্ব্যুত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সংপ্রযচ্ছতি ।

৭। পুরা মাধ্যম্নিনশ্চ সবনস্যোপাকরণাজ্জবনে নাগ্নীপ্রীয়ন্তো-
দত্ত্বমুখ উপবিশ্য স রৌদ্রং সামাভিগায়তি ।

৪।১) লোককিতে (লোকসমূহনিবাসীকে) লোকম্ (লোককে) মে-
যজমানায় (যজমানরূপী, আমাকে) বিন্দ (লাভ করাও)। এষঃ (এই
আমি ‘অহম্’ অর্থাৎ ‘আমি’ উহ) বৈ যজমানশ্চ (যজমানের) লোকে এত
(গমনকারী; এত শব্দ = ই + তৃচ্) অস্মি (ইই)।

৬। অত্র (এই স্থলে) যজমানঃ পরস্তাৎ (পরে) আয়ুযঃ (আয়ুর)।
‘স্বাহা’ (‘স্বাহা’ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে)। ‘অপজহি
(অপ্ + হন্ লোট ঙি = দূর কর) পঃসম্ (অর্গলকে)’, ইতি উক্তা
(এই বলিয়া) উত্তিষ্ঠতি (উত্তীর্ণ হইবে)। তস্মৈ (তাহাকে) বসবঃ
(বহুগুণ) প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃসবনকে; এস্থলে প্রাতঃসবনের কলকে)
সংপ্রযচ্ছতি (সম্ + প্র + ণা; দান করেন)।

৭। পুরা (পূর্বে) মাধ্যম্নিনশ্চ সবনস্য (মধ্যাহ্নকালীন সবনের)

‘পৃথিবী-নিবাসী, লোক-নিবাসী অগ্নিকে নমস্কার; এই যে আমি
যজমান—আমাকে (শ্রেষ্ঠ) লোক প্রাপ্ত করাও। এই (আমি)-
যজমানের লোকে গমন করি।’

৬। “আমি,—যজমান—আয়ুক্ষয় হইলে এইস্থলে বাস করিব।”
(ইহার পর) ‘স্বাহা’ (উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে; তৎপর) ‘অর্গল-
দূর কর’ এই বলিয়া যজমান উত্থান করেন। তাহাকে বহুগুণ প্রাতঃ-
সবনের কল প্রদান করেন।

৭। মধ্যাহ্নকালীন সবন আরম্ভ করিবার পূর্বে সেই যজমান

৮। লোকদ্বারমপাবা ৩ নু ৩ ৩ পশ্চেম দ্বা বয়ং বৈরা
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হু ৩ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি ।

৯। অথ জুহোতি নমো বায়বেহস্তরিক্ককিতে লোককিতে
লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতান্মি ।

১০। অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপজ্জহি পরিঘমি-
তু্যন্তেন্দ্রাভিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সননং সংপ্রযচ্ছন্তি ।

উপাকরণাৎ জঘনেন আগ্নীধ্রিয়শ্চ (দক্ষিণাঘ্রির) উদঙ্মুখঃ উপবিশ্ত সঃ
রৌদ্রম্ (রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধী) সাম (২১১) অভিগায়তি (২য়মঃ) ।

৮। লোকদ্বারম্ অপাবার্ণু পশ্চেম দ্বা বয়ম্ বৈ রা—হম্ আ—জ্যায়ঃ
আ ইতি । (৪র্থ মন্ত্র জঃ) ।

৯। অথ জুহোতি—নমঃ বায়বে (বায়ুকে) অস্তরিক্ক-কিতে
(অস্তরিক্কবাসীকে) লোককিতে লোকম্ মে যজমানায় বিন্দ ।
এষঃ বৈ যজমানস্ত লোকে এতা অন্মি । (৫ম মন্ত্র জঃ) ।

১০। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ । ‘স্বাহা’ ‘উপজ্জহি পরিঘম্’
দক্ষিণাঘ্রির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া রুদ্রসম্বন্ধীয় সাম
গান করিবে ।

৮। (হে অগ্নি !) পৃথিবী-লোক লাভ করিবার দ্বার উন্মোচন
কর । আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্ত তোমাকে দর্শন করি ।

৯। অনন্তর (যজমান) এই বলিয়া আহুতি দিয়া থাকে—
অস্তরিক্কবাসী, লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার ; আমাকে, (অর্থাৎ)
যজমানকে লোক প্রাপ্ত করাও । এই (আমি) যজমানের লোকে
গমন করি ।

১০। “এই স্থলে আমি (অর্থাৎ) যজমান আয়ুক্ষয় হইলে (বাস
করিব) ।” (তৎপর) ‘স্বাহা’ (উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে এবং

১১। পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাঙ্ঘনেনাহবনীয়স্যো-
দঙ্‌মুখ উপবিশ্য স আদিত্যং স বৈশ্বদেবং সামাভিগায়তি ।

১২। লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ ৰ্ণু ৩৩ পশ্যেম হা বয়ং স্বারা
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হ তম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩ ২১১১ ইতি ।

১৩। আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ৰ্ণু ৩ ৩
পশ্যেম হা বয়ং সাত্ৰা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হ তম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো
৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি ।

ইতি উক্তা উক্তিষ্ঠতি । তস্মৈ রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) মাধ্যন্দিনম্‌ সবনম্‌
(মাধ্যন্দিন সবনের কল ২।১) সম্প্রযচ্ছন্তি । (৬ষ্ঠমঃ দ্রঃ) ।

১১। পুরা তৃতীয়সবনশ্চ (তৃতীয় সবনের) উপাকরণাং ঘনেন আহ-
বনীয়শ্চ (আহবনীয় অগ্নির) উদঙ্‌মুখঃ উপবিশ্য সঃ আদিত্যম্‌, (আদিত্য-
সম্বন্ধী ২।১) সঃ বৈশ্বদেবম্‌ (বিশ্বদেব-সম্বন্ধী) সাম অভিগায়তি
(৭ম মঃ দ্রঃ) ।

১২। লোকদ্বারম্‌ অপাবার্ণু, পশ্যেম হা বয়ম্‌ স্বারাহম্‌ আ—জ্যাঃ
আ ইতি (৪র্থ মঃ দ্রঃ) ।

১৩। আদিত্যম্‌ (ইহা আদিত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া) । অথ
তাহার পরে) ‘অর্গল দূর কর’ এই বলিয়া যজমান উত্থান করেন ।
রুদ্রদেবতাগণ তাহাকে মধ্যাহ্নকালীন সবনের কল প্রদান করেন ।

১১। তৃতীয় সবন আরম্ভ করিবার পূর্বে সেই যজমান আহবনীয়
অগ্নির পশ্চাত্তাঙ্গে উপবেশন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া আদিত্য ও
বিশ্বদেব সম্বন্ধীর সাম গান করেন ।

১২। (হে অগ্নি !) পৃথিবী-লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন
কর । আমরা স্বারাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি ।

১৩। আদিত্যকে (উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলা হইল) । অনন্তর বিশ্বে-

১৪। অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো
দিবিক্ষিস্ত্যো লোকক্ষিস্ত্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত ।

১৫। এষ বৈ যজমানস্য লোক এতান্মাত্র যজমানঃ পরস্তা-
দায়ুষঃ স্বাহাপহতপরিঘমিত্যুক্তোত্তিষ্ঠতি ।

(অনন্তর) বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া) “লোকদ্বারম্
অপাবার্ণ্ পশ্চম ত্বা বয়ম্ সাম্রা—হম্ আ—জ্যায়ঃ আ” ইতি ।

১৪। অথ জুহোতি—“নমঃ আদিত্যেভ্যঃ চ (আদিত্যগণকে)
বিশ্বেভ্যঃ চ দেবেভ্যঃ ; (বিশ্বদেবকে) দিবিক্ষিস্ত্যো : (দ্যুলোকবাসী
দিগকে) লোকক্ষিস্ত্যো : । লোকম্ মে যজমানায় বিন্দত (লাভ করাও) ।
এষ বৈ যজমানস্ত লোকে এতান্মাত্র (৫ম মঃ ব্রঃ) ।

১৫। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ । ‘স্বাহা’ ‘অপহত (অপ+
হন্ লোট ত দূর কর) পরিঘম্’ ইতি উক্তা উত্তিষ্ঠতি (৬ষ্ঠ মঃ ব্রঃ) ।

দেবকে (সম্বোধন করিয়া এই বলা হয়) :—‘(স্বর্গ) লোক লাভ করিবার
দ্বার উন্মোচন কর ; আমরা সাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্ত তোমাকে
দর্শন করি ।’

১৪। অনন্তর (এই বলিয়া) হোম করা হয়—“দ্যুলোকবাসী
ও লোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবকে নমস্কার । আমাকে
(অর্থাৎ) যজমানকে লোক লাভ করাও । এই আমি যজমানের লোকে
গমন করি ।”

১৫। ‘আয়ুষঃ হইবার পর যজমান (অর্থাৎ আমি) এই স্থানে বাস
করিব ।’ (তাহার পর) ‘স্বাহা’ (উচ্চারণ করিয়া হোম করা হয় ;
তৎপর) ‘অর্গল দূর কর’ এই বলিয়া উত্থান করা হয় ।

১৬। তন্মা আদিত্যাচ্চ বিশ্বে চ দেবাতৃতীয়সবনং
সংপ্রযচ্ছন্ত্যেয হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং
বেদ ।

১৬। তন্মৈ (তাহার জন্ত) আদিত্যাঃ চ (আদিত্যাগণ) বিশ্বে
চ দেবাঃ (বিশ্বেদেব) তৃতীয়-সবনম্ (তৃতীয় সবনের ফলকে) সম্প্র-
যচ্ছন্তি (সম্+প্র+দা+অন্তি=দান করেন)। এষঃ (ইনি) হ বৈ
যজ্ঞন্ত (যজ্ঞের) মাত্রাম্ (তত্ত্বকে) বেদ (জানেন), যঃ (যিনি) এবম্
(এই প্রকার) বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিকৃতি সমাপ্তিসূচক)।

১৬। আদিত্যাগণ ও বিশ্বেদেব তাঁহাকে তৃতীয় সবনের ফল প্রদান
করেন । যিনি এই প্রকার জানেন তিনি যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন ।

মন্তব্য

২।২৪।১। সবনম্=স্ব+অনট্; স্ব ধাতুর অর্থ নির্গত করা।
সোমলতা হইতে সোমরস নির্গত করার নাম সবন। যজ্ঞে সোমরস
অভিযুত হইত, এইজন্ত যজ্ঞের একটি নাম সবন।

২।২৪।৪। ‘রা—হম্ আ—জ্যায়ঃ ‘আ’—রাজ্যায়। সামগাণের
স্ববিধার জন্ত অনেক স্থলে ‘হম্’ ‘আ’ ইত্যাদি অনেক অতিরিক্ত
অক্ষর সংযোগ করা হয়। এস্থলে আসল কথাটি ‘রাজ্যায়’। কিন্তু
গানের জন্ত ‘রা’ অক্ষরের পরে ‘হম্ আ’ এবং ‘জ্যায়’ অংশের পরে বিসর্গ
ও আ সংযোগ করা হইয়াছে।

২।২৪।৬। কোন কোন সংস্করণে ‘এতা অশ্বি’ এই অংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রে যুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে পঞ্চম মন্ত্রের শেষ অংশ এইরূপ হইবে—
 “এবঃ যজমানস্ত লোকঃ”—ইহাই যজমানের লোক। ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম অংশ এইরূপ হইবে—“এতা অশ্বি অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আযুষঃ”—যজমান অর্থাৎ আমি মৃত্যুর পর এই স্থলে গমন করিব।

হোম করিবার সময় স্বাহা এই বাক্য উচ্চারণ করা হয়। ‘স্বাহা’র ধাত্বর্থ কি তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন ইহার উৎপত্তি স্ব+হ্রে ধাতু হইতে এবং ইহার অর্থ ‘স্ব আস্থান’। কেহ কেহ বলেন স্ব+হ হইতে ইহার উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ স্ব আহুতি। কাহারও কাহারও মতে স্বাহা—স্ব+আহা; ‘আহা’ একটা অব্যয়। অথর্ববেদের একই মন্ত্রে স্বাহা এবং দুরাহা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৮।৮।২৪)। শত্রুর উদ্দেশ্যে দুরাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে। শুভকামনায় স্বাহার ব্যবহার এবং অন্তত কামনায় ‘দুরাহা’র ব্যবহার।

২।২৪।১২। ‘স্বারা—হম্ আ—জ্যায়ঃ আ’—এস্থলে মূল কথাটি স্বারাজ্যায় (৪র্থ মন্ত্রের মন্তব্য)।

“সাত্ৰা—হম্ আ—জ্যায়ঃ” আ এস্থলে মূল কথাটি “সাত্ৰাজ্যায়” (৪র্থ মন্ত্রের মন্তব্য)।

২।২৪।১৫। “এতা অশ্বি” অংশ কোন কোন সংস্করণে ১৫ মন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে (২।২৪।৬ মন্তব্য)।



তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (১)

১। অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য ষ্ঠৌরেব
তিরশ্চীনবংশোহস্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ।

২। তস্য যে প্রাণো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাভ্যঃ ।
অচ এষ মধুকৃত ঋষেদ এব পুষ্ণং তা অমৃত্য আপস্তা বা এতা
অচঃ ।

৩। এতমৃষেদমভ্যতপংস্তস্তাভিতপ্তস্ত যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং
বীর্যমন্নাদ্যং রসোহজায়ত ।

১। অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু (দেবগণের মধু) ; তস্ত (তাহার)
দ্যৌঃ এব (দ্বালোকই) তিরশ্চীনবংশঃ (তির্ধ্যাক্ ভাবে অবস্থিত বংশ ;
তির্ধ্যাক্ শব্দ হইতে) ; অস্তরিক্ষম্ অপূপঃ (পিষ্টক, মধুপিষ্টক) ; মরীচয়ঃ
(মরীচি অর্থাৎ কিরণসমূহ) পুত্রাঃ (ভ্রমরের পুত্রগণ) ।

২,৩। তস্ত (তাহার) যে (যে সমুদয়) প্রাণঃ রশ্ময়ঃ (পূর্বদিকে
অবস্থিত রশ্মিসমূহ), তাঃ এব (সেই সমুদয়ই) অস্ত (ইহার)
প্রাচ্যঃ (পূর্বদিকের) মধুনাভ্যঃ (মধুর নাড়ীসমূহ ; মধুর আধারভূত

১। ঐ আদিত্য দেবগণের মধু ; দ্বালোক তাহার বক্রাকার
বংশ ; অস্তরিক্ষই মধুচক্র ; কিরণসমূহই ভ্রমরের পুত্রগণ ।

২,৩। তাহার পূর্বদিকের কিরণসমূহই পূর্বদিকের মধুনাড়ী ;
ঋত্ময়ই মধুকর ; ঋষেদই পুষ্ণ ; যজ্ঞায়িতে নিক্ষিপ্ত জলীয় পদার্থই
অমৃত (—পুষ্পের মধু) ; সেই ঋত্ময়সমূহ ঋষেদকে অভিতপ্ত

৪। তদ্ব্যাকরন্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ন্তত্বা এতদ্বদেতদাদিত্যস্ত রোহিতং রূপম্।

ছিন্নসমূহ); ঋচঃ এব (ঋচ্ছিন্নসমূহই) মধুকৃতঃ (মধুকরগণ)। ঋগ্বেদঃ এব (ঋগ্বেদই) পুষ্পম্ (পুষ্প; মধুসংগ্রহের স্থান)। তাঃ (+ আপঃ = সেই জলীয় পদার্থসমূহ) অমৃতাতাঃ (অমৃত অর্থাৎ পুষ্পের মধু) আপঃ (যজ্ঞের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত জলীয় পদার্থসমূহ)। তাঃ বৈ এতাতাঃ ঋচঃ (সেই সমুদয় ঋক্) এতন্ ঋগ্বেদম্ (এই ঋগ্বেদাক) অভ্যাতপন্ (অভিতপ্ত করিয়াছিল)। তন্ত অভিতপ্তস্ত (অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদের; ৫মী স্থলে ৬ষ্ঠা; অর্থ—ঋগ্বেদ হইতে) যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়শক্তি) বীৰ্য্যম্ অন্নাত্মম্ (খাদ্য) রসঃ অজারত (উৎপন্ন হইয়াছিল)।

৪। তৎ (যশ আদি) ব্যাকরৎ (বি + ক্র; বিশেষরূপে করিত হইল) ; তৎ (তাহী) আদিত্যম্ অভিতঃ (আদিত্যের অভিমুখে) অশ্রয়ৎ (শ্রি; আশ্রয় করিল)। তৎ (তাহা) বৈ এতৎ (এই), যৎ (যাহা) এতৎ আদিত্যসা (আদিত্যের) রোহিতম্ রূপম্ (লোহিত বর্ণ)।

করিয়াছিল। অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীৰ্য্য এবং অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৪। এই সমুদয় করিত হইল; (তৎপর) তাহা আদিত্যের অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের যে এই লোহিতবর্ণ, তাহা ইহাই।

মন্তব্য

“তাঃ বৈ এতাতাঃ”—এই অংশ দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ অংশ কিন্তু তৃতীয় মন্ত্রের সন্নিহিত ইহার অর্থ। ‘অন্নাত্মম্’ শব্দের বহু অর্থ হইতে

পারে—(১) অন্নরূপ আদ্য; আদ্য=ভক্ষণীয় বস্তু (শুক্র), (২) অন্ন প্রভৃতি (৩) অন্ন এবং অন্ন-ভোজন (Whitney এবং Lanman) (৪) মোক্ষমূল্য বলেন অন্নাদ্য অর্থ স্বাস্থ্য বা ভোজন করিবার শক্তি হইতে পারে। (৫) অন্নাদ=অন্নভোক্তা হুতরাং অন্নাদ্য=অন্নভোক্তৃত্ব, (৬) ভোগ্য এবং ভক্ষ্য (মহাভারতে নীলকণ্ঠের টীকায়, ৩।২।১৩। মাত্ৰাজ্ঞং)।

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (২)

১। অথ যেহস্ত দক্ষিণা রশ্ময়ন্তা এবাস্ত দক্ষিণা মধুনাভ্যো
যজুংষোব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

১। অথ যে (যাহা) অস্ত (ইহার, আদিত্যের) দক্ষিণা: রশ্ময়ঃ (দক্ষিণ দিকস্থিত রশ্মিসমূহ), তা: এব (সেই সমুদয়ই) অস্ত (আদিত্য-রূপ মধুচক্রের) দক্ষিণা: (দক্ষিণদিকের) মধুনাভ্য: (মধুনাভীসমূহ); যজুংষি এব (যজুর্মন্ত্রসমূহই) মধুকৃত: (মধুকরসমূহ); যজুর্বেদ: এব পুষ্পম্; তা: (+ আপ: = সেই যজ্ঞীয় জল) অমৃতা: (পুষ্পের অমৃত) আপ: (জল)।

১। আর সূর্য্যের যে দক্ষিণদিকস্থ রশ্মিসমূহ—সেই সমুদয়ই ইহার দক্ষিণদিকের মধুনাভী; যজুর্মন্ত্রসমূহই ইহার মধুকর; যজুর্বেদই ইহার পুষ্প; সেই সমুদয় (যজ্ঞীয়) জলই (পুষ্পের) অমৃত।

২। তানি বা এতানি যজুঃষ্যতং যজুর্বেদমভ্যতপংস্তৃশ্চাভি-
তপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যামন্নাত্বং রসোহজায়ত ।

৩। তদ্ব্যক্ষরন্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ন্তদ্বা এতদ্বদেতনাদি-
তস্য গুরুং রূপম্ ।

২। তানি বৈ এতানি (সেই এই সমুদয়) যজুঃসি (যজুর্মন্ত্রসমূহ)
এতন্ যজুর্বেদম্ (এই যজুর্বেদকে) অভ্যতপন্ (অভিতপ্ত করিয়াছিল) ।
তস্য অভিতপ্তস্য (সেই অভিতপ্ত যজুর্বেদ হইতে ; ৫মৌ স্থলে ৬ষ্ঠী) যশঃ
তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীৰ্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ টীকা) ।

৩। তৎ (যশ আদি) ব্যাকরং ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ং ;
তৎ বৈ এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যম্ গুরুম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীকা) ।

৩

২। সেই যজুর্মন্ত্রসমূহ এই যজুর্বেদকে অভিতপ্ত করিয়াছিল ।
সেই অভিতপ্ত যজুর্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, সামর্থ্য, বীৰ্য্য ও
অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ।

৩। সেই সমুদয় (= যশ আদি) করিত হইল । তাহা আদিত্যের
অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল । আদিত্যের এই যে
গুরু রূপ, তাহা ইহাই । ~

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (৩)

১। অথ যেহস্ত প্রত্যক্ষো রশ্ময়ন্তা এবাস্ত প্রতীচ্যো
মধুনাভ্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা
আপঃ।

২। তানি বা এতানি সামান্যেতং সামবেদমভ্যতপং-
স্তস্তাভিতপ্তস্ত যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাতং রসোজ্জায়ত।

১। অথ যে অস্মা প্রত্যক্ষঃ (পশ্চিমদিকস্থিত) রশ্ময়ঃ, তাঃ
এব অস্ত প্রতীচ্যঃ মধুনাভ্যঃ; সামানি এব (সামমন্ত্রসমূহ) মধুকৃতঃ;
সামবেদ এব পুষ্পম্; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩.২।১ ভ্রঃ)।

২। তানি বৈ এতানি সামানি এতন্ সামবেদম্ (এই সামবেদকে)
অভ্যতপন্; তস্ত অভিতপ্তস্ত যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীৰ্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ
অজ্জায়ত (৩।১।৩ ভ্রঃ)।

১। আর এই আদিত্যের যে পশ্চিমদিকস্থিত রশ্মিসমূহ, সেই
সমুদয় ইহার পশ্চিমদিকস্থিত মধুনাভী; সামমন্ত্রসমূহই মধুকর;
সামবেদই পুষ্প; সেই (যজ্ঞীয়) জলসমূহই পুষ্পের মধু।

২। সেই সামমন্ত্রসমূহ এই সামবেদকে অভিতপ্ত করিয়াছিল;
অভিতপ্ত এই সামবেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীৰ্য্য ও অন্নরূপ
রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। উদ্ব্যাকরস্বদাদিত্যমতিতোহশ্রয়স্তদ্বা এতদ্বদেতদাদি-
ত্যান্ত কৃষ্ণং রূপম্।

৩। তৎ ব্যাকরৎ। তৎ আদিত্যম্ অতিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ
: এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীকা প্রঃ)।

৩। যশ্চ আদি ক্রুরিত ইহল ; (তাহার পর) তাহা আদিত্যের
অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই আদিত্যের
কৃষ্ণবর্ণ রূপ তাহাই এই।

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (১)

১। অথ যেহস্রোদধো রশ্ময়ন্তা এবাস্রোদীচ্যো মধুনাড্যো-
হথর্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা
আপঃ ।

২। তে বা এতেহথর্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্য-
তপন্তস্তাভিতপস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্নাত্মং রসোহজায়ত ।

১। অথ যে অস্যা উদধঃ রশ্ময়ঃ (উত্তরদিকস্থ রশ্মিসমূহ), তাঃ
এব অস্যা উদীচ্যঃ মধুনাড্যঃ ; অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্বা ও অঙ্গিরা নামক
ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ) এব মধুকৃতঃ ; ইতিহাসপুরাণম্ (ইতিহাস ও
পুরাণ) পুষ্পম্ ; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ টীকা) ।

২। তে বৈ এতে অথর্বাঙ্গিরসঃ এতৎ ইতিহাসপুরাণম্ (এত
ইতিহাসপুরাণকে) অভ্যতপন্ । তস্তা অভিতপস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্
বীর্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ টীকা) ।

১। তাহার পর এই আদিত্যের উত্তরদিকের যে রশ্মিসমূহ, সেই
সমূহই ইহার উত্তরদিকের মধুনাডী ; অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহই মধুকর ;
ইতিহাস ও পুরাণই পুষ্প ; সেই (যজ্ঞীয়) জলই (পুষ্পের) অমৃত ।

২। সেই অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ ইতিহাস-পুরাণকে অভিতপ
করিয়াছিল । অভিতপ সেই ইতিহাস-পুরাণ হইতে যশ, তেজ,
ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীর্ষ, ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ।

৩। তদ্ব্যক্ৰরত্তাদিত্যমভিতোহশ্রয়ত্ত্বা। এতদ্বদেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্।

৩। তৎ ব্যাকরৎ ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য পরম্ (গভীর) কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টী:)।

৩। বশ আদি করিত হইল। (তাহার পর) তাহা আদিত্যের অভিমুখে (গমন করিয়া) আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের যে গভীর কৃষ্ণরূপ, তাহা ইহাই।

মন্তব্য

৩।৪।১। অথর্কী একজন ঋষি ; ঋগ্বেদে বহুস্থলে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিই প্রথমে অরণিকাঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন (৬।১।১৭ ; ৬।১৬।১৩ ইত্যাদি)।

অজিরার নামও ঋগ্বেদে বহুস্থলে পাওয়া যায়। কথিত আছে অজিরাই প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্তন করেন (১০।৬।৭২ ; ১।৮৩।৪ ইত্যাদি)। অগ্নি যে কাঠে লুক্কায়িত থাকে অজিরাগণ ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন (৫।১।১৬)।

অথর্কী ও অজিরার—এই উভয় ঋষির কাব্যই প্রায় এক প্রকার। এই জন্তই বোধ হয় উভয়ের নামে এক শব্দ হইয়াছে।

অথর্কী ও অজিরার যে সমুদয় মন্ত্রের দ্রষ্টা, সেই সমুদয় মন্ত্রের নাম “অথর্কীজিরস।” ব্রাহ্মণ (তৈঃ ব্রাঃ ১২।৮।২ ; শঃ ব্রাঃ ১১।৫।৬।৭), আরণ্যক (তৈঃ আঃ ২।৯, ১০) উপনিষদাদি গ্রন্থে (বৃঃ উ ২।৪।১০, ৪।১।২ ইত্যাদি ; তৈঃ উঃ ২।৩।১) ইহার উল্লেখ আছে। উত্তরকালে ইহাকে অথর্কীবেদ নামে পরিচিত হইয়াছে। (৭।১।২ অংশে আথর্বণ শব্দের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

৩।৪।৩। পাঠান্তর ‘পরম্’ স্থলে ‘পরঃ’।

তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (৫)

১। অথ যেহস্যোক্ষী রশ্ময়স্তা এবাস্যোক্ষী মধুনাভ্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

২। তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্ ব্রহ্মাভ্যতপং-
স্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাদ্যং রসোহজায়ত।

৩। তদ্ব্যক্ষরস্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়তদ্ধা এতদ্যদেতদাদি-
ত্যস্য মধ্যে ক্লেভত ইব।

১। অথ যে অস্য উর্দ্ধাঃ রশ্ময়ঃ, তাঃ এব অস্ত উর্দ্ধাঃ মধুনাভ্যঃ ;
গুহ্যাঃ এব আদেশাঃ (গুহ্য উপদেশসমূহই) মধুকৃতঃ ; ব্রহ্ম (= প্রণব—
শব্দের মতে) এব পুষ্পম্ ; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩২।১ টীকা)।

২। তে বৈ এতে গুহ্যাঃ আদেশাঃ এতৎ ব্রহ্ম (এই প্রণবকে)
অভ্যতপন্ ; তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীৰ্য্যম্ অন্নাদ্যম্
রসঃ অজায়ত (৩১।৩ টীকা)।

৩। তৎ ব্যাকরৎ ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ

১। তাহার পর এই আদিত্যের উর্দ্ধদেশস্থ যে সমুদয় রশ্মি, সে
সমুদয়ই ইহার উর্দ্ধদিকের মধুনাভী ; গুহ্য উপদেশ সমুদয়ই মধুকর ;
ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রণব) ই পুষ্প ; সেই ব্রহ্মীয় জলই (পুষ্পের) অমৃত।

২। সেই গুহ্য উপদেশসমূহ এই প্রণবকে অভিতপ্ত করিয়াছিল।
সেই অভিতপ্ত প্রণব হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীৰ্য্য ও অন্নরূপ
রস উৎপন্ন হইল।

যশ আদি কল্পিত হইল এবং তাহা আদিত্যের অভিমুখে আশ্রয়

৪। তে বা এতে রসানাং রসা বেদা হি রসাস্তেষামেতে
রসাস্তানি বা এতান্মৃতানামমৃতানি বেদাহ্মৃতাস্তেষামেতান্ম-
মৃতানি।

এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভতে ইব (যেন স্পন্দিত হইতেছে)
(৩।১।৪ টীকা)।

৪। তে (সেই সমুদয় অর্থাৎ সূর্য্যের লোহিতাদি রূপ) বৈ এতে
(এই সমুদয়) রসানাম্ (রসসমূহে) রসাঃ (রসসমূহ), বেদাঃ (বেদ-
সমূহ) হি রসাঃ ; তেষাম্ (তাহাদিগের) এতে রসাঃ ; তানি বৈ এতানি
(সেই এই সমুদয় ; লোহিতাদি রূপসমূহ) অমৃতানাম্ (অমৃতসমূহের),
অমৃতানি (অমৃতসমূহ)। বেদাঃ হি অমৃতাঃ, তেষাম্ এতানি
অমৃতানি।

২

গ্রহণ করিল। আদিত্যের মধ্যে এই বাহ্য স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া
মনে হয়, তাহা ইহাই।

৪। সেই লোহিতাদি রূপসমূহ রসসমূহেরও রস (অর্থাৎ সার বস্তুরও
সার)। (কারণ) বেদসমুদয়ই রস (=সারবস্ত) এবং সেই
লোহিতাদি রূপ অমৃতসমূহেরও অমৃত। (কারণ) বেদসমূহই অমৃত ;
আবার এই সমুদয় রূপ বেদসমূহেরও অমৃত।

তৃতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

মধুবিদ্যা—প্রথমামৃত বস্তুগণের ভোগ্য

১। তদ্বৎপ্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনামুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাক্রপাদৃদ্যন্তি ।

১। তৎ (সেই) যৎ (যে) প্রথমম্ অমৃতম্ (প্রথম অমৃত অর্থাৎ আদিত্যের লোহিতরূপ) তৎ (তাহাকে) বসবঃ (বসুগণ) উপজীবন্তি (উপভোগ করে) অগ্নিনা মুখেন (অগ্নি প্রমুখ হইয়া) ; ন (না) বৈ দেবাঃ (দেবগণ) অশ্নন্তি (ভোজন করেন), ন পিবন্তি (পান করেন) ; এতৎ এব অমৃতম্ (এই অমৃতকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তি লাভ করেন) ।

২। তে (সেই দেবগণ) এতৎ এব রূপম্ (এই রূপকেই অর্থাৎ এই রূপেই) অভিসংবিশন্তি (অভি + সম্ + বিশ্ ; প্রবেশ করেন) ; এতস্মাৎ রূপাৎ (এই রূপ হইতে) উদ্যাস্তি (উৎ + ই ; উদিত হন, বহির্গত হন) ।

১। সেই যে প্রথম অমৃত (অর্থাৎ সূর্য্যের লোহিত রূপ) বসুগণ অগ্নিপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন । (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন ।

২। সেই দেবগণ (সূর্য্যের) এই লোহিত রূপে প্রবেশ করে—এবং সেই রূপ হইতে উদিত হন ।

৩। স য় এতদেবমমৃতং বেদ বসুনামেবৈকো ভূত্বাগ্নিনৈব
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেবরূপমভিসংবিশত্যে-
তস্মাক্রপাহুদেতি ।

৪। স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাহুদেতা পশ্চাদন্তমেতা বসু-
নামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ।

৩। সঃ যঃ (যে, ২।১।১২ মন্ত্রবা) এতৎ (+ অমৃতম্ = এই
অমৃতকে) এবম্ (এই প্রকারে) অমৃতম্ (এতৎ +) বেদ (জানেন)
বসুনাম্ (বহুগণের মধ্যে) এব একঃ ভূত্বা (হইয়া) অগ্নিনা এব মূগেন
(১ম মন্ত্র) এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি; সঃ এতৎ এব রূপম্
অভিসংবিশতি প্রবেশ করে) এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (উদ্ভিত হয়;
উৎ + ই) (৩।৬।১, ই ত্রঃ)। পাঠান্তর 'উদেতি' স্থলে 'উদৈতি' (= উৎ +
আ + এতি)।

৪। সঃ (সই নাক্তি) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) আদিত্যঃ পুরস্তাৎ
উদেতা (উদেত্ শব্দ = উৎ + এত্, ১।১, = যিনি উদ্ভিত হন; ই +
তৃণ। কিংবা উৎ + এত্ = উৎ + ই + লূট তা = উদ্ভিত হইবে), পশ্চাৎ
(পশ্চিম দিকে) অন্তম্ + এতা (= অন্ত গমনকারী, এত্ ১।১; কিংবা
ক্রিয়াপদ, = অন্তগমন করিবে), বসুনাম্ এব (বহুগণের) তাবৎ
(তাবৎকাল পর্য্যন্ত) আধিপত্যম্ (আধিপত্যকে) স্বারাজ্যম্ (স্বাধীনতাকে)
পরি + এতা (= যিনি প্রাপ্ত হন, এত্ ১।১; কিংবা ক্রিয়াপদ, = প্রাপ্ত

৩। যে ব্যক্তি এষ্ট অমৃতকে এইরূপ জানেন, তিনি বহুগণের মধ্যে
একজন হন এবং অগ্নিপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিগাই তৃপ্তি লাভ
করেন। তিনি এষ্ট রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপে হইতেই
উদ্ভিত হন।

৪। যতকাল সূর্য পূর্বদিকে উদ্ভিত হইবে এবং পশ্চিম দিকে অন্ত

হইবেন, ই লুট তা)। কেহ কেহ বলেন, স্বারাজ্যম্=স্বর্গরাজ্য স্বঃ
+রাজ্যম্, সন্ধিতে বিসর্গ লোপ (পাঃ ৮।৩।১৪) এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ
(পাঃ ৬।৩।১১)।

যাইবে, ততকাল সেই ব্যক্তি বহুদিগের অমুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য
প্রাপ্ত হইবেন।

মন্তব্য

৩।৬।১। “বসবঃ” ইত্যাদি অনেক দেবতা আছেন, যাহারা পৃথক
পৃথক ভাবে উক্ত হন না,—যেমন বহু, রুদ্র, আদিত্য ইত্যাদি। ইহারা
সমষ্টিভাবে পরিচিত। এই শ্রেণীর দেবতার নাম ‘গণদেবতা’।
বহুগণও এই শ্রেণীর দেবতা। ‘বহু’র অনেক অর্থ হইতে পারে,
যেমন—যিনি উজ্জ্বল, যিনি ধনদান করেন, যিনি আচ্ছাদন বা আশ্রয়
প্রদান করেন ইত্যাদি। ঋগ্বেদে আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিনয়, ইন্দ্র, উষা,
রুদ্র, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগকে বহু বলা হইয়াছে। মহাভার-
তাদি-গ্রন্থে শিব ও কুবের ও বহু নামে খ্যাত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ
ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে বহুগণের সংখ্যা ৮।
বিক্রূপুর্গে অষ্টবহুর নাম এই :—আপ, ধ্রুব, সোম, ধব বা ধর, অনিল,
অনল বা পাবক, প্রভৃৎ এবং প্রভাস।

ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের মতে বহুগণ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋগ্বেদের
মতে ইন্দ্র বহুগণের নেতা (৭।৩।১৬ ; ৭।১।১৪)। কিন্তু পরবর্তী কালে
অগ্নিকেই ইহাদিগের নেতা বলা হইয়াছে।

‘অগ্নিঃ এব মুখেন’ ইত্যাদি।

অগ্নি বহুগণের নেতা, সেইজন্য বলা হইয়াছে ‘অগ্নিঃ এব মুখেন’।

‘অভিনং বিশক্তি’ ও ‘উত্ততি’ ইত্যাদি—শব্দর এই অংশের এইরূপ
অর্থ করিয়াছেন :—

রূপম্ অভি = রূপকে লক্ষ্য করিয়া। অভিসংবিশস্তি = উদাসীন হন। রূপাৎ = রূপ অর্থাৎ অমৃত ভোগ করিবার জন্ত। উচ্চস্তি = উৎসাহশীল হন। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে :—

দেবগণ এই রূপকে লক্ষ্য করিয়া (রূপম্ অভি) উদাসীন থাকেন (সংবিশস্তি) এবং এই রূপকে ভোগ করিবার জন্ত (এতস্মাৎ রূপাৎ) উৎসাহশীল হন (উচ্চস্তি)।

শব্দর এক্ষেত্রে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—“তঁাহারা কি নিকৃষ্ট হইয়া অমৃত ভোগ করেন? না, তাহা নহে। তবে কি প্রকারে? এই লোহিত রূপকে লক্ষ্য করিয়া তঁাহারা এইরূপ নেন করেন ‘আমাদের এখন ভোগের অবসর নাই’; তখন তঁাহারা উদাসীন হইয়া থাকেন। আবার তঁাহাদের যখন অমৃত ভোগের সময় উপস্থিত হয়, তখন তঁাহারা উৎসাহবান হন।”

কেহ কেহ ইহার অল্পপ্রকার অর্থও করিয়াছেন :—

১। তঁাহারা এই রূপে লীন হন এবং এই রূপ হইতেই পুনরায় উদ্ভূত হন।

২। (এই রূপ ভোগ করিবার জন্ত) তঁাহারা এই রূপে প্রবেশ করেন এবং (রূপ ভোগ করিয়া) এই রূপ হইতে বহির্গত হন।

৩। ‘সঃ যাবৎ’ ইত্যাদি।

আমরা দেখিতেছি, সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছে। যতদিন এই প্রকার ঘটিবে ততদিন বহুগণ রাজত্ব করিবেন। আর যঁাহারা সূর্য্যের প্রথম অস্তের বিষয় জানেন, তঁাহারাও ততদিন বহুদিগের ঋণ আধিপত্য ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন।

তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

মধুবিদ্যা—দ্বিতীয়ামৃত রুদ্রদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যদ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীশ্চেন মুখেন ন বৈ দেবা অন্নস্তি ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূহ্মেন্নৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্য-
তস্মাদ্রূপাদুদ্যতি ।

১। অথ যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতম্ (দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ শুক্লরূপ),
তৎ রুদ্রাঃ উপজীবন্তি ইহ্মেন মুখেন (ইহ্মপ্রমুখ হইয়া) । ন বৈ দেবাঃ
অন্নস্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩৬।১ টীকা) ।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ
উদ্যন্তি (৩৬।২ টীকা) ।

৩। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এতম্ এবম্ অমৃতম্ বেদ, রুদ্রাণাম্

১। আর আদিত্যের যে দ্বিতীয় অমৃত (অর্থাৎ শুক্লরূপ) তাহা
রুদ্রগণ ইহ্মপ্রমুখ হইয়া উপভোগ করেন । কিন্তু বস্তুতঃ দেবগণ আহারও
করেন না, পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হন ।

২। দেবগণ (সূর্য্যের) এই শুক্ল রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ
হইতে উদ্রিত হন ।

৩। যিনি এই অমৃতকে এই রূপ জানেন, তিনি রুদ্রগণের মধ্যে

৪। স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদন্তমেতা দ্বিস্তাবদ-
ক্ষিণত উদেতোত্তরতোহন্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং
স্বারাজ্যং পর্যোতা ।

এব (রুদ্রগণের মধ্যে) একঃ ভূত্বা ইন্দ্রেণ এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্
দৃষ্টা তৃপাতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ
উদেতি (৩৬।৩ টীকা) ।

পাঠান্তর :—‘উদেতি’ স্থলে ‘উদৈতি’ (= উৎ + আ + এতি) ।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা, পশ্চাৎ অন্তমেতা, দ্বিস্ +
তাবৎ (দ্বিগুণ, পাঃ ৫।৪।১৮) দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ দিকে) উদেতা,
উত্তরতঃ (উত্তরদিকে) অন্তমেতা ; রুদ্রাণাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্
স্বারাজ্যম্ পর্যোতা (৩৬।৪ টীকা) ।

একজন হন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন ।
তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উথিত হন ।

৪। যতকাল সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত
যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন ও উত্তরদিকে
অস্তগত হইবেন এবং সেই বিধান বাক্তি ততদিন (অর্থাৎ সেই
দ্বিগুণ পরিমিত কাল) রুদ্রগণের অনুরূপ আধিপত্য এবং স্বারাজ্য লাভ
করিবেন ।

মন্তব্য

৩৭।১। রুদ্রদেব ও গণদেবতা ; ইহাদিগের পিতার নাম রুহঃ
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২।১৮), শতপথব্রাহ্মণ (৪।৫।৭।২, ১১।৩।৩৫) প্রভৃতি

গ্রন্থের মতে রুদ্রগণের সংখ্যা ১১, কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতাতে ৩৩ জন রুদ্রের উল্লেখ আছে (১।৪।১১।১)। মরুৎগণকেও কখন কখন ‘রুদ্রাঃ’ বলা হয় (ঋঃ ১।৩২।৪, ৭ ইত্যাদি)। কিন্তু সাধারণতঃ রুদ্রগণ ও মরুৎগণ পৃথক্ পৃথক্ দেবতা। ইন্দ্র রুদ্রগণের নেতা।

তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৬।২ টীকা)।

৩।৭।৪। ‘দ্বিস্তাবৎ’ ইত্যাদি। দ্বি + স্ = দ্বিস্ (পাঃ ৪।১।৮)। দ্বিস্ + তাবৎ = দ্বিস্তাবৎ ; পরিমাণ অর্থে ‘তাবৎ’। প্রাচীন কালে এই শব্দের ব্যবহার ছিল ; পাণিনি ‘দ্বিস্তাবা’ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন (৫।৪।৮৪)। যে বেদির পরিমাণ সাধারণ বেদির দ্বিগুণ তাহাই দ্বিস্তা বা বেদি।

‘সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন’ ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

মধুবিদ্যা—তৃতীয়ামৃত আদিত্য দেবগণের ভোগ্য

১। অথ যত্তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্য উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপাতৃদ্যন্তি ।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূহা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপাতৃদেতি ।

১। অথ যৎ তৃতীয়ম্ অমৃতম্ (অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ) তৎ আদিত্যাঃ (আদিত্যগণ) উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন (বরুণপ্রমুখ হইয়া) । ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি—এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা) ।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উজ্জন্তি (৩।৬।২ টীকা) ।

৩। সঃ যঃ (৩।৬।৩ মন্তব্য) এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, আদিত্যানাম্

১। আর সূর্যের ঘে তৃতীয় অমৃত (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরূপ) আদিত্যগণ বরুণপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন ; (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ।

২। আদিত্যগণ এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উৎখিত হন ।

৩। যিনি এই অমৃতকে এইরূপ জ্ঞানেন, তিনি আদিত্যগণের মধ্যে

৪। স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোহস্তমেতা
দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং
স্বারাজ্যং পর্যেতা।

(আদিত্যগণের) এব একঃ ভূত্বা বরুণেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্
দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি। সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাঃ
উদেতি (৩৬৩ টীকা)।

পাঠান্তঃ—‘উদেতি’ স্থলে উদৈতি (—উৎ+আ+এতি)।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ দক্ষিণতঃ উদেতা, উত্তরতঃ অস্তমেতা,
দ্বিস্তাবৎ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অস্তমেতা। আদিত্যানাম্ এব
তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্যেতা (৩৬৪ টীকা)। সূর্য্য পশ্চিমদিকে
উদিত হইবেন ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

একজন হন এবং বরুণপ্রমুখহইয়া এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন।
তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উৎপত্ত হন।

৪। যতকাল আদিত্য দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন এবং উত্তরদিকে
অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন ও পূর্বদিকে
অস্ত যাইবেন এবং সেই বিদ্বান ব্যক্তি ততদিন (অর্থাৎ সেই দ্বিগুণ
পরিমিতকাল) আদিত্যগণের অরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ
করিবেন।

মন্তব্য

৩৮১—আদিত্যগণও এক শ্রেণীর গণ-দেবতা। আদিত্যগণ
অদিতির পুত্র। ঋগ্বেদের একস্থলে (২।২৭।১ মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ)

দক্ষ এবং অংশ এই ছয়জনকে অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে । অল্প এক-
 স্থলে সপ্ত আদিত্যের কথা উক্ত হইয়াছে (১।১১৪।৩) । দশম মণ্ডলে
 একস্থলে (৭২।৮,৯) বর্ণিত হইয়াছে যে অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র
 উৎপন্ন হইয়াছিল ; অষ্টম পুত্রের নাম মার্ত্তাণ্ড । অথর্ববেদের মতে
 অদিতির আট পুত্র (৮।২।২১) । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।২।১) অদিতির
 অষ্ট পুত্রের কথা আছে ; ইহাদিগের নাম এই :—মিত্র, বরুণ, ধাতা,
 অর্যমা, অংশ, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান্ । সাংখ্য (২।২৭।১) ঋগ্ভাষ্যে এই
 ছয়জনকে নামই উদ্ধৃত করিয়াছেন । শতপথ ব্রাহ্মণে দুইস্থলে (৬।১।২।৮ ;
 ১১।৬।৩।৮) বলা হইয়াছে যে আদিত্যের সংখ্যা ১২ । ত্রৈতরেয় ব্রাহ্মণের
 মতেও (১।২।৪) দ্বাদশ আদিত্য । সংহিতা যুগের পরে দ্বাদশ
 আদিত্যকে দ্বাদশ মাসের অধিপতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ।



তৃতীয়াধ্যায়ে নবম খণ্ড

মধুবিদ্যা—চতুর্থামৃত মরুৎদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন
ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপাদৃদ্যন্তি।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমে-
নৈব মুখে নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসং-
বিশন্ত্যেতস্মাক্রপাদৃদেতি।

১। অথ যৎ চতুর্থম্ অমৃতম্, তৎ মরুতঃ (মরুৎগণ) উপজীবন্তি
সোমেন মুখেন (সোমগ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি
এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৬।১ টীকা)।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উত্থন্তি
(৩।৬।২ টীকা)।

৩। সঃ ষঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, মরুতাম্ (মরুৎগণের)
এব একঃ ভূত্বা সোমেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা।

১। আর স্বর্ঘ্যের যে চতুর্থ অমৃত, তাহা মরুৎগণ সোমগ্রমুখ
হইয়া উপভোগ করেন। (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না,
পানও করেন না; তাহারা ইহা দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

২। মরুৎগণ এই (চতুর্থ)রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই
উৎপিত হন।

৩। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি মরুৎগণের মধ্যে একজন হ

৪। স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাচ্ছদেতা পুরস্তাদন্তমেতা দিস্তাব-
হুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোহন্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যঃ
স্বারাজ্যং পর্যোতা।

তুপ্যতি; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতন্মাৎ রূপাৎ উদেতি
(৩৬৩ টীকা)।

পাঠান্তরঃ—উদেতি স্থলে উদৈতি (= উৎ + আ + এতি)।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অন্তমেতা, দ্বিঃ +
তাবৎ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অন্তমেতা; মরুতাম্ এব তাবৎ
আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্যোতা (৩৬৪ টীকা)। ‘সূর্য্য উত্তরদিকে উদিত
হইবেন’ ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

এবং সোমগ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। ভিনি এই রূপে
প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উৎথিত হন।

৪। যে পরিমাণ কাল আদিত্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবেন ও
পূর্বদিকে অন্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ পরিমিতকাল উত্তরদিকে উদিত
হইবেন ও দক্ষিণদিকে অন্ত যাইবেন এবং তত কাল সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি
মরুৎগণের অমররূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

মন্তব্য

৩১১—মরুৎগণও গণদেবতা। কুজ ইহাদিগের পিতা। ঋষেদে
কোন কোন স্থলে ইহাদিগকে কুজিয়ানঃ (১৩৮৭ ইত্যাদি) এবং কোন
কোন স্থলে (৩১৩২৪, ৭ ইত্যাদি) কুজাণঃ বলা হইয়াছে। কোন
কোন স্থলে বলা হইয়াছে ইহাদিগের সংখ্যা ‘ত্রিশপ্ত’ অর্থাৎ ৩×৭ =
২১ (১১৩৩৬; অথর্বঃ ১৩১১৩) এবং কোথায়ও বা বলা হইয়াছে
ত্রিঃষষ্টিঃ অর্থাৎ ৩×৬০ = ১৮০।

তৃতীয়াধ্যায়ে দশম খণ্ড

মধুবিদ্যা—পঞ্চমামৃত সাধ্যদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যৎ পঞ্চমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্ৰস্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদৃদ্যন্তি ।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামৈবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদৃদেতি ।

১। অথ যৎ পঞ্চমম্ অমৃতম্, তৎ সাধ্যাঃ (সাধ্যগণ) উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন (ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্ৰস্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (৩।৩।১ টীকা)।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি; এতস্মাৎ রূপাৎ উদ্যন্তি (৩।৩।২ টীকা)।

৩। সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, সাধ্যানাম্ (সাধ্যগণের

১। আর সূর্যের যে পঞ্চম অমৃত, সাধ্যগণ ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন। (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

২। সেই সাধ্যগণ এই পঞ্চম রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উদ্বীত হন।

৩। যিনি এই অমৃতকে এই প্রকার জানেন, তিনি সাধ্যগণের

৪। স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোহস্তমেতা
দ্বিস্তাবদুর্দ্ধমুদেতার্কাগস্তমেতা সাধ্যানাংমেব তাবদাধিপত্যং
স্বারাজ্যং পৰ্য্যেতা।

মধ্যে) এব একঃ ভূত্বা ব্রহ্মণা এব মূধেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্টা
'তৃপ্যতি'; সঃ এতৎ এব রূপম্ অতিসংবিশতি, এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি
(৩৬৩ টীকা)।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অস্তমেতা, দ্বিঃ
+ তাবৎ উর্দ্ধম্ (উর্দ্ধদিকে) উদেতা, অর্কাঙ্ (অধোভাগে) অস্তমেতা ;
সাধ্যানাং এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পৰ্য্যেতা (৩৬৪ টীকা)।
পাঠান্তরঃ—'উদেতি' স্থলে উদৈতি (= উৎ + অ + এতি)।

'মূধ্য উর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের
পরে দ্রষ্টব্য।

অথো একজন হন এবং ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।
তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উৎখিত হন।

৪। যতকাল আদিত্য উত্তর দিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণ দিকে অস্ত
যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল উর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে
অস্ত যাইবেন এবং তত কাল অর্থাৎ এই দ্বিগুণ পরিমিতকাল সেই
বিদ্বান ব্যক্তি সাধ্যগণের অমুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

মন্তব্য

৩।১০।১—সাধ্যগণ ও গণ দেবতা। ঋগ্বেদের ১০।২০।১৬ মন্ত্রে ইহা-
দিগের উল্লেখ আছে। ইহার ব্যাখ্যায় যাক ইহাদিগকে 'দুহানঃ
দেবগণঃ' বলিয়াছেন (১২।৪১)। ভূবর্গকে ইহাদিগের বসতি।
মহুয় মতে ইহারা একশ্রেণীর সূক্ষ্ম দেবতা (১।২২) ; বিরাটের পুত্র
সোমসদৃশ ইহাদিগের পিতা (৩।৩৯৫)।

তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

মধুবিদ্যার উপসংহার

১। অথ তত উৰ্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমৈতৈকল এব ।
মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ ।

২। ন বৈ তত্র ন নিম্নোচ নোদিয়ায় কদাচন ।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ॥

১। অথ ততঃ (সেই স্থান হইতে) উৰ্দ্ধঃ (উৰ্দ্ধদিকে) উদেত্য (উদ্ভিত হইয়া, উখিত হইয়া) ন (না) এব উদেতা ন অস্তমৈতা (৩.৬.৪ টীকা) ; একলঃ (একাকী) এব মধ্যে স্থাতা (স্থাতৃ ১।১ = যিনি অবস্থান করেন ; কিংবা স্থা + তা লুট = অবস্থান করিবেন) । তৎ (সেই বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ । আনন্দগিরি বলেন 'স্থাতা' শব্দ ক্রম-মুক্তিসূচক ।

২। ন বৈ (নিশ্চয়ই নয়) । তত্র (সেই স্থলে) ন (না) নিম্নোচ (বৈদিক প্রয়োগ = নিম্নোচ = নি + সূচ্ লিট = অস্ত গিয়াছে) ; ন উদিয়ায় (উৎ + ই লিট = উদ্ভিত হইয়াছেন) * কদাচন (কখন) ; দেবাঃ (হে দেবগণ !) তেন (+ সত্যেন = সেই সত্য বাক্য দ্বারা) অহম্

১। তাহার পর যখন সূর্য্য উৰ্দ্ধদিকে উদ্ভিত হইবেন, তখন আর উদ্ভিতও হইবেন না এবং অস্তও যাইবেন না ; একাকীই মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন । এবিষয়ে এই শ্লোক আছে :—

২। নিশ্চয়ই নয় ; সেখানে অস্তও যান নাই, কখন উদ্ভিতও হন নাই । হে দেবগণ ! এই সত্যের দ্বারা আমি যেন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত না হই অর্থাৎ এই সত্যের বলে আমি যেন ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হই

৩। ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিল্লোচতি সৰুদিবা হৈবাস্মৈ
ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ।

৪। তন্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপত্য উবাচ প্রজাপতিম নবে মনুঃ
প্রজাভ্যস্তন্ধৈতদুদালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম
প্রোবাচ ।

(আমি) সতেন (তেন +) মা (না) বিরাদিষি (বি + রাধ, লুঙ্
অরাধিষি স্থলে রাধিষি; 'মা' যোগে 'অ' লোপ; = বিচ্ছিন্ন হই))
ব্রহ্মণা (ব্রহ্ম দ্বারা; এস্থলে ব্রহ্ম হইতে) ।

৩। ন (না) হ বৈ অস্মৈ (ইহার পক্ষে) উদেতি (উদিত হন)
ন নিল্লোচতি (নি + ল্লুচ লট, তি; অস্ত যান), সৰুং (সৰ্বদা) দিবা
হ এব অস্মৈ ভবতি (হয়), যঃ (যিনি) এতাম্ (২।১, এই) এবম্
(এই প্রকারে) ব্রহ্মোপনিষদম্ (এতাম্ + = এই ব্রহ্মোপনিষদকে)
বেদ (জানেন) ।

৪। তৎ হ এতৎ (সেই এই মধুবিজ্ঞানকে) ব্রহ্মা প্রজাপত্যে
(প্রজাপতিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন), প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে),
মনুঃ প্রজাভ্যঃ (সন্তানদিগকে); তৎ হ এতৎ উদালকায় আরুণয়ে
(অরুণ-পুত্র উদালককে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠ পুত্রকে) পিতা ব্রহ্ম
(ব্রহ্মবিদ্যাকে) প্র + উবচ্চ। 'জ্যেষ্ঠ' বিষয়ে ১।২।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

(কিংবা আমার কথা যদি সত্য না হয়, আমি যেন ব্রহ্মলাভে
বঞ্চিত হই) ।

৩। যিনি এই ব্রহ্মোপনিষদকে এই প্রকার জানেন, তাঁহার পক্ষে
সূর্য্য উদিতও হন না, অস্তও যান না; তাঁহার পক্ষে সৰ্বদাহৈবাস্মৈ দিবা ।

৪। সৰ্ব প্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে এই মধুবিজ্ঞান বলিয়াছিলেন;
(তৎপর) প্রজাপতি মনুকে, মনু নিজ সন্তানদিগকে এবং পিতা বরুণ
জ্যেষ্ঠপুত্র উদালক আরুণিকে এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ।

৫। ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রক্রয়াৎ
প্রণায়ায় বাস্তেবাসিনে।

৬। নাত্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমামন্তিঃ পরিগৃহীতাং
ধনস্ত পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব তজ্জ্যে
ভূয় ইতি।

৫। ইদম্ বাব তৎ (+ ব্রহ্ম = সেই ব্রহ্মবিজ্ঞাকে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়
(জ্যেষ্ঠপুত্রকে) পিতা ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিজ্ঞাকে) প্রক্রয়াৎ (বলিবেন)
প্রণায়ায় (‘প্রণায়া’কে = প্রিয় বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে) বা বাস্তেবাসিনে
(শিষ্যকে ; যে শিষ্য গুরুসমীপে বাস করে তাহার নাম “অস্তেবাসী”)।
‘প্রণায়া’—বৈদিক প্রয়োগ। ‘নী’ ধাতুর একটা অর্থ ভালবাসা সুতরাং
প্রণায়া = প্রিয় ব্যক্তি। পাণিনির মতে প্রণায়া = প্র + ণী + যাৎ
নিপাতনে, অসম্মতি অর্থে ৩।১।১২৮। এই সূত্র অনুসারে এখানে এই
শব্দের অর্থ করা কঠিন।

৬। ন (না) অন্যাত্মৈ কস্মৈচন (অগ্নি কাহাকেও), যদ্যপি অস্মৈ
(ইহাকে) ইমাম্ (এই পৃথিবী ২।১) অন্তিঃ (জলদ্বারা) পরিগৃহীতাম্
(বেষ্টিতা, ২।১) ধনস্ত পূর্ণাম্ (ধনপূর্ণা, ২।১) দদ্যাত্ (দান করে) ;
এতৎ (এই মধুবিজ্ঞা) এব ততঃ (ইহা অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক)
ইতি—এতৎ এব ততঃ ভূয়ঃ (দ্বিকৃতি সমীপ্তি-সূচক কিংবা গুরুত্ব-
প্রকাশক)।

৫। এই ব্রহ্মবিজ্ঞা পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ দিবেন অথবা (গুরু)
প্রিয় শিষ্যকে বলিবেন।

৬। অগ্নি কাহাকেও বলিবে না ; যদি ইহাকে (অর্থাৎ গুরুকে)
কেহ সমুদ্র-বেষ্টিত ধন-পূর্ণ পৃথিবীও দান করে (তাহা হইলেও
নহে)। কারণ এই বিজ্ঞাই এ সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—এই ব্রহ্মবিজ্ঞা
এ সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

মন্তব্য (৩৬—৩১১)

ষষ্ঠ খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত সূর্য্যের নানাদিকে উদয়ের কথা বলা হইয়াছে ।

১। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন । এই সময়ে বহুগণের আধিপত্য (৩৬) ।

২। পূর্ব্বোক্ত সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন এবং উত্তর দিকে অস্ত যাইবেন (৩৭) । এই সময়ে রুদ্রগণের আধিপত্য ।

৩। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন এবং পূর্ব্বদিকে অস্ত যাইবেন । এই সময়ে আদিত্যগণের আধিপত্য (৩৮) ।

৪। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য উত্তরদিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণদিকে অস্ত যাইবেন (৩৯) । এই সময়ে মরুৎগণের আধিপত্য ।

৫। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য উর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে অস্ত যাইবেন (৩১০) । এই সময়ে সাধ্যগণের আধিপত্য ।

৬। ইহার পর সূর্য্যেব উদয়ও নাই, অস্তও নাই । উদয়াস্ত-বিহীন হইয়া তিনি চিরকাল মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন । ইহাই প্রকৃত জ্ঞান । এই প্রকার জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের অবস্থা । ব্রহ্মজ্ঞ আত্মা নিত্যকাল এই প্রকার অমুভব করেন তাঁহাদিগের নিকট সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই ; তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই দিবা (৩১১) ।

ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহার এই প্রকার অর্থ হইতে পারে :—

১। বর্ত্তমান যুগ ‘বসুযুগ’ । এই যুগে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছেন । সমস্ত বসুযুগের পরিমাণকে আমরা একযুগ ধরিয়া লইব ।

২। বসুযুগ অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না । নির্দিষ্ট সময়ে ইহার

প্রলয় হইবে। এই প্রলয়ের পর ‘রুদ্রযুগ’। এই যুগের পরিমাণ বহুযুগের দ্বিগুণ। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ইহার পরিমাণ ২। এই যুগে সূর্য্য দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অন্তগত হইবেন। নূতন কল্পে সবই নূতন হইতে পারে। সূর্য্যও যে নূতন যুগে নূতন দিকে উদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এই পৃথিবীতে সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অন্ত যাইতেছেন। আমরা কি এই পৃথিবীর বিষয়েই কল্পনা করিতে পারি না যে, এক সময়ে সূর্য্য ইহার দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অন্ত যাইবেন? সূর্য্যোদয়ের দিককেই যদি পূর্ব দিক বলিতে হয়, তাহা হইলে বর্তমান ভাষায় এই দক্ষিণ দিককেই পূর্ব বলিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে এখন আমরা যাহাকে দক্ষিণ দিক বলিতেছি, রুদ্রযুগে সেই দক্ষিণ দিকই পূর্বদিক অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দিক হইবে।

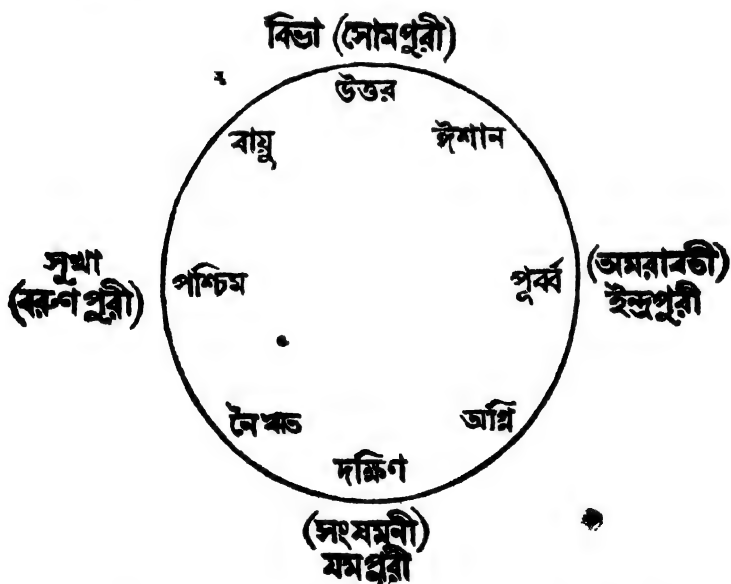
৩। এই রুদ্রযুগের প্রলয়ের পর আদিত্য-যুগ আবির্ভূত হইবে। এই যুগে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া পূর্ব দিকে অন্তগত হইবেন। এই যুগের স্বায়ত্তকাল রুদ্রযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুযুগের, চতুগুণ। সুতরাং এ যুগের পরিমাণ ৪।

৪। আদিত্য-যুগের প্রলয়ের পর ‘মরুৎযুগ’। এই যুগে সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হইয়া দক্ষিণ দিকে অন্তগত হইবেন। ইহার স্বায়ত্তকাল আদিত্যযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুযুগের ৮ গুণ—সংক্ষেপে ইহার পরিমাণ ৮।

৫। মরুৎযুগের প্রলয়ের পর ‘সাধ্যযুগ’। এই যুগে সূর্য্য উর্দ্ধদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অন্তগত হইবেন। ইহার স্বায়ত্তকাল মরুৎ-যুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বহু যুগের ১৬গুণ—সংক্ষেপে ইহার পরিমাণ ১৬।

৬। পূর্বোক্ত পাঁচটি কল্পের পরিমাণ $১+২+৪+৮+১৬=৩১$ অর্থাৎ ৩১ বহুযুগ। এই সমুদয় যুগের মধ্যে সাধ্যযুগই শেষ যুগ। এই সাধ্যযুগ বিনষ্ট হইবার পর কালসাপেক্ষ আর কোন যুগের আবির্ভাব হইবে না। দিবারাত্রি সংবৎসরাদি বলিলে যাহা বুঝি, তখনই এ সমুদয় কিছুই থাকিবে না। ইহাই ব্রহ্মলোক; এ লোক চির-জ্যোতির্ময়; সূর্য্য অনন্তকাল এই লোকে জ্যোতি প্রদান করিবেন। যিনি এই ব্রহ্মোপনিষৎ জ্ঞানেন, তিনি এই লোকই লাভ করেন।

এই উপনিষদের মতে বসু, রুদ্র, আদিত্য, যক্ষ, সাধ্য—
এই পাঁচটি লোকে সূর্যের উদয়াস্ত আছে। কিন্তু অনুস্তকালই
যে সূর্য এই সমুদয় স্থলে প্রকাশিত হইবেন তাহা নহে। বসুলোকে
নির্দিষ্টকাল সূর্যের উদয়াস্ত হইবে, তাহার পর সূর্য আর এ রাজ্যে
প্রকাশিত হইবেন না। রুদ্রলোকে ইহার বিগুণকাল সূর্য উদ্ভিত ও
অস্তগত হইবেন। আদিত্যালোকে সূর্যের উদয়াস্ত ইহারও বিগুণ
কাল। এইরূপ অত্যাশ্র লোকে। কিন্তু পৌরাণিক মত অল্প প্রকার।
ঔহাঙ্গ্য বলেন—সূর্যের পঞ্চমের চতুর্দিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছেন।
ইহার চতুর্দিকে ইন্দ্রমাদির পুরী। পূর্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী,
দক্ষিণদিকে যমেব সংযমনীপুরী, পশ্চিমদিকে বরুণের সুখাপুরী এবং
উত্তরদিকে সোমের বিভাপুরী।



সূর্য সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এই ভিন্ন ভিন্ন
পুরীতে ভিন্ন ভিন্ন লম্বায় দিবা-রাত্রি হইতেছে ৮ বৎসর অমরা-

বতীতে মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে সূর্যাস্ত, ঈশান-কোণে অপরাহ্ন, অগ্নিকোণে পূর্বাহ্ন, সংঘমনীতে সূর্যোদয়, নৈঋত-কোণে অপররাত্র, বক্রপপুরীতে মধ্যরাত্র, এবং বায়ু কোণে পূর্বরাত্র। এই রূপ যখন সংঘমনীতে মধ্যাহ্নকাল, তখন অমরাবতীতে সূর্যাস্ত, অগ্নিকোণে অপরাহ্ন, নৈঋতে পূর্বাহ্ন, স্তম্ভাতে সূর্যোদয়, বায়ুতে অপররাত্র, বিভাতে মধ্যরাত্র এবং ঈশানে পূর্বরাত্র। সূর্য্য যখন সমান গতিতে মেরুর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তখন সর্বপুরীতে সূর্য্য সমান সময় অবস্থিতি করিবেন। কোন স্থলে উদয় ও অস্ত পূর্বে, কোন স্থলে পবে, এইটুকু যাগ পার্থক্য—নতুবা সূর্য্য যতদিন বর্তমান থাকিবেন, ততদিনই এই সমুদয় পুরীতে সমান সময় প্রকাশিত থাকিবেন। কোনস্থলে একগুণ, কোনস্থলে দ্বিগুণ, কোনস্থলে চতুর্গুণকাল অবস্থান করিবেন এপ্রকার হইতে পাবে না। সূত্ররূপ উপনিষদের মতের সহিত এই মতের পার্থক্য হইতেছে।

ঐতিহাসিক প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও ইহাদিগের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। ইংহারা বলেন ‘উদয়’ অর্থ ‘দৃষ্টিগোচর হওয়া’, ‘অস্ত’ অর্থ ‘দৃষ্টির অতীত হওয়া’। ঐষ্টা নাই অথচ সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইল ইহা অর্থশূন্য কথা। ‘অমরাবতীতে সূর্য্যের উদয় হইল’ ইহার অর্থ ‘অমরাবতীর লোক সূর্য্য দর্শন করিল’। অমরাবতীতে যদি লোক না থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না যে অমরাবতীর লোক সূর্য্য দর্শন করিল। লোক থাকিলেই বলা যায়, সূর্য্য দৃষ্টিপথে আবিস্কৃত হইল বা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইল বা অস্ত হইল। সূত্ররূপ যে স্থলে প্রাণী আছে, সেই স্থলেই উদয়াস্তের কথা বলা যায়; যে স্থলে প্রাণী নাই সে স্থলে উদয়াস্তের কথা ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই যে অমরাবতী প্রভৃতি পুরীর কথা বলা হইয়াছে, এসমুদয়ের কোন পুরীই অনন্তকাল স্থায়ী নহে। নির্দিষ্টকাল ইহাতে প্রাণী বাস করিবে, তাহার পর ইহা জনশূন্য হইবে। যত দিন লোকে বাস, ততদিনই এসমুদয় স্থলে সূর্য্যের উদয়াস্ত; যখন লোক থাকিবে না তখন এই সমুদয় পুরীতে সূর্য্যের উদয়াস্তও হইবে না। অমরাবতী যদি একযুগ স্থায়ী হয়, তাহা হইলে

এই স্থলে সূর্য্য একযুগ উদিত ও অস্তমিত হইবেন। সংযমনীপুরী যদি ইহার দ্বিগুণকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সূর্য্য এই পুরীতে দুই যুগকাল উদিত ও অস্তমিত হইবেন। এই অর্থে বলা যাইতে পারে অমরাবতীতে যতদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত হইবে, সংযমনী পুরীতে তাহার দ্বিগুণকাল সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইবেন। উপনিষদে এই অর্থেই বলা হইয়াছে যে বনু রাজ্যে সূর্য্য যতকাল প্রকাশিত থাকিবেন, কুজরাজ্যে প্রকাশিত থাকিবেন তাহার দ্বিগুণকাল।

উপনিষদে বলা হইয়াছে সূর্য্য একস্থলে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন, অগ্নস্থলে দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তর দিকে অস্তগত হইবেন ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—‘সূর্য্য যে দিকে উদিত হন, সেই দিকের নামই পূর্ব্ব এবং যে দিকে অস্তগত হন সেই দিকের নাম পশ্চিম। সুতরাং সর্ব্বদেশেই সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তগত হন। সংযমনী পুরীতেও সূর্য্য পূর্ব্বদিকেই উদিত হন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হন। কিন্তু আমরা সংযমনী পুরীর অধিবাসী নহি; আমরা অগ্নজ বাস করিতেছি। আমরাদিগের মনে হইতেছে যে সূর্য্য যেন ঐ পুরীতে দক্ষিণদিকেই উদিত হইতেছেন এবং উত্তরদিকেই অস্ত যাইতেছেন।

সূর্য্য কি প্রকারে উক্তদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগত হন, শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহার ব্যাখ্যা এই :—ইলাবৃত দেশ পর্ব্বতা-কীর্ণ; এই সমুদয় পর্ব্বতের জন্ত এই দেশের লোক সহজে সূর্য্যকে দেখিতে পার না। এই সমুদয় পর্ব্বতের উক্তদেশে অনেক ছিद्र আছে। কেবল এই সমুদয় ছিद्र দ্বারাই সূর্য্যরশ্মি ইলাবৃত প্রদেশে আসিতে পারে। এই জন্তই মনে হয় সূর্য্য এই দেশে যেন উক্তদিকেই উদিত হন এবং অধোদিকে অস্ত গমন করেন।

পৌরাণিকগণ সূর্য্যের গতি ও ইন্দ্রপুরী প্রভৃতির বিষয়ে বাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ সেই মতই গ্রহণ করিয়া উপনিষদের এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের যুগে এই পৌরাণিক মত প্রবর্তিত ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আর ইহারা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে।

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

গায়ত্রী-অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তা।

১। গায়ত্রী বা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্ বৈ।
গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং গায়তি চ জায়তে চ।

২। যা বৈ সা গায়ত্রীয়াং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যন্তাং হীদং
সৰ্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীযতে।

১। গায়ত্রী বৈ ইদম্ সৰ্ব্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত), যং ইদম্
কিঞ্চ (এই যাহা কিছু) ; বাক্ বৈ গায়ত্রী, বাক্ বৈ ইদম্ সৰ্ব্বম্ ভূতম্
(২।১) গায়তি চ (গান করে) জায়তে চ (এবং জ্ঞান করে)।

২। যা (যাহা) বৈ সা গায়ত্রী, ইদম্ (এই পৃথিবী) বাব সা
(তাহা)—যা (যাহা) ইয়ম্ পৃথিবী। অত্ৰাম্ (এই ‘পৃথিবী’তে) হি
ইদম্ সৰ্ব্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত) প্রতিষ্ঠিতম্। এতাম্ (এই
‘পৃথিবী’কে) এব ন (না) অতিশীযতে (অতিক্রম করে)।

১। এই সমুদয় ভূত—যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই গায়ত্রী।
বাক্যই গায়ত্রী ; (কারণ) বাক্যই এই সমুদয় ভূতকে গান (অর্থাৎ
বর্ণনা) করিয়া থাকে এবং জ্ঞান করে।

২। যাহা সেই গায়ত্রী, তাহাই এই পৃথিবী অর্থাৎ সেই গায়ত্রীই
এই পৃথিবী ; (কারণ) এই সমুদয় ভূতই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ;
(কেহই) ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

৩। যা বৈ সা পৃথিবীঃ বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীর-
মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়েন্তে ।

৪। যদ্ বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নস্তঃ-
পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব
নাতিশীয়েন্তে ।

৩। যা বৈ সা পৃথিবী, ইদম্ বাব সা—যৎ (যাহা) ইদম্ (এই)
অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে) শরীরম্ । অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ
প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতৎ এব ন অতিশীয়েন্তে (অতিক্রম করে) অতি-
শীয়েন্তে—৩।১২।২ এর মন্তব্য দেখ।

৪। যৎ (যাহা) বৈ তৎ (সেই) পুরুষে শরীরম্; ইদম্ (ইহা) বাব
তৎ (তাহা) যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে (এই পুরুষের অন্তঃস্থরে)
হৃদয়ম্ । অস্মিন্ (এই শরীরে) হি ইমে (এই সমুদয়) প্রাণাঃ
প্রতিষ্ঠিতাঃ । এতৎ (এই হৃদয়কে) এব ন (না) অতিশীয়েন্তে
(৩য় মঃ ব্রঃ) ।

৩। যাহা সেই পৃথিবী, পুরুষে তাহাই এই শরীর (অর্থাৎ
এই পৃথিবীই এই পুরুষাশ্রিত শরীর); (কারণ) এই শরীরে প্রাণ-
সমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং (ইহারা কেহই) এই শরীরকে অতিক্রম
করিতে পারে না।

৪। যাহা এই পুরুষাশ্রিত শরীর, তাহাই পুরুষের অন্তঃস্থরহ
এই হৃদয়; (কারণ) প্রাণসমূহ এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত; (ইহারা
কেহই) এই হৃদয়কে অতিক্রম করে না।

৫। সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃঢ়াভ্যনুক্তম্।

৬। তাবান্‌শ্চ মহিমা ততো জ্যায়ান্‌শ্চ পুরুষঃ। পাদোহ্‌শ্চ সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবীতি।

৭। যদ্‌ বৈ তদ্‌ ব্রহ্মোতীদং বাব তদ্বোহয়ং বহির্দ্বা পুরুষাদা-
কাশো যো বৈ স বহির্দ্বা পুরুষাদাকাশঃ।

৫। সা এষা (সেই এই) চতুষ্পদা (চারিচরণবিশিষ্টা) ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার) গায়ত্রী। তৎ এতৎ (সেই তাহা) ঋচা (ঋক্‌ দ্বারা) অভ্যনুক্তম্ (অভি+অনু+বচ্‌; উক্ত হইয়াছে)।

৬। তাবান্‌ (সেই পরিমাণ) অশ্চ (ইহার) মহিমা; ততঃ (তাহা অপেক্ষা) জ্যায়ান্‌ চ (মহান্‌) পুরুষঃ (পুরুষ); পাদঃ (এক পাদ) অশ্চ সৰ্ব্বা (বৈদিক প্রয়োগ=সৰ্ব্বাণি=সমুদয়) ভূতানি (ভূতসমূহ); ত্রিপাদ্‌ (তিন পাদ) অশ্চ অমৃতম্‌ (অমৃতধরূপ) দ্বিবি (স্বর্গে) ইতি।

৭। যৎ (যাহা) বৈ তৎ (তাহা) ব্রহ্ম ইতি, ইদম্‌ (ইহা) বাব তৎ—যঃ (যাহা) অয়ম্‌ (এই) বহির্দ্বা (বহিঃ+দ্বা, অবায়=বহির্দিশে অবস্থিত) পুরুষাৎ (পুরুষ হইতে) আকাশঃ।

৫। এই গায়ত্রীর চারিটা চরণ এবং ইহা ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার); ঋগ্‌মন্ত্রেণ (ঋগ্‌মন্ত্রে ১০।১০।১৩) ইহা উক্ত হইয়াছে।

৬। ইহার মহিমা এই প্রকার; পুরুষ ইহা অপেক্ষাও (অর্থাৎ এই মহিমা অপেক্ষাও) শ্রেষ্ঠ। সমুদয় ভূত ইহার এক পাদ; (অবশিষ্ট) তিন পাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

৭। এই যে ব্রহ্ম, ইনিই পুরুষের (অর্থাৎ পুরুষদেহের) বহির্ভাগস্থিত আকাশ।

৮। অয়ং বাব স যোহয়মন্তঃপুরুষ আকাশো যো বৈ সোহন্তঃপুরুষ আকাশঃ ।

৯। অয়ং বাব স যোহয়মন্তঃপুরুষ আকাশন্তদেতৎ পূর্ণম-
প্রবর্ত্তি পূর্ণাম্ প্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ।

৮। যঃ (যাহা) বৈ সঃ (সেই) বহির্ভা পুরুষাৎ আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্ অন্তঃ+পুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে) আকাশঃ ।

৯। যঃ বৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্ অন্তঃ+হৃদয়ে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) আকাশঃ । তৎ এতৎ (সেই এই) পূর্ণম্ অপ্রবর্ত্তি (অপ্রবর্ত্তনশীল, অপরিবর্ত্তনীয়) । পূর্ণাম্ অপ্রবর্ত্তিনীম্ (অপ্রবর্ত্তিনী, জ্যৈঃ ২।১) শ্রিয়ম্ (পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল সম্পদকে) লভতে (লাভ করে) যঃ এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন) ।

৮। পুরুষের বহির্ভাগে স্থিত আকাশও যাহা, পুরুষের অভ্যন্তরে স্থিত আকাশও তাহাই ।

৯। পুরুষের অভ্যন্তরে যে আকাশ, পুরুষের হৃদয়েও সেই আকাশ । এই হৃদয়স্থ আকাশ পূর্ণ, ও অপরিবর্ত্তনীয় । যিনি এই প্রকার জানেন তিনি পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় সম্পদ লাভ করেন ।

মন্তব্য

৩।১২।১ । গায়ত্রী একটি ছন্দ, এই ছন্দে রচিত মন্ত্রকে গায়ত্রী বলা হয় । ‘তৎসবিতুর্ভর্যণম্’ ইত্যাদি মন্ত্রকেই (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০) বিশেষভাবে গায়ত্রী বলা হইয়া থাকে । আধুনিক ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত-

গণ অনেকে বলেন ‘গা’ ধাতু হইতে ‘গায়ত্রী’ হইয়াছে। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন—‘ইহা গৈ ও ত্রা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন’। গৈ = গান করা; ত্রা = ত্রাণ করা। ঋষির অর্থে এই প্রকারে পদ সিদ্ধ হইতে পারে :—গৈ + শত্ = গায়ৎ ; গায়ৎ + ত্রা + ট অল্ (পা ৩।২।১)।

৩।১২।২। অতিশীঘ্রতে = অতি + শদ্ + তে (পাঃ ৭।৩।৭৮ একী ১।৫।৬০) ; শদ্ স্থানে শীঘ্র ; আত্মনেপদ প্রয়োগ। আধুনিক কোন কোন বৈয়াকরণ বলেন প্রাচীনকালে এই অর্থে ‘শী’ নামক দিবাঙ্গিগণীয় একটি ধাতুর ব্যবহার ছিল।

৩।১২।৫। গায়ত্রী ছন্দে চব্বিশটি অক্ষর ; ইহাকে চারি চরণে বিভক্ত করিলে, প্রতি চরণে ছয়টি অক্ষর হয় (পিজল-সূত্র ৩।৮ দ্রষ্টব্য)।

বাক্, সর্বভূত, পৃথিবী, শরীর, জন্ম, প্রাণ এই ছয়টির সঙ্গে এই ছয়টি অক্ষরের একত্ব দেখান হইয়াছে।

৩।১২।৬। এষ্ট অংশ পুরুষসূক্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে (ঋক্ ১০।৯০।৩)। ইহার প্রথম চারি মন্ত্রের অনুবাদ এই :—

(১) পুরুষের সহস্র মন্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ ; তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র পরিবেষ্টন করিয়া দ্রুশ অঙ্গুলী পরিমাণ উর্দ্ধে রহিয়াছেন।

(২) বাহা হইয়াছে ও বাগ হইবে সমুদয়ই সেই পুরুষ।

(৩) এই প্রকার তাঁহার মহিমা ; কিন্তু পুরুষ ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

(৪) তিন পাদ লইয়া তিনি উর্দ্ধে উঠিলেন, আর এক পাদ এইস্থলে রহিল (বা উৎপন্ন হইল)। তদনন্তর তিনি ভোজনকারী ও ভোজনরহিত সমুদয় বস্তুতে (অর্থাৎ চেতন, অচেতন সমুদয় বস্তুতে) পরিব্যাপ্ত হইলেন।

উপনিষদের এই স্থলে গায়ত্রীকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

জ্যায়ান্ বিষয়ে ১৯১১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৩।১২। অষ্টম মন্ত্রের—“যঃ বৈ সঃ বহির্জা পুরুষাৎ আকাশঃ” এই অংশকে কেহ কেহ সপ্তম মন্ত্রের সহিত এবং নবমমন্ত্রের “যঃ কৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ” এই অংশকে অষ্টম মন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়োধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদ্বারপাল—অন্তর্জ্যোতি ও বহির্জ্যোতির
একতা।

১। তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবস্বযঃ স যোহস্য
প্রাণ্‌স্বযিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোহ্নাদ্যমিত্যু-
পাসীত তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ।

১। তন্ত হ বৈ এতন্ত হৃদয়ন্ত (সেই এই হৃদয়ের) পঞ্চ দেব-
স্বযঃ (দেবতাদিগের দ্বার; দেব=ইন্দ্রিয়; স্বযি=রক্ষ) সঃ যঃ

১। এই হৃদয়ে দেবতাদিগের (—ইন্দ্রিয়গণের) পাঁচটা দ্বার
আছে। সেই যে ইহার পূর্বদ্বার, তাহাই প্রাণ, তাহাই চক্ষু, তাহাই

২। অথ যোহস্য দক্ষিণঃ সূৰ্যিঃ স ব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং স চন্দ্রমা-
স্তদেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেতু্যপাসীত শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং
বেদ ।

৩। অথ যোহস্য প্রত্যঙ্ সূৰ্যিঃ সোহপানঃ সা বাক্ সোহগ্নি-
স্তদেতদ্ ব্রহ্মবৰ্চসমন্নাদামিত্যপাসীত ব্রহ্মবৰ্চস্ব্যন্নাদো ভবতি য
এবং বেদ ।

(সেই যে) অশ্র (ইহার) প্রাণ্ সূৰ্যিঃ (পূৰ্ব্বেদ্বার) —সঃ প্রাণঃ, তৎ
চক্ষুঃ, সঃ আদিত্যঃ । তৎ এতৎ (সেই ইহা) তেজঃ অন্নাদ্যন্
(৩।১।৩ টীকা) ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে) । তেজস্বী
অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি (হয়) যঃ এবম্ বেদ । ‘অন্নাদ্য’-
বিষয়ে ৩।১।৩ মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

২। অথ যঃ অশ্র দক্ষিণঃ (দক্ষিণদিকস্থ) সূৰ্যিঃ (রক্ষু) সঃ
ব্যানঃ, তৎ শ্রোত্রম্; সঃ চন্দ্রমা; ‘তৎ এতৎ শ্রীঃ চ যশঃ চ’ ইতি
উপাসীত । শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি (হন) যঃ এবম্ বেদ ।

৩। অথ যঃ অশ্র প্রত্যঙ্ সূৰ্যিঃ (পশ্চিমভাগস্থ রক্ষু), সঃ অপানঃ,
সা বাক্, সঃ অগ্নিঃ । ‘তৎ এতৎ ব্রহ্মবৰ্চসন্’ (২।১৬.২ টীকা)

আদিত্য । ইহাকে তেজ ও অন্নাদ্যরূপে উপাসনা করিবে । যিনি
এই প্রকার জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নাদ হন ।

২। আর হৃদয়ের যে দক্ষিণদ্বার, তাহাই ব্যান; তাহাই
শ্রোত্র, তাহাই চন্দ্রমা । ইহাকে শ্রী ও যশোরূপে উপাসনা করিবে ।
যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন ।

৩। তাহার পর হৃদয়ের যে পশ্চিমভাগস্থ দ্বার তাহাই অপান,
তাহাই বাক্, এবং তাহাই অগ্নি । ইহাকে ব্রহ্মবৰ্চস্ এবং অন্যান্য-

৪। অথ যোহস্যোদঙ্ সৃষিঃ স সমানন্তান্নঃ স পর্জন্ত-
স্তদেতৎ কীৰ্ত্তিচ্চ ব্যাষ্টিশ্চেত্য়ুপাসীত কীৰ্ত্তিমান্ ব্যাষ্টিমান্ ভবতি
য এবং বেদ।

৫। অথ যোহস্যোজিঃ সৃষিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ স আকাশ-
'স্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্য়ুপাসীতৌজশ্বী মহশ্বান্ ভবতি য এবং
বেদ।

অন্নাত্ম (৩।১।৩ মন্তব্য) ইতি উপাসীত। ব্রহ্মবর্চসী (ব্রহ্মতেজোযুক্ত)
অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবম্ বেদ।

৪। অথ যঃ অস্য উদঙ্ সৃষিঃ (দক্ষিণদিকের দ্বার) সঃ সমানঃ,
তৎ মনঃ, সঃ পর্জন্তঃ। 'তৎ এতৎ কীৰ্ত্তিঃ চ ব্যাষ্টিঃ বি+উষ্টি;
(কান্তি), চ' ইতি উপাসীত। কীৰ্ত্তিমান্ ব্যাষ্টিমান্ (কান্তিযুক্ত) ভবতি
যঃ এবম্ বেদ।

৫। অথ যঃ অস্য উর্জঃ সৃষিঃ, সঃ উদানঃ, সঃ বায়ুঃ, সঃ আকাশঃ।
'তৎ এতৎ ওজঃ চ মহঃ মহস্ শব্দ ; (গোরব, মহত্ব) চ' ইতি
উপাসীত। ওজশ্বী মহশ্বান্ (মহত্বযুক্ত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ।

রূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি ব্রহ্মবর্চসী
ও অন্নাদ হন।

৪। তাহার পর এই হৃদয়ের যে উত্তরদ্বার তাহা 'সমান' নামক
বায়ু; তাহা মন, তাহা পর্জন্ত। ইহাকে কীৰ্ত্তি ও কান্তিরূপে
উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীৰ্ত্তিমান্ ও
কান্তিমান্ হন।

৫। তাহার পর হৃদয়ের যে উর্জদিকের দ্বার, তাহাই উদান,
তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ। ইহাকে ওজঃ ও মহত্বরূপে উপাসনা
করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ওজশ্বী ও মহত্বযুক্ত হন।

৬। তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ
স য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য
কূলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চ
ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্ত দ্বারপান্ বেদ ।

৭। অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিস্বতঃ^১
পৃষ্ঠেষু সর্বতঃপৃষ্ঠেষু স্তমেষু স্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্ যদিদ-
মগ্নিন্নস্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ ।

৬। তে বৈ এতে (সেই এই সমুদয়) পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ (ব্রহ্মের
অধীন পুরুষ) স্বর্গস্ত লোকস্ত (স্বর্গলোকের) দ্বারপাঃ (দ্বারপালসমূহ) ।
সঃ যঃ এতান্ এবম্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ (২।৩) স্বর্গস্ত লোকস্য দ্বারপান্
(২।৩) বেদ, অস্য কূলে বীরঃ জায়তে, প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)
স্বর্গম্ লোকম্, যঃ এতান্ এবম্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য
দ্বারপান্ বেদ ।

৭। অথ যৎ অতঃ (ইহা অপেক্ষা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) দিবঃ (দ্যলোক
অপেক্ষা) জ্যোতিঃ দীপ্যতে (দীপ্তি পায়) বিস্বতঃ পৃষ্ঠেষু (বিশ্বের
উপরে) সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সকলের উপরে) অস্তমেষু (৭।৩ ; যাহা
অপেক্ষা উত্তম নাই, তাহাই অল্পত্তম, সর্বোত্তম) উত্তমেষু (শ্রেষ্ঠ ৭।৩)

৬। এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল । যিনি স্বর্গলোকের
দ্বারপাল (রূপে স্থিত) এই পঞ্চ পুরুষকে জানেন তাহার কূলে বীর
পুত্র জন্মগ্রহণ করে । যিনি স্বর্গের দ্বারপাল পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে এই
প্রকার জানেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ।

৭। তাহার পর, এই দ্যলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের উপর—
সমস্তের উপর, অস্তমলোকে—উত্তমলোকে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি

৮। তস্মৈষা দৃষ্টির্ষত্রৈতদশ্মিঞ্জুরীরে সংস্পর্শেনোক্ষিমানং
বিজানাতি তস্মৈষা শ্রুতির্ষত্রৈতৎ কণাবপিগৃহ্য নিনদমিব
নদধুরিবাগ্নেরিব জ্বলত-উপশৃণোতি তদেতদৃষ্টং চ শ্রুতং চেত্যা-
পাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ।

লোকেষু (লোকসমূহে)—ইদম্ (এই) বাব তৎ যৎ ইদম্ অশ্মিন্
অন্তঃপুরুষে (পুরুষের অভ্যন্তরে) জ্যোতিঃ ।

৮। তস্ম (তাহার) এষা (এই) দৃষ্টিঃ (চাক্ষুষ প্রমাণ)—যত্র
(যখন) এতৎ ('এই প্রকার' বিজানাতি ক্রিয়ার বিং) অশ্মিন্
শরীরে সংস্পর্শেন (সংস্পর্শ দ্বারা) উক্ষিমানম্ (উক্ষত্বকে) বিজানাতি
(জানা যায়) ।

তস্ম এষা শ্রুতিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ):—যত্র এতৎ কর্ণে
(কর্ণদ্বয়কে) অপигৃহ্য (আচ্ছাদন করিয়া) নিনদম্ ইব (নিদারের
জ্বায়া, রথধ্বনির জ্বায়া) নদধুঃ ইব (বৃষভধ্বনির জ্বায়া) অগ্নেঃ ইব
জ্বলতঃ (প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের জ্বায়া) উপশৃণোতি (শ্রবণ করা যায়) ।

তৎ (সেই) এতৎ দৃষ্টম্ চ (দৃষ্টিগোচর, দর্শনীয়) শ্রুতম্ চ (শ্রুতি-

পাইতেছে—সেই জ্যোতিঃ এবং এই পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতিঃ
—এই উভয় জ্যোতিঃ একই জ্যোতিঃ ।

এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ এই :—

৮। “যখন হস্ত দ্বারা শরীরকে স্পর্শ করা যায়, তখন এইরূপে এই
শরীরে উষ্ণতা জানা যায়” ।

এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ) এই :—

“যখন কর্ণদ্বয় আবরণ করা যায়, তখন রথধ্বনির জ্বায়া শব্দ, (বৃষভ-
ধ্বনির জ্বায়া) ধ্বনি এবং জঙ্গল অগ্নির শব্দের জ্বায়া শব্দ শ্রবণ করা যায় ।

গোচর, বিখ্যাত) ইতি উপাসীত। চক্ষুযাঃ (দর্শনীয়) শ্রুতঃ (বিখ্যাত) ভবতি যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিকল্পিত সমাপ্তিসূচক)।

ইহাকে দৃষ্ট ও শ্রুতরূপে উপাসনা করিবে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি দর্শনীয় এবং লোকপ্রসিদ্ধ হন।

মন্তব্য

৩।১৩।২। শরীরস্থ বায়ুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—
(১) হৃদয়স্থ বায়ুর নাম প্রাণ, (২) নিয়গামী অর্থাৎ মলম্বারের বায়ুর নাম অপান; (৩) নাভিস্থিত বায়ুর নাম সমান, (৪) কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান; (৫) সর্বশরীরে ব্যাপ্ত যে বায়ু, তাহার নাম ব্যান।

৩।১৩।৫। ব্যাষ্টি = বি + উষ্টি। উষ্টি = বশ্ + ক্তি, বশ্ ধাতু কৃত্তিপ্ৰকাশক। কেহ কেহ বলেন এষ্ট শব্দ ‘বস্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার একটী অর্থ উজ্জল হওয়া। এই ধাতু হইতেই ‘উষা’ হইয়াছে।

৩।১৩।৭। ‘পরঃ’ শব্দ এখানে বৈদিক প্রয়োগ; = পরম্ (শব্দ)। ‘পর’ স্থান ‘পরম্’ শব্দ গ্রহণ করিলে আর লিঙ্গব্যত্যয় বলিতে হয় না। ‘পরম্’ একটী অব্যয়।

৩।১৩।৮। শরীরের যে উত্তাপ, তাহা কোথা হইতে আসে? ঋষি মনে করেন ‘হৃদয়স্থ ব্রহ্মই এই উত্তাপের কারণ’।

দৃষ্টি = চাক্ষুষ প্রমাণ। ইহার ব্যাখ্যায় শব্দর ভগিন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন।

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

শাণ্ডিল্য-বিদ্যা

১। সৰ্ব্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত। অথ
খন্ ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরগ্নিঃলোকে পুরুষো ভবতি
তথেষতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুঃ কুৰ্বীত।

১। সৰ্ব্বম্ (সমুদয়) খন্ (নিশ্চয়ই) ইদম্ (এই) ব্রহ্ম। তজ্জলান্
(তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে লীন হয় এবং তাহাতেই
জীবিত থাকে) ইতি শাস্ত্রঃ (শাস্ত্রভাবে) উপাসীত (উপাসনা
করিবে)।

অথ (আর) খন্ ক্রতুময়ঃ (ক্রতুময়; ক্রতু = সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা
কর্ম) পুরুষঃ। যথাক্রতুঃ (যেমন ক্রতুযুক্ত) অগ্নিন্ লোকে (এই
লোকে) পুরুষঃ ভবতি (হয়) তথা (সেই প্রকার) ইতঃ (এই
লোক হইতে) প্রেত্য (মৃত হইয়া; প্র + ই; 'ই' = গমন কৃ) ভবতি।
সঃ ক্রতুঃ কুৰ্বীত (করিবে)।

১। এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, (কারণ) তাহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন
হয়, তাহাতেই লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে। (এইভাবে)
শাস্ত্র হইয়া উপাসনা করিবে। পুরুষ ক্রতুময়; এই পৃথিবীতে পুরুষের
যেমন ক্রতু (সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা কর্ম) তাহা, এই পৃথিবী হইতে
(বা দেহ হইতে) গমন করিবার পরও পুরুষ সেই প্রকার হয়।
(স্মরণ্যং) এই ভাবে ক্রতু করিবে।

২। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা
সর্বকৰ্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাভোহবাক্য-
নাদয়ঃ।

৩। এষ ম আত্মাস্তহৃদয়েহণীয়ান্ ব্রীহেৰ্বা বগাছা সৰ্বপাছা
শ্যামাকাছা শ্যামাকতলুলাছা এষ ম আত্মাস্তহৃদয়ে জ্যায়ান্
পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

২। মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ (প্রাণই যাহার শরীর) ভারূপঃ
(জ্যোতিঃরূপ) সত্যসঙ্কল্পঃ, আকাশাত্মা (যাহার আত্মা আকাশের
স্তায় সর্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদি-বিহীন) সর্বকৰ্ম্মা (সমুদয় কৰ্ম্মের
কর্তা বা আধার) সর্বকামঃ (সমুদয় কামনার আধার বা উৎপাদক)।
সর্বগন্ধঃ (সমুদয় গন্ধের আধার বা উৎপাদক) সর্বরসঃ (সর্বরসের
আধার বা উৎপাদক)। সৰ্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়কে) অভ্যাভো-
(পরিব্যাপ্ত=অভি+আভঃ। আভ=আ+না ক্ত পা: ৭।৪৪৭;
শঙ্করের মতে ব্যাপ্তিপ্ৰকাশক 'অৎ' ধাতু হইতে নিস্পন্ন)। অবাকী
(বাগিত্তিরহিত) অনাদয়ঃ (অনপেক্ষ, ব্যগ্রতারহিত—কারণ
নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের পক্ষে ব্যগ্রতা বা আসক্তি থাকা সম্ভব নহে)।

৩। এষঃ (ইনি) মে (আমার) আত্মা অন্তঃ+হৃদায় (হৃদয়ের
অভ্যন্তরে) অণীয়ান্ (অণু+ঈয়, পা: ৫।৩।৫=অণুতর, হৃদয়তর)।

২। (যিনি) মনোময়, প্রাণই যাহার শরীর, যিনি জ্যোতিঃরূপ,
ও সত্যসঙ্কল্প, যিনি আকাশের স্তায় (সর্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদি-
বিহীন), যিনি সর্বকৰ্ম্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস; যিনি সমুদয়-
পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যিনি বাগিত্তিরহিত ও অনপেক্ষ,—

৩। ইনিই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে (কিংবা
ইনিই আত্মা এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে); (ইনি) ব্রীহি অপেক্ষঃ

৪। সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরসঃ সৰ্ব্বমিদম-
ভ্যাশ্বোহবাক্যানাদর এষ ম আত্মাস্তুহৃদয় এতন্ ব্রহ্মৈতমিতঃ
প্ৰেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যশ্চ শ্রাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ শ্রাহ
শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ।

ব্রীহে: বা (ব্রীহি অপেক্ষা) যবাৎ বা (যব অপেক্ষা) সৰ্বপাৎ
(সৰ্বপ অপেক্ষা) শ্রামাকাৎ বা (শ্রামাক নামক শস্ত্র অপেক্ষা)
শ্রামাক-তণ্ডুলাৎ বা (শ্রামাক শস্ত্রের তণ্ডুল অপেক্ষাও) । এষ: মে
আত্মা অন্তরু+হৃদয়ে জ্যাগান্ (জ্যাগন্ ১।১ ; ১।৯।১ মন্তব্য্য দ্রষ্টব্য । =
মহান্) পৃথিব্যা: (পৃথিবী অপেক্ষা) জ্যাগান্ অন্তরিক্ষাৎ (অন্তরিক্ষ
অপেক্ষা) জ্যাগান্ দিব: (দ্যুলোক অপেক্ষা) জ্যাগান্ এভ্য: লোকেভ্য:
(এই সমুদয় লোক অপেক্ষা) ।

৪। সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরসঃ, সৰ্ব্বম্ ইদম্ অভ্যাশ্বঃ,
অবাকী অনাদর (২য় ম: টী:) ; এষ: মে আত্মা অন্তঃ+হৃদয়ে (৩য়
ম: টী:) এতৎ (ইহাই) ব্রহ্ম । এতম্ (ইহাকে) ইতঃ (ইহলোক
হইতে বা এই দেহ হইতে) প্ৰেত্যা (গমন করিয়া ; প্র+ই) অভি-
ভবিতাস্মি (প্রাপ্ত হইব) । যশ্চ, (যাহার) স্যাৎ (থাকিতে পারে,
আছে) অদ্ধা (বিশ্বাস), ন (না) বিচিকিৎসা (সংশয়) অস্তি

নৃশ্বঃ ; যব অপেক্ষা, সৰ্বপ অপেক্ষা, শ্রামাক অপেক্ষা, (এমন কি)
শ্রামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও নৃশ্বঃ । ইনিই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের
অভ্যন্তরে (কিংবা ইনিই আত্মা এবং আমার এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে) ।
ইনি পৃথিবী অপেক্ষা মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষা মহান্, (এমন কি)
এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান্ ।

৪। যিনি সৰ্ব্বকৰ্ম্মা, সৰ্ব্বকাম, সৰ্ব্বগন্ধ, সৰ্ব্বরস, যিনি সমুদয়
পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি বাক্যহিত, তিনিই আমার আত্মা

(আছে) ইতি হ স্ম আহ (= আহস্ম = বলিয়াছেন) শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ
(দ্বিকৃতি আদরার্থ বা সমাপ্তিসূচক) ।

এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ; ইনিই ব্রহ্ম । ইহলোক হইতে (বা
এই দেহ হইতে) গমন করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইব ।

যাহার এই স্থির বিশ্বাস আছে, তাঁহার কোন সংশয় নাই ।
[অর্থান্তর—যাহার এই প্রকার বিশ্বাস আছে অর্থাৎ যিনি মনে করেন
যে আমি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলাভ করিব এবং এ বিষয়ে যাহার কোন সন্দেহ
নাই (তিনি ব্রহ্মলাভ করিবেন)] শাণ্ডিল্য (ইহাই বলিয়াছেন),
শাণ্ডিল্য (ইহাই বলিয়াছেন) ।

মন্তব্য

৩।১৪।১। 'তজ্জলান্' = তৎ + জ + ল + অন্ । তৎ শব্দের সহিত
জন্ ধাতুর 'জ', লী ধাতুর 'ল' এবং অন্ ধাতুর যোগে এই পদ সিদ্ধ
হইয়াছে । তাহা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যাহার উৎপত্তি তাহা
তজ্জন্ (তৎ + জন্ হইতে) ; যাহা তাহাতে লীন হয় তাহা তল্লন্
(তৎ + লী হইতে) ; যাহা তাহাতে জীবিত থাকে তাহা 'তদনন্'
(তৎ + অন্ হইতে) । জন্ ধাতুর অর্থ উৎপন্ন হওয়া ; লী ধাতুর
অর্থ লীন হওয়া এবং অন্ ধাতুর অর্থ জীবিত থাকাকা ।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।৩।১) এইরূপ আছে :—

'সত্যন্ ব্রহ্ম' ইতি উপাসীত । অথ খলু কৃতুমঃ অয়ন্ পুরুষঃ ।
সঃ বাবৎক্রতুঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, এবম্ক্রতুঃ হ অয়ন্ লোকন্
প্রেত্য অভিসম্ভবতি ।

৩।১৪।২। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে :— 'সঃ আত্মানন্ উপাসীত ।
মনোময়ন্, প্রাণশরীরন্, ভারূপন্, আকাশাত্মানন্, কামরূপিণন্,

মনোজবসম্, সত্যসকলম্, সত্যধৃতিম্, সর্বগন্ধম্, সর্বরসম্, সর্বাঃ অহুদিশঃ
প্রভূতম্, সর্বম্ ইদম্ অভ্যাস্তম্, অবাকম্, অনাদরম্' (১০।৩।৩।২) ।

৩।১৪।৩। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে :—‘যথা ব্রীহিঃ বা যবঃ
বা, শ্রামাকঃ বা শ্রামাকতুলঃ বা, এবম্ অযম্ অহুরাযন্ পুরুষঃ
হিরণ্যঃ যথা জ্যোতিঃ অধুমম্, এবম্ অ্যায়ান্ অশ্বে পৃথিব্য জ্যায়ান্
সর্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ’ (১০।৩।৩।২) ।

৩।১৪।৪। শাণ্ডিল্য = শণ্ডিলের অপত্য । প্রাচীন গ্রন্থে বহুস্থলে
শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায় । (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯।৪।৪।১৭, ৯।৫।২।১৫
ইত্যাদি ; বৃহঃ উপ ২।৬ বহু স্থলে) । ইহারা সকলেই যে এক শাণ্ডিল্য
তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ।

শতপথ ব্রাহ্মণেও এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে । নিম্নে ইহার
অনুবাদ দেওয়া গেল :—

‘সত্যই ব্রহ্ম’ এইরূপে উপাসনা করিবে । তাহার পর এই
পুরুষ ক্রতুময় । সেখানে প্রকার ক্রতুমান হইয়া এই লোক হইতে গমন
করে, সেই প্রকার ক্রতুমান হইয়াই মৃত্যুর পর সেই লোক প্রাপ্ত হয় ।
সে আত্মাকে উপাসনা করিবে—এই আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর,
ভারূপ, আকাশাত্মা, কামরূপী, মনের ত্রায় বেগবান্, সত্যসকল,
সত্যধৃতি, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বদেশের প্রভু, সর্বদেশে অহুব্যাপ্ত,
বাগ্নিক্রিয়রহিত, অনাদর (অর্থাৎ উদাসীন) । যেমন ব্রীহি,
বা যব, বা শ্রামাক, বা শ্রামাকতুল, তেমনি এই দেহস্থ
হিরণ্য পুরুষ । ধূমরহিত জ্যোতির ত্রায়, ইহা দ্যৌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,
আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এই পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমুদ্র ভূত
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিনি প্রাণের আত্মা (প্রাণ) ; ইনিই আমার
আত্মা । ইহলোক হইতে গমন করিয়া, এই আত্মাকেই লাভ
করিব । যাহার এই প্রকার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, (ব্রহ্মপ্রাপ্তি
বিষয়ে) তাহার কোন সন্দেহ নাই । শাণ্ডিলা ইহাই বলিয়াছেন
এবং ইহা এই প্রকারই । ১০।৩।৩।১ ।

তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

পুত্রের মঙ্গলকামনায় বিরাটকোশের চিন্তা।

১। অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধো ন জীৰ্য্যতি দিশো
অস্ত্র শস্ত্রয়ো জ্যৌরস্ত্রোত্তরং বিলং স এব কোশো বহুধানস্তস্মিন্
বিশ্বমিদং শ্রিতম্।

২। তস্ত প্রাচী দিগ্ জুহুর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী
নাম প্রতীচী স্তুভূতানামোদীচী তাসাং বায়ুবৎসঃ স য এতমেবং
বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোহহমেতমেবং
বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মাপুত্ররোদং রুদম্।

১। অন্তরিক্ষঃ+উদরঃ (অন্তরিক্ষ বাহার উদর) কোশঃ ভূমি বুধঃ
(ভূমি বাহার নিয়ভাগ বা মূল ; বুধ=মূল) ন (না) জীৰ্য্যতি (জীর্ণ
হয় ; জু ধাতু)। দিশঃ (দিক্‌সমূহ) হি অস্ত্র (এই কোশের) শস্ত্রয়ঃ
(শক্তি ১৩ ; কোণ বা পার্শ্বসমূহ), জ্যৌঃ (দ্যলোক) অস্ত্র উত্তরম্
বিলম্ (উর্দ্ধদিকের রহ)। সঃ এবঃ কোশঃ (সেই কোশ) বহুধানঃ
(বহু+ধা হইতে; বহু অর্থাৎ সম্পত্তির আধার) ; তস্মিন্ (তাহাতে)
বিশ্বম্ ইদম্ (এই বিশ্বভুবন) শ্রিতম্ (আশ্রিত, স্থিত)।

২। তস্ত (তাহার) প্রাচী (পূর্ব) দিক্ জুহুঃ নামঃ সহমানা

১। এই যে কোশ, অন্তরিক্ষ ইহার উদর, ভূমি ইহার নিয়ভাগ ;
ইহা কখন জীর্ণ হয় না। দিক্‌সমূহ ইহার পার্শ্ব (বা কোণ), অন্তরিক্ষ
ইহার উর্দ্ধদিকের রহ, এই কোশ ধনভাণ্ডার, ইহাতে এই বিশ্বভুবন
অবস্থিত।

২। এই কোশের পূর্বদিক 'জুহু', দক্ষিণদিক 'সহমানা', পশ্চিম দিক্

৩। অরিষ্টং কোশং প্রপচ্ছেহমুনাহমুনাহমুনা প্রাণং প্রপচ্ছে-
হমুনাহমুনাহমুনা ভূঃ প্রপচ্ছেহমুনাহমুনাহমুনা ভুবঃ প্রপদ্যো-
হমুনাহমুনাহমুনা স্বঃ প্রপদ্যেহমুনাহমুনাহমুনা ।

নাম দক্ষিণা (দক্ষিণদিক) ; রাজ্ঞী নাম প্রতীচী (পশ্চিমদিক) ;
শুভ্রতা নাম উদীচী (উত্তরদিক) । তাসাম্ (তাহাদিগের) বায়ুঃ
বৎসঃ । সং যঃ (৩৬৩ মন্তব্য জঃ) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই
প্রকার) বায়ুম্ (বায়ুকে) দিশাম্ (দিকসমূহের) বৎসম্ (২১ ;
বৎসরূপে) বেদ (জানেন), ন (না) পুত্ররোদম্ (পুত্রের মৃত্যুর জন্য
রোদন, ২১) রোদিত্তি (রোদন করেন) । সং (সেই অর্থাৎ এই
প্রকার অভিলাষী) অহম্ (আমি) এতম্ এবম্ বায়ুম্ দিশাম্ বৎসম্
বেদ (জানি), মা (না) পুত্ররোদম্ কদম্ (= অকদম্ কদলুভ্ ;
'মা' যোগে 'অ'কার লোপ ; = রোদন করি) ।

৩। অরিষ্টম্ কোশম্ (অবিনাশী কোশকে) প্রপচ্ছে (প্রাপ্ত হই ;
প্র+পচ্) অমুনা, অমুনা, অমুনা (অমুকের সহিত ; পুত্রের নাম
তিনবার উচ্চারণ করিতে হয় সেইজন্ত 'অমুনা' তিনবার বলা হইয়াছে) ।
প্রাণম্ (২১) প্রপচ্ছে অমুনা অমুনা অমুনা । ভূঃ (পৃথিবীকে)
প্রপচ্ছে অমুনা, অমুনা, অমুনা । ভুবঃ (ভুবলোককে, অন্তরিক্ষকে)

'রাজ্ঞী', এবং উত্তরদিক 'শুভ্রতা' । বায়ু ইহাদিগের বৎস । যিনি বায়ুকে
দিকসমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তাহাকে পুত্রবিয়োগ নিবন্ধন রোদন
করিতে হয় না । আমিও সেই প্রকার বায়ুকে দিকসমূহের বৎস
বলিয়া জানি, আমাকেও যেন পুত্রবিয়োগে রোদন করিতে না হয় ।

৩। আমি অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত (এই স্থলে তিনবার
পুত্রের নাম করিতে হইবে) অবিনশ্বর কোশের শরণাপন্ন হইতেছি ।
অমুকের, অমুকের, অমুকের সহিত প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি । অমু-
কের, অমুকের, অমুকের সহিত ভুলোকের শরণাপন্ন হইতেছি । অমুকের,

৪। স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্বং
ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি।

৫। অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেহন্ত-
রিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্।

প্রপত্তে অমুনা, অমুনা, অমুনা। অঃ (দ্যালোককে) প্রপত্তে অমুনা,
অমুনা, অমুনা।

৪। সঃ (সেই যে ‘আমি’) যৎ (যে) অবোচম্ (বচ্ লুঙ্ ;
বলিয়াছি—) ‘প্রাণম্ প্রপত্তে’ ইতি—প্রাণঃ বৈ ইদম্ সৰ্বম্ ভূতম্ যৎ
(যাহা) ইদম্ (এই) কিম্ + চ (কিছু)। তম্ এব (তাহাকেই)
তৎ (সেইজন্য) প্রাপৎসি (প্র + পদ্ লুঙ্ ; শরণ লাভ করিয়াছি)।

৫। অথ যৎ অবোচম্ ‘ভূঃ প্রপত্তে’ ইতি—পৃথিবীম্ প্রপত্তে, অন্ত-
রিক্ষম্ প্রপদ্যে, দিবম্ (দ্যালোককে) প্রপদ্যে ইতি এব তৎ (তাহাই)
অবোচম্। (৩য়, ৪র্থমঃ)।

অমুকের, অমুকের সহিত ভুবলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। অমুকের,
অমুকের, অমুকের সহিত স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি।

৪। আমি যে বলিয়াছি ‘প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি’ (সে এই
নিমিত্ত যে) এই সমুদয় ভূত—যাহা কিছু আছে—সে সমুদয়ই প্রাণ ;
সেই জন্য তাহারই আশ্রয় লইয়াছি।

৫। তাহার পর যে বলিয়াছি ‘ভুলোকের শরণলাভ করি’ (তাহাতে
ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে) “ভুলোকের শরণ
গ্রহণ করি, অন্তরিক্ষের শরণ গ্রহণ করি এবং দ্যালোকের শরণ
গ্রহণ করি’।

৬। অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং
প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ।

৭। অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইতি ঋগ্বেদং প্রপদ্যে যজু-
র্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ ।

৬। অথ যৎ অবোচম্ ‘ভুবঃ প্রপদ্যে’ ইতি ‘অগ্নিঃ প্রপদ্যে, বায়ুঃ
প্রপদ্যে, আদিত্যম্ প্রপদ্যে’ ইতি এব তৎ (তাহাচ) অবোচম্,
(৩য়, ৪র্থ মঃ) ।

৭। অথ যৎ অবোচম্ ‘স্বঃ প্রপদ্যে’ ইতি—‘ঋগ্বেদম্ প্রপদ্যে, যজু-
র্বেদম্ প্রপদ্যে, সামবেদম্ প্রপদ্যে’ ইতি এব তৎ (তাহাই) অবোচম্
তৎ অবোচম্ (দ্বিকৃতি সমাপ্তিসূচক বা উপাসনার আদরার্থ)
(৩য়, ৪র্থ মঃ) । ২

৬। তাহার পর যে বলিয়াছি ‘ভুবলোকের শরণাপন্ন হই’ তাহাতে
ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে ‘অগ্নির শরণাপন্ন
হই, বায়ুর শরণাপন্ন হই, আদিত্যের শরণাপন্ন হই’ ।

৭। তাহার পর যে বলিয়াছি যে ‘স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হই’—
(তাহাতে ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি) যে
‘ঋগ্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, যজুর্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, সামবেদের
শরণাপন্ন হইতেছি’—তাহাতে ইহাই বলিয়াছি ।

মন্তব্য

৩।৫।২। শব্দর জুহু, সহমানা, রাজী এবং মৃত্যুতা এই কয়েকটা কথা
এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

পূর্বাভিষেকের পরে কামুহ হোম করে (জুহুতি), এই জন্ত পূর্ব-
দিক্ জুহু। অপর পশ্চিমদিকে এবং এই সমুদ্রতে পাপিগণ হুংখ সহ
করে (সহজে) পশ্চিমদিক্ ‘সহমানা’। রাজা বরুণ পশ্চিম-
দিকের অধিপতি ও পশ্চিমদিক্ রাজ্যী। দিক্ শব্দ ত্রীলিঙ্গ এইজন্ত
পশ্চিমদিককে রাজ্যী না বলা রাজ্যী বলা হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে পশ্চিম
আকাশ রক্তবর্ণ (রাগঃ ধারণ করে, এজন্তও পশ্চিম আকাশকে রাজ্যী
বলা যাইতে পারে) ভূমিয়ান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্যশালী কুবেরাদি উত্তর
দিকের অধিপতি ও উত্তরদিক্ হুভূতা।

তৃতীয়াধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

নিজ জীবনের দীর্ঘত্বকামনায় পুরুষযজ্ঞ

১। পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ
প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্ত
বসবোহস্বায়তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তি ।

১। পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ (যজ্ঞস্বরূপ) । তস্য যানি চতুর্বিংশতিঃ
বর্ষাণি (তাহার যে ২৪ বৎসর), তৎ (তাহা) প্রাতঃসবনম্
(২।২৪।১ দ্রঃ); চতুর্বিংশতি+অক্ষরা (চব্বিশ অক্ষর যুক্ত) গায়ত্রী
(গায়ত্রীচ্ছন্দঃ); গায়ত্রম্ (গায়ত্রীচ্ছন্দো যুক্ত) প্রাতঃসবনম্ । তৎ
(+অস্বায়তাঃ=এই প্রাতঃ সবনের অন্তর্গত) অস্ত (এই পুরুষ-
যজ্ঞের) বসবঃ (বহুগণ) অস্বায়তাঃ (তৎ+; ১।১০.২ দ্রঃ) ।
প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ, বাগাদি, ইন্দ্রিয়) বাব বসবঃ; এতে (এই
প্রাণসমূহ) হি (যেহেতু) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) বাসয়ন্তি
(বাস করায়) ।

১। পুরুষই যজ্ঞ । তাহার (জীবনের প্রথম) চব্বিশ বৎসর প্রাতঃ-
সবনস্থানীয়; কারণ গায়ত্রীর চব্বিশটি অক্ষর এবং প্রাতঃসবনে গায়ত্রী-
চ্ছন্দের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় । বহুগণ এই যজ্ঞের প্রাতঃসবনের
অন্তর্গত । প্রাণসমূহই (এই) বহু, কারণ ইহারাই এই সমুদয় ভূতকে
বাস করাইয়া থাকে ।

২। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রমাৎ প্রাণা
বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যম্নিনং সবনমনুসন্তুতেতি মাহং
প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুত্থৈব তত এত্যগদো
হ ভবতি ।

২। তম্ (তাহাকে) চেৎ (যদি) এতস্মিন্ বয়সি (এই বয়সে ;
এই চক্রিণ বৎসরের মধ্যে) কিম্+চিৎ (কিছু ; ব্যাবি প্রভৃতি)
উপতপেৎ (উপতপ্ত করে) , সঃ ক্রমাৎ (বলিবে) :—

প্রাণাঃ (হে প্রাণসমূহ) ! বসবঃ (হে বহুগণ) ! ইদম্ মে
প্রাতঃসবনম্ (এই আমার প্রাতঃসবনকে ; অর্থাৎ জীবনের প্রথম
অংশকে) মাধ্যম্নিনম্ সবনম্ (মাধ্যম্নিন সবন পর্য্যন্ত অর্থাৎ মধ্য জীবন
পর্য্যন্ত) অনুসন্তুত (অনু+সম্+তন্ লোট-ত=সমাক্রমে বিস্তৃত
কর) ইতি । মা (না) অহম্ (আমি) প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে
(প্রাণরূপ বহুগণের মধ্যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ অর্থাৎ আমি) বিলোপ্সীয়—
(বি+লুপ+আণিলিঙ্ সীষ=যেন বিলুপ্ত হই) ইতি ।

উৎ+হ+এব ততঃ এতি (উৎ+এতি=উদেতি=উত্থিত হয়) ;
ততঃ=(সেই ব্যাধি হইতে) অগদঃ (নীরোগ) হ ভবতি (হয়) ।

২। এই বয়সে (অর্থাৎ প্রথম চক্রিণ বৎসরের মধ্যে) যদি কোন
ব্যাধি যজ্ঞা দেয়, তাহা হইলে সে বলিবে :—

“হে প্রাণসমূহ ! হে বহুগণ ! আমার এই প্রাতঃসবনকে (অর্থাৎ
জীবনের প্রথম অংশকে) মাধ্যম্নিন সবন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ মধ্যজীবন
পর্য্যন্ত) বিস্তৃত করিয়া দাও । এই যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী বহু-
গণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই ।”

এই প্রকার বলিলে সে সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হয় এবং নিশ্চয়ই
নীরোগ হয় ।

৩। অথ যানি চতুঃচত্বারিংশদ্বর্ষানি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুঃচত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদন্ত রুদ্রা অস্বায়তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি ।

৪। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুজ্জৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ।

৩। অথ যানি (যে) চতুঃ+চত্বারিংশৎ বর্ষানি (৪৪ বৎসর) তৎ (তাহা) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ । চতুঃ চত্বারিংশৎ অক্ষরাঃ (৪০ টা অক্ষর) ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুভ্ছন্দ), ত্রৈষ্টুভম্ (ত্রিষ্টুভ্ছন্দোযুক্ত) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ । তৎ (+ অস্বায়তাঃ ১।১০।২ জঃ = তাহার অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবনের অঙ্গগত) অন্ত (এই পুরুষযজ্ঞের) রুদ্রাঃ (১।৩) অস্বায়তাঃ (তৎ+ ; অঙ্গগত) । প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ ; এতে (এই প্রাণসমূহ) হি (বেহেতু) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) রোদয়ন্তি (রোদন করায়) ।

৪। তম্ হ চেৎ এতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ, সঃ ক্রয়াৎ :— প্রাণাঃ ! রুদ্রাঃ ! ইদম্ মে মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (আমার এই মাধ্যন্দিন সবনকে অর্থাৎ মধ্যজীবনকে) তৃতীয়সবনম্ (তৃতীয়সবন

৩। তাহার পর যে ৪৪ বৎসর, তাহা মাধ্যন্দিন সবন সদৃশ ; (কারণ) ত্রিষ্টুভ্ছন্দে ৪৪ টা অক্ষর এবং মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুভ্ছন্দের মত উচ্চারিত হয় । রুদ্রগণ এই মাধ্যন্দিন সবনের অঙ্গগত । প্রাণসমূহই রুদ্র, কারণ প্রাণসমূহই এই সমুদয় (অঙ্গ) কে রোদন করাইবার থাকে ।

৪। যদি মধ্যম বয়সে (ব্যাধি বা অপরাধ) কিছু তাহাকে সন্তপ্ত করে, সে এই প্রকার বলিবে :—

“হে প্রাণসমূহ ! হে রুদ্রগণ ! এই মাধ্যন্দিন সবনকে (অর্থাৎ

৫। অথ যান্ত্রষ্টাচছারিংশবর্ষাণি তৎ তৃতীয়সবনমষ্টাচছারিংশ-
দক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদন্তাদিত্যা। অস্বায়ত্তাঃ প্রাণা
বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে।

পর্যাস্ত অর্থাৎ জীবনের তৃতীয় অংশ পর্যাস্ত) অমুসন্তুত ইতি। মা •
অহম্ প্রাণানাম্ ক্রদ্রাণাম্ যথো (প্রাণরূপী ক্রদ্রগণের যথো) যজ্ঞঃ
বিলোপসীয ইতি।

উৎ হ এব ততঃ এতি অগমঃ হ ভবতি (৩।১৬।২ টীকা)।

৫। অথ যানি অষ্টাচছারিংশং বর্ষাণি (যে ৫৮ বৎসর) তৎ
(তাহা) তৃতীয়সবনম্; অষ্টাচছারিংশং অক্ষরা (৫৮ অক্ষরযুক্ত)
জগতী (জগতীচ্ছন্দ), জাগতম্ (জগতীচ্ছন্দোযুক্ত) তৃতীয়সবনম্।
তৎ (+ অস্বায়ত্তাঃ ১।১-১২ দ্রঃ = তাহার অর্থাৎ তৃতীয় সবনের অমুগত)
অন্ত আদিত্যাঃ অস্বায়ত্তাঃ। প্রাণাঃ বাব আদিত্যাঃ। এতে হি ইদম্
সর্বম্ (এই সমুদয়কে) আদদতে (আ+দা; গ্রহণ করে) (১ দ্রঃ)।

আমার এই মধ্যজীবনকে) তৃতীয় সবন পর্যাস্ত (অর্থাৎ শেষ জীবন
পর্যাস্ত) বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী ক্রদ্রগণের যথো
বিলুপ্ত না হই (অর্থাৎ মধ্যজীবনে আমার যেন মৃত্যু না হয়)*।

এই প্রকার বলিলে সে ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হয় এবং নিশ্চয়ই
নীরোগ হয়।

৫। তাহার পর যে ৫৮ বৎসর তাহাই তৃতীয় সবন সদৃশ; (কারণ)
জগতীচ্ছন্দে ৫৮টী অক্ষর এবং তৃতীয় সবনে জগতীচ্ছন্দের মত
উচ্চারিত হয়। আদিত্যগণ যজ্ঞের এই তৃতীয় সবনের অমুগত। প্রাণ-
সমূহই আদিত্য, কারণ প্রাণসমূহই শব্দাদির বিষয়সমূহকে আদান
অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে।

৬। তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণা
আদিত্যা। ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরমুসন্তমুতেতি মাহং প্রাণানা-
মাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপসীয়েত্যুদৈব তত এত্যগদো
হৈব ভবতি ।

৭। এতন্স্মৈ বৈ তদ্ বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং
ম এতদুপতপসি যোহহমেনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং
বর্ষশতমজীবৎ প্রহ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ ।

৬। তন্ চেৎ এতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিং উপতপেৎ, সঃ ক্রয়াৎ—
“প্রাণাঃ! জ্ঞাদিত্যা! ইদম্ মে তৃতীয় সবনম্ (২।১) আয়ুঃ
(পূর্ণায়ু পর্য্যন্ত) অহু + সম্ + তজুত ইতি । মা অহম্ প্রাণানাম্ মধ্যে
যজ্ঞ বিলোপসীয়ে” ইতি ।

উৎ হ এব ততঃ এতি অগতঃ হ এব ভবতি (৪ ভ্রঃ) ।

৭। এতৎ (এই তত্ত্ব, ২।১) হ স্ম (আহ +) বৈ তৎ (সেই ;
‘তৎ এতৎ বিদ্বান্’ এই প্রকার অর্থ; কিংবা তৎ + বিদ্বান্ = তাহার

৬। এই বয়সে তাহাকে যদি (ব্যাধি বা অন্ত) কিছু সন্তুষ্ট করে,
সে এই (যজ্ঞ) বলিবে :—

“হে প্রাণসমূহ! হে, আদিত্যগণ! আমার জীবনরূপী তৃতীয়
সবনকে পূর্ণায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী
আদিত্যগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই।” তাহা হইলে ঈশ ইহা হইতে
বিমুক্ত হইবে এবং নিশ্চয়ই নীরোগ হইবে ।

৭। ইত্যরার পুত্র মহীদাস এই তত্ত্ব জানিয়া বলিচ্ছিলেন—
“তুমি কেন আমাকে এই প্রকারে সন্তুষ্ট করিতেছ? আমি তাহাতে

জাতা) বিদ্বান্ (জানিয়া) আহ (+ অ = বকিয়াছিলেন) মহীদাসঃ
ঐতরেয়ঃ (ইতরা নান্নো নারীর অপত্য মহীদাস) :—

সঃ (সেই তুমি) কিম্ (কেন) মে (আমাকে, আমার দেহকে)
এতৎ (এই প্রকারে) উপতপসী (সন্তপ্ত করিতেছ ?) যঃ অহম্ (যে
আমি) অনেন (ইহা অর্থাৎ এই ব্যাধি দ্বারা) ন প্রেস্তামি (প্র + ই +
লৃট = মরিব) ইতি ।

সঃ হ ষোড়শম্ বর্ষশতম্ (১১৬ বৎসর) অজীবৎ (জীবন ধারণ
করিয়াছিল) । প্র হ—ষোড়শম্ বর্ষ শতম্ জীবতি (প্র + ; জীবন
ধারণ করে) যঃ এবম্ বেদ ।

মরিব না ।” তিনি ১১৬ বৎসর জীবনধারণ করিয়াছিলেন । যিনি এই
প্রকার জানেন তিনি ১১৬ বৎসর জীবিত থাকেন ।

মন্তব্য

৩।১৬।১ । এখানে পুরুষকে যজ্ঞরূপে বল্লনা করিয়া উপাসনা
করা হইতেছে ।

ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই যে ‘বাস’ করায় তাহার নাম
বহু’ । প্রাণ দেহে থাকিলেই সকলে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়
এবং বাস করিতে পারে । সুতরাং প্রাণ সকলকে বাস করায় ; এই
জন্ত প্রাণই বহু ।

৩।১৬।২ । প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করার অর্থ
জীবনের প্রথম অংশকে মধ্যজীবনের সহিত সম্মিলিত করা অর্থাৎ প্রথম
২৪ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া মধ্যবয়সে উপনীত হওয়া ।

৩।১৬।৩ । মধ্যম বয়সে প্রাণসমূহ ক্রুর, এইজন্য অপরকে রোদন করাইয়া
থাকে । এইজন্যই এখানে প্রাণকে ক্রজ্জ (—ক্রুর) বলা হইয়াছে (শঙ্কর) ।

৩।১৬।৭ । “মহীদাসঃ ঐতরেয়ঃ”—শঙ্কর ও সায়ণ বলেন যে “ইতরা”
নাম নারীর অপত্য—এই অর্থে “ঐতরেয়” । কেহ কেহ বলেন ‘ঐতরেয়’
অর্থ ‘ইতর’ নামক পুরুষের অপত্যও হইতে পারে (Vedio Index ;
M. W. অভিধান) ।

তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

পুরুষযজ্ঞ—দেবকীনন্দন কৃষ্ণ

১। স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অশ্র
দীক্ষাঃ।

২। অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্ রমতে তদুপসদৈরেতি।

৩। অথ বহুসতি যজ্ঞকৃতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশল্পৈরেব
তদেতি।

২

১। সঃ (সেই যজ্ঞরূপী পুরুষ) যৎ (যে) অশিশিষতি (অশ্র,
সন্=ভোজন করিতে ইচ্ছা করে), যৎ পিপাসতি (পা, সন্=পান
করিতে ইচ্ছা করে), যৎ ন রমতে (আনন্দ উপভোগ করে), তাঃ
(সেই সমুদয়) অশ্র (এই পুরুষের) দীক্ষাঃ (জীবনযজ্ঞের দীক্ষা)।

২। অথ (তাহার পর) যৎ অশ্নাতি (অশ্র.+তি=ভোজন করে)
যৎ পিবতি (পা+তি=পান করে) যৎ রমতে, তৎ উপসদৈঃ (উপসদ
সকলের সহিত) এতি (ই+তি; লাভ করে, সাম্য লাভ করে)।

৩। অথ যৎ হসতি (হাস্ত করে), যৎ বৈ জকৃতি বৈদিক

১। পুরুষ যে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, পান করিতে ইচ্ছা
করে এবং সুখানুভব হইতে বিরত থাকে—এ সমুদয়ই (জীবন-
যজ্ঞের) দীক্ষা।

২। তাহার পর পুরুষ যে ভোজন করে, পান করে এবং সুখানুভব
করে, তাহা উপসদসমূহের সমান।

৩। তাহার পর পুরুষ যে হাস্ত করে, ভজ্ঞ করে এবং

৪। অথ যন্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা
অস্ত দক্ষিণাঃ।

৫। তস্মাদাহঃ সোম্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্ত
তন্মরণমেবাবভূথঃ।

প্রয়োগ ; = অক্ষিতি, পা: ৭।২।৭৬ = (জঙ্ + তি = ভোজন করে)
যৎ মৈথুনম্ (মিথুনের ভাব, ২।১) চরতি (আচরণ করে), স্ততশস্ত্রৈঃ
(স্তত ও শস্ত্রের সহিত ; ‘স্তত’ ও ‘শস্ত্র’ যজ্ঞের অংশবিশেষ) এব তৎ
(হাস্তাদি) এতি (‘সাদৃশ্য’ লাভ করে)।

৪। অথ যৎ তপঃ দানম্ আর্জবম্ (ঋজু + যঃ ; সরলতা) অহিংসা,
সত্যবচনম্ ইতি—তাঃ (এই সমুদয়) অস্ত (পুরুষরূপী যজ্ঞের) দক্ষিণাঃ।

৫। তস্মাৎ (সেইজন্ত) আহঃ (বলা হয়)—“সোম্যতি (প্রসব
করিবে, বা সোম অভিষব করিবে), অসোষ্ট” (প্রসব করিয়াছে, বা
সোম অভিষব করিয়াছে) ইতি ; পুনঃ (আবার) উৎপাদনম্
(উৎপত্তি) এব অস্ত (মানবের, বা যজ্ঞের)। তৎ মরণম্ এব
(মানবের মৃত্যুই) অবভূথঃ (যজ্ঞসমাপ্তির পর স্নান ও যজ্ঞপাত্রাদি
ধোতকরণ)। পাঠান্তর—কোন কোন সংস্করণে ‘তৎমরণম্ এব’ এই
অংশের পর ‘অস্ত’ আছে।

মিথুন ভাষে আচরণ করে, তাহা স্তত ও শস্ত্র নামক যজ্ঞাংশের
সদৃশ।

৪। তাহার পর যে তপস্তা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্য-
বচন—এই সমুদয়ই পুরুষরূপী যজ্ঞের দক্ষিণা।

৫। সেইজন্ত (উভয়ের বিষয়েই) লোকে বলিয়া থাকে ‘সোম্যতি’
(সন্তান প্রসব করিবে, বা সোম অভিষব করিবে) এবং ‘অসোষ্ট’ (অর্থাৎ
সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে বা সোম অভিষব করিয়াছে) আবার (উভয়ের

৬। ত্বৈকতদ্বোর আঞ্জিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্তে।-
বাচাপিপাস এব স বভূব সোহস্তবেলায়ামেতদ্রয়ং প্রতিপদ্যে-
তাক্ষিতমস্ম্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বৈ ঋচৌ
ভবতঃ।

৬। তৎ হ এতৎ (সেই এই তত্বকে) ঘোরঃ আঞ্জিরসঃ (অঞ্জিরা
বংশোদ্ভব ঘোর নামক ঋষি) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় (দেবকীনন্দন
কৃষ্ণকে) উক্তা। (বলিয়া) উবাচ (উপদেশ দিয়াছিলেন)। অপিপাসঃ
(পিপাসাবিহীন, নিঃস্পৃহ) এব সঃ (কৃষ্ণ) বভূব (হইয়াছিলেন)।
“সঃ (মাতুষ্য) অন্তবেলায়াম্ (মৃত্যুকালে) এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিন
মন্ত্রকে) প্রতিপদ্যেত (শরণ গ্রহণ করিবে) :—

“অক্ষিতম্ (অক্ষয়) অসি (হও); অচ্যুতম্ (অচ্যুত, অপরি-
বর্তনীয়) অসি; প্রাণ-সংশিতম্ (প্রাণের নৃশ্বতত্ব) অসি ইতি।
তত্র (সে বিষয়ে) এতে দ্বৌ ঋচৌ (এই দুই ঋক্) ভবতঃ (আছে)।—

বিষয়ে বলা যাইতে পারে)——“অশ্র উৎপাদনম্” অর্থাৎ “ইহার
উৎপত্তি”। সেই পুরুষের মৃত্যুই যজ্ঞের অবতৃপ্ত।

৬। ঘোর আঞ্জিরস দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ব বলিয়া উপদেশ
দিয়াছিলেন। (ইহা শুনিয়া) কৃষ্ণ (আর সব বিষয়ে) নিঃস্পৃহ হইয়া-
ছিলেন। (ঘোর আঞ্জিরস বলিয়াছিলেন) মৃত্যুকালে মানব এই তিন
মন্ত্র উচ্চারণ করিবে :—

তুমি অক্ষয়;

তুমি অচ্যুত;

তুমি প্রাণসংশিত।

এ বিষয়ে এই দুই ঋক আছে।—

৭। আদিংপ্রভৃন্ত রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্
পরো। যদিধ্যতে দিবি উদয়ন্তমসম্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত
উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগম্য জ্যোতি-
রুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ।

মূল :—আদিং প্রভৃন্ত রেতসো [জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্ । পরো
যদিধ্যতে দিবি] (সপ্তমমন্ত্ৰের প্রথম অংশ) ।

৭ (১) । আং+ইং (সায়ণের মতে আদিং = অনন্তর । শব্দের মতে
'ং' এবং 'ইং' অর্থশূন্য অংশ, কেবল উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ;
অবশিষ্ট থাকে 'আ' ; এই 'আ' 'পশ্যন্তি' ক্রিয়ার সহিত যুক্ত) প্রভৃন্ত্য
(পুরাতন, ৬১) রেতসঃ (জগতের বীজভূত সত্তার) জ্যোতিঃ (প্রকাশ)
পশ্যন্তি (দর্শন করেন ; আ পশ্যন্তি = চতুর্দিকে দর্শন করেন) বাসরম্
(দিবালোকের জ্বায সর্বব্যাপী) পরঃ (বৈদিক প্রয়োগ ; = পরম্ =
সর্বশ্রেষ্ঠ, ২১১ ; ইহা 'পরম্' শব্দও হইতে পারে) যং (যাহা)
ই-তে (দীপ্তি পায়) দিবি (ছ্যালোকে ; শব্দের মতে 'পরব্রহ্মে')
ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০ ।

৭ (২) । উং (+ অগম্য ; বেদার্থঘটকের মতে 'উং+পশ্যন্তি') বয়ম্
(আমরা) তমসঃ পরি (অন্ধকারের উপরে) জ্যোতিঃ (২১) পশ্যন্তঃ
(দর্শন করিয়া), উত্তরম্ (২১, শ্রেষ্ঠ) স্বঃ (২১, স্বীয় আত্মাতে
বর্তমান) পশ্যন্তঃ উত্তরম্ দেবম্ (দেবতাকে ; ছাতিযুক্তকে) দেবত্রা
(দেবগণের মধ্যে) সূর্য্যম্ (২১) অগম্য (লাভ করিয়াছি ; গম্ লুঙ,
বৈদিক প্রয়োগ, পাঃ ২।৪।৮০ ; ৮।২।৬৫) জ্যোতিঃ উত্তমম্ (সর্বশ্রেষ্ঠ

৭ (১) । যে জ্যোতি ছ্যালোকে (কিংবা পরব্রহ্মে) দীপ্তি পাইতেছে,
(ব্রহ্মবিদগণ) জগতের বীজস্বরূপ এবং দিবালোকের জ্বায সর্বব্যাপী
সেই পুরাতন জ্যোতি দর্শন করেন ।

৭ (২) । অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই জ্যোতিকে

জ্যোতিকে) ইতি—জ্যোতিঃ উত্তমম্ ইতি (বিকৃতি সমাপ্তিসূচক বা আনন্দপ্রকাশক) স্বাধেদ, ১।৫০।১০ ।

ঐয় হৃদয়নিহিত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন করিয়া, দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্য্যকে—(সেই) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে—লাভ করিয়াছি ।

মন্তব্য

৩।১৭।২ । “উপসদৈঃ”—উপসদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের এক অংশ । দীক্ষার সময়ে ভোজনাদি নিষেধ ; উপসদের সময়ে দুগ্ধাদি পানের বিধি আছে ।

৩।১৭।৫ । ‘সোম্যতি’ এবং ‘অসোষ্ট’ ‘সু’ ধাতু হইতে নিম্পন্ন । এই ধাতুর দুইটি অর্থ—(১) প্রাণী প্রসব করা, (২) সোম অভিষব করা । সূতরাং সোম্যতি এবং অসোষ্ট কথার দুইটি অর্থ । প্রসূতিবিষয়ে অর্থ ‘প্রসব করিবে’ এবং ‘প্রসব করিয়াছে’ ; যজ্ঞবিষয়ে অর্থ ‘সোম অভিষব করিবে’ এবং ‘সোম অভিষব করিয়াছে’ । মানবের পক্ষে ইহা উৎপত্তি ; যজ্ঞের স্থলে ইহা সোমরসের উৎপত্তি ।

‘পুনঃ উৎপাদনম্’ এবং ইহার অর্থবিষয়ে মতভেদ আছে । ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই :—

(১) পুনঃ (অর্থাৎ পুনর্বার যজ্ঞবিষয়ে যে সোম্যতি ও অসোষ্ট ব্যবহৃত হয়, তাহাই মানবের পক্ষে) উৎপাদনম্ (জন্ম) অর্থাৎ একই বাক্যের অর্থ সোমের উৎপত্তি, পুনঃ মানবের উৎপত্তি । এখানে উৎপত্তি বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে ।

(২) মোক্ষমূলার ও গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়গণের মতে পুনঃ উৎপাদনম্—নব জন্ম।

(৩) রায় বাহাদুর শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন—“মানব নিজের জন্মগ্রহণ করে, ইহাই উৎপত্তি বা প্রথম উৎপত্তি। যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্ত এই জন্মকে ‘পুনর্বার উৎপত্তি’ বলা হইল।

(৪) শ্রীশ্রীমল্লিক গোস্বামী মহাশয়ের অর্থ—“তাহা পিতা হইতে উৎপাদনের পর মাতা হইতে উৎপাদনই।”

(৫) রমেশ বাবুর অর্থ—“এতদ্বয়েরই পুনর্জন্ম আছে।”

(৬) শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই অংশের অল্পবাদে ‘পুনঃ’ শব্দ একবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কিঞ্চিৎ মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সহিত যজ্ঞসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে কেবল যে ঘটনারই সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নহে, ভাষারও সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের বিষয়েই ‘সোত্ততি’ এবং ‘অসোষ্ট’ ব্যবহার করা যাইতে পারে; আবার ‘উৎপাদন’ শব্দও উভয়ের বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ‘পুনঃ’ শব্দের অর্থ ‘আবার’, ‘আর’ ‘এবং’ ইত্যাদি। উক্ত অংশের অর্থ এই:—

(ক) তস্মাৎ আহঃ সোত্ততি অশোষ্ট—সেই জন্ত (উভয়ের বিষয়েই) বলা হয় সোত্ততি (সন্তান প্রসব করিবে বা সোম অভিব্যব করিবে) এবং অসোষ্ট (সন্তান প্রসব করিয়াছে, বা সোম অভিব্যব করিয়াছে)।

(খ) পুনঃ উৎপাদনম্ এব অস্ত—আবার (—পুনঃ) (উভয়ের বিষয়েই বলা হইয়া থাকে) ‘অস্ত উৎপাদনম্ (—ইহার উৎপত্তি; মানবের উৎপত্তি, সোমরসের উৎপত্তি)।

পরবর্তী ‘তৎ’ শব্দ এই অংশের সহিতও যুক্ত করা যাইতে পারে। তাহা হইলেও পূর্বের মতই অর্থ হইবে। পুনঃ উৎপাদনম্ এষ অন্ত তৎ—আবার ইহাই ইহার (মানবের বা সোমরসের) উৎপত্তি।

৩।১৭।৬। এই মন্ত্রে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইনিই মহাভারতের কৃষ্ণ কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদেও কৃষ্ণ নামক এক ঋষির নাম পাওয়া যায়। আঙ্গিরস কৃষ্ণ ৮।৮৫ (বালখিল্য মন্ত্র বাদ দিলে ৮।৭৪) মন্ত্রের রচয়িতা। সেন্টপিটাসবর্গ অভিধানের মতে এই আঙ্গিরস কৃষ্ণ এবং দেবকীনন্দন কৃষ্ণ একই কৃষ্ণ।

“প্রাণ-সংশিতম্”—শব্দের মতে ইহার অর্থ ‘প্রাণের স্মৃত্ত্ব’। ‘সংশিত’ অর্থ তীক্ষ্ণীকৃত। অথর্ববেদে প্রাণসংশিতঃ (১০।৫।৩৫), ব্রহ্মণা সংশিতঃ ২।(৫।১০।১০), ইন্দ্রেণ সংশিতম্ (৬।১০।৪।২), ঋক্-সংশিতঃ (১০।৫।৩০), জ্যোৎসংশিতঃ (১০।৫।২৭), অন্তরিক্ষসংশিতঃ (১০।৫।২৬), পৃথিবীসংশিতঃ (১০।৫।২৫), দিক্‌সংশিতঃ (১০।৫।২৮), যজ্ঞসংশিতঃ (১০।৫।৩), ঔষধীসংশিতঃ (১০।৫।৩২) ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় স্থল দেখিয়া মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয় ‘প্রাণসংশিত’ অর্থ প্রাণ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত অর্থাৎ সঞ্জীবিত। মৃত্যুর পঞ্চ দেহ নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু অক্ষয় অচ্যুত অবিনশ্বর একটি বস্তু বর্তমান থাকে। ইহারই নাম আত্মা। এই বস্তুকেই এখানে ‘প্রাণসংশিত’ বলা হইয়াছে। লোকে বলে প্রাণের বিনাশ হইল কিন্তু ঋষি বলিতেছেন মৃত্যুর পর বাহা থাকে তাহা প্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত।

কেহ কেহ ‘প্রাণসংশিতম্’ স্থলে ‘প্রাণসংশিতম্’ পাঠ গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থ করেন “প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বা সুখকর।”

৩।১৭।৭ (১)। আদিং প্রকৃত্ত ইত্যাদি অংশ শব্দের ভাৱ্য হইতে

উদ্ধৃত হইল। সমুদয় সংস্করণে কেবল “আদিং প্রভৃস্য রেতসঃ” আছে।

৮।৬।৩০ ঋকে ‘দিবা’ আছে, শঙ্করের পাঠ “দিবি”।

ঋগ্বেদে বিভিন্ন অর্থে এই অংশ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ এই :—

অনন্তর লোকে প্রাচীন এবং বীজভূত সূর্য্যের প্রাতঃকালীন সেই সূর্য্য দর্শন করে যাহা ছ্যালোকের উপরে দীপ্তি পায়।

৩।১৭।। (২)। ১।৫০।১০ ঋকে ‘স্বঃ পশন্তঃ উত্তরম্’ অংশ নাই ; উপনিষদে ইহা সংযোগ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে এই অংশের অর্থ এই :—(রজনীর) অন্ধকারের উপরি-ভাগে, যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি (বিরাজমান), সেই জ্যোতি দর্শন করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে ছ্যতিমান সূর্য্যকে—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাভ করিয়াছি।

১।৫০।১০ ঋকৃণী যজুর্বেদ ও অথর্ব্ববেদেও কিঞ্চিৎ পল্লিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে।



তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

মন আকাশ প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। মনো ব্রহ্মত্ব্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশো
ব্রহ্মত্ব্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ।

২। তদেতচ্চতুষ্পাদ ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশক্ষুঃ
পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ
আদিত্যঃ পাদৌ দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং
চৈবাধিদৈবতং চ।

১। ‘মনঃ ব্রহ্ম’ ইতি উপাসীত (উপাসনা করিবে) ইতি অধ্যাত্মম্
(ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহসংক্রান্ত উপাসনা)।

অথ (অনন্তর) অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-সংক্রান্ত
উপাসনা) :—“আকাশঃঃ ব্রহ্ম” ইতি। উভয়ম্ (উভয়) আদিষ্টম্
(উপদিষ্ট) ভবতি (হইল) অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ।

২। তৎ এতৎ (সেই এই) চতুষ্পাদং (চারিপদ-বিশিষ্ট) ব্রহ্ম :—

১। ‘মনই ব্রহ্ম’ এইরূপ উপাসনা করিবে—ইহাই অধ্যাত্ম উপা-
সনা। অনন্তর অধিদৈবত উপাসনা (উপদিষ্ট হইতেছে) :—“আকা-
শই ব্রহ্ম”। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় প্রকার উপাসনাই উপদিষ্ট
হইল।

২। এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ :—বাগিঞ্জির একপাদ; প্রাণ (অর্থাৎ

৩। বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোহগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ
তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীৰ্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং
বেদ।

‘বাক্ পাদঃ (একপাদ) ; প্রাণঃ পাদঃ ; চক্ষুঃ পাদঃ ; শ্রোত্রম্ পাদঃ’
ইতি অধ্যাত্মম্।

অথ অধিদৈবতম্ :—‘অগ্নিঃ পাদঃ ; বায়ুঃ পাদঃ ; আদিত্যঃ পাদঃ ;
দিশঃ (দিক্‌সমূহ) পাদঃ’ ইতি।

উভয়ম্ এব আদিষ্টম্ ভবতি—অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ।

৩। বাক্ এব ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) চতুর্থঃ পাদঃ। নঃ (সেই বাক্যরূপ
পাদ) অগ্নিনা জ্যোতিষা (অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ (দীপ্তি পায়)
তপতি চ (তাপ দান করে)। ভাতি চ তপতি চ কীৰ্ত্ত্যা (কীৰ্ত্তি দ্বারা)
যশসা (যশ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (বেদজ্ঞান জনিত তেজ দ্বারা ; ২।১৬২
মন্তব্য) যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

ব্রাণেন্দ্রিয়) একপাদ, চক্ষু একপাদ এবং শ্রোত্র একপাদ। ইহাই
অধ্যাত্ম উপাসনা।

অনন্তর অধিদৈবত উপাসনা কথিত হইতেছে :—অগ্নি এক পাদ,
বায়ু একপাদ, আদিত্য একপাদ এবং দিক্‌সমূহ একপাদ।

অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত—উভয় উপাসনাই কথিত হইল।

৩। বাক্‌ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। বাক্যরূপ সেই চরণ অগ্নিরূপ জ্যোতি
দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার জানেন,
তিনি কীৰ্ত্তি, যশ ও বেদজ্ঞানজনিত তেজদ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং
তাপ প্রদান করেন।

৪। প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা
ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন
য এবং বেদ।

৫। চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন জ্যোতিষা
ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন
য এবং বেদ।

৪। প্রাণঃ (ব্রাণেশ্চিয়) এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ বায়ুনা
জ্যোতিষা (বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ
তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, যঃ এবম্ বেদ (৩টাকা)।

৫। চক্ষুঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ আদিত্যেন জ্যোতিষা
(আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ
কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবম্ বেদ (৩ টাকা)।

৪। প্রাণই (অর্থাৎ ব্রাণেশ্চিয়ই) ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। প্রাণরূপী
সেই পাদ বায়ুরূপ জ্যোতিদ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে।
যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্তি যশ ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন
এবং তাপ প্রদান করেন।

৫। চক্ষুই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। চক্ষুরূপ সেই পাদ আদিত্যরূপ
জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার
জানেন, তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ
প্রদান করেন।

৬। শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্ভিজ্যোতিষা
ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন
য এবং বেদ য এবং বেদ।

৬। শ্রোত্রম্ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ দিগ্ভিঃ জ্যোতিষা
(দিগ্ভিরূপ জ্যোতিষারা) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ
কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ (দ্বিকৃতি সমাপ্তি-
সূচক) (৩ টীকা)।

৬। শ্রোত্রই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। শ্রোত্ররূপ এই পাদ দিগ্ভিরূপ
জ্যোতিষারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার
জানেন, তিনি কীর্তি যশ ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ
প্রদান করেন।

তৃতীয়াধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্ত্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্রং
আসীত্ত্বং সদাসীত্ত্বং সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সংবৎসরস্ত
মাত্রামশয়ত তন্নিরভিধ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ স্তবর্ণং
চাভবতাম্।

১। 'আদিত্যঃ ব্রহ্ম' ইতি আদেশঃ (এই উপদেশ); তস্ত
উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা) :—

অসৎ এব (অসৎই; নামরূপবিহীন) ইদম্ (এই জগৎ)
অগ্রে (পূর্বে) আসীৎ (ছিল)। তৎ (তাহা) সৎ (স্বল্প সত্ত্বাবান্)
আসীৎ (হইল)। তৎ সম্+অভবৎ (সম্ভূত হইল); তৎ আণ্ডম্
(বৈদিক প্রয়োগ; = অণ্ডম্) নিরবর্তত (নিঃ+বৃত্ত; পরিণত হইল);
তৎ সংবৎসরস্ত (একবৎসরের) মাত্রাম্ (পরিমাণ) অশয়ত (শী;
স্পন্দহীন অবস্থায় রহিল—যেমন লোকে শয়ন করিয়া থাকে); তৎ
নিরভিধ্যত (নিঃ+ভিদ্ ধাতু লঙ, কর্ম্মকর্তৃবাচ্য; বিভক্ত হইল); তে
(সেই দুই) আণ্ডকপালে (অণ্ডের দুইভাগ; কপাল—ভিৎের পোশা)
রজতম্ চ (রজতময়) স্তবর্ণম্ চ (স্তবর্ণময়) অভবতাম্ (হইল)।

১। 'আদিত্যই ব্রহ্ম' এই উপদেশ। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই :—

এই (জগৎ) পূর্বে অসৎ (অর্থাৎ নামরূপবিহীন) ছিল।^১
তাহা সৎ (অর্থাৎ স্বল্প সত্ত্বাবান্) হইল, তাহা সম্ভূত হইল, তাহা
অণ্ডরূপে পরিণত হইল, তাহা এক বৎসরকাল স্পন্দহীন অবস্থায় রহিল,

২। তৎ যজ্ঞজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরাযু
তে পর্বতা যত্নং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়ন্তা নদ্যো
যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ।

৩। অথ যত্তদজায়ত সোহসাবাদিত্যন্তং জায়মানং ঘোষা
উল্লবোহনৃদতিষ্ঠন্ সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি সৰ্ব্বে চ কামান্ত্যাম্
তস্মাদয়ং প্রতি প্রত্যাগ্ননং প্রতি ঘোষা উল্লবোহনৃদতিষ্ঠন্তি
সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি সৰ্ব্বে চ কামাঃ ।

২। তৎ যৎ (সেই যে) যজ্ঞজতম্, সা (তাহা) ইয়ম্ পৃথিবী (এই
পৃথিবী) ; যৎ (যাহা) সুবর্ণম্, সা দ্যৌঃ (ছালোক) ; যৎ জরাযুঃ
তে (তাহা) পর্বতাঃ (১১৩) ; যৎ উবম্ (সূক্ষ্মগর্ত-বেষ্টন) সমেঘঃ
(মেঘসহ) নীহারঃ (হিম) ; যাঃ (যাহা) ধমনয়ঃ (ধমনীসমূহ), তাঃ
(তাহা) নদ্যঃ (নদীসমূহ) ; যৎ বাস্তেয়ম্ (বস্তিতে অর্থাৎ মৃত্যুশয়ে
উৎপন্ন) উদকম্ (জল) সঃ (তাহা) সমুদ্রঃ ।

৩। অথ যৎ তৎ (এই যাহা) অজায়ত (উৎপন্ন হইল), সঃ অসৌ
(এই) আদিত্যঃ । তম্ জায়মানম্ (সে উৎপন্ন হইলে ; 'অণু'-যোগে

তাহার পরে বিভিন্ন হইল ; অণুর একভাগ রজতময়, অপরভাগ
সুবর্ণময় হইল ।

২। সেই যে রজতময় অংশ তাহাই এই পৃথিবী ; যাহা সুবর্ণময়
অংশ তাহাই দ্যৌঃ ; যাহা জরাযু তাহাই পর্বতসমূহ ; যাহা উব (অর্থাৎ
সূক্ষ্মগর্ত-বেষ্টন) তাহাই মেঘ ও নীহার ; যাহা ধমনী, তাহাই নদীসমূহ ;
ইহার বস্তিপ্রদেশের উদকই সমুদ্র ।

৩। অনন্তর যাহা উৎপন্ন হইল, তাহা এই আদিত্য । এই আদিত্য
উৎপন্ন হইলে, 'উলু উলু' ধ্বনি উথিত হইল এবং সমুদ্র ভূত ও সমুদ্র

৪। স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্বাপাস্তেহভ্যাশো হ
যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরূপ চ নিম্নেড়েরম্নিম্নেড়েরন্।

দ্বিতীয়া) ঘোষা: (শব্দ) উল্লব: (উল্লু ১।৩ = উল্ + উল্ = উল্
উল্ এই ধ্বনি) অহু (তম্ জায়মানম্ + ; ইহার অর্থ:—উৎপত্তি সময়ে
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া) উৎ + অতিষ্ঠন্ (উৎ + স্থা ; উখিত হইয়াছিল) ;
সর্কাণি চ ভূতানি (সমুদয় ভূত) সর্কে চ কামা: (সমুদয় কাম্যবস্ত) ।
তস্মাৎ (সেই জন্ত) তস্ত উদয়ম্ প্রতি (তাহার উদয়কে লক্ষ্য করিয়া)
প্রতি + অয়নম্ প্রতি (অন্তগমনকে লক্ষ্য করিয়া) ঘোষা: উল্লব:
অহুতিষ্ঠন্তি (উৎপন্ন হয়) সর্কাণি চ ভূতানি, সর্কে চ কামা: ।

৪। স: য: (২।১।২ মন্তব্য ব্র:) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই
প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) ‘আদিত্যম্’ (আদিত্যকে) ব্রহ্ম ইতি
(ব্রহ্ম এইরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে), অভ্যাস: (নীত্ব ; কিংবা
‘ফল’) হ যৎ (কিং বিৎ) এনম্ (ইহাকে, ইহার নিকটে) সাধব:
ঘোষা: (মঙ্গলজনক রবসমূহ) আ চ গচ্ছেয়ু: (= আগচ্ছেয়ু: চ =
উপস্থিত হয়) উপ চ নিম্নেড়েরন্ (= উপনিম্নেড়েরন্ চ = উপ + নি +
ত্রৈড় + ঈরন্ = স্থা করি) ; নিম্নেড়েরন্ (বিকৃতি সমাপ্তিসূচক) যৎ
ক্রিয়া বিশেষণ । অহুয় এই প্রকার—আগচ্ছেয়ু: (ইতি) যৎ (য:)
অভ্যাস: ‘অভ্যাস:’ শব্দের পাঠান্তর “অভ্যাশ:” ।

কাম্য বস্তসমূহও (উৎপন্ন হইল) । এই জন্ত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়
উল্ উল্ধ্বনি উপস্থিত হয় এবং সমুদয় ভূত ও সমুদয় কাম্য বস্ত
(উৎপন্ন হয়) ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ‘আদিত্যই ব্রহ্ম’ এইরূপ উপা-
সনা করেন, সমুদয় মঙ্গলধ্বনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে
স্থপ্রদান করে ।

মন্তব্য

৩।১৯।৩। “উল্লবঃ”—শঙ্করাচার্য্য বলেন উল্লবঃ=“উরুবঃ” =
বিস্তীর্ণরবাঃ। “উল্লবঃ” বহুবচন কিন্তু “উরুবঃ” একবচন। শঙ্করের মত
গ্রহণ করিলে এই দোষ হয়। আনন্দগিরির অর্থ—“উৎসবকালীনাঃ
শব্দবিশেষাঃ দেশবিশেষে প্রসিদ্ধাঃ”। অধর্ম্মবেদে অহরূপ অর্থে উল্লবঃ
(উল্লি শব্দ) ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে সাধবঃ ঘোষাঃ (অর্থাৎ
মঙ্গলধনি) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতেও অহুমান করা যাইতে পারে
“উল্লবঃ” শব্দের অর্থ মঙ্গলধনি।

চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈক্বের আখ্যায়িকা (১)

১। জানশ্রুতি^১ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহু-
“পাক্য আস স হ সর্বত আবসথান্যাপয়াঞ্চক্রে সর্বত এব
মেহংস্তুতীতি ।

২। অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্বৈবং হংসো হংসম-
ভ্যবাদ হো হোহয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্ত সমং
দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাঙ্কীস্তৃষা মা প্রধাক্ষীরিতি ।

১। জানশ্রুতিঃ হ পৌত্রায়ণঃ (জনশ্রুতের বংশধর এবং প্রপৌত্র)
শ্রদ্ধাদেয়ঃ (যিনি শ্রদ্ধার সহিত দান করেন) বহুদায়ী (যিনি বহু দান
করেন) বহুপাক্যঃ (ভোজন করাইবার জন্য—যিনি বহু পাক করান)
আস (প্রাচীন প্রয়োগ; = বভুব—ছিলেন) । সঃ (তিনি) হ সর্বতঃ
(সর্বদিকে) আবসথান্ (পান্থশালাসমূহকে; আ + বস্ + অথ উণাদি
সূত্র ৩।১:৬) মাপয়াঞ্চক্রে (প্রস্তুত করাইয়াছিলেন) সর্বতঃ এব মে
(আমার অর্থাৎ আমার অন্তরে) অংস্তুতি (অদ্; ভক্ষণ করিবে) ইতি ।

২। অথ হ হংসাঃ (১।৩) নিশায়াম্ (রাত্রিতে) অতিপেতুঃ

১। জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন, বহু দান
করিতেন এবং (অতিথিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য) বহু অন্ন পাক
করাইতেন । ‘সর্বলোকে আমার অন্ন ভোজন করিবে’ এই (উদ্দেশ্যে)
তিনি সর্বদিকে পান্থশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন ।

২। এক সময়ে রাত্রিকালে হংসগণ উড়িয়া যাইতেছিল । এক হংস
(অগ্রগামী) অপর এক হংসকে বলিল :—হো ! হো ! অয়ি !

৩। তমু হ পরঃ প্রত্যাচ কস্বর এনমেতৎসন্তং সমুখানমিব
রৈকমাথেতি যো নু কণং সমুখা রৈক ইতি ।

(অতি + পং লিট্ ; = উড়িয়া গেল ; শকরের মতে “পতিত হইল” অর্থাৎ
জানশ্রুতির দৃষ্টিপথে পতিত হইল) । তৎ (সেই সময়ে) হ এবমু
(এই প্রকার) হংসঃ (এক হংস) হংসম্ (অপর হংসকে) অভ্যাবাক্
(অভি + উবাদ, বদ্ ধাতু ; সম্বোধন করিয়া বলিল) :—

হো ! হো ! অয়ি ! (সম্বোধনসূচক অব্যয়) ভল্লাক্ ! ভল্লাক্ !
জানশ্রুতে: পৌত্রায়ণশ্চ (জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের) সমম্ দিবা (দ্ব্যলোকের
জ্ঞায়, আকাশের জ্ঞায়, বা দিবসের জ্ঞায়) জ্যোতিঃ আততম্ (আ + তন্ ;
বিস্তৃত হইয়াছে) ; তৎ (তাহাকে) মা (না) প্রসাঙ্কী: (প্র + সঙ্ক
লুঙ = প্র + অসাঙ্কী: ; মা বোলে ‘অ’ লুপ্ত ; স্পর্শ করিবে) , তৎ
(সেই জ্যোতি) ভা (তোমাকে) মা প্রধাক্ষী: (বৈদিক প্রয়োগ ; =
প্রধাক্ষীং = ; প্র + দহ ; = যেন দহ্য করে) ।

৩। তমু উ হ (তাহাকে) পরঃ (অপর জন) প্রতি + উবাচ (উত্তর
করিল) :—কস্বরে (কন্ + উ + অরে ; কন্ = কাহাকে ; অরে
সম্বোধনে) এনম্ (ইহাকে) এতৎ সন্তম্ (যিনি এই প্রকার
জ্ঞাহাকে ; সন্তম্ = সৎ, ২।১) সমুখানম্ ইব রৈকম্ (শকটের
সহিত বর্তমান রৈকের জ্ঞায়। যুখা = শকট ; যুগ অর্থাৎ যোয়াল
বহন করে এইজন্ত অশ্ব ও বলীবর্দ্ধকে যুগ্য বলা হয় ; যাহার
যুগ্য আছে তাহা যুখা (যুগ্ + শব্দ) ; যুখার সহিত বর্তমান

ভল্লাক্ ! ভল্লাক্ ; জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের জ্যোতি আকাশের জ্ঞায়
বিস্তৃত রহিয়াছে ; ইহা স্পর্শ করিও না ; ইহা যেন তোমাকে দহ্য
না করে ।

৩। দ্বিতীয় হংস বলিল—‘এই ব্যক্তি এমন কে যে ইহার বিষয়
এইরূপ বলিতেছে ? এ যেন শকটবান্ বৈক !’

৪। যথা কৃত্যবিক্রিতান্নাধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং
তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি । যন্তুদেদ যৎ স বেদ
স মন্যৈতত্ত্বজ্ঞ ইতি ।

) আখ (বলিতেছ) ইতি । যঃ (যে রৈক 'তোমা কর্তৃক উক্ত
হইয়াছেন') নু কথম্ (কি প্রকার) সমুখা (শকট সহ বর্তমান) রৈকঃ
ইতি ।

৪। যথা (যেমন) কৃত্যবিক্রিতায় ('কৃত' নামক 'অন্ন' অর্থাৎ
পাশা, যে জয় করে—তাহার অন্ন) অধরেয়াঃ (নিম্ন-অধবিশিষ্ট
পাশা) সংযন্তি (সম্+ই; অধীন হয়), এবম্ (এই প্রকার) এনম্
(ইহাকে) সর্বম্ ত্বৎ (সেই সমুদয়) অভিসমেতি (অভি+সম্+
আ+এতি, ই; এই রৈকের অধীন হয়)—যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু)
প্রজাঃ (লোকসমূহ) সাধু কুর্বন্তি (সাধু কর্ষ করে) । যঃ (যে ব্যক্তি)
তৎ (তাহা) বেদ (জানে), যৎ (যাহা) সঃ (রৈক) বেদ,
সঃ (সে ব্যক্তি) ময়া (আমি কর্তৃক) এতৎ (এই প্রকার) উক্তঃ
(উক্ত হইয়াছে) ইতি ।

প্রথম হংস জিজ্ঞাসা করিল—‘তুমি যে শকটবান্ রৈকের কথা
বলিতেছ, সে কে?’

৪। দ্বিতীয় হংস বলিল—‘কৃত নামক পাশা জয় করিলে যেমন
নিম্নাক পাশাসমূহও তাহার অন্তর্ভূত অর্থাৎ অধীন হয়, তেমনি এই
সমস্তই—লোকে যাহা কিছু কার্য্য করে সে সমুদয়ই—সেই রৈকের
অধীন হয়। রৈক যাহা জানেন, যে ব্যক্তি তাহা জানে, আমি
সেই ব্যক্তির বিষয়েও এই প্রকার বলি (অর্থাৎ রৈকের জ্ঞান জানী
ব্যক্তির বিষয়েও আমি এই কথা বলি) ।’

৫। তত্ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব স হ সঞ্জিহান
এব কস্তারমুবাচাঙ্গারে হ সমুখানমিব রৈকমাথেতি যো নু কথং
সমুখ্য রৈক ইতি।

৬। যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যবমেনং সৰ্ব্বং
তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্কন্তি যন্তদেদ যৎ স বেদ
স মন্যেতত্ত্ব ইতি।

৫। তৎ (২।১, হংসবয়ের কথোপকথন) উ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ
উপশুশ্রাব (উপ + শ্র ; শ্রবণ করিয়াছিলেন)। সঃ হ (তিনি)
সঞ্জিহানঃ (শয্যা বা নিজ্রা ত্যাগ করিয়া) এব কস্তারম্ (দ্বাররক্ষককে ;
কর্তৃ শব্দ পাঃ ৩।২।১৩৫ বার্তিক) উবাচ (বলিলেন) :—অঙ্ (হে
বৎস) অরে ! হ ‘সমুখানম্ ইব রৈকম্ আখ’ ইতি। যঃ হু কথম্
স-মুখ্য রৈকঃ ইতি (৩ টীকা)। সঞ্জিহানঃ বৈদিক প্রয়োগ, ১।১০।৬
মন্তব্য ব্রষ্টব্য।

৬। যথা কৃতায়-বিজিতায় অধরেয়াঃ সংযন্তি, এবম্ এনম্ সৰ্ব্বম্ তৎ
অভিসমৈতি—যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্কন্তি। যঃ তৎ বেদ, যৎ সঃ
বেদঃ, সঃ মন্য এতৎ উক্তঃ ইতি (৪ টীকা)।

পাঠান্তর—‘অভিসমৈতি’ স্থলে ‘অভিসম্যেতি’।

৫-৬ জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। (প্রাতঃকালে
শয্যা হইতে) উথিত হইয়া তিনি দ্বারপালকে বলিলেন :—

“শুন বৎস ! (ছুই হংসের মধ্যে কথা হইয়াছিল,—এক হংস
বলিয়াছিল) ‘তাহার বিষয় এমন ভাবে বলিতেছ সে যেন শকটবান্
রৈক !’ (অপর হংস জিজ্ঞাসা করিল) ‘তুমি যে শকটবান্ রৈক
কথা বলিতেছ, সে কে’ ? (পূর্বোক্ত হংস তাহার উত্তরে বলিল)
‘কৃত’ নামক পাশা জর করিলে যেমন নিম্নাক পাশাশব্দ হুও তাহার অধীন

৭। স হ ক্তাশ্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যোয়ায় তং হোবাচ
যত্রারে ব্রাহ্মণস্তাশ্বেষণা তদেনমচ্ছেতি ।

৮। সোহধস্তাচ্ছকটস্ত পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ তং
হাভ্যাবাদ ত্বং সু ভগবঃ সমুখা রৈক ইত্যহং হারা ৩ ইতি হ
প্রতিজ্ঞে স হ ক্তাহবিদমিতি প্রত্যোয়ায় ।

৭। সঃ হ ক্তা অশ্বিষ্য (অহু+ইষ্; অহুসন্ধান করিয়া) ন
অবিদম্ (বিদ্ লুঙ্ প্রাপ্ত হইয়াছি) ইতি (এই মনে করিয়া) প্রতি
+আ+ইয়ায় (ফিরিয়া আসিল)। তম্ হ (সেই দ্বারপালকে)
উবাচ (বলিলেন) 'যত্র (যেখানে) অরে ব্রাহ্মণস্ত (ব্রাহ্মণকে;
কর্মে যত্নী) অশ্বেষণ (অহুসন্ধান 'করিতে হয়'), তং (সেই স্থলে)
এনম্ (ইহাকে) অর্চ্ছ (গমন কর, অশ্বেষণ কর)' ইতি ।

৮। সঃ অধস্তাৎ (অধোভাগে) শকটস্ত (শকটের) পামানম্
(পামন ২।১; খোস-পাঁচড়া) কষমাণম্ (চুলকাইতেছে এমন

হয়, তেমনি এসমস্তই—লোকে বাহ। কিছু সাধু কর্ম করে সে সমুদয়ই—
রৈকের আয়ত্ত হয়। রৈকের দ্বায় যে জ্ঞানসম্পন্ন তাহার বিষয়েও এই
প্রকার বলি ।

৭। (রৈকের অহুসন্ধান করিবার জন্ত জ্ঞানশ্রুতি তাহাকে আদেশ
করিলেন।) সেই দ্বারপাল অহুসন্ধান করিয়া (ফিরিয়া আসিল)
এবং বলিল—“আমি তাঁহাকে পাইলাম না”। জ্ঞানশ্রুতি তাহাকে বলিলেন
—‘যে স্থলে ব্রাহ্মণের অশ্বেষণ করিতে হয়, সেই স্থলে (অর্থাৎ পীরণ্যে বা
নির্জন প্রদেশে) তাঁহাকে অহুসন্ধান করিবার জন্ত গমন কর ।

৮। শকটের অধোভাগে একজন লোক খোস চুলকাইতেছিল ।
দ্বারপাল তাহার নিকট উপবেশন করিল। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য

লোককে) উপ (সমীপে) উপবিবেশ (উপবেশন করিল)। তন্ হ (তাহাকে) অভ্যবাদ (বলিল)—‘তন্ (আপনি) হু (কি) ভগবঃ (প্রাচীন ব্যবহার—ভগবন্!) সমুদা (শকটবান্) রৈকঃ? ইতি। ‘অহম্ (আমি) হি অরা ৩ (অরে—সম্বোধনে) ইতি প্রতিজ্ঞে (প্রতি+জ+লিট্; উত্তর করিল)। সঃ হ ক্ষত্ভা (ক্ষতৃ ১।১; দ্বার-পাল) অবিদম্ (বিদ্ লুঙ্; জানিয়াছি) ইতি প্রতি+আ+ইয়ায় (প্রত্যাগমন করিল)। পাঠান্তর—‘কষমাণম্’ স্থলে ‘কষমাণম্’।

করিল—“ভগবন্! আপনিই কি শকটবান্ রৈক?” তিনি উত্তর করিলেন “অরে—এ—এ? আমিই”। ‘জানিয়াছি’ এই মনে করিয়া সেই ক্ষত্ভা প্রত্যাগত হইল।

মন্তব্য

৪।১।১। “জানশ্চতিঃ পোজাষণঃ”—ইহার নানা অর্থ হইতে পারে—
(ক) জনশ্চতের বংশধর ও প্রপৌত্র। পোজাষণ=পুত্রের পৌত্র।
(খ) পুত্রাষণ-গোত্রীয় জানশ্চতি; জানশ্চতি=জনশ্চতের পুত্র; (গ) জানশ্চতি=জানশ্চতের পুত্র (Macdonell)।

ইহার বংশধরগণের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।২৫।১১৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (৫।১।১৫।৭), জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ (১।৬।৩, ৩।৪০।২) ও মৈত্রায়ণী সংহিতাতে (১।৪।৫) পাওয়া যায়।

আস=আস+লিট্। ইহা প্রাচীন প্রয়োগ। রামায়ণ (১।১০।১৬), কঠোপনিষদ্ (১।১), ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৬।১।১), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (১।৪।৩; ২।১।১, ১৩), শতপথ ব্রাহ্মণ (১।১।৪।১৪; ১।৬।৩।৪) ইত্যাদি গ্রন্থে এইপ্রকার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৪।১।২। ‘ভল্লাক্’ :—কেহ কেহ বলেন ভল্লাক্ = ভল্লাক্ = বাহাদিগের দৃষ্টি শুভ ; ভল্ল = শুভ । বিজ্ঞপচ্ছলেও এই শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইতে পারে ।

‘আথ’—বৈয়াকরণগণ বলেন ‘আথ’ ‘ক্র’ ধাতুরই একটা রূপ । নব্য ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেকে বলেন প্রাচীনকালে ‘অহ্’ নামক একটা ধাতু ছিল । ‘আথ’ এই ‘অহ্’ ধাতুরই রূপ ।

এতৎ সন্তম্ :—সমাস করিলে ‘এতৎসন্তম্’ হইতে পারে । শব্দের মতে এতৎ = এই বাক্য ২। আথ ক্রিয়ার বর্ষ । ‘সন্তম্’ = মাহাত্ম্য-যুক্ত, ২।১। তিনি এইরূপ অর্থ করেন—“এ একজন নিকট রাজ্, ইহার এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে ইহাকে বৈষ্ণবের সহিত তুলনা করিতেছ ? কেই কেহ বলেন ‘সন্তম্’ = সাধু, ২।১, ‘বৈকম্’ এর বিশেষণ ।

৪।১।৪। পাঠান্তর—‘অভিসমৈতি’ স্থলে ‘অভিসমেতি’ = অভি + সম্ + এতি । মোক্ষমূলার বলেন “অধরেয়াঃ” স্থলে ‘অধরেহয়াঃ’ পাঠ হওয়া উচিত । অধরেহয়াঃ = অধরে + অয়াঃ ।

৪।১।৭। ‘অচ্ছ’ বৈদিক প্রয়োগ ; = অচ্ছ, অ ধাতু হইতে । কিন্তু অচ্ছ = অ + অচ্ছ এরূপ বলিলে আর বৈদিক প্রয়োগ বলিতে হয় না ।

৪।১।৮। ‘অয়া’ শব্দের শেষ স্বর, প্লুত ; এই অজ্ঞ ইহার পর ৩ লেখা হইয়াছে । বৈক ‘খোস্’ চুলকাইতেছিলেন, এই প্রকার ঘটনা ঘটিলে লোকে স্বভাবতঃ প্লুতস্বরেই উত্তর দিয়া থাকে ।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈকেয়র আখ্যায়িকা (২)

১। তহু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং
নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যবাদ ।

২। রৈকেমানি ষট্ শতানি গবাময়ং নিষ্কোহয়মশ্বতরীরথো-
হনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্ম ইতি ।

১। তৎ (তাহার পর ; বা সেই জন্ত) উ চ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ
ষট্শতানি (৬০০) গবাম্ (গোসমূহের), নিষ্কম্ (স্বর্ণময় কণ্ঠহার)
অশ্বতরীরথম্ (অশ্বতরীযুক্তরথ) তৎ (এই সমুদয় ; বা সেই স্থলে)
আদায় (লইয়া) প্রতিচক্রমে (প্রতি + ক্রম্ ধাতু ; গমন করিলেন) ।
তম্ হ (তাহাকে) অভ্যবাদ (বলিলেন) :—

২। রৈক ! ইমানি (এই সমুদয়) ষট্শতানি গবাম্ (৬০০
গাভী), অয়ম্ (এই) নিষ্কঃ, অশ্বতরীরথঃ । অহু (শাধি +)
মে (আমাকে) এতাম্ (+ দেবতাম্) ভগবঃ (প্রাচীনপ্রয়োগ =
ভগবন্) দেবতাম্ (এতাম্ + ; - এই দেবতাকে) শাধি (অহু + ;
শাস্ লোট্‌হি ; উপদেশ দান করুন), যাম্ দেবতাম্ (যে দেবতাকে)
উপাসাসে (উপাসনা করেন) ইতি ।

পাণিনির মতে 'ক্ষুদ্রত্ব' বুঝাইলে অশ্বের উত্তর 'তর' প্রত্যয় হয় (৫।৩।২১)।

১। তাহার পর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ৬০০ গাভী, স্বর্ণময় কণ্ঠহার,
এবং অশ্বতরীযুক্ত রথ লইয়া সেই স্থলে গমন করিলেন এবং রৈককে
এইরূপ বলিলেন—

২। 'হে রৈক ! আপনার জন্ত এই ৬০০ গাভী, এই স্বর্ণময়
কণ্ঠহার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ (আনীত হইয়াছে) । আপনি যে দেবতার
উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার বিষয়ে উপদেশ দিন ।

৩। তস্মু হ পরঃ প্রভ্যুবাচ হারে স্বা শূদ্র তবৈব সহ
গোভিরস্থিতি তদুহ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং
নিক্ষমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে।

৪। তং হাভ্যবাদ রৈক্রেদং সহস্রং গবাময়ং নিক্ষোহয়ম-
শ্বতরীরথ ইয়ং জায়াহয়ং গ্রামো যস্মিন্নাসুসেহস্বেব মা ভগবঃ
শাধীতি।

৩। তম্ (জানশ্রুতিকে) উ হ পরঃ (অপরজন = রৈক) প্রতি +
উবাচ (উত্তর করিলেন) :—‘অহ (অরে) হার + ইত্বা (হারসহ শকট;
ইত্বা গমনার্থক ‘ই’ ধাতু হইতে = রথ, যাহাতে গমন করা যায়) শূদ্র!
তব এব (তোমারই) সহ গোভিঃ (গাভীগণ সহ) অস্ত (থাকুক)’
ইতি। তং (তাহার পর; কিংবা সেই জন্ত) উ = হ পুনঃ এব
(পুনর্বার) জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রম্ গবাম্ (১০০০ গাভীকে),
নিক্ষম্, অশ্বতরীরথম্, দুহিতরম্ (‘নিজ’ দুহিতাকে) তং (সেই স্থানে,
কিংবা তাহার জন্ত) আদায় প্রতিচক্রমে। (১ জঃ)।

৪। তম্ (তাঁহাকে, রৈককে) হ অভি + উবাদ (বলিলেন) :—
“রৈক! ইদম্ সহস্রম্ গবাম্, অয়ম্ নিক্ষঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ, ইয়ম্ (এই)
জায়া, অয়ম্ গ্রামঃ, যস্মিন্ (যে গ্রামে) আসুসে (অস্ লট; আপনি
বাস করেন)। অতু এবং মা ভগবঃ শাধি” ইতি (২ জঃ)।

৩। অনস্তর রৈক তাঁহাকে বলিলেন—“হে শূদ্র! এই হার ও রথ
এবং এই সমুদয় গাভী তোমারই থাকুক”। অনস্তর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ
সহস্র গাভী, স্বর্ণময় হার, অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং নিজ দুহিতাকে লইয়া
সেইস্থলে উপস্থিত হইলেন।

৪। জানশ্রুতি রৈককে বলিলেন, “হে রৈক! (আপনাকে)
সহস্র গাভী, এই স্বর্ণময় হার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই জায়া এবং

৫। তস্তা হ মুখমুপোদগৃহ্নু বাচাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেন লাপয়িস্যাথা ইতি তে হৈতে রৈকপর্ণা নাম মহাবৃষেয যত্রাস্মা উবাস তস্মৈ হোবাচ ।

৫। তস্তাঃ (জানশ্রুতির দুহিতার) হ মুখম্ (২।১) উপ+উৎ+গৃহ্নন্ (হস্ত দ্বারা মুখ ধরিয়া) উবাচ (বলিলেন) :—“আজহার (আ+জ লট=আনিয়াছ) ইমাঃ (এই সমুদয়) শূদ্র! অনেন এব মুখেন (এই ‘কন্যার’ মুখ দ্বারাই) আলাপয়িস্যাথাঃ (আ+লপ্, পিচ্, লৃট্=কথা বলাইবে)। তে হ এতে (সেই এই সমুদয়) রৈকপর্ণাঃ নাম (রৈকপর্ণা নামক গ্রামসমূহ) মহাবৃষেযু (মহাবৃষ প্রদেশে) যত্র (যেখানে) অস্মৈ (জানশ্রুতির জন্তু অর্থাৎ তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)। তস্মৈ (জানশ্রুতিকে) হ উবাচ (বলিলেন)।

আপনি যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রাম (উপহার দিতেছি)। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।

৬। (হস্ত দ্বারা) সেই কন্যার মুখ উত্তোলন করিয়া (বা ধরিয়া) রৈক বলিলেন :—“হে শূদ্র! তুমি এই সমুদয় আনিয়াছ; (কিন্তু একমাত্র) এই মুখ দ্বারাই (অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দ্বারাই) আমাকে কথা বলাইতেছ।”

মহাবৃষ প্রদেশে এই যে রৈকপর্ণ গ্রামসমূহ, এই স্থলেই রৈক জানশ্রুতিকে উপদেশ দিবার জন্য বাস করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন :—

মন্তব্য

৪।২।৩। ‘দুহিতরম্’—দুহিতৃ=দুহ্+তৃচ্, যে দুগ্ধ দোহন করে। বাক্স বলেন, “দুহিতা দুহিতা দূরে-হিতা দোহেৎবা ৩।১।৩; বিবাহের পর দূরে প্রেরণ করা হয় কিংবা দুগ্ধ দোহন করে এই অর্থে দুহিতা। প্যশ্চাত্য

পণ্ডিতগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে দুগ্ধ দোহন করে ; অতি প্রাচীনকালে কন্যাগণই দুগ্ধ দোহন করিত, এই জন্য তাহাদিগের নাম দুহিতা । (২) যে মাতার দুগ্ধ পান করে । (৩) যে দুগ্ধ দ্বারা সন্তান পোষণ করে ।

এই উপনিষদে দুই স্থলে (৪।২।৩, ৫) জানজ্ঞাতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । অথচ রৈক ইহাকেই ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষা দিয়াছিলেন । ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ‘তবে শূদ্রের ব্রহ্ম বিজ্ঞায় অধিকার আছে’ । এই মত খণ্ডন করিবার জন্য দার্শনিকগণ এবং শাস্ত্রকারগণ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । বেদান্ত দর্শনে দুইটি সূত্রে (১।৩।৩৪, ৩৫ ; রামানুজভাষ্যে ১।৩।৩৩, ৩৪) এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে । প্রথম সূত্রটি এই :—

শুক্ অশ্র তৎ+অনাদর+শ্রবণাৎ । তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে ইতি ।
শুক্ = শোক অশ্র = রৈকের ; তৎ+অনাদর+শ্রবণাৎ = তাহার প্রতি অনাদরসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল এই জন্য । তদাদ্রবণাৎ = তৎ+আদ্রবণাৎ = শোক তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছিল কিংবা জানজ্ঞতি রৈকের নিকট দ্রুত গমন করিয়াছিলেন । ‘তদাদ্রবণাৎ’ এর পদপাঠ ‘তদা + আদ্রবণাৎ’ ও হইতে পারে । সূচ্যতে = সূচিত হইতেছে ।

দর্শনকারের মতে শূদ্রশব্দ শুচ্ শব্দ এবং দ্র-ধাতু হইতে নিম্পন্ন । ভাষ্যকারগণ বলেন, জানজ্ঞতি শোকে দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোকে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, কিংবা শোকান্ত হইয়া রৈকের নিকট দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোক তাহাতে দ্রুত প্রবেশ করিয়াছিল, এই জন্য জানজ্ঞাতিকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য বলেন এখানে শূদ্র শব্দের অবয়বার্থই গ্রহণ করা উচিত, রুঢ়ি অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না ।

উপাদিসূত্রে আছে, ‘ভূচেঃ দন্তঃ’ ২।১২ শুচ্ ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হইলে ‘উ’কার দীর্ঘ হয় এবং ‘চ’ স্থানে ‘দ’ হয়। এখানেও শূদ্ৰ শব্দ দ্বারা শোক সূচিত হইয়াছে।

৪।২।৪। মোক্ষমূলার বলেন উপোৎপত্ত্বন=মুখ খুলিয়া (বয়স জানিবার জন্য); শব্দের মতে—“অবগত হইয়া” অর্থাৎ “কন্যার মুখকে বিজ্ঞানানের উপযুক্ত দ্বার বলিয়া অবগত হইয়া”। বৈক আদর করিয়া কন্যার মুখ ধরিয়াছিলেন ইহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে হয়।

অনেন এব মুখেন আলাপয়িষ্যাথাঃ=এই কন্যার মুখ দ্বারাই আমাকে কথা বলাইতেছ। ইহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। (ক) গবাদি লাভ করিয়াও আমি উপদেশ দিতে প্রস্তুত হই নাই; এখন তুমি কত্থা প্রদান করিতেছ। এই কত্থার মুখই আমাকে উপদেশ দেওয়াইয়া লইবে। অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দেখিয়াই এই কন্যা লাভ করিয়াই, আমি উপদেশ দিব। কিংবা এ অর্থও হইতে পারে—এই কত্থার মুখ হইতেই যেন উপদেশ নিঃসৃত হইবে আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

‘অনেন এব মুখেন’ অংশের এ অর্থও হইতে পারে—এই উপায় দ্বারাই অর্থাৎ কন্যাসম্প্রদান দ্বারাই। মুখ=উপায়।

‘মহাবৃষ’ একটি জাতির নাম। ইহার মধ্যে দেশে বাস করিত, সে দেশের নামও মহাবৃষ। অথর্ববেদ, বৌদায়ন শ্রৌত সূত্র (২।৫) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে (১০।৪০।২) ইহাদিগের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে ‘তন্মা’ নামক একটা ব্যাধি মহাবৃষ জাতির একটি বিশেষ ব্যাধি (৫।২২)। মোক্ষমূলার মনে করেন তন্মা এক প্রকার চর্মরোগ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ‘পামা’ রোগগ্রস্ত বৈক ও ঐ প্রদেশেই বাস করিতেন। (মোক্ষমূলার)।

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

রৈক-কথিত সন্সর্গবিদ্যা—বায়ু ও প্রাণের প্রাধান্য

১। বায়ুর্বাৎ সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি
'যদা সূর্যোহস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোহস্তমেতি
বায়ুমেবাপ্যেতি ।

২। যদাপ উচ্ছ্বস্তু বায়ুমেবাপিস্তু বায়ুহে বৈতান্
সর্বান্ সংবুঙ্ক্ত ইত্যধিদৈবতম্ ।

১। বায়ুঃ বার্কসংবর্গঃ (যাহা গ্রাস করে, বা গ্রহণ করে; সর্বগ্রাস)।
যদা (যখন) বৈ অগ্নিঃ উৎবায়তি (উৎ+বৈ; নির্কাপিত হয়), বায়ুন্
এব (২।১) (অপি+ই; লীন হয়); যদা সূর্য্যঃ অস্তম্ এতি (অস্তমিত
হয়) বায়ুন্ এব অপি+এতি; যদা চন্দ্রঃ অস্তম্ এতি, বায়ুন্ এব অপি+
এতি। পাঠান্তর—‘উদ্বায়তি’ স্থলে ‘উদ্বাসয়তি’।

২। যদা আপঃ (জল) উচ্ছ্বস্তু (উৎ+শ্বস্; শুক হয়) বায়ুন্
এব অপি যন্তি (অপি+ই; গমন করে); বায়ুঃ হি এব এতান্

৬.

১। “বায়ুই সর্বগ্রাস (অর্থাৎ সকলকে গ্রাস করে); (কারণ) যখন
অগ্নি নির্কাপিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন সূর্য্য
অস্তমিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন চন্দ্র অস্তমিত হয়
তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়।

২। যখন জল বিস্তুক হয়, তখন তাহা বায়ুতেই গমন করে; বায়ু
এই সমুদয়কে সংহার করে। ইহাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিশ্বক
উপাসনা।

৩। অথাধ্যাত্মং প্রাণো বাব সংবর্গঃ স যদা স্বপিত্তি
প্রাণমেব বাগপ্যোতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ
প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান সংবৃঙ্ক্তে ইতি।

৪। তৌ বা এতৌ হৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ
প্রাণেষু।

সর্বান্ (এই সমুদয়কে) সংবৃঙ্ক্তে (সম্+বৃজ্ কিংবা বৃজ্;
সংবরণ করে, বিনাশ করে), ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতা বিষয়ক
উপাসনা)।

৩। অথ অধ্যাত্মম্ (দেহসংক্রান্ত উপাসনা) :—প্রাণঃ বাব সংবর্গঃ
(১মঃ)। সঃ (সে অর্থাৎ পুরুষ) যদা স্বপিত্তি (স্বপ্; নিদ্রিত হয়)
প্রাণম্ (২।১) বাক্ অপি+এতি; প্রাণম্ চক্ষুঃ, প্রাণম্ শ্রোত্রম্;
প্রাণম্ মনঃ। প্রাণঃ হি এব এতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্তে ইতি
(১,২টী)।

৪। তৌ (১।১, সেই) বৈ এতৌ (১।২ এই) হৌ (দুই) সংবর্গৌ
(দুই সংবর্গ ১ মন্ত্র জঃ) :—বায়ুঃ এব দেবেষু (দেবগণের মধ্যে); প্রাণঃ
প্রাণেষু (প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে)।

৩। অনন্তর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহবিষয়ক) উপাসনা :—প্রাণই
সর্বগ্রাস; (কারণ) যখন পুরুষ নিদ্রিত হয় তখন বাক্ প্রাণে
প্রবেশ করে, চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে এবং মন প্রাণে (প্রবেশ
করে)। প্রাণই এই সমুদয়কে বিনাশ করে।

৪। এই দুইই সর্বগ্রাস—দেবগণের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়-
সমূহের মধ্যে প্রাণ।

৫। অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারণং চ কাক্সসেনিং পরিবিষ্যমাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ ।

৬। স হোবাচ মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্ত গোপাস্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যা অভিপ্রতারণিন্ বহুধা বসন্তং যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ।

৫। অথ হ শৌনকম্ চ কাপেয়ম্ (কপি-গোত্রোৎপন্ন শৌনকে), অভিপ্রতারণম্ চ কাক্সসেনিম্ (কাক্সসেনের পুত্র অভিপ্রতারণীকে) পরিবিষ্যমানো (যে দুইজনকে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল, সেই দুইজনকে) ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে (ভিক্ষ; ভিক্ষা চাহিল)। তস্মৈ (তাহাকে) উ হ ন দদতুঃ (ভিক্ষা দিল)।

৬। সঃ হ উবাচ—“মহাত্মনঃ চতুরঃ (চারিজন মহাত্মাকে) দেবঃ একঃ কঃ (কে) সঃ জগার (গৃ; গ্রাস করিয়াছে) ? ভুবনস্ত (ভুবনের) গোপাঃ (রক্ষক) ? তম্ (তাহাকে) কাপেয়! ন অভিপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) মর্ত্যাঃ (মরণশীল মানবগণ) অভিপ্রতারণিন্ ! বহুধা (বহুরূপে) বসন্তম্ (বস্+শত্, ২।১; বর্তমান)। যস্মৈ (বাহার জন্য) বৈ এতৎ ক্ষমম্ (এই অন্ন) তস্মৈ (তাহাকে) এতৎ ন দত্তম্ (ইহা দিলে না) ইতি ।

৫। অনন্তর কপিপুত্র শৌনক এবং কাক্সসেনের পুত্র অভিপ্রতারণী— (এই দুইজন)কে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল। এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তাহারা তাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না।

৬। সেই ব্রহ্মচারী বলিল ‘এক দেবতা চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন; তিনি কে ? কে ভুবনের রক্ষক ? হে কাপেয় ! হে

৭। তচ্ছ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমহানঃ প্রত্যোয়ায়াত্মা
দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোহনসূরিষ্মহাস্ত-
মস্ত মহিমানমাহরনন্তমানো বদনন্নমন্তীতি যৈ বয়ং ব্রহ্মচারিমে-
দমুপাস্মাহে দন্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ।

৭। তৎ (সেই বাক্যকে) উ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমহানঃ
(প্রতি+মন্+শানচ্=মনে মনে আলোচনা করিয়া) প্রত্যোয়ায়
(প্রতি+আ+ইয়ায়, ই ধাতু; তাহার নিকট গমন করিল)। আত্মা
দেবানাম্ (দেবগণের) জনিতা (বৈদিকপ্রয়োগ=জনয়িতা) প্রজানাম্
(স্বাবর ও জজমের; যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই প্রজা, প্র+জন্) হিরণ্য
দংষ্ট্রো (সুবর্ণময় দস্ত বিশিষ্ট) বভসঃ (ভক্ষক; ভস্ ধাতু=ভক্ষণ করা)
অন সূরিঃ (সূরি=মেধাবী; অসূরি=যে মেধাবী নহে; অনসূরি=যে
অসূরি নহে=মেধাবী), মহাস্তম্ (মহান্ এইরূপ ২।১) অস্ত (ইহার)
মহিমানম্ (মহিমাকে) আহঃ (বলিয়া থাকে), অনন্তমানঃ (ন অন্ত-
মানঃ=যাহা অপর কর্তৃক ভক্ষিত হয় না; অন্তমানঃ ‘অদ’ ধাতু হইতে)
বৎ (যাহা) অনন্নম্ (অন্ন নয় এমন বস্তুকেও) অত্তি (ভক্ষণ করেন)

অতিপ্রতারিন্! মর্ত্যগণ বহুরূপে বর্তমান সেই দেবতাকে দেখিতে পায়
না। যাহার জন্ত এই অন্ন, তাঁহাকেই সেই অন্ন দিলে না।

৭। শৌনক কাপেয় এই বাক্য আলোচনা করিয়া সেই ব্রহ্মচারীর
নিকট গমন করিলেন (এবং বলিলেন) :—“যিনি দেবগণের আত্মা,
প্রজাগণের জনয়িতা, হিরণ্যদন্ত, ভক্ষণশীল এবং মেধাবী; অপরে যাহাকে
ভক্ষণ করিতে পারে না, অন্নকেও (অর্থাৎ যাহা অন্ন নয় এমন বস্তুকেও)
যিনি ভক্ষণ করেন, (জ্ঞানিগণ) তাঁহার মহিমাকে মহান্ বলিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন। হে ব্রহ্মচারিন্! আমরা তাঁহারই উপাসনা করি।”
(তাহার পর তিনি বলিলেন) ইগাকে ভিক্ষা দাও।

৮। তস্মা উ হ দহন্তে বা এতে পঞ্চাশ্চে পঞ্চাশ্চে দশ
সন্তস্তৎকৃতং তস্মাৎ সৰ্ব্বাসু দিক্শু স্তমেব দশ কৃতং সৈষা বিরাড়ন্নাদী
তয়েদং সৰ্ব্বং দৃষ্টং সৰ্ব্বমশ্বেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং
বেদ য এবং বেদ।

৮

ইতি বৈ বয়ম্ (আমরা) ব্রহ্মচারিন্! আ (+উপাস্মহে) ইদম্
(ইহাকে) উপাস্মহে (আ+; উপাসনা করি)। দত্ত (দান কর)
অশ্মৈ (ইহাকে অর্থাৎ এই ব্রহ্মচারীকে) তিস্কাম্ ইতি।

৮। তস্মৈ (সেই ব্রহ্মচারীকে) উ হ দহুঃ (ভিক্ষা দিল)। তে
বৈ এতে (সেই এই সমুদয়) পঞ্চ অশ্চে (অশ্ব পাঁচজন; বায়ু এবং
তাহার চারি অশ্ব স্তম্ভাৎ অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও জল), পঞ্চ অশ্চে
(অপর পাঁচজন; প্রাণ ও তাহার চারিটা খাদ্য অর্থাৎ বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র
ও মন) দশ সন্তঃ (দশ জন হইয়া) তৎ (তাহা) কৃতম্। তস্মাৎ
(সেইজন) সৰ্ব্বাসু দিক্শু (সমুদয় দিকে) অন্নম্ এব দশ কৃতম্। সা
এষা (সেই এই—দশ) বিরাট্ অন্নাদী (অন্নভোক্ত্রী)। তয়া (সেই
বিরাট্ দ্বারা) ইদম্ সৰ্ব্বম্ (এই সমুদয়) দৃষ্টম্। সৰ্ব্বম্ অশ্ব (ইহার)
ইদম্ (এই) দৃষ্টম্ ভবতি (হয়), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা) ভবতি, যঃ
(যে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ এবম্ বেদ (দ্বিকৃষ্ণি
সমাপ্তিসূচক)।

৮। (তখন) তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া হইল। সেই প্রথম পাঁচ (বায়ু
ও তাহার চারিটা খাদ্য) এবং দ্বিতীয় পাঁচ (প্রাণ ও তাহার চারিটা
খাদ্য) মিলিত হইয়া দশ হইলে 'কৃত' হয়। এই জন্ত সৰ্ব্বদিক্ কৃত
ও (তাহার) অশ্বের সংখ্যা দশ। ইহাই বিরাট্ ও অন্নভোক্তা। ইহা
দ্বারাই এই সমুদয় দৃষ্ট হয়। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি সৰ্ব্বদিকে
এই সমুদয় দেখিতে পার এবং তিনি অন্নাদ হন।

মন্তব্য

৪।৩।৫। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১০।৫।৭; ১৪।১।১২, ১৫) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে (১।৫৯।১; ৩।১।২১, ইত্যাদি) অভিপ্রতারা কাক-সেনির উল্লেখ আছে। ইনি একজন কুরুবংশোদ্ভব রাজ্য ছিলেন।

৪।৩।৬। বায়ু এই চারিজনকে গ্রাস করেন :—অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও জল। প্রাণ গ্রাস করেন এই চারিজনকে :—বাক, চক্ষু, শ্রোত্র, ও মন। এই বায়ু এবং প্রাণ একই দেবতা; এইজন্তই বলা হইয়াছে, একই দেবতা চারিজনকে গ্রাস করেন।

শব্বরের মতে ‘কঃ’ অর্থ ‘কে’ নহে। তিনি বলেন এখানে ‘ক’ নামক দেবতার অর্থাৎ প্রজাপতির কথা বলা হইয়াছে।

৪।৩।৮। কৃত পাশায় ৪টি অক্ষ, ত্রেতায় ৩টি, দ্বাপরে ২টি এবং কলিতে ১টি। কৃত অপর তিনটিকে অন্ন করিয়া থাকে এবং ভক্ষণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে। এখানে ভক্ষক ও ভুক্তের সংখ্যা দশ; $৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০$, সুতরাং কৃতই দশ।

বায়ুর খাদ্য ৪টি, প্রাণের খাদ্যও ৪টি। এখানেও ভক্ষক ও ভুক্তের সংখ্যা দশ।

‘সর্বান্ দিক্ষু অন্নম্ এব দশকৃতম্’—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে—(ক) কৃত ও অন্ন মোট দশ, (খ) অন্নই কৃত-সংস্রক দশ,—(গ) সর্বদিকে অন্নের সংখ্যা দশ, সুতরাং অন্নই কৃত।

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা ।

১। সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামজ্ঞয়াঞ্চক্রে
ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্তামি কিং গোত্রোহমস্মীতি ।

২। সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বদেদ তাত যদেগাত্ৰস্তমসি
বহুবং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে হামলভে সাহমেতন্ন বেদ
যদেগাত্ৰস্তমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম হমসি
স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি ।

১। সত্যকামঃ হ জাবালঃ জবালাম্ মাতরম্ (মাতা জবালাকে)
আমজ্ঞয়াঞ্চক্রে (আহ্বান করিয়া বলিল) :—‘ব্রহ্মচর্য্যম্ (২।১) ভবতি
(হে পূজনীয়ে ; ভবৎ শব্দের জ্বীলিঙ্গে ভবতী, সম্বোধনে ‘ভবতি’)
বিবৎস্তামি (বি+বস্, লট ; বাস করিব) । কিংগোত্রঃ (কোন্
গোত্রের) তু অহম্ (আমি) অস্মি’ (হই) ? ইতি ।

২। সা (সে অর্থাৎ জবালা) হ এনম্ (ইহাকে) উবাচ (বলিল)
—“ন (না) অহম্ (আমি) এতৎ (ইহা) বেদ (জানি) তাত (হে
পুত্র) বৎ-গোত্রঃ (যে গোত্রের অন্তর্গত) তম্ (তুমি) অসি (হও) ।
বহ (+ চরন্তী) অহম্ চরন্তী (বহ + ; বহ বিচরণ করিয়া ; কিংবা
বহ লোকের সেবা করিয়া) পরিচারিণী (অপরের পরিচর্যা করিবার

১। সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—
“হে পূজনীয়ে ! আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে কীস করিব ।
আমার কি গোত্র ?”

২। জবালা তাহাকে বলিল, “হে তাত ! তোমার কোন্ গোত্র
তাহা আমি জানি না । যৌবনে বহ বিচরণ করিয়া পরিচারিণী

৩। স হ হারিক্রমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি
বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি ।

৪। তং হোবাচ কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি । স হোবাচ
নাহমেতবেদ ভো যদেগোত্রোহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা
প্রত্যব্রবীদ্ বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে স্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদেগোত্রমসি জ্বালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো
নাম ত্বমসীতি সোহহং সত্যকামো জ্বালোহস্মি ভো ইতি ।

অবস্থায়) যৌবনে ত্বাম্ (তোমাকে) অলভে (লাভ করিয়াছি) ।
স' অহম্ (সেই আমি) এতৎ ন বেদ 'যৎ-গোত্রঃ ত্বম্ অসি' ; জ্বালা
তু নাম অহম্ অস্মি ; সত্যকামঃ নাম ত্বম্ অসি ; সঃ (সেই তুমি) সত্য
কামঃ এব জ্বালঃ ব্রুবীথাঃ (বলিও) ইতি ।

৩। সঃ হ হারিক্রমতম্ গৌতমম্ (হরিক্রমানের পুত্র গৌতমের
নিকটে, ২।১) এত্যা (আ+ইত্য, ইধাতু ; গমন করিয়া) উবাচ
(বলিল) :—ব্রহ্মচর্য্যম্ (২।১) ভগবতি (৭।১, ভগবানের নিকটে,
আপনার নিকটে) বৎস্যামি (বাস করিব), উপেয়াম্ (উপ+ই বিধি ;
শিষ্যরূপে আসিয়াছি) ভগবন্তম্ (২।১, ভগবানের নিকটে) ইতি ।

৪। তম্ হ উবাচ—“কিং-গোত্রঃ হু সোম্য ! অসি (হও) ?”

অবস্থায় (কিংবা যৌবনে পরিচারীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিয়া)
তোমাকে লাভ করিয়াছি । আমি জানি না তোমার কোন্ গোত্র ।
আমি জ্বালা, তুমি সত্যকাম ; সুতরাং বলিও ‘আমি সত্যকাম জ্বাল’ ।”

৩। সত্যকাম হারিক্রমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিল—
“আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব ; এই অস্ত্র
আপনার নিকট আসিয়াছি ।”

৪। গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে সোম্য ! তুমি কোন্

৫। তং হোবাচ নৈত্তদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং
সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানাম
বলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি
ত্বা অভিশ্রুত্বাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেনাবর্তেয়েতি স হ বর্ষগণং
প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেতুঃ ।

ইতি । সঃ হ উবাচ—“ন অহম্ এতৎ বেদ ভোঃ যৎ-গোত্রঃ অহম্
অস্মি । অপুচ্ছম্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) মাতরম্ (মাতাকে) ।
স। (তিনি) মা (আমাকে) প্রতি+অব্রবীৎ (প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন)
‘বহু অহম্ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ অলভে, সা অহম্ এতদ্ ন
বেদ যৎ-গোত্রঃ অস্মি অসি ; জবালা তু নাম অহম্ অস্মি ; সত্যকামঃ
নাম ত্বম্ অসি’ ইতি । সঃ অহম্ সত্যকামঃ জাবালঃ অস্মি ভোঃ” ইতি ।
(২য় যঃ ভ্রঃ) । পাঠান্তর - (১) ‘সোম্য’ স্থলে সোম্য ; (২) ‘মা’ স্থলে
‘মাম্’ ।

৫। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—ন (না) এতৎ
(ইহা) অব্রাহ্মণঃ বিবক্তুম্ (বিশেষরূপে বলিতে) অর্হতি (সমর্থ
হয়) । সমিধম্ ; সোম্য ! আহর (আহরণ কর) । উপস্বা নেষ্যে

গোত্রীয় ?” সত্যকাম বলিল, “হে (ভগবন্) !” আমি কোন্ গোত্রীয়
তাহা আমি জানি না । আমি যত্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । তিনি
প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—‘আমি যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া
পরিচারিণী অবস্থায় (কিংবা আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে
বহু পরিচর্যা করিয়া) তোমাকে লাভ করিয়াছি । এই অবস্থায় আমি
জানি না তুমি কোন্ গোত্রীয় । আমি জবালা, তুমি সত্যকাম ;
স্বতরাং (বলিও) ‘হে (ভগবন্) ! আমি সত্যকাম জাবাল’ ।”

৫। দ্বিতীয় সত্যকামকে বলিলেন “অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার

(=স্বা উপনেষ্যে—তোমাকে উপনীত করাইব । নেষ্যে—নৌ ভবিষ্যৎকাল) । ন সত্য্যৎ (সত্য্য হইতে) অগাঃ (ই লুঙ ; বিচলিত হও নাই) ইতি । তম্ (তাহাকে) উপনীয় (উপনীত করিয়া, উপনয়ন সম্পন্ন করিয়া) কুশানাম্ অবলানাম্ (কুশ ও দুর্কলদিগের) চতুঃশতাঃ (বৈদিক প্রয়োগ ; = চতুঃশতম্ = ৪০০) গাঃ (গো-সমূহকে) নিরাকৃত্য (পৃথক করিয়া) উবাচ—“ইমাঃ (এই সমুদয়কে) সোম্য ! অহুসংব্রজ (অহুগমন কর)” ইতি । তাঃ (সেই সমুদয়কে) অভিপ্রস্থাপহন্ (লইয়া যাইবার সময়) উবাচ—“ন অসহশ্রণ (সহস্রসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত) আবর্তেয় (আ+বৃত্ ; ফিরিয়া আসিব)” ইতি । সঃ হ বর্ষগণম্ (বহুবর্ষ) প্র+উবাস (প্রবাস করিয়াছিল) । তাঃ (তাহার) যদা (যখন) সহস্রম্ (সহস্রসংখ্যা) সংপেদুঃ (সম্+পদ্ লিট ; পূর্ণ হইয়াছিল) ।

বলিতে সমর্থ হয় না । তুমি সমিধ্ কাষ্ঠ লইয়া আইস । আমি তোমাকে উপনীত করিব (অর্থাৎ তোমার উপনয়ন হইবে) ; তুমি সত্য্য হইতে বিচলিত হও নাই ।” তাহার উপনয়ন হইবার পর তিনি ৪০০ দুর্কল ও কুশ গো বাহির করিয়া বলিলেন—“হে সোম্য ! এই সমুদয়ের অহুগমন কর ।” তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিবার সময় সত্য্যকাম বলিল—“সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না ।” এইরূপে সে বহুবর্ষ প্রবাস করিল, তাহাদের সংখ্যা যখন সহস্র হইল ।

মন্তব্য

৪।৪।২,৩ । জবালা সত্য্যকামের জননী ; অথচ তিনি জানেন না— তাহার জনকের নামগোত্রাদি কি । ইহার অর্থ কি ? শকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন—সম্রাটাবে ও লজ্জাবশতঃ জবালা স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন নাই ; এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে লজ্জা ও দুঃখবশতঃ এ বিষয়ে অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই । কিন্তু এ প্রকার

ব্যাখ্যা নিতান্তই অসঙ্গত। জবালার যৌবনাবস্থায় সত্যাকামের জন্ম হয়। বর্ত্তমান ঘটনার সময়ে জবালা এই যৌবনাবস্থাকে অতীত কাল বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হয় এই সময়ে জবালার প্রৌঢ়াবস্থা। প্রৌঢ় বয়সেও একজন নারী তাহার স্বামীর নাম গোত্রাদি জানে না ইহা অসম্ভব কল্পনা। বিবাহের পূর্বে হইতেই জীলোক স্বামীর নামাদি শ্রুতিতে আরম্ভ করে। তাহার পরে পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দাস-দাসী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী অতিথি অভ্যাগত সকলেই নানা ঘটনায় ইহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে; বিনা চেষ্টায় স্বামীর নাম কণে প্রবিষ্ট হয়। তবে জবালা প্রৌঢ়বয়সেও সত্যাকামের পিতার নাম জানিতেন না কেন? আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ইহার কারণ কি?

পাণিনির মতে গোত্র অর্থ পৌত্র বা অত্র কোন অধস্তন অপত্য (৪.১.১৬২)। উপনিষৎ পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই যুগে সাধারণতঃ প্রত্যেক নামেরই দুইটি অঙ্গ ছিল। যেমন উদালক আকর্ণি, প্রাচীন-শাল ঔপমত্ত্ব ইত্যাদি। ‘আকর্ণি’ অর্থ ‘অকর্ণের পুত্র’; ‘ঔপমত্ত্ব’ অর্থ ‘উপমত্ত্ব্যর পুত্র’। অনেক স্থলে পিতার নাম জানিলে প্রপিতামহ এবং তাহা অপেক্ষাও উর্দ্ধতন পুরুষের নাম জানা যাইত। যেমন স্বতকেতু আকর্ণেয় (আকর্ণেয়=অকর্ণের পৌত্র) ইত্যাদি। সুতরাং পিতার নাম জানিলেই অন্ততঃ পিতামহের নামও জানা যায় অর্থাৎ পিতার নামের সঙ্গে সঙ্গেই গোত্রের পরিচয় হয়।

জবালা সত্যাকামের গোত্রাদি জানিতেন না—ইহার অর্থ তিনি সন্তানের জনকের নামও জানিতেন না। কেন জানিতেন না। তাহার উত্তর ৪।৪।২ মন্ত্রে তিনি নিজেই দিয়াছেন।

উক্তমন্ত্রের দুইটি অর্থ হইতে পারে :—(১) “যৌবনে বহুস্থলে বিচরণ করিয়া (বহু-চরন্তী) পরিচারিকী অবস্থায় তুমি আমাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানিনা তোমার কোন গোত্র”।

(২) যৌবনে পরিচারিকীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিয়া (বহু-চরন্তী) তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানিনা তোমার কোন গোত্র।

যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক না কেন—সিদ্ধান্ত এই :—

এক স্থলে বাস করিয়াই হউক, বা বহুস্থলে বিচরণ করিয়াই হউক, জবালা যৌবনকালে বণিতারূপে বহু পুরুষের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কে সত্যকামের জনক ইহা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। এইজগ্গাই জবালা সত্যকামের গোত্রাদি বলিতে পারেন নাই।

হারিঙ্গমত গোতমও ইহাই বুঝিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি বলিবেন কেন—“অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার বলিতে পারেন না। …… তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।”

সত্যকাম এমন কি বলিয়াছিলেন যাহা অব্রাহ্মণ, বলিতে পারে না ? ইহা নিশ্চয়ই কোন কলঙ্কের কথা এবং এ কলঙ্ক মাতৃ-কলঙ্ক। গোতম যখন দেখিলেন যে সত্যকাম সত্যের অমুরোধে সরলভাবে মাতৃ-কলঙ্কের কথাও প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ এ প্রকার সরল ও সত্যবাদী হইতে পারে না। এইরূপে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন যে, সত্যকাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য কিনা তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

৪।৪।৫। অগাঃ—ই লুঙ, ২।১ ; ‘ই’স্থলে ‘গা’ আদেশ। কেহ কেহ বলেন প্রাচীনকালে গতিস্থচক ‘গা’ ধাতুর প্রচলন ছিল। সেই ধাতু হইতেই ‘অগাঃ’ হইয়াছে।

‘চতুঃশতাঃ’—স্ত্রীং দ্বিতীয়ার বহুবচন। শত সহস্রাদি শব্দের প্রচলিত প্রয়োগ ক্লীং একবচন—যেমন রামকথনে চতুঃশতম্ দৈত্যান্ (৭২৩।১২)। কিন্তু অত্র প্রকার প্রয়োগও আছে যেমন—শতং শতাঃ (বনপর্ব ১৭২।২ মাঃ সংস্করণ) সপ্তশতাঃ (আদিঃ ৩।৬১), ত্রিশতাঃ (আঃ ৩।৬০) ইত্যাদি। প্রাচীন সাহিত্যে উভয় প্রকার প্রয়োগই দেখা যায়।

চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল প্রথমপাদ—‘প্রকাশবান্’

১। অথ হৈনমৃষভোহভ্যুবাদ সত্যকাম ও ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্য্যাকুলম্ ।

২। ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাচী দিক্শা প্রতীচী দিক্শা দক্ষিণা দিক্শো দীচী দিক্শৈষ^১ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-বান্নাম ।

১। অথ হ এনম্ (ইহাকে) ঋষভঃ (এক বৃষ) অভি+উবাদ (বলিল):—সত্যকাম ও (হে সত্যকাম! ও পুত্রস্বরের চিহ্ন)’ ইতি। ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ=ভগবন্!) ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (প্রত্যুত্তর করিল)। প্রাপ্তাঃ (প্রাপ্ত) সোম্য! সহস্রম্ স্মঃ (স্ম ধাতু; হইয়াছি)। প্রাপয় (প্র+আপ্ গিচ; লইয়া যাও) নঃ (আমাদিগকে) আচার্য্যাকুলম্ (আচার্য্যগৃহে)।

২। ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) চ তে (তোমাকে) পাদম্ (এক পাদকে অর্থাৎ

১। তখন একটি বৃষ তাহাকে বলিল:—‘হে সত্যকাম!’ সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিল—‘হে ভগবন্!’ (বৃষ বলিল)—‘হে সোম্য! আমরা সহস্র সংখ্য প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদিগকে আচার্য্য কুলে লইয়া চল।

২। তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি’। সত্যকাম বলিলেন

৩। স য এতমেবং বিদ্বাংশচতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-
বানিত্যপাস্তে প্রকাশবানস্মি'ল্লোকে ভবতি প্রকাশবতো হ
লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশচতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-
বানিত্যপাস্তে।

চতুর্থাংশকে) ব্রবানি (বলি) ইতি । ব্রবীতু (বলুন) মে (আমাকে)
ভগবান্ (:১১) ইতি । তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিল) :—
প্রাচী দিক্ (পূর্বদিক) কলা (এককলা অর্থাৎ ১৬) ; প্রতীচী
(পশ্চিম) দিক্ কলা ; দক্ষিণা দিক্ কলা ; উদীচী (উত্তর) দিক্
(কলা) । এষঃ বৈ (ইহাই) সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদঃ (চারিকলা
বিশিষ্ট এককলা) ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম ।

৩। সঃ যঃ (২।১১।২ মন্তব্য) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এই
প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) চতুষ্কলম্ পাদম্ (২।১) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের)
প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে (উপাসনা করে), প্রকাশবান্ (প্রখ্যাত,
প্রতিষ্ঠাবান্) অস্মিন্ লোকে (এষ্ট লোকে) ভবতি (হন),
প্রকাশবতঃ হ লোকান্ (উজ্জল লোকসমূহকে) জয়তি (জয় করেন)
যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে
(দিকৃতি সমাপ্তিসূচক) ।

‘হে ভগবন্! আমাকে বলুন’ । বৃষ তাহাকে বলিল—‘পূর্বদিক ব্রহ্মের
এক কলা ; পশ্চিমদিক এক কলা, দক্ষিণদিক্ এক কলা এবং উত্তর
দিক্ এক কলা । হে সোম্য! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ ।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে
‘প্রকাশবান্’ রূপে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে প্রতিষ্ঠাবান্ হন ;
এবং (মৃত্যুর পর) উজ্জল লোকসমূহ জয় করেন ।

চতুর্থাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

ব্রহ্মের চতুষ্কল দ্বিতীয় পাদ---‘অনন্তবান্’

১। অগ্নির্থে পাদং বক্তেতি স হ শোভতে গা অভি-
প্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা
উপক্ৰম্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙ উপবিবেশ ।

১। অগ্নিঃ ত্রৈ(তোমাকে) পাদম্ (২।১) বক্তা (বচলুট; বলিবে ;
কিংবা বক্তৃ শব্দের ১।১) ইতি । সঃ (সে) ২ ষঃ ভূতে (পরদিনে) গাঃ
(গোসমূহকে) অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার (প্রস্থান করাইল) । তাঃ
(সেই গোসমূহ) যত্র (যেখানে) অভিসায়ম্ বভূবুঃ (সায়ংকাল প্রাপ্ত
হইল ; সায়ংকালে একত্র হইল), তত্র (সেই স্থানে) অগ্নিম্ উপ-
সমাধায় (উপ + সম্ + আ + ধা ; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া) গাঃ উপক্ৰম্য
(অবরোধ করিয়া) সমিধম্ আধায় (আহরণ করিয়া) পশ্চাৎ অগ্নেঃ
(অগ্নির পশ্চাৎভাগে) প্রাঙ (পূর্বমুখ হইয়া) উপ + উপবিবেশ
(‘গো ও অগ্নির’ সমীপে উপবেশন করিল) ।

১। (বৃষ আরও বলিল) ‘অগ্নি তোমাকে একপাদ বলিবে ।’
পরদিন সত্যকাম গো-সমূহ লইয়া (গুরুগৃহাতিমুখে) প্রস্থান করিল ।
গো-সমূহ যে স্থলে সায়ংকালে একত্র হইল, সেই স্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত
করিয়া, গো-সমূহকে আবদ্ধ করিয়া, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির
পশ্চাৎভাগে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিল ।

২। তমগ্নিরভ্যবাদ সত্যকাম ও ইতি ভগব ইতি হ
প্রতিশুশ্রাব ।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রহ্মণীতি ব্রবীতু মে
ভগবান্‌তি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলান্তরিক্ষঃ কলা ত্যোঃ
কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোহনন্ত-
বান্নাম ।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্ত-

২। তম্ (তাহাকে) অগ্নিঃ অভি+উবাদ (বলিল)—সত্য কাম
ও ইতি । ভগবঃ ইতি হ প্রতিশুশ্রাবঃ (৪।৫।১ টী।) ।

৩। ‘ব্রহ্মণঃ (সোম্য !) তে পাদম্ ব্রহ্মণীতি । ‘ব্রবীতু মে
ভগবান্’ ইতি । তস্মৈ হ উবাচ—পৃথিবী কলা ; অন্তরিক্ষম্ কলা ;
দ্যৌঃ কলা ; সমুদ্রঃ কলা ; এষঃ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ
‘অনন্তবান্’ নাম (৪।৫।২) ।

৪। সঃ যঃ (২।১।২) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ

২। অগ্নি তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—“সত্যকাম” । সত্যকাম
উত্তর করিল “হে ভগবান্ ”

৩। অগ্নি বলিল ‘হে সোম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি ।’
সত্যকাম বলিল—“ভগবান্ আমাকে বলুন” । অগ্নি তাহাকে বলিল—
“পৃথিবী এক কলা ; অন্তরিক্ষ এক কলা ; দ্যুলোক এককলা ; সমুদ্র
এক কলা । হে সোম্য ! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ ; ইহার নাম
‘অনন্তবান্’ ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে ‘অনন্তবান্’

বানিত্যপাস্তেহনস্তবানশ্মিল্লোকে ভবত্যানস্তবতো। হ লোকাঙ্ঘয়তি
য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনস্তবানিত্যপাস্তে।

‘অনস্তবান্’ ইতি উপাস্তে, অনস্তবান্ অশ্মিন্ লোকে ভবতি, অনস্তবতঃ
হ লোকান্ (অনস্তবান্ অর্থাৎ অক্ষয় লোক-সমূহকে) জয়তি, যঃ এতন্
এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ অনস্তবান্ ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩)।

বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনস্তবান্ হন এবং
(মৃত্যুর পর) অনস্তবান্ (অর্থাৎ অক্ষয়) লোক-সমূহ জয় করেন।

মন্তব্য ।

২

৪.৬।১। অগ্নিঃ কৃতে = অগ্নিস্তে; ‘অগ্নিষ্টে’ বৈদিকপ্রয়োগ। অভিসায়ম্
বভূবুঃ অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে (ক) অভিসায়ম্ বভূবুঃ =
সায়ংকালের অভিমুখী হইয়াছিল; অভিসায়ম্ = সায়ংকালের অভিমুখ।
সায়ম্ অভিবভূবুঃ = সায়ংকালকে প্রাপ্ত হইয়াছিল বা সায়ংকালের
অভিমুখ হইয়াছিল। অভি + ভূ ধাতুর অর্থ পশ্চন্ন করা, প্রাপ্ত
হওয়া বা অভিমুখ হওয়া। ঋগ্বেদে একস্থলে (৪।৩১।৩) আছে
“অগ্নিঃ ভবামি”। এখানে অভিভবামি অর্থ অভিমুখ হওয়া বা
প্রাপ্ত হওয়া। ভট্টিকাব্যে (৬।১১৭) সম্ভবতঃ প্রাপ্তি অর্থেই
‘অভি + ভূ’ ব্যবহৃত হইয়াছে। আনন্দগিরি বলেন ‘উপ উপবিবেশ’
অংশে ‘উপ’ দুই বার থাকায় বুঝিতে হইবে ‘গো ও অগ্নি উভয়েরই
সমীপে উপবেশন করিবার কথা বলা হইয়াছে।’

চতুৰ্থাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুৰ্দ্ধক তৃতীয় পাদ—‘জ্যোতিষ্মান্’

১। হংসস্তে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভি-
প্রস্থাপয়াক্কার তা যত্রাভিনায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমূপসমাধায় গা
উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙ্ উপপবিবেশ।

২। তং হংস উপনিপত্যাত্মবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব
ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

১। হংসঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ শ্বঃভূতে গাঃ অভি-
প্রস্থাপয়াক্কার। তাঃ যত্র অভিমাধম্ বভূবুঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমা-
ধায়, গাঃ উপরুধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেশ
(৪৬।১)।

২। তম্ হংসঃ উপনিপত্য (উড়িয়া আসিয়া) অভি+উবাদ—
‘সত্যকাম ৩’ ইতি। ‘ভগবঃ’ ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (৪।৫২)।

১। (বৃষ আরও বলিল) ‘হংস তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিবে।’
পরদিন সত্যকাম গো লইয়া (আচার্য্যের গৃহীতিমুখে) প্রস্থান করিল।
সায়ংকালে তাহার যথানে একত্র হইল, সেইখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত
করিয়া, গো-সমূহকে অংকুর করিয়া, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাৎ-
ভাগে পূর্ব মুখ হইয়া উপবেশন করিল।

২। হংস তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিল ‘হে সত্যকাম !’
সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিল ‘ভগবন্’।

হংস বলিল ‘হে সোম্য। তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি।’ সত্যকাম
বলিল ‘ভগবান্ আমাকে বলুন’।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্বাং কলৈষ বৈ সোম্য চতুৰ্ভুজঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্মম ।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুৰ্ভুজঃ পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতি-
ধ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিন্ লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ
লোকোজ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুৰ্ভুজঃ পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতি-
ষ্মানিত্যুপাস্তে ।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য, তে পাদম্ ব্রবাণি ইতি । ‘ব্রবীতু মে ভগবান্’
ইতি । তস্মৈ ২ উবাচ—‘অগ্নিঃ কলা ; সূর্য্যঃ কলা ; চন্দ্রঃ কলা ; বিদ্বাং-
কলা । এষঃ বৈ, সোম্য, চতুৰ্ভুজঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম
(৪:৫।২) ।

৪। সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুৰ্ভুজম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্
ইতি উপাস্তে, জ্যোতিষ্মান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, জ্যোতিষ্মতঃ ২
লোকান্ (জ্যোতিষ্মদ লোক সমূহকে) জয়তি—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্
চতুৰ্ভুজম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে (৪।৫।৩) ।

৩। হংস তাহাকে বলিল—অগ্নি এক কলা, সূর্য্য এক কলা, চন্দ্র
এক কলা, বিদ্বাং এককলা । হে সোম্য ! ইহা ব্রহ্মের এক চতুৰ্ভুজ
পাদ ; ইহার নাম জ্যোতিষ্মান্ ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুৰ্ভুজ পাদকে
জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান্
হন, এবং (যুহার পরে) জ্যোতিষ্মদ লোকসমূহ লাভ করেন ।

চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুর্কল চতুর্থ পাদ—‘আয়তনবান্’

১। মদগুণ্ডে পাদং বক্তেতি স হ খোভূতে গা অভি-
প্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বহুবৃন্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা
উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ।

২। তং মদগুরুপনিপত্যাভ্যবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব
ইতি প্রতিশুশ্রাব।

১। মদগুণ্ডঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ খঃভূতে গাঃ অভি-
প্রস্থাপয়াঞ্চকার। তাঃ যত্র অভিষায়ম্ বভূবুঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায়,
গাঃ উপরুধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাঙু উপ উপবিবেশ
(৪।৬।১)।

২। তম্ মদগুণ্ডঃ উপনিপত্য (৪।৫।৩) অভি+উবাদ ‘সত্যকাম
৩’ ইতি। ‘ভগবঃ’ ইতি হ প্রতি শুশ্রাব (৪।৫।২)।

৩

১। (হংস আরও বলিল) ‘মদগুণ্ড তোমাকে (ব্রহ্মের) একপাদ
বলিবে’। পরদিবস সত্যকাম গো লইয়া (গুরু গৃহাভিমুখে) প্রস্থান
করিল। যে স্থলে তাহার সায়ংকালে একত্র হইল, সেই স্থলে সত্যকাম
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, গো সমূহকে অবরোধ করিয়া, সমিধ্ আনয়ন
করিয়া অগ্নির পশ্চাত্তাঙ্গে পূর্বমুখে উপবেশন করিল।

২। মদগুণ্ড তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—
‘সত্যকাম!’ তাহার উত্তরে সত্যকাম বলিল ‘ভগবন্!’

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগ-
বানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ-
কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলং পাদো ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্নাম ।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তন-
ধানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিন্‌লোকে ভবত্যাযতনবতো হ
লোকাশ্চয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ
আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥

৩। ‘ব্রহ্মণঃ, (সোম্য, তে পাদম্ ব্রবাণি) ইতি ‘ব্রবীতু মে ভগবান্’
ইতি । তস্মৈ হ উবাচ ‘প্রাণঃ কলা ; চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রম্ কলা ; মনঃ
কলা । এষঃ বৈ সোম্য, চতুষ্কলং ব্রহ্মণঃ ‘আয়তনবান্’ নাম (৪।৫.২) ।

৪। সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ ‘আয়তনবান্’
ইতি উপাস্তে, আয়তনবান্ অস্মিন্‌লোকে ভবতি, আয়তনবতঃ হ
লোকান্ (আয়তনবান্ লোকসমূহকে) জয়তি—যঃ এতম্ এবম্
বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে (৪.৫.৩) ।

৩। মদগু বলিল ‘হে সোম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি ।’
(সত্যকাম বলিল) ‘ভগবান্ আমাকে বলুন’ ।

মদগু বলিল ‘প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, শ্রোত্র এক কলা,
মন এক কলা । হে সোম্য ! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ—ইহার
নাম আয়তনবান্ (অর্থাৎ আশ্রয়বান্) ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে
আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান্
(অর্থাৎ আশ্রয়বান্) হন এবং (মৃত্যুর পরে) আয়তনবান্ লোক-
সমূহ লাভ করেন ।’

চতুর্থাধ্যায়ের নবম খণ্ড

সত্যকাম জাবালের প্রকৃতি-লব্ধ ও মানব-লব্ধ শিক্ষা

১। প্রাপ হাচার্য্যকুলং তমাচার্য্যোহভ্যবাদ সত্যকাম ৩।
ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব।

২। ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কোন্সু বান্ধুশশাসেত্যন্তে
মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজ্ঞন্তে ভগবাংস্তেব মে কামে ক্রমাৎ।

১। প্রাপ (প্র+আপ্, লিট্; প্রাপ্ত হইল) হ আচার্য্যকুলম্
(আচার্য্যগৃহকে)। তম্ (তাহাকে) আচার্য্যঃ অভ্যবাদ (বলিলেন)
—“সত্যকাম ৩।” ইতি। ‘ভগবঃ’ ইতি হ প্রতিশুশ্রাব (৪।৫।১)।

২। ব্রহ্মবিং ইব (ব্রহ্মবিদের স্তায়) বৈ সোম্য ভাসি (দীপ্তি
পাইতেছে)। কঃ (কে) ত্ব বা (তোমাকে) অমুশশাস (অমু+শাস্
লিট্; উপদেশ দিয়াছে)? ইতি। “অন্তে মনুষ্যেভ্যঃ” (মনুষ্য হইতে
অন্ত) ইতি হ প্রতিজ্ঞন্তে (প্রতি+জ্ঞা লিট্=বলিল)। ‘ভগবান্
(১।১) তু এব মে কামে (আমার ইচ্ছাতে; কিংবা মে—আমাকে
বা আমার; কামে অভীষ্টবিষয়ে) ক্রমাৎ (বলুন)।

১। (অনন্তর) সত্যকাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইল। আচার্য্য
গৌতম তাহাকে সোধোদন করিয়া বলিলেন—“সত্যকাম! প্রত্যুত্তরে
সত্যকাম বলিল ‘ভগবন্’।

২। (আচার্য্য বলিলেন) ‘হে সোম্য! তুমি ব্রহ্মবিদের স্তায় দীপ্তি
পাইতেছে। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে?’

সত্যকাম বলিল ‘মনুষ্য ভিন্ন অন্ত’। ভগবানই আমাকে অভীষ্ট

৩। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্বশেষ্য আচার্য্যাক্ষেব বিদ্যা
বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্ত্ব হ ন
কিংচন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ।

* ৩। শ্রুতম্ হি এব মে (আমি শুনিয়াছি ; “মে” = ময়া = আমা
কর্তৃক) ভগবদ্ দৃশ্যভ্যঃ (ভবাদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে), আচার্য্যাত্ত্ব
হ এব (আচার্য্য হইতে) বিদ্যা বিদিতা (বিদ্যা বিদিত হইলে) সাধিষ্ঠম্
(সাধু + ইষ্ঠ, পা: ৬.৪।১৫৫ সাধুতমত্ব) প্রাপয়তি (প্র + আপ নিচ্ ;
প্রাপ্ত করায়) ইতি । তস্মৈ (সত্যকামকে) হ. এতৎ এব (এই
বিদ্যাকেই) উবাচ (বলিলেন) । অত্ (এই বিষয়ে) হ ন (না)
কিংচন (কিছুই) বীয়ায় (বি + ই লিট্ ; পরিত্যক্ত হইয়াছে) ইতি ;
বীয়ায় ইতি (দ্বিগুক্তি সমাপ্তিসূচক) । পাঠান্তর — ‘প্রাপয়তীতি’
স্থলে ‘প্রাপতীতি’ এবং ‘প্রাপদিতি’ ।

বিষয়ে উপদেশ দিন্ (কিংবা আমার ইচ্ছা ভগবানই আমাকে
উপদেশ দিন) ।

৩। ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে আচার্য্য হইতে
বিদ্যা লাভ করিলেই তাহা কল্যাণতম হয় । (অনন্তর) আচার্য্য
সত্যকামকে সেই সমুদয়ই (অর্থাৎ বৃষ, অগ্নি, হংস, এবং মদগু যে সমুদয়
উপদেশ দিয়াছিল সেই সমুদয়ই) বলিলেন, তাহার কিছুই পরিত্যক্ত
হয় নাই ।

চতুর্থাধ্যায়ে দশম খণ্ড

উপকোসল কামলায়ন-প্রাপ্ত অগ্নিবিদ্যা

১। উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে
ব্রহ্মচর্য্যমুবাস তস্তং হ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার স হ স্মাত্মানন্তে-
বাসিনঃ সমাবর্তয়ন্তং হ স্মৈব ন সমাবর্তয়তি ।

২। তং জায়োবাচ তৎ। ব্রহ্মচারী কুশলময়ীন্পরিচ-
চারীন্মা স্বাগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্ প্রক্ৰহ্যস্মা ইতি তস্মৈ হাপ্রোচ্যেব
প্রবাসাং চক্রে ।

১। উপকোসলঃ হ বৈ কামলায়নঃ (কমলের পুত্র) সত্যকামে
জাবালে (সত্যকাম জাবালের নিকট) ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস (ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল) । তস্য ২ (সত্যকামের) দ্বাদশবর্ষাণি
(১২ বৎসর) অগ্নীন্ (২৩) পরিচচার (পরি + চৰ্ লিট্ = পরিচর্য্যা
করিয়াছিল) । সঃ (গুরু) ২ স্ম (২, বৈ ইত্যাদির অমুরূপ
অব্যয়) স্মাত্মান্ অস্তেবাসিনঃ (অগ্নিশিষ্যগণকে) সমাবর্তয়ন্
(সম্ + আ + বৃৎ লিট্ শত্ সমাবর্তন করাইয়া ; ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পর গৃহে
প্রত্যাগমনের নাম 'সমাবর্তন') তম্ (তাহাকে) ২ স্ম (সমাবর্তয়তি +)
এব ন (না) সমাবর্তয়তি (সমাবর্তন করাইলেন) । পাঠান্তর :—
'উপকোসল' স্থলে 'উপকোশল' ।

২। তম্ (সত্যকামকে) জায়া উবাচ (বলিলেন)—“তথঃ

১। উপকোশল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল এবং দ্বাদশবর্ষ গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা
করিয়াছিল । সত্যকাম অন্য শিষ্যদিগকে সমাবর্তন করাইলেন কিন্তু
উপকোশলকে সমাবর্তন করাইলেন না ।

২। তাহার জায়া তাহাকে বলিলেন—‘ব্রহ্মচারী তপস্তাহুক্ত হইয়া

৩। স হ ব্যাধিনানশিতুং দধ্রে। তমাচার্য্যজ্ঞায়োবাচ
ব্রহ্মচারিগ্ৰন্থান কিংসু নান্নাসীতি। স হোবাচ বহব ইমেহস্মিন্
পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোহস্মি নাশিষ্যামীতি।

(তপস্শাস্ত্রযুক্ত বা ক্লিষ্ট) ব্রহ্মচারী (কুশলমূনৈপুণ্যসহকারে) অগ্নীন্
(২।৩) পরিচচারীৎ (বৈদিকপ্রয়োগ=পর্য্যচারীৎ=পরি+অচারীৎ,
চব্ ধাতু লুঙ; কিংবা,=পরিচচার=পরি+চব্. লিট্=পরিচর্য্যা
করিয়াছে)। মা (না) ত্বা (তোমাকে) অগ্নয়ঃ (১।৩) পরি প্রবোচন্
(=পরিপ্রবোচন=পরি+প্র+ অবোচন্ লুঙ; 'মা' যোগে
'অবোচন্' এবং 'অ' লোপ;=নিন্দা করক)। প্রজুহি (উপদেশ
দাও) অস্মৈ (ইহাকে) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) ২ অপ্ৰোচ্য (অ+
প্র+উচ্য=উপদেশ না দিয়াই) প্রবাসাঞ্চক্রে (প্রবাসে চলিয়া
গেলেন)।

৩। সঃ (উপকোশল) ২ ব্যাধিনা (ব্যাধিবশতঃ; মানসিক দুঃখ-
বশতঃ) অন শতুম্ (অনাহারে থাকিতে) দধ্রে (ধু, লিট্; ধারণ করিয়াছিল,
মনন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) আচার্য্য-জ্ঞায়া উবাচ—
ব্রহ্মচারিন্! অশান (অশ্; ভোজন কর)। কিম্ হু (কেন)
ন অন্নাসি (ভোজন করিতেছ না)? ইতি। সঃ (সে) ২ উবাচ—

(অথবা ক্লেণ করিয়া) নৈপুণ্যসহকারে অগ্নির পরিচর্য্যা
করিয়াছে। অগ্নি যেন তোমাকে নিন্দা না করে—তুমি ইহাকে
উপদেশ দাও'। (কিন্তু) তিনি উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে
চলিয়া গেলেন।

৩। উপকোশল মনোদুঃখে অনশন (ব্রত) ধারণ করিল। তখন
আচার্য্য-জ্ঞায়া তাহাকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারিন্! ভক্ষণ কর; তুমি
কেন আহার করিতেছ না'?

৪। অথ হাগ্নয়ঃ সমুদিরে তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ
পৰ্বচারীকৃত্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ প্রাপৌ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম
খং ব্রহ্মোতি ।

বহবঃ (বহ) ইমে (কামাঃ—এই সমুদয় কামনা) অগ্নিন্
পুরুষে (এই পুরুষে অর্থাৎ আমাতে) কামাঃ (কামনাসমূহ)
নানাত্যয়াঃ (নানা+অত্যয়া ; ‘ই’ ধাতু হইতে ‘অত্যয়’ ;
‘ই’ গতিসূচক ; নানাত্যয়াঃ=নানাদিকে যাহাদিগের গতি) ;
ব্যাধিভিঃ (ব্যাধিসমূহ দ্বারা) প্রতিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) অগ্নি (হই) ন
(না) অশিষ্যামি (অশ্ ; ভক্ষণ করিব) ।

৪। অথ ই অগ্নয়ঃ (১১৩) সম্+উদিরে (সম্+বদ্, লিট্,
বলিতে লাগিল)—“তপ্তঃ (তপস্যাশীল, ক্লিষ্ট) ব্রহ্মচারী কুশলম্
(নিপুণতার সহিত) নঃ (আমাদিগকে) পরি+অচারীৎ (চর, লুঙ্ ;
পরিচর্যা করিয়াছে) । হস্ত (আদরসূচক অব্যয়) অস্মৈ (ইহাকে)
প্রব্রবামঃ (উপদেশ দিই) ইতি । তস্মৈ (তাহাকে) হ উচুঃ
(বলিয়াছিল) ‘প্রাণঃ ব্রহ্ম, কন্ (ক=স্থ) ব্রহ্ম ; থন্ (থ=আকাশ)
ব্রহ্ম ইতি ।”

উপকোশল বলিল ‘এই পুরুষে (অর্থাৎ আমাতে) নানা দিকে
গতিবিশিষ্ট অনেক কামনা রহিয়াছে । আমি নানা ব্যাধিতে (অর্থাৎ
মানসিক দুঃখে) পরিপূর্ণ । আমি আহা করিব না’ ।

৪। অনন্তর অগ্নিগণ (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবণীয় এই তিন
অগ্নি) পরস্পর বলিতে লাগিল—“এই তপোনিরত ব্রহ্মচারী যত্নের সহিত
আমাদিগকে পরিচর্যা করিয়াছে । আমরা ইহাকে উপদেশ দিই ।
অনন্তর তাহারা বলিল :—“প্রাণই ব্রহ্ম ; ক (অর্থাৎ স্থ) ই ব্রহ্ম থ
অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম ।”

৫। স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম কঞ্চ তু
খঞ্চ ন বিজানামীতি । তে হোচূৰ্য্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব
খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাষ্ট্মৈ তদাকাশং চোচুঃ ॥

৫। সঃ (সে) ২ উবাচ (বলিল)—“বিজানামি (জানি)
অহম্ (আমি) যৎ (যে) প্রাণঃ ব্রহ্ম । কম্ চ (ক অর্থাৎ স্তম্ভকে)
তু খম্ চ (খ অর্থাৎ আকাশকে) ন বিজানামি” ইতি । তে (তাহারা)
২ উচুঃ (বলিল)—“যৎ (যাহা) বাব ‘কম্’ (স্তম্ভ), তৎ (তাহা)
এব খম্ (আকাশ); যৎ এব ‘খম্’, তৎ এব ‘কম্’ ইতি । প্রাণম্ চ
(প্রাণকে) ২ অষ্ট্মৈ (ইহাকে, উপকোশলকে) তৎ আকাশম্ চ উচুঃ
(বলিয়াছিল) ॥

৫। উপকোশল বলিল—“প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা জানি; কিন্তু ‘ক’
এবং ‘খ’ (যে ব্রহ্ম, তাহা) জানি না ।”

তাহারা বলিল “যাহা ‘ক’ তাহাই ‘খ’ এবং যাহা ‘খ’ তাহাই ‘ক’ ।

‘ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ’ তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিল ।

মন্তব্য

৪।১০।১। “পরিপ্রবোচন” ইত্যাদি । কেহ কেহ ইহা এইরূপ অর্থ
করেন “তোমার অগ্রে অগ্নিসমূহ যেন ইহাকে উপদেশ না দেয়
সুতরাং তুমিও ইহাকে উপদেশ দেও ।”

৪।১০।৪। সমুদ্বিরে—সম্+উদ্বিরে—সম্+বদ, লিট্, ৩।৩। পাঃ

১৩:৪৮ অক্ষসারের 'বদ্' ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। প্রাচীনকালে 'বদ্' ধাতু আত্মনেপদীভেদে ব্যবহৃত হইত, যেমন মহাভারতের আদিপর্বে (১৪০।৬১, যাঃ সংস্করণ) বনপর্বে (৬৭।১১, ২২২।৩৬) শান্তিপর্বে (২৭৫।৬৮) ও অকুশাসন পর্বে (২২৭।৩০) 'বদস্ব' ; উদ্যোগপর্বে (৩০।৩৪) বদেথাঃ ইত্যাদি আত্মনেপদ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৪।১০।৫। 'তদাকাশম্' ইত্যাদি—

তদাকাশম্ = তৎ + আকাশম্।

কেহ কেহ বলেন তৎ = ব্রহ্ম ; তদাকাশম্ = ব্রহ্মস্বরূপ আকাশকে। শব্দের মতে তত্ত্ব আকাশঃ = তদাকাশঃ। তত্ত্ব = সেই প্রাণের, সেই প্রাণসম্বন্ধী। কেহ কেহ 'তৎ' এবং 'আকাশম্' কে পৃথক্ পৃথক্ পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ = ব্রহ্ম, ২।১। কেহ কেহ বলেন তৎ = স্ততরাং।

শেষ অংশের এই সমুদয় অর্থ হইতে পারে :—

(১) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং সেই আকাশের বিষয় বলিয়া ছিলেন। (২) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৩) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং হৃদয়স্থ আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৪) 'ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ'—তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন। (৫) '(ব্রহ্মই) প্রাণ এবং হৃদয়াকাশ' তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন।

চতুর্থাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

১। অথ হৈনং গার্হপত্যোহমুশশাস পৃথিব্যাগ্নিরন্নমাদিত্য
ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি ।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে অপহতে পাপ কৃত্যাং
লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগজীবতি নাস্তাবরপুরুষাঃ
ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ য এতমেবং
বিদ্বানুপাস্তে ।

১। অথ হ এনম্ গার্হপত্যঃ (গার্হপত্য অগ্নি) অমুশশাস (অহু +
শাস্ লিট্, উপদেশ দিয়াছিল)—“পৃথিবী, অগ্নি: অন্নম্, আদিত্যঃ” ইতি ।
যঃ এষঃ (এই যে) আদিত্যে পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন), সঃ (তিনি)
অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ; সঃ এব (তিনিই) অহম্ অস্মি ইতি ।

২। সঃ যঃ (২।১১।১) এতম্ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান
(জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করে), অপহতে (বৈদিকপ্রয়োগ =
অপহন্তি = বিনাশ করে) পাপকৃত্যাম্ (পাপকৃত্য ২।১, পাপকর্ম্মকে)
লোকী (লোকবান্) ভবতি (হয়), সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোগ্

১। অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি উপকোশলকে বলিল—পৃথিবী, অগ্নি,
অন্ন ও আদিত্য (ইহারাই আমার তহু বা ব্রহ্মের তহু)। আদিত্য-
মণ্ডলে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি ।

২। (তৎপর সমুদয় অগ্নি বলিল)—যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া
উপাসনা করেন, তিনি পাপ কর্ম্ম বিনাশ করেন, (গার্হপত্য অগ্নির)

জীবতি, ন (না) অস্যা (ইহাৰ) অবর পুরুষাঃ (অধন্তন পুরুষগণ
অৰ্থাৎ পুত্ৰপৌত্ৰাদি) কীয়ন্তে (কী ; কয় হয়) ; উপ (+ ভূজামঃ)
বয়ম্ (আমৰা) ভূম্ (তাহাকে) ভূজামঃ ; (প্ৰাচীন প্ৰয়োগ ; = ভূজ্যমঃ ;
উপভূজ্যমঃ = উপভোগ কৰি, পালন কৰি) অশ্বিন্ চ লোকে (এই
লাকে) অশ্বিন্ চ (ঐ লোকেও, পরলোকেও)—যঃ এতম্ এবম্
বিদ্বান্ উপাশ্বন্তে (দ্বিক্ৰতি) । (২।১।১২ ভ্ৰঃ) ।

লোক প্ৰাপ্ত হন, পূৰ্ণ আয়ুলাভ করেন, উজ্জ্বল (বা দীৰ্ঘ) জীবনধারণ
করেন, তাঁহাৰ অধন্তন পুরুষগণ (অৰ্থাৎ সন্তানগণ) কয়প্ৰাপ্ত হয় না ।
ইহলোকে এবং পরলোকেও আমৰা তাহাকে রক্ষা কৰিয়া থাকি ।

মন্তব্য

৪।১।১১ । ‘ভূজামঃ’—ভোজনার্থে ‘ভূজ’ ধাতু কৃধাদিগণীয়। কিন্তু
প্ৰাচীনকালে এই অৰ্থে অস্ত্ৰ প্ৰকাৰ প্ৰয়োগও দেখা যায়। মহাভাৰতে
ভূজ্ঞে (অঙ্কঃ ১৬।১২৭, ২১৬।৬০ ইত্যাদি), ভূজীয়াম্ (অঙ্কঃ ৪৫।৩৪২,
আশ্ৰঃ ৪।৭৬, বনঃ ৬২।৬২ ইত্যাদি) ভূজীয়াং (শাস্তিঃ ১০।৩) ইত্যাদি
প্ৰয়োগ পান্ধয়া যায়। পালিসাহিত্যে ভূজতি (কথা বৎখু ১৭।৮
বহুবার) ভূজামি (কসি ভাৰদ্বাজ সূ ৩।৪) ইত্যাদিৰ প্ৰয়োগ আছে ।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

দক্ষিণায়াবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

১। অথ হৈনমব্ধাহার্যাপচনোহমুশশাসাপো দিশো
নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি
স এবাহমস্মীতি ।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপ-কৃত্যাং
লৌকীভবতি সর্বমাস্মরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্ত্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত
উপ বয়ং তং ভুঞ্জা মোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ য এতমেবং
বিদ্বানুপাস্তে ।

১

১। অথ হৈনম্ অব্ধাহার্যাপচনঃ (অব্ধাহার্যাপচন নামক অগ্নি,
দক্ষিণায়া) অমুশশাস—“আপঃ (১।৩, জল), দিশঃ (দিক্‌সমূহ),
নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ) চন্দ্রমা ইতি । যঃ এষঃ চন্দ্রমসি (চন্দ্রমাতে)
পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম্ অস্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি, ইতি (৪।১.১)।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ টীকা) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে অপহতে

১। অনন্তর দক্ষিণায়া উপকোশলকে এই উপদেশ দিল :—জল,
দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রসমূহ, চন্দ্রমা—(ইহারা আমার তত্ত্ব বা ব্রহ্মের তত্ত্ব) ।
চন্দ্রমাতে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি

পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি, সৰ্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ত জীবতি
ন অগ্য অবর পুরুষাঃ কীর্ত্তে; উপ বয়ম্ তম্ ভুঞ্জামঃ অগ্নিন্
চ লোকে, অমুগ্নিন্ চ; বঃ এতম্ এবম্ বিধান্ উপান্তে (৪।১।১২ জঃ) ।

পাপ কৰ্ম্ম বিনাশ করেন, (দক্ষিণাগ্নির) লোক প্রাপ্ত হন, পূৰ্ণ আয়ুলাভ
করেন, উজ্জল (বা দীৰ্ঘ) জীবন ধারণ করেন । তাঁহার অধন্তন পুরুষগণ
(অৰ্থাৎ সম্ভাৰগণ) কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয় না । ইহলোকে এবং পরলোকেও
আমরা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি ।

চতুর্থাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

আহবনীয়াগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সৰ্ব্বগত

১। অথ হৈনমাহবনীয়োহমুশশাস প্রাণ আকাশো
দ্যৌর্বিদ্যাদিতি য এষ বিদ্যাতি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স
এবাহমস্মীতি ।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপকৃত্যাং
লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত
উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ য এতমেবং
বিদ্বানুপাস্তে ।

১। অথ ২ এনম্ আহবনীয়ঃ অমুশশাস—প্রাণঃ আকাশঃ, দ্যৌঃ
বিদ্যাৎ ইতি । যঃ এষঃ বিদ্যাতি (বিদ্যাতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম
স্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি ইতি (৪।১১।১ ত্রঃ) ।

২। সঃ যঃ (২।১১।২ টীকা) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, অপহতে

১। অনন্তর আহবনীয় অগ্নি তাহাকে এই উপদেশ দিল—প্রাণ,
আকাশ, দ্যৌ, এবং বিদ্যাৎ—ইহারা (আমার তম্বু কিংবা ব্রহ্মের তম্বু) ।
বিদ্যাতে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি

পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি, সৰ্কম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ত জীবতি, ন অস্যা
অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বহম্ তম্ ভুঞ্জামঃ, অগ্নিন্ চ লোকে অমুগ্নিন্
চ—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে ।

পাপকৰ্ম্ম বিনাশ করেন, (আহবনীয় অগ্নির) লোক প্রাপ্ত হন,
পূৰ্ণ আয়ু লাভ করেন, উজ্জল (বা দীৰ্ঘ) জীবন ধারণ করেন । তাঁহাঁর
অধস্তন পুরুষগণ (অৰ্ণাৎ সন্তানগণ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । ইহলোকে
এবং পরলোকেও আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকি ।



চতুর্থাধ্যায় চতুর্দশখণ্ড

অগ্নিবিদ্যার ফল

১। তে হোচুরূপকোসলৈষা সোম্য তেহস্মদ্বিদ্যাঅবিদ্যা
চাচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হান্তাচার্য্যস্তমাচার্য্যোহভ্যা-
বাদোপকোসল ৩ ইতি ।

২। ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ্ ইব সোম্য তে
মুখং ভাতি কো নু ত্বানুশশাসেতি কো নু মানুশিষ্যান্তো
ইতীহাপেব নিরুত ইমে নুনমীদৃশা অগ্নাদৃশা ইতীহাগ্নীনভ্যাদে
কিং নু সোম্য কিম্ তেহবোচমিতি ।

১। তে (তাহার) ২ উচুঃ (বলিয়াছিল)—উপকোশল ! এষা
(এই 'বিদ্যা') সোম্য ! তে (তোমাকে) অস্মৎবিদ্যা (আমাদিগের
সংক্রান্ত বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নি বিদ্যা) আত্মবিদ্যা চ । আচার্য্যঃ তু তে
গতিম্ (গতি, ২।১) বক্তা (বচ্ লুট্ ; বলিবেন) 'ইতি । আজগাম
(আ+গম্ লিট্—প্রত্যাগত হইলেন) ২ অস্ত (ইহার) আচার্য্যঃ ।
তম্ (তাহাকে) আচার্য্যঃ অভি+উবাদ (বলিলেন)—'উপকোশল
৩' ইতি ।

২। ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ ; = ভগবন্ !) ইতি ২ প্রতি

১। অগ্নিগণ তাহাকে বলিল—হে উপকোশল ! তোমাকে এই
অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা (বলি হইল) । আচার্য্য তোমাকে পয়সলোকে
বাইবার) পথের বিষয় বলিবেন । (এই সময়ে) আচার্য্য (প্রবাস
হইতে) প্রত্যাগত হইলেন । তিনি তাহাকে বলিলেন—'উপকোশল'—

২। উপকোশল প্রত্যুত্তর করিল—'ভগবন্' ! আচার্য্য বলিলেন

৩। ইদমিতি হ প্রতিজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য
তেহবোচসং তু তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুঙ্করপলাশ আপো ন
শ্লিষ্যন্ত এবমেবাংবিদি পাপং কৰ্ম ন শ্লিষ্যত ইতি ত্রবীতু মে
ভগবানিতি ভস্মৈ হোবাচ।

ভগবাব (প্রত্যুত্তর করিল)। ব্রহ্মবিদঃ ইব (ব্রহ্মবিদের স্থায়) সোম্য! তে (তোমার) মুখম্ ভাতি (দীপ্তি পাইতেছে)। কঃ (কে) হু ত্বা (তোমাকে) অহুশশাস (অহু+শাস্ লিট্ = অহুশাসন করিয়াছে)? কঃ হু মা (আমাকে) অহুশিষ্যাৎ (অহু+শাস্ বিধিগিৎ; উপদেশ দিবে)? ভোঃ ইতি। ইহ (এই বিষয়ে) অপ (+নিহুতে) ইব (যেন) নিহুতে (নি+হু; গোপন করিল)।

ইমে (এই সমুদয়; অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিল এই অগ্নিসমূহ) নুনম্ (নিশ্চয়ই) ঈদৃশাঃ (এই প্রকার) অন্তাদৃশাঃ (অন্ত প্রকার) ইতি ইহ (এইস্থলে) অগ্নীন্ (অগ্নিসমূহকে লক্ষ্য করিয়া) অভ্যুদে (অভি+বদ্ লিট্ আত্মনেপদ = বলিয়াছিল)—কিম্ (কি) হু সোম্য! কিল তে (তাহারা কিংবা তোমাকে) অবোচন্ (বচ, লুঙ; বলিয়াছে)?

৩। ইদম্ (এই উপদেশ; কি উপদেশ দিয়াছিল, তাহা বর্ণনা

“ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখ দীপ্তি পাইতেছে। তোমাকে কে উপদেশ দিয়াছে?” উপকোশল বলিল—“হে ভগবন্! কে আমাকে উপদেশ দিবে?” এই বলিয়া বিষয়টা যেন গোপন করিল। (তৎপরে) অঙ্গুলি দ্বারা অগ্নিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“এই প্রকার যে অগ্নি, ইহা নিশ্চয়ই অন্ত প্রকার।” (আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন) “অগ্নিসমূহ তোমাকে কি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছে?”

৩। (অগ্নিগণ তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া উপকোশল) বলিল—এই (উপদেশ)।

করিয়া বলিল ‘ইদম্’ এই) ইতি ২ প্রতিজ্ঞে (প্রতি+জ্ঞা লিট্ = প্রত্যুত্তর করিল)। লোকান্ (লোকসমূহকে, লোকসমূহের বিষয়কে) বাব কিল (নিশ্চয়ই) সোমা! তে (তোমাকে; কিংবা তাহার।) অবোচন্ (বলিয়াছে) অহম্ (আমি) তু তে তৎ (তাহা অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে) বক্ষ্যামি (বলিব)।

যথা পুঙ্করপলাশে (পদ্মপত্রে; পুঙ্কর=পদ্ম; পলাশ=পত্র) আপঃ (জল=১।৩) ন স্তিম্যন্তে) সংশ্লিষ্ট হয়), এবম্ (এই প্রকার) এবং বিদি (এবং বিৎ ৭।১; যিনি এই প্রকার জানেন তাহাতে) পাপম্ কর্ণ ন স্তিম্যতে (লিপ্ত হয়) ইতি। ব্রবীতু (বলুন) মে (আমাকে) ভগবান্ (১।১) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) ২ উবাচ।

২

আচার্য্য বলিলেন ‘ইহারা তোমাকে লোকসমূহের কথা বলিয়াছে, আমি তোমাকে তাহার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) কথা বলিব। যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি যিনি এই প্রকার জানেন তাহাতে পাপকর্ষ সংশ্লিষ্ট হয় না।’

উপকোশল বলিল ‘ভগবান আমাকে (তাহা) বলুন।’ আচার্য্য তাহাকে বলিলেন :—(১৬শ খণ্ড দেখ)।

মন্তব্য

৪।১৪।২। ব্যাখ্যাকারগণ ‘গতি’ শব্দের অনেক অর্থ করিয়াছেন (ক) গতি=ফল; অগ্নিগণ যে রিধ্যা শিক্ষা দিয়াছিল, তাহার ফল। (খ) গতি=ব্রহ্মজ্ঞান। অগ্নিগণ অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল; এখানে

ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হইতেছে। (গ) গতি-পথ; পরলোকে গমন করিবার পথ, দেবপথ বা ব্রহ্মপথ। ইহার পরবর্তী খণ্ডে এই পথের কথাই বলা হইয়াছে (৪।১৫।৫ মন্ত্রদ্রষ্টব্য)।

৪।১৪।২। অভ্যাদে = অভি + উদে, বদ্, লিট্ আত্মনেপদ, এ-বিষয়ে
৪।১৫।৪ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। “ঈদৃশাঃ অন্তাদৃশাঃ” অংশের অর্থ শব্দর এই প্রকার করিয়াছেন “এই অগ্নিগণ এখন এইপ্রকার (ঈদৃশাঃ) কম্পমান বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে পূর্বে অন্য প্রকার (অন্তাদৃশাঃ) ছিল।” কেহ কেহ অর্থ করেন “ইহারা কি এই প্রকার না অন্য প্রকার?”

চতুর্থাদ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

অগ্নিপুরুষ ও দেবপথ

১। য এষোহগ্নিনি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্বজ্ঞোতি তদ যদ্যপ্যগ্নিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চন্তি বত্সানী এব গচ্ছতি ।

২। এতং সংযদ্বাম ইত্য্যচক্ষত এতং হি সর্বাণি বামাগ্ভ-
ভিসংযন্তি সর্বাণ্যেনং বামাগ্ভভিসংযন্তি য এবং বেদ ।

১। ‘যঃ এষঃ’ (এই যে) অগ্নিনি (বৈদিক প্রয়োগ ; = অগ্নি, অগ্নি = চক্ষুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) এষঃ আত্মা’ ইতি ২ উবাচ (বলিলেন)—“এতং (ইহা) অমৃতম্ অভয়ম্, এতং ব্রহ্ম ইতি । তং (সেই ব্রহ্ম) যদ্যপি অগ্নিন্ (এই চক্ষুতে) সর্পিঃ বা (২।১, স্মৃত) উদকম্ বা (২।১, জল) সিঞ্চতি (নিক্ষেপ করে) বত্সানী এব (বত্সান্ ক্রীং ২।২ কিংবা বত্সানি ক্রীং ২।২ উভয়দিকে, চক্ষুর উভয় প্রান্তে, চক্ষুর পশ্চাৎ দ্বয়ে) গচ্ছতি (গমন করে) ।

২। এতম্ (ইহাকে) ‘সংযদ্বাম’ ইতি আচক্ষতে (বলা হয়) । এতম্ হি (ইহাকে) সর্বাণি বামাণি (সমুদয় কল্যাণকর বস্তু) অভিসংযন্তি (অভি + সম্ + ই ; সর্কভোভাবে গমন করে) । সর্বাণি (সমুদয়)

১। আচার্য্য বলিলেন—‘চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা । ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম যদি কেহ স্মৃত বা জল চক্ষুতে নিক্ষেপ করে, তাহা চক্ষুর উভয় প্রান্তে গমন করে ।’

২। ইহাকে ‘সংযদ্বাম’ বলা হয় কারণ সমুদয় ‘বাম’ (অর্থাৎ শোভনীয়, সন্তোজনীয় বস্তু) ইহাকে আশ্রয় করে (সংযন্তি) । যিনি

৩। এষ উ এব বামনীরেষ হি সৰ্বানি বামাণি নয়তি
সৰ্বানি বামানি নয়তি য এবং বেদ ।

৪। এষ উ এব ভামনীরেষ হি সৰ্বেষু লোকেষু ভাতি
সৰ্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ।

এনম্ (এই ব্যক্তিকে) বামানি অভিসংযন্তি, যঃ (যিনি) এবম্ (এই
প্রকার) বেদ (জানেন) ।

৩। এষঃ (এই পুরুষ) উ এব বামনীঃ (বাম+নী হইতে) এষঃ
হি সৰ্বানি বামানি নয়তি (নী ধাতু ; = প্রাপ্ত করান) ; সৰ্বানি বামানি
নয়তি, যঃ এবম্ বেদ (২ত্রঃ) ।

৪। এষঃ উ এব ভামনীঃ ভাম+নী ধাতু ; (ভাম=দীপ্তি ;
নী ধাতু=প্রাপ্ত করান) । এষঃ হি সৰ্বেষু লোকেষু (সমুদয়
লোকে) ভাতি (প্রতিভাত হয়) । সৰ্বেষু লোকেষু ভাতি, যঃ এবম্
বেদ (৩ত্রঃ) ।

এই প্রকার জানেন, সমুদয় শোভনীয় বস্তু তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া থাকে ।

৩। এই অক্ষিপুরুষই ‘বামনী’ কারণ তিনি সমুদয় ‘বাম’ (অর্থাৎ
কল্যাণ) প্রাপ্ত করান (নয়তি, নী ধাতু) । যিনি এই প্রকার জানেন,
তিনি সমুদয় কল্যাণ প্রাপ্ত করান ।

৪। এই পুরুষই ‘ভামনী’ কারণ ইনিই সৰ্বলোকে প্রতিভাত
হন (ভাতি) । যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সৰ্বলোকে
দীপ্তি পান ।

৫। অথ যদু চৈবান্মিহুবাং কুর্বন্তি যদি চ নার্চি
ষমেবাভিসম্ভবন্ত্যার্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ-
যান্ যদুদঙ্ঙেতি মাসাংস্ত্যামাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরা-
দাদিত্যাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যাতং তৎপুরুষোহমানবঃ ।

৫। অথ (অনন্তর, যত্নার পর) যৎ (যদি) উ চ এব অগ্নিন
(এই পুরুষে) শব্যম্ (শবকর্ম্ম, অস্ত্রোষ্টিকর্ম্ম) কুর্বন্তি (করে), যদি
চ ন (যদি না করে), অর্চিষম্ (২।১; অর্চি=জ্যোতি) এব অভি
সম্ভবন্তি (অভি+সম+ভূ; প্রাপ্ত হয়), অর্চিষঃ (অর্চি হইতে)
অহঃ (দিনকে), অহ্নঃ (দিন হইতে) আপূর্য্যমানপক্ষম্ (গুরুপক্ষকে;
আপূর্য্যমান=আ+পূ বা পূর শানচ, কর্ম্মবাচ্য)। আপূর্য্যমান
পক্ষাৎ (গুরুপক্ষ হইতে) যান্ যট্ (+মাসান্=যে ছয়মাস
কাল) উদঙ্ (উত্তর দিকে) এতি ('স্থধ্য' গমন করে; ই
ধাতু) মাসান্ (যান যট্+) তান্ (সেই ছয় মাসকে), মাসেভ্যঃ
(মাসসমূহ হইতে) সম্বৎসরম্ (২।১) সম্বৎসরাৎ (৫।১) আদিত্যম্
(২।১); আদিত্যাৎ (৫।১) চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রকে); চন্দ্রমসঃ (৫।১)
বিদ্যাতম্; তৎ (=তত্ত্বান্=সেইস্থানে অর্থাৎ বিদ্যাংলোকে অবস্থিত
২।৩; +এনান্) পুরুষঃ (একজন পুরুষ) অমানবঃ (যে মানব
নহে) সঃ (সেই) এনান্ (তৎ+; =সেই সমুদয় মনুষ্যকে) ব্রহ্ম
গমরতি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়)। এষঃ (ইহাই) দেবপথঃ ব্রহ্মপথঃ।
এতেন (এই পথদ্বারা) প্রুতিপদ্যমানাঃ (প্রতি+পদ, কর্ম্মবাচ্য

৫। (যিনি এই প্রকার জানেন) যত্নার পর তাঁহার অস্ত্রোষ্টি-
ক্রিয়া হউক বা না হউক, তিনি অর্চিতে গমন করেন, অর্চি হইতে
দিবসে, দিবস হইতে গুরুপক্ষে, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয়মাসে,
সেই ছয়মাস হইতে সম্বৎসরে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য
হইতে চন্দ্রমাসে, চন্দ্রমাস হইতে বিদ্যাতে গমন করেন। তখন সেই

স এনান্ ত্রক্ষ গুম্বত্তোষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এভেন্ প্রতিপদ্যমানা
ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে ।

শানচ্, গমন করিয়া) ইমন্ মানবন্ আবর্তন্ (এই মানব জন্মরূপ
আবর্তকে) ন আবর্তন্তে (আ+বৃৎ ; অধিকৃত হয় না, প্রাপ্ত হয় না) ;
ন আবর্তন্তে (দ্বিকৃতি নিশ্চয় বা সমাপ্তিসূচক) ।

পাঠান্তর :—‘এনান্’ স্থলে ‘এতান্’ ।

স্থানের এক অমাত্য পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্মে লইয়া যান । ইহাই
দেবপথ, (ইহাই) ব্রহ্মপথ । এই স্থলে গমন করিলে আর মানবকে
আবর্তে (সংসার আবর্তে) ফিরিয়া আসিতে হয় না ।

মন্তব্য

৪।১৫।১। বামানি সংযন্তি অর্থাৎ কল্যাণকর বস্তুসমূহ নিকট গমন
করে, এইজন্ত ইহার নাম ‘সংযত্নাম’ । ‘সংযত্নাম’ এবং ‘বামানি সংযন্তি’
এতদ্ব্যয়ের উচ্চারণের সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য ।

ভগ্নসনের মতে ‘সংযত্নাম’ শব্দের অর্থ “Love’s treasure” অর্থাৎ
প্রিয় বস্তুর আধার ।

৪।১৫ ৪। ভগ্নসন্ সাহেব বলেন :—

বামনী = The herald of love ; The prince of love.

ভামনী = The prince of radiance.

চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

যজ্ঞ সফলতার নিয়ম

১। এষ হ বৈ যজ্ঞো যোহয়ং পবত এষ হ যগ্নিদং সর্বং
পুনাতি যদেষ যগ্নিদং সর্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞন্তুশ্চ মনশ্চ
বাক্ চ বর্তনী।

২। তয়োৱগ্নতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতা-
ধ্বৰ্ম্মারুদগাতাগ্নতরাংস যত্রোপাকৃতে প্রাতরহুবাকৈ পুরা পরি-
ধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি।

১। এষ: (ইনি) হ বৈ যজ্ঞ:, য: অয়ম্ (এই যিনি) পবতে
(পবিত্র করেন); এষ: হ যন্ (ই শত্; গমন করিয়া) ইদম্ সর্বম্
(এই সমুদয়কে) পুনাতি (পবিত্র করেন)। যৎ (যেহেতু) এষ:
যন্ সর্বম্ ইদম্ পুনাতি, তস্মাৎ (সেইজন্তু) এষ: এব যজ্ঞ:। তুশ্চ
(তাহার) মন: চ বাক্ চ বর্তনী (বর্তনি স্ত্রীং ১।২, উভয়পথ) পাঠান্তর
—‘মনশ্চ বাক্ চ’ স্থলে ‘বাক্ চ মনশ্চ’।

২। তয়ো: (এই দুইটির) অগ্নতরাম্ (একটিকে) মনসা (মনদ্বারা)
সংস্করোতি (সম্পন্ন করেন, শোধন করেন) ব্রহ্মা। বাচা (বাক্যদ্বারা)
হোতা অধ্বৰ্ম্মা:, উদগাতা অগ্নতরাম্। স: (ব্রহ্মা) যজ্ঞ (যখন)
উপাকৃতে (উপ+আ+কৃ+ক্ত, ৭।১; আরম্ভ হইলে) প্রাতঃ
অহুবাকৈ (প্রাতঃকালে পঠনীয় অহুবাক ৭।১) পুরা (পূর্বে) পরি-
ধানীয়ায়া: (‘পরিধানীয়া’ নামক ঋকের) ব্রহ্মা ব্যববদতি (বি+অব
+বদ্; মৌনভাবে পরিত্যাগ করিয়া শব্দ করেন)।

১। এই যিনি পবিত্র করেন, ইনিই (অর্থাৎ এই বায়ুই) যজ্ঞ, যেহেতু
তিনি প্রবাহিত হইয়া পবিত্র করেন। যেহেতু তিনি প্রবাহিত হইয়া এই
সমুদয় পবিত্র করেন, সেইজন্তু ইহাই যজ্ঞ। মন এবং বাক্য ইহার দুইটি পথ।

২। ব্রহ্মানামক ঋত্বিক ইহার একটি পথকে মন দ্বারা (অর্থাৎ

৩। অন্ততরামেব বৰ্ত্তনীং সংস্করোতি হীৰতেহন্তরা স
যথৈকপাদ্ ব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বৰ্ত্তমানো রিষ্যত্যেবমন্ত
যজ্ঞো। রিষ্যতি যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজ্ঞমানোহনুরিষ্যতি স ইষ্টু।
পাপীয়ান্ ভবতি।

৩। অন্ততরাম্ এব বৰ্ত্তনীম্ (দুইটির মধ্যে একটি পথকে ; ‘বৰ্ত্তনী’
শব্দ ২।১) সংস্করোতি (সংস্কার করেন), হীৰতে (হীন হয়) অন্তরা
(মনোরূপ পথটি)। সঃ যথা (যেমন, সে যেমন) একপাদ্ (এক পদ
বিশিষ্ট) ব্রজন্ (গমন করিয়া), রথঃ বা (অথবা যেমন রথ) একেন
চক্রেণ (এক চক্রের সহিত) বৰ্ত্তমানঃ রিষ্যতি (রিষ্ ; বিনাশ প্রাপ্ত
হয়), এবম্ (এই প্রকার) অন্ত (ইহার) যজ্ঞঃ রিষ্যতি। যজ্ঞম্
রিষ্যন্তম্ (+ অহু ; যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে ; যজ্ঞ বিনাশের অন্তগমন
করিয়া ; ‘অহু’যোগে ২য়) যজ্ঞমানঃ অহু (রিষ্যন্তম্ + অহু) রিষ্যতি।
সঃ ইষ্টু। (যজ্ + ত্বা = যজ্ঞ করিয়া) পাপীয়ান্ (পাপ + ঈরহ পাঃ
৬।৪।১৫ = অতিশয় পাপী) ভবতি (হয়)। পাঠান্তর—‘বৰ্ত্তনীম্’
স্থলে ‘বৰ্ত্তনিম্’।

চিন্তা দ্বারা, বা যোনাবলঘনপূর্বক) সম্পন্ন করেন (বা সংশোধন
করেন) (এইটি মনোরূপ পথ)। হোতা, অধ্বৰ্য্য ও উদ্গাতা বাক্য
দ্বারা অপরটিকে সম্পন্ন করেন (এইটি বাক্যরূপ পথ)। প্রাতঃপঠনীয়
অহুবাক্ আরম্ভ হইবার পর, এবং পরিধানীয় নামক ঋক্ পাঠ করিবার
পূর্বে যদি ‘ব্রহ্মা’ যোনাবলঘন ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন।

৩। তবে তিনি একটি পথকেই (অর্থাৎ বাক্যরূপ পথকেই) সংস্কৃত
করেন ; কিন্তু অন্ত পথটি (অর্থাৎ মনোরূপ পথটি) বিনাশ প্রাপ্ত হয়।
যেমন একপদ বিশিষ্ট মানব চলিতে গেলে কিংবা এক চক্র বিশিষ্ট রথ গমন
করিতে আরম্ভ করিলে বিনষ্ট হয়, তেমনি ইহার যজ্ঞ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।
যজ্ঞবিনষ্ট হইলে যজ্ঞমানও বিনষ্ট হয় ; সে যজ্ঞ করিয়া অতিশয় পাপী হয়।

৪। অথ ব্রহ্মোপাকৃতে প্রাতঃস্মৃতিবাক্যে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যাভে এব বর্তনৌ সংস্কৃৎস্বিত্তি ন হীয়তেহনুত্তরা।

৫। স যথোভয়পাদ ব্রহ্মন্ রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমশ্র যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠন্তঃ ব্রহ্মমানোহনু প্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি।

৪। অথ যজ্ঞ (যে যজ্ঞে) উপাকৃতে প্রাতঃ স্মৃতিবাক্যে, ন (না) পুরা পরিধানীয়ায়া: ব্রহ্মা ব্যববদতি উভে এব বর্তনৌ (উভয়পথই; বর্তনি ত্রীং ২২) সংস্কৃৎস্বিত্তি (সংস্কার করেন); ন (না) হীয়তে অন্ততরা (একটাও) (২মী ত্র:)।

৫। স: যথা (৪।১৬।৩) উভয়পাং (উভয়পদযুক্ত) ব্রহ্মন্ (গমন করিয়া) রথঃ বা উভাভ্যাম্ চক্রাভ্যাম্ (উভয় চক্রের সহিত) বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে, পড়িয়া যায় না), এবম্ অশ্র যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি। যজ্ঞম্ প্রতিতিষ্ঠন্তম্ (অনু+; যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে) যজ্ঞমানঃ অনু (প্রতিতিষ্ঠন্তম্+) প্রতিতিষ্ঠতি। স: ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি (শ্রেয়োলাভ করে)। (৪।১৬।৩ ত্র:)।

৪। আর যে যজ্ঞে প্রাতঃপঠনীয় স্মৃতিবাক্য আরম্ভ হইবার পর এবং পরিধানীয় শব্দ পাঠ করিবার পূর্বে 'ব্রহ্মা' বাক্য উচ্চারণ করেন না, সে যজ্ঞে উভয় পথই সংস্কৃত হয়, কোনটাই হীন হয় না।

৫। যেমন উভয়পদযুক্ত লোক চলিতে গেলে কিংবা উভয় চক্রযুক্ত রথ গমন করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (অর্থাৎ পড়িয়া যায় না), তেমনি ইহার যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শ্রেয়োভাগী হয়।

অনুব্য

৪।১৫।২। হোতৃ—হ+তৃ; হ+তৃ অর্থ আহুতি দেওয়া। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে অতি প্রাচীনকালে ‘হোতা’ হোম কর্তৃক সম্পন্ন করিতেন।

৪।১৬।৩। ‘বর্তমানী’—বর্তনী জ্বালিত ২।১ বর্তনি এবং বর্তনী উভয়ই জ্বালিত (পাঃ ৪।১।৪৫ বার্তিক)।

‘সঃ যথা’ :—অনেকস্থলে ‘য’ কিংবা ‘তং’ শব্দ ‘যথা’ ও যদি শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। ‘যথা’ এবং ‘যদি’ শব্দের অর্থ দৃষ্টীকৃত করিবার জন্যই এই প্রকার প্রয়োগ। পালিতে ‘শেষ্ যথা’, প্রাকৃতে ‘সেজ্জহা’, ‘তম্জহা’ ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ ‘যেমন’, ‘সে যেমন’। ‘ব্রহ্মা’র কর্তব্য কি সেবিষয়ে ঐ তরঙ্গ ব্রাহ্মণের ২৫।৮ অংশ দ্রষ্টব্য।

৪।১৬।৩। সোমযজ্ঞে চারি প্রকার ঋত্বিক নিযুক্ত হইয়া থাকে :—

(১) ঋগ্বেদী ঋত্বিক—ইহার নাম হোতা। হোতার তিনজন সঙ্গী (ক) মৈত্রাবরুণ, (খ) অচ্ছাবাক (গ) গ্রাবস্তব; মোট চারি জন (২) যজুর্বেদী অধ্বর্যু। ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রতিপ্রস্থাতা (খ) নেষ্টা (গ) উন্নতা; মোট ৪জন। (৩) সামবেদী উদ্গাতা—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রস্থোতা (খ) প্রাতহর্তা (গ) সূত্রক্ষণা; মোট ৪জন। (৪) ব্রহ্মানামক ঋত্বিক—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (খ) আগ্নীধ্র (গ) পোতা মোট ৪জন।

হোতা নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করেন; অধ্বর্যু হোমদ্রব্য গুল্লত ও আহুতি অর্পন করেন এবং উদ্গাতা সামগান করেন। ব্রহ্মার তিন বেদের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। তিনি অপরাপর ঋত্বিকের কাণ্ডের তত্ত্বাবধান করেন এবং ভ্রম সংশোধন করিয়া থাকেন। পরবর্তীকালে ‘ব্রহ্মা’ অধ্বর্ষবেদী ঋত্বিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

চতুর্থাধায়ে সপ্তদশ খণ্ড

যজ্ঞশোধনে ব্যাহতিব্যবহার

১। প্রজাপতির্লোকানভ্যতপন্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্
(প্রাবৃহদগ্নিঃ পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিকাদাদিত্যাং দিবঃ)।

২। স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপন্তাসাং তপ্যমানানাং
রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋচো বায়োঋজুংসি সামাশ্বাদিত্যাং।

১। প্রজাপতিঃ লোকান্ (লোকসমূহকে 'উদ্দেশ্য করিয়া')
অভি+অতপৎ (তপন্তা করিলেন)। তেষাম্ তপ্যমানানাম্ (সেই
অভিসপ্ত লোক সমূহের) রসান্ (রসসমূহকে) প্রাবৃহৎ (প্র+বৃহ-
লুঙ; উদ্ধৃত করিলেন)—অগ্নিঃ (২।১) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে)
বায়ুম্ অন্তরিকাং (অন্তরিক হইতে), আদিত্যম্ দিবঃ (দ্যৌ হইতে)।

২। সঃ এতাস্তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া)
অভ্যতপৎ। তাসাম্ তপ্যমানানাম্ (তপ্যমান দেব সমূহের) রসান্
প্রাবৃহৎ—অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) ঋচঃ (ঋক্ সমূহকে), বায়োঃ (বায়ু
হইতে) যজুংসি (যজুঃ সমূহকে), সামানি (সাম সমূহকে) আদিত্যাং
(আদিত্য হইতে) ১মঃ ব্রঃ।

১। প্রজাপতি লোকসমূহকে (উদ্দেশ্য করিয়া) তপন্তা করিলেন।
তপ্যমান লোকসমূহ হইতে তিনি রস উদ্ধৃত করিলেন। পৃথিবী
হইতে অগ্নি, অন্তরিক হইতে বায়ু এবং ছালোক হইতে আদিত্যকে
(উদ্ধৃত করিলেন)।

২। তিনি এই তিন দেবতাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) তপন্তা
করিলেন। তপ্যমান দেবগণ হইতে তিনি রস উদ্ধৃত করিলেন—অগ্নি
হইতে ঋক্‌সমূহ বায়ু হইতে যজুঃ সমূহ এবং আদিত্য হইতে সাম
সমূহ (উদ্ধৃত করিলেন)।

৩। স এতান্ অয়ীং বিভামভ্যজপস্তান্তাপ্যমানায়া রসান্
প্রাবহুর্ভূরিভ্যগ্ভ্যো ভুবরিত্তি যজুর্ভ্যঃ স্বরিত্তি সামভ্যঃ।

৪। তদ্যদ্যজ্ঞো রিষোদ্ভুঃ স্বাহেতি গাহপত্যে জুহুয়াৎ-
চামেব তত্রসেনচাং বীর্যোগচাং যজ্ঞস্ত বিরিষ্টং সন্দধাতি।

৩। সঃ এতান্ অয়ীম্ বিদ্যাম্ (এই অয়ীবিদ্যাকে লক্ষ্য
করিয়া) অভ্যতপৎ। তস্যাঃ তপ্যমানায়াঃ (তপ্যমান অয়ীবিদ্যার)
রসান্ প্রাবহৎ—ভুঃ ইতি ঋগ্ভ্যঃ (ঋক্ সমূহ হইতে); ভুবঃ
ইতি যজুর্ভ্যঃ (যজুঃসমূহ হইতে) স্বঃ ইতি সামভ্যঃ (সামসমূহ
হইতে) (২ ভ্রঃ)।

পাঠান্তর 'ভুবরিত্তি' স্থলে 'ভুব ইতি'।

৪। তৎ (সেই জন্ত) যদি ঋকতঃ (ঋক্ + তস্ = ঋক হইতে,
ঋক্ সংক্রান্ত দোষবশতঃ) রিষোৎ (যজ্ঞের অনিষ্ট হয়)—'ভুঃ স্বাহা'
ইতি গাহপত্যে (গাহপত্য অগ্নিতে) জুহুয়াৎ (হোম করিবে)।
ঋচাম্ এব (ঋক্ সমূহের) তৎরসেন (সেই রসদ্বারা) ঋচাম্ বীর্যেন
(বীর্য দ্বারা) ঋচাম্ (ঋকের) যজ্ঞস্ত (যজ্ঞের) বিরিষ্টম্ (অনিষ্টকে)
সন্দধাতি (সম্ + ধা; প্রতিবিধান করে)।

৩। প্রজাপতি এই অয়ীবিদ্যাকে (লক্ষ্য করিয়া) তপস্তা করিলেন।
তপ্যমান অয়ীবিদ্যা হইতে রস সমূহ উদ্ধৃত করিলেন; ঋকসমূহ হইতে
ভুঃ, যজুঃসমূহ হইতে ভুবঃ এবং সামসমূহ হইতে স্বঃ উদ্ধার
করিলেন।

৪। সেই জন্ত যদি ঋক্ প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের কোন অনিষ্ট
হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ভুঃ স্বাহা' বলিয়া গাহপত্য অগ্নিতে হোম
করিবে। তাহা হইলে ঋক্ সমূহের রসদ্বারা, ঋকসমূহের বীর্যদ্বারা
—ঋক্ প্রয়োগের দোষবশতঃ যজ্ঞের যে দোষ হইতে পারিত,
তাহার প্রতিবিধান হইবে।

৫। অথ যদি যজুঃপ্রিয়োদ্ধবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ যজুশ্বামেব তদ্রসেন যজুশ্বাং বীৰ্য্যেণ যজুশ্বাং যজ্ঞস্ত বিরিষ্টম্ সন্দধাতি ।

৬। অথ যদি সামভো রিষ্যেৎস্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীৰ্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্ত বিরিষ্টম্ সন্দধাতি ।

৫। অথ যদি যজুঃ (যজুঃ + তস্ = যজুঃ প্রয়োগের দোষবশতঃ) রিষ্যেৎ, 'ভুবঃ স্বাহা' ইতি দক্ষিণাগ্নৌ (দক্ষিণাগ্নিতে) জুহুয়াৎ ; যজুশ্বাম্ (যজুঃ সমূহের) এব তৎরসেন, যজুশ্বাম্ বীৰ্য্যেণ, যজুশ্বাম্ যজ্ঞস্ত বিরিষ্টম্ সন্দধাতি (৪মঃ) ।

৬। অথ যদি সামভঃ (সাম + তস্ = সামপ্রয়োগের (দোষ বশতঃ) রিষ্যেৎ, 'স্বঃ স্বাহা' ইতি আহবনীয়ে (আহবনীয়া অগ্নিতে) জুহুয়াৎ । সাম্নাম্ (সাম সমূহের) এব তৎ রসেন, সাম্নাম্ বীৰ্য্যেণ সাম্নাম্ যজ্ঞস্ত বিরিষ্টম্ সন্দধাতি (৪মঃ) ।

৫। যদি যজুঃপ্রয়োগের দোষবশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ভুবঃ স্বাহা' এই বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলে যজুঃসমূহের রসদ্বারা, যজুঃসমূহের বীৰ্য্যদ্বারা—যজুঃ প্রয়োগের দোষবশতঃ যে অনিষ্ট হইতে পারিত—তাহার প্রতিবিধান হইবে।

৬। যদি সামপ্রয়োগের ক্রটি বশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'স্বঃ স্বাহা' এই বলিয়া আহবনীয়া অগ্নিতে হোম করিবে। যদি সাম প্রয়োগের দোষবশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সামসমূহের রসদ্বারা, সামসমূহের বীৰ্য্য দ্বারা সেই ক্রটির প্রতি-বিধান হইবে।

৭। তদ্ যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং
রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দাক
চৰ্ম্মণা ।

৮। একমেবাং লোকানামাসাং দেবতানামস্ত্রাজ্যয়া বিদ্যায়া
বীৰ্য্যোণ যজ্ঞস্ত্র বিরিষ্টং সন্দধ্যতি ভেষজক্লুতো হ বা এষ যজ্ঞে
যত্ৰৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি ।

৭। তৎ যথা (যেমন) লবণেন (লবণ দ্বারা) সুবর্ণম্ (২।১)
সন্দধ্যাৎ (সম + ধা : সংযোজিত করে), সুবর্ণেন (৩।১) রজতম্
(২।১), রজতেন ত্রপু (রজকে), ত্রপুণা (ত্রপু দ্বারা) সীসম্ (২।১),
সীসেন (৩।১) লোহম্ লোহেন (৩।১) দারু (কাঠকে), দারু
(দারুকে) চৰ্ম্মণা (চৰ্ম্মদ্বারা) ।

৮। এবম্ (এই প্রকার) এষাম্ লোকানাম্ (এই লোক সমূহের)
আসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবতা সমূহের) অস্ত্রাঃ ত্রয়াঃ বিদ্যায়াঃ
(এই ত্রয়ী বিদ্যার) বীৰ্য্যোণ যজ্ঞস্ত্র বিরিষ্টম্ সন্দধ্যতি । ভেষজক্লুতঃ
(সূচিকিৎসিত) হ বৈ এষঃ যজ্ঞঃ, যত্র (যে যজ্ঞে) এবংবিদ্ (এই
প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) ব্রহ্মা ভবতি (হয়) (৪ মঃ) ।

৭। যেমন লবণদ্বারা সুবর্ণকে ; সুবর্ণদ্বারা রজতকে, রজতদ্বারা
রাজকে, রাজদ্বারা সীসকে, সীসকদ্বারা লোহকে এবং লোহদ্বারা
ও চৰ্ম্মদ্বারা কাঠকে (সংযোজিত করা হয়) ।

৮। তেমনি এই লোকসমূহের, এই দেবগণের এবং এই ত্রয়ী
বিদ্যার বীৰ্য্য দ্বারা যজ্ঞের অনিষ্ট প্রতিবিধান করা হয়। এই
প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞে ঋত্বিক হন, সেই যজ্ঞ সূচিকিৎসিত
হয় ।

৯। এষ হ বা উদক্‌প্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা
ভবত্যেবংবিদং হ বা এষা ব্রহ্মাণমনু গাথা যতো যত আবর্ত্ততে
তত্তদগচ্ছতি ।

১০। মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিকুরূপন্থাভিরক্ষত্যেবংবিদ্ হ
বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সৰ্ব্বাংচ্ছত্বিজোহভিরক্ষতি তস্মাদেবং-
বিদমেব ব্রহ্মাণং কুব্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদম্ ।

৯। এষঃ (এই) হ বৈ উদক্‌প্রবণঃ (উত্তরদিকে নিম্ন অর্থাৎ উত্তরায়ণ
পথে যাইবার উপায়) যজ্ঞঃ, যত্র এবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি । এবং বিদম্ (২।১)
হ বৈ এষা (এই) ব্রহ্মাণম্ অনু (ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া) গাথা—

যতঃ যতঃ (যেখানে, যেখানে) আবর্ত্ততে (আ+বৃত্ত ; ক্ষতধুক্ত
হয়—শঙ্কর ; কিংবা মস্ত্রের আবৃত্তি হয়), তৎ তৎ (সেই সেই স্থানে)
গচ্ছতি (গমন করে) ।

১০। মানবঃ (মননশীল বা মৌনাবলম্বী) ব্রহ্মা এব একঃ ঋত্বিক ।
কুরূন (কুরূদিগকে ; শঙ্করের মতে কুরূকর্তা বা যোদ্ধা, কৃ ধাতু হইতে ।
এখানে কুরূবংশীয় না বলিয়া শঙ্কর সাধারণ যোদ্ধাগণ বলিয়াছেন)
অন্থা (ঘোটকী) অভিরক্ষতি (রক্ষা করিয়া থাকে) । এবংবিৎ
হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞম্ যজমানম্ সৰ্ব্বান্ চ ঋত্বিজঃ (এবং সমুদয় ঋত্বিককে)
অভিরক্ষতি । তস্মাৎ (সেই জন্ত) এবংবিদম্ এষ ব্রহ্মাণম্ (এই প্রকার

৯। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞের ঋত্বিক সেই যজ্ঞ উদক্‌-
প্রবণ (অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে যাইবার উপায়) । এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন
ব্রহ্মার বিষয়ে এইরূপ একটি গাথা (আছে)—

“যে যে স্থানে ক্ষত হয় সেই সেই স্থানে গমন করেন (কিংবা
যেখানে যেখানে মস্ত্রের আবৃত্তি হয় সেই সেই স্থানে গমন করেন)” ।

১০। মননশীল (বা মৌনাবলম্বী) ব্রহ্মাই একমাত্র ঋত্বিক । ঘোটকী
কুরূগণকে (কিংবা যোদ্ধাগণকে) রক্ষা করিয়া থাকে ; (তেমনি) এই

জ্ঞানী ব্রহ্মাকেই) কুর্স্বীত (নিযুক্ত করিবে); ন (না) অনেবং-বিদম্ (ন এবংবিদম্ = এ প্রকার জ্ঞান যাহার নাই তাহাকে); ন অনেবং-বিদম্ (দ্বিকৃতি সমাপ্তিসূচক কিংবা গুরুত্বসূচক)।

প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও ঋত্বিক্কে রক্ষা করেন। স্বতরাং যিনি এই প্রকার জানেন, তাহাকেই ব্রহ্মাঋত্বিক্ রূপে নিযুক্ত করিবে। যে এ প্রকার জানে না তাহাকে নিযুক্ত করিবে না।

মন্তব্য

‘অভ্যতপং’—কেহ কেহ বলেন “লোকান্ অভ্যতপং” = “লোক-সমূহকে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন”। ‘তপ্’ ধাতুর মৌলিক অর্থ উত্তপ্ত করা।

‘তং যদি’—৪।:৬।৩ এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

‘তং যথা’—৪।:৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ।

লবণ—Borax salt

(১) ‘গাথা’—আনন্দ গিরি বলেন গাথা শব্দের অর্থ “গায়ত্র্যাদি ছন্দোব্যতিরিক্তছন্দো বিষয়ঃ” অর্থাৎ গায়ত্র্যাদি ছন্দ ছাড়া অপর ছন্দে যাহা রচিত তাহাই গাথা। পিঙ্গল সূত্রে ও আছে “ছন্দঃ শাস্ত্রে” যাহার উল্লেখ নাই, অথচ প্রয়োগ আছে তাহাই গাথা (৮।১)।

ঐতরেয় আরণ্যকে লিখিত আছে যে ঋগ্, যজুর্, সামাদি অপৌরুষেয় এবং গাথা—মানবরচিত।

যে সমুদয় কবিতা মন্ত্র নহে, সেই সমুদয় কবিতাকে প্রাচীনকালে গাথা বলা হইত।

(২) ‘যতঃ যতঃ আবর্ততে’ কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন “যে স্থলে ব্রহ্মা-পুরোহিত গমন করেন, সেই স্থলে সাধারণ মানবও গমন করে।

‘অশ্বা’—Dussen এবং Bohtlingk ও Roth ‘অশ্বা’ স্থলে ‘শ্বা’ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বা = কুকুর।

কেহ কেহ বলেন কুর্স্বীত—যজ্ঞকর্তৃগণ। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে—

“কুকুর যেমন যজ্ঞকারীগণকে রক্ষা করে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—শেষ চারি অধ্যায়

A SYSTEM OF RATIONAL THEOLOGY

IN SIX BOOKS

IN HARMONY WITH THE FUNDAMENTAL TEACHINGS
OF THE HIGHER HINDU SCRIPTURES

BY SĪTANATH TATTVABHUSHAN

Lecturer, Theological Society, Sadharan Brahma Samaj.

1. **Brahmajijnasa** (in English); An Exposition of the Philosophical Basis of Theism. Rs. 1-8
2. **Brahmasadhan** (in English) or Endeavours after the Life Divine: Twelve lectures on spiritual culture. Rs. 1-8.
3. **The Philosophy of Brahmatism** : * Twelve lectures on Brahma doctrine, *sadhan* and social ideals. Rs. 2-8.
4. **The Vedanta and its Relation to Modern Thought** : * Twelve lectures on all aspects of Vedantism. Rs. 2-4
5. **Krishna and the Gita** : * Twelve lectures on the authorship philosophy and religion of the *Bhagavadgita*. Rs. 2-8
6. **The Theism of the Upanishads and other Subjects** : Six lectures on the religion of the *Upanishads* and the religious aspect of Hegel's philosophy. Rs. 2.
7. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal English translation :—The *Isa*, *Kena*, *Katha*, *Prasna*, *Mundaka*, *Mandukya*, *Svetasvatara*, *Taittiriya*, *Aitareya*, and *Kaushitaki* Upanishads in Devanagari characters. Second Edition in one volume. Rs. 2-8
8. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal Bengali translation :—উপনিষৎ ১২ খণ্ড—ইশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মণ্ডুক্য। দ্বিতীয় খণ্ড—সেতাস্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি। মূল্য প্রতি খণ্ড ১২ টাকা। দুই খণ্ড একত্র বাণান ২১০ টাকা।

*All elegantly bound. To be had of the author and editor,
210-3-2, Cornwallis Street, Calcutta. Books marked
with an asterisk are out of print.*

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি-কর্তৃক

পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য-ঘটিত
বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত

দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ বর্ভূক

খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত সাধন-প্রণালী
বিষয়ক ভূমিকাসহ সম্পাদিত

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—শেষ চারি অধ্যায়

কলিকাতা

২১০।৩২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

‘দেবালয়’ নামক ভবনের ত্রিতলগৃহে

গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকট প্রাপ্য

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য দেড় টাকা

২১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীত্রিগুনানাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

ঈশ্বররূপায় ছান্দোগ্যের বর্তমান সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। এই দ্বিতীয়ার্ধে যে চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইল সেই চারি অধ্যায়ই ব্রহ্মবিজ্ঞার্থীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। উপনিষদের পরলোকবাদ পঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আধুনিক পাঠক সমগ্রভাবে সেই মত গ্রহণ করুন আর নাই করুন, ইহা তাঁহার নিবিষ্ট অধ্যয়নের উপযুক্ত। অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ সামাজিক ও দার্শনিক উভয় দিক্ হইতেই প্রয়োজনীয়। ষষ্ঠাধ্যায়ে ‘তৎস্বমসি’ মহাবাক্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে ইহার স্থান সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তম অধ্যায়ে ‘নাম’ হইতে আবিস্কট করিয়া ঋষি সোপান-পরম্পরা অতিক্রমপূর্বক চিন্তার উচ্চতম স্তর ‘ভূমা’তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যায়ী এই ব্যাখ্যা পাঠ করিতে করিতে নিশ্চয়ই হেগেলের জ্ঞান-পদ্ধতি স্বরণ করিবেন। অষ্টমাধ্যায়ে পাঠক অগ্নাত বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যাত মতের বিরুদ্ধ, অন্ততঃ আপাত-বিরুদ্ধ, মত দেখিতে পাইবেন। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিজ্ঞার এই দুই ধারা সম্বন্ধে প্রথমার্ধের মুখবন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

অতিবৃদ্ধ বয়সে অল্পকরা ক্রীণ চক্ষু লইয়া বেতনভোগী প্রফ-সংশোধকের সাহায্যে ছান্দোগ্যের সংস্করণ শেষ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল অনেক আছে ইহাই সম্ভব। কিন্তু বড় ভুল বোধ হয় একটাই।

৩৪ এর পৃষ্ঠার নিম্নভাগস্থ ৩ সংখ্যক পদপাঠের দুই পংক্তি ৩৫এর পৃষ্ঠায় যাইবে এবং ৩৫এর পৃষ্ঠার নিম্নভাগস্থ ৫ সংখ্যক পদপাঠের এক পংক্তি ৩৬এর পৃষ্ঠায় যাইবে।

(পদপাঠ ও মন্তব্যে অনেকগুলি গ্রন্থের নাম সাংকেতিকভাবে দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের প্রায় সকলগুলিরই পূর্ণ নাম বোধ হয়, এই পুস্তকের কোনও না কোনও স্থলে আছে। সুতরাং সাংকেতিক নামগুলি বুঝিতে বোধ হয় পাঠকের বিশেষ বাধা হইবে না। এই ভাবিয়া এই সকল সাংকেতিক নামের কোনও নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল না।

ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে অনতিবিলম্বেই ‘বৃহদারণ্যকে’র সংস্করণ লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইব। এই কার্য সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

সম্পাদক



বিষয়ানুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
ভূমিকা	
পঞ্চমাধ্যায়	১-৯৩
প্রথমখণ্ড—ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ—প্রণের শ্রেষ্ঠতা	১
দ্বিতীয় খণ্ড—প্রাণোপাসনা	১০
তৃতীয় খণ্ড—শ্বेतকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ	১৭
চতুর্থ খণ্ড—প্রবাহণ-কথিত পঞ্চায়ি বিজ্ঞা (১)	২৬
পঞ্চম খণ্ড—	ঐ (২) ২৮
ষষ্ঠ খণ্ড—	ঐ (৩) ২৯
সপ্তম খণ্ড—	ঐ (৪) ৩০
অষ্টম খণ্ড—	ঐ (৫) ৩১
নবম খণ্ড—পঞ্চায়িবিজ্ঞার উপসংহার	(১) ৩২
দশম খণ্ড—	ঐ (২) দেব-যান, ৩৩
পিতৃযান ও পুনরাবর্তন	
একাদশ খণ্ড—অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—	
বৈশ্বানর—	(১) ৫০
দ্বাদশ খণ্ড—	ঐ (২) ৫১
ত্রয়োদশ খণ্ড—	ঐ (৩) ৫২
চতুর্দশ খণ্ড—	ঐ (৪) ৬১
পঞ্চদশ খণ্ড—	ঐ (৫) ৬৩
ষোড়শ খণ্ড—	ঐ (৬) ৬৫
সপ্তদশ খণ্ড—	ঐ (৭) ৬৭
অষ্টাদশ খণ্ড—	ঐ (৮) ৬৯
একোনিবিংশতি খণ্ড—প্রাণায়িহোত্র	(১) ৮৩
বিংশ খণ্ড—	ঐ (২) ৮৫
একবিংশ খণ্ড—	ঐ (৩) ৮৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
ষাণ্মিংশ খণ্ড—	ঐ	(৪)	৮৮
ত্রয়োবিংশ খণ্ড—	ঐ	(৫)	৮৯
চতুর্বিংশ খণ্ড—	ঐ	(৬)	৯১

বর্ষাধ্যায় ... ৯ - ১৫৪

প্রথম খণ্ড—আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদ—এক বিজ্ঞানে সর্ব- বিজ্ঞান			৯৭
দ্বিতীয় খণ্ড—সংস্করণ হইতে তেজ, অপ ও অগ্নের সৃষ্টি			১০১
তৃতীয় খণ্ড—আদিদেবত্রয়ের মিশ্রণে জগৎসৃষ্টি ...			১০৪
চতুর্থ খণ্ড—অগ্নিসূর্যাদি সমুদায় বস্তুতে দেবত্রয়ের অবস্থিতি			১০৭
পঞ্চম খণ্ড—আদি দেবত্রয় হইতে শরীর, মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি			১১৩
ষষ্ঠ খণ্ড—আদি দেবত্রয় হইতে মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি			১১৬
সপ্তম খণ্ড—শ্বেতকেতুর অনশন ও পুনর্ভোজন দ্বারা উক্ত তত্ত্বের স্পষ্টীকরণ			১১৯
অষ্টম খণ্ড—সূর্যপ্তি ও পানভোজনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা			১২৪
নবম খণ্ড—মধুচক্র ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা			১৩২
দশম খণ্ড—নদীর উৎপত্তি বিলয় ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা			১৩৪
একাদশ খণ্ড—জীবের জীবনমৃত্যুর দৃষ্টান্তদ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা			১৩৬
দ্বাদশ খণ্ড—শুক্রোদ্য, বৃক্ষবীজের দৃষ্টান্তদ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা			১৩৯
ত্রয়োদশ খণ্ড—লবণাক্ত জলের দৃষ্টান্তদ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা			১৪২
চতুর্দশ খণ্ড—দক্ষ্যাকর্ষক বস্তুচক্র, গান্ধারদেশীয় পৃথিবীর দৃষ্টান্তদ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা			১৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ খণ্ড—মুম্ব ও মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্তদ্বারা 'তৎস্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা	১৭০
ষোড়শ খণ্ড—তপ্ত পরস্পরস্পর্শের দৃষ্টান্তদ্বারা 'তৎস্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা	১৭১

সপ্তমাধ্যায় ১৫৫-২১৩

প্রথম খণ্ড—নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ—ভূমাতত্ত্ব—ঋষেদাদি বিভাগ নামনাত্র	১৫৫
দ্বিতীয় খণ্ড—নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ	১৬২
তৃতীয় খণ্ড—বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ	১৬৪
চতুর্থ খণ্ড—মন অপেক্ষা সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ	১৬৭
পঞ্চম খণ্ড—সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ	১৭১
ষষ্ঠ খণ্ড—চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ	১৭৪
সপ্তম খণ্ড—ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ	১৭৩
অষ্টম খণ্ড—বিজ্ঞান অপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ	১৭৯
নবম খণ্ড—বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ	১৮১
দশম খণ্ড—অন্ন অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ	১৮৩
একাদশ খণ্ড—জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ	১৮৬
দ্বাদশ খণ্ড—তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ	১৮৯
ত্রয়োদশ খণ্ড—আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ	১৯১
চতুর্দশ খণ্ড—স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ	১৯৩
পঞ্চদশ খণ্ড—আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ	১৯৪
ষোড়শ খণ্ড—প্রাণবিৎ ও সত্যবিদের প্রভেদ	১৯৯
সপ্তদশ খণ্ড—সত্যস্বরূপের বিজ্ঞান	২০০
অষ্টাদশ খণ্ড—বিজ্ঞান মনন-সাপেক্ষ	২০১
একোনিবিংশ খণ্ড—মনন প্রজ্ঞা-সাপেক্ষ	২০১
বিংশ খণ্ড—প্রজ্ঞা নিষ্ঠা-সাপেক্ষ	২০২
একবিংশ খণ্ড—নিষ্ঠা কর্ম-সাপেক্ষ	২০৩
দ্বাবিংশ খণ্ড—কর্ম সুখ-সাপেক্ষ	২০৪
ত্রয়োবিংশ খণ্ড—ভূমাই সুখস্বরূপ	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্বিংশ খণ্ড—ভূমার লক্ষণ	২০৫
পঞ্চবিংশ খণ্ড—ভূমা সর্বময়—ভূমাবিদের স্বারাজ্য	২০৭
ষড়বিংশ খণ্ড—ভূমাতত্ত্ববিৎ সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন	২১০
অষ্টমাধ্যায়	১৪-২৭১
প্রথম খণ্ড—দহরবিজ্ঞা—বিজ্ঞাত্মা ও জীবাত্মার একত্বজ্ঞান ও তৎফল	২১৪
দ্বিতীয় খণ্ড—পরলোকে জ্ঞানীর কামনাপূরণ	২২০
তৃতীয় খণ্ড—অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত ‘সত্য’ কামনা— ‘সত্য’ ও ‘হ্রদয়ে’র নিরুক্ত	২২৪
চতুর্থ খণ্ড—ব্রহ্মসেতুস্বরূপ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (১)	২২৯
পঞ্চম খণ্ড—ব্রহ্মচর্য্যরূপে নানা যজ্ঞের উল্লেখ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (২)	২৩২
ষষ্ঠ খণ্ড—নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সংযোগ—ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বার	২৩৬
সপ্তম খণ্ড—প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (১)	২৪২
অষ্টম খণ্ড— ঐ (২) আহুরী উপনিষৎ	২৪৭
নবম খণ্ড—ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—দেহাত্মবোধের ভ্রম	২৫২
দশম খণ্ড— ঐ —স্বপ্নাবস্থার শুভাশুভ	২৫৫
একাদশ খণ্ড— ঐ —সুষুপ্ত অবস্থার শুভাশুভ	২৫৯
দ্বাদশ খণ্ড— ঐ —অশরীরী আত্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা	২৬১
ত্রয়োদশ খণ্ড—সত্ত্ব ও নিগুণ ব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক গমনের আয়োজন	২৬৭
চতুর্দশ খণ্ড—আকাশরূপ ব্রহ্ম—পুনর্জন্মে অনিচ্ছা	২৬৮
পঞ্চদশ খণ্ড—সাধু জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র	২৭০

উপনিষদুক্ত সাধন-প্রণালী

১। উপনিষদের নীতি

উপনিষদে নৈতিক উপদেশের বাহুল্য নাই। তাহার কারণ এই যে প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসারে ইষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞাদি কৰ্ম, পূৰ্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কূপ-খননাদি লোকহিতকর কৰ্ম, এবং দত্ত অর্থাৎ দানাদি কৰ্ম, এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মধারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার ইচ্ছা উদিত হইলে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে হইত। সুতরাং উপনিষৎকারেরা বিস্তৃতভাবে নৈতিক উপদেশ দিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রথমা বল্পী একাদশ অনুবাকে পাঠক কতিপয় উপাদেয় নৈতিক উপদেশ পাইবেন। তত্ত্ব উপনিষদের নানা স্থানেই সংক্ষিপ্ত আকারে বিবিধ উপদেশ ছড়ান আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪) একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে ইহা হইতেই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি অর্থাৎ ছয়টা নৈতিক গুণ সংগৃহীত হয়। ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানার্থী শিষ্যের আদর্শ এই দাঁড়াইল যে তাঁহাকে সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সাধনচতুষ্টয়ের প্রথম সাধন নিত্যানিত্য-বিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রভেদ বুঝিবার শক্তি বা অভ্যাস। দ্বিতীয় সাধন ইহামুক্তফলভোগবিরাগ অর্থাৎ ইহলোকে বা পরলোকে নিজ কৰ্ম্মের ফল ভোগ সম্বন্ধে বৈরাগ্য। সংক্ষেপে বলিতে

গেলে নিকাম হইয়া কেবল কর্তব্যবোধে সমুদায় সংকল্প সম্পাদন করা। তৃতীয় সাধন উপরি-উক্ত ষট্‌সম্পত্তি। চতুর্থ সাধন মুমুক্শু অর্থাৎ মুক্তি লাভের ইচ্ছা। ব্রহ্মজ্ঞানার্থীর এই আদর্শ উপনিষদের সময়েই বিশেষরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই বলা হইয়াছে “তেন ত্যক্তেন ভূজীথা মা গৃধঃ কশ্চিদ্ ধনম্।” —ঈশ্বর-প্রদত্ত বিষয়দ্বারা ভোগ নির্বাহ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।” কেনোপনিষদে দেখা যায় অগ্নি ও বায়ু যক্ষরূপী ব্রহ্মের সম্মুখীন হইয়াও অহংকারবশতঃ তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। কিন্তু ইজের নিকট হইতে তিনি তিরোহিত হইলেও ইন্দ্র সহিষ্ণু ও বিনীত ভাবে হিমালয়শিখরে প্রাচুর্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমার শরণাপন্ন হওয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ঐ উপনিষদেরই শেষ ভাগে বলা হইয়াছে “তপস্যা অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান, দম অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্য্য, এবং কর্ম, ইহার অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপায়, বেদাধ্যয়ন ইহার সর্বাঙ্গ অর্থাৎ সহায় এবং সত্য ইহার আশ্রয়।” কঠোপনিষদে দেখা যায় নচিকেতা আত্মজ্ঞানার্থী হইলেও যম তাঁহাকে সহজে আত্মোপদেশ দেন নাই। পার্থিব ঐশ্বর্য্য এবং দেবলোকের নানা ভোগ্য বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া যখন দেখিলেন নচিকেতা বিচলিত হইলেন না, আত্মজ্ঞানলাভের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না, তখনই তিনি তাঁহাকে জ্ঞানদানে সম্মত হইলেন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে অপরা বিদ্যার দ্বারা পরা বিদ্যাও কেবল বুদ্ধি-দ্বারাই লাভ করা যায়। কঠোপনিষদ বলিতেছেন তাহা সম্ভব নহে।

নাবিরতো হৃশ্চরিতাম্রাশাস্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ হুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-
মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইহাকে প্রাপ্ত হয় না। (২১২৪)

প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায় স্বকেশা প্রভৃতি ছয় জন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি
ঋষি পিঙ্গলাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানার্থী হইয়া উপনীত হইলে ঋষি তাঁহা-
দিগকে বলিলেন “পুনরায় তপস্তা, ব্রহ্মচর্যা ও ব্রহ্মা অবলম্বনপূর্বক
সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছাক্রমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, যদি
আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব।” মুণ্ড-
কোপনিষদের প্রথমার্শে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর যোগ্যতা কথঞ্চিত বিস্তৃত ভাবে
বর্ণিত হইয়াছে। সেই যোগ্যতার সার—“প্রশান্ত চিন্তায় শমাব্রিতায়।”
তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে উক্ত হইয়াছে যে বক্ষণপুত্র
ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে পিতা তাঁহাকে তপস্তা
করিতে বলিলেন। ভৃগু পাঁচ বার তপস্তা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অন্ন,
প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই পাঁচটা স্তরে ক্রমশঃ উন্নীত
হইলেন। শ্বেতাস্বতর উপনিষদের শেষ ভাগে বলা হইয়াছে জানী
শ্বেতাস্বতর তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মকে অবগত হইয়া-
ছিলেন। আরও বলা হইয়াছে এই জ্ঞান অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে এবং
অযোগ্য পুত্র বা অযোগ্য শিষ্যকে দেওয়া অকর্তব্য। ছান্দোগ্য
উপনিষদে সত্যকাম জাঁবাল এবং উপকোসল কামলায়ন প্রভৃতির
কঠোর তপস্তা এবং তদ্বারা শিষ্যযোগ্যতালাভ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত
হইয়াছে। এই উপনিষদেই আকর্ণি-শ্বেতকেতু সংবাদে, নারদ-সনৎ-
কুমার-সংবাদে এবং অশ্বপতি ও ষড়্-ব্রাহ্মণ সংবাদে দেখান হইয়াছে
যে অপরা বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিও পরা বিদ্যা সম্বন্ধে অতিশয়
অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে। কৌরীতিকি ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই
জাতীয় অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে।

২। জ্ঞান-সাধন

প্রচলিত অজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত উপনিষদ শাস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভকে সাধনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই জ্ঞানলাভের নানা প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উপনিষৎকারেরা কোন শাস্ত্র বা গুরুকে স্বাধীন প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, স্বতরাং স্বাধীন চিন্তা বিচার এবং ধ্যানপ্রসূত অম্লভবই তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। উপনিষদুক্ত জ্ঞানপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথমার্ধের ভূমিকায় বিশেষরূপে বলা হইয়াছে; এস্থলে তাহার আর পুনরুক্তি করিব না। কেবল জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাধারণতঃ লোকে কেবল বিচারমূলক সিদ্ধান্তকেই জ্ঞান বলে। কিন্তু উপনিষদ-প্রতিপাদিত জ্ঞান আরও গভীরতর বস্তু। বিচারমূলক সিদ্ধান্ত জ্ঞানের একটা নিম্ন স্তরমাত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে (২।১১ ও ৪।৫) যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে ঋতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্ব্বং বিদিতম্”—“হে মৈত্রেয়ি, ! আত্মাকে দেখিতে শুনিতে মনন করিতে এবং বিশেষরূপে ধ্যান করিতে হইবে। আত্মাকে দেখিলে শুনিলে মনন করিলে এবং বিশেষরূপে জানিলে এই সমুদয় জানা হয়”। আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা—হুসারে দর্শনই লক্ষ্য; সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। ‘শ্রবণ’ অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অথবা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শোনা; ‘মনন’ অর্থ ঋত বিষয় বিচারসহ (‘তর্কতঃ’) চিন্তা করা, এবং ‘নিদিধ্যাসন’ অর্থ উক্ত প্রণালীতে জাত আত্মবস্তুর ধ্যান। এই প্রণালীর ফল আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞানের

পরাকাষ্ঠা। এই দর্শনের অবশ্যস্তাবী ফল আনন্দ ও পবিত্রতা, কারণ
 ‘ব্রহ্ম রসস্বরূপ’ এবং ‘ভুক্ত্যপাপবিহীন’। উপনিষদে ভক্তির উল্লেখ
 নাই বলিলেই হয়। ১২ খানা প্রধান উপনিষদের মধ্যে
 কেবল শ্বেতাশ্বতরের শেষ মন্ত্রে ভক্তি শব্দের উল্লেখ আছে—‘যন্ত দেবে
 পরা ভক্তিঃ’। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা উপনিষদের অনেক
 স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে
 ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে। এই ব্রহ্মানন্দই পরবর্তী ভক্তিশাস্ত্রে
 ‘ভক্তি’ নামে বিকশিত ও বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, ব্রহ্মদর্শন
 সম্বন্ধে আমরা আরোও কিছু বলিব। কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি
 পদ্য উপনিষদগুলিতে পাঠক ইহার বহুল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাইবেন।
 গদ্য উপনিষদগুলিতে—কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে—
 ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা পাইবেন। এই সকল বর্ণনাতে
 দেখিবেন দুই প্রকার ধ্যানপ্রণালীতে ব্রহ্মদর্শনে উপনীত হওয়া
 যায়। এই দুই প্রকার প্রণালীকে পরবর্তী বৈদান্তিক সাহিত্যে—
 যেমন ‘অপরোক্ষাভূতি’তে—‘অম্বয়’ ও ‘ব্যতিরেক’ বলা হইয়াছে।
 ‘ভগবদগীতার’ ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্যতিরেকপ্রণালী এবং একাদশাধ্যায়ে
 অম্বয়প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, যদিও ‘অম্বয়’ ও ‘ব্যতিরেক’ কথাগুলি
 তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড, কৌষীতকি
 উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম
 অধ্যায় অম্বয়প্রণালী সাধনের বিশেষ সহায়। এক অখণ্ড বস্তুই
 আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের বিষয়,—এই সিদ্ধান্ত নিঃসঙ্কিষ্টরূপে উপলব্ধি
 করিয়া মনকে সেই অখণ্ড বস্তুতে স্থাপন করিতে হয়। এই স্থাপনের
 নামই ধারণা। এই ধারণা ছান্দোগ্যের সপ্তমাধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডে
 ‘স এবাধত্তাং’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। যে অবস্থায় এক

অপণ্ড কুমারস্বত্ব উপলব্ধি হয় সে অবস্থায় 'সঃ' 'আত্মা' 'অহঙ্কঃ' এই সকল শব্দ নির্বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা যায়। একপ ব্রহ্মদর্শনের ফল জীবনে কিরূপ হয় তাহা এই অধ্যায়েরই ষড়্বিংশ খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেকপ্রণালী সাধারণভাবে সর্বত্রই এবং বিশেষ ভাবে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃত বুদ্ধির দেহাত্মবোধ দূর করিয়া আত্মার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করানই এই প্রণালীর বিশেষ উদ্দেশ্য। আত্মার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধ হইলে এই প্রণালীর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু উপনিষদের কোন কোন স্থান, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রণালীর উপর এত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে মনে হয় যেন তাঁহারা ইহার লক্ষিত অবস্থাকেই চরম অবস্থা মনে করেন। এই প্রণালীর মূল কথা এই—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমস্ত বিষয় এবং এই সমুদয়ের চিন্তাকে 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ এই সমুদয় আত্মা নহে, এই বলিয়া ধ্যানরাজ্য হইতে দূর করিতে হইবে এবং জ্ঞাত-রূপী আত্মাতে মনকে স্থাপন করিতে হইবে। আত্মাকে নির্বিশয় ও নিগুণ রূপে ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যান গাঢ় হইলেই ইহা আনন্দময় সমাধিতে পরিণত হয়। কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি পদ্য উপনিষদে এই প্রণালীর যথেষ্ট আভাস আছে। কিন্তু বৃহদারণ্যকের (৪।৩,৪) জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদেই ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেকপ্রণালী দ্বারা অনেক পরিমাণে বিষয় বা গুণের চিন্তা পরিহার করা যায়। আত্মা যে চিন্ময় তাহা উপলব্ধি করিবার পক্ষেও এই প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বিষয় বা গুণের চিন্তা যে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায়, তাহা মনে করা আমাদের নিকট ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানের ভিতরে সর্বদ্বয়ের ভাব একবারে অসম্ভব। বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, এই সৰ্ব্বদ্বয়ভিত্তিক জ্ঞান সম্ভব। এই সৰ্ব্বদ্বয়ের ভিতরে ভেদ ও

অভেদ উভয়ই আছে,—এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে এককে ছাড়িয়া অপরের ভাবনা অসম্ভব। প্রাকৃত বুদ্ধি ভেদের দিকই বেশী দেখে, কিন্তু সেই বুদ্ধিতেও অভেদ প্রচ্ছন্ন থাকে। ব্যতিরেক-প্রণালীতে অভেদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়, ভেদ প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, এই পর্য্যন্ত ঠিক; ভেদ একেবারে চলিয়া যায়, এই কথা ঠিক নহে। অভেদের সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্ত এই প্রণালী একান্তই আবশ্যক। আত্মতিরিক্ত ব্রহ্মতিরিক্ত কোন বস্তু যে নাই ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে আর ব্রহ্মদর্শন কি হইল? কিন্তু অভেদের আশ্রিত ভেদ ও সত্য। অসীম আত্মার পক্ষে ভেদ প্রচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভেদময় জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় না। সর্বজ্ঞ পুরুষের নিকট কিছুই প্রচ্ছন্ন নহে, কিছুই মিথ্যা নহে। ব্রহ্মস্বরূপ সম্যক-রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে ব্রহ্মের এই সর্বরূপী ভাবও দর্শন করিতে হইবে। জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ইহার উপরই নির্ভর করে। যাহারা ব্যতিরেক-প্রণালীকে চরম মনে করেন তাঁহারা ইহলোকে সন্ন্যাস এবং পরলোকে কৈবল্য বা লয়ের পক্ষপাতী হন। সুতরাং ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট না হইয়া অধ্যয়যোগ সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে। সমুদয় বস্তুতে এবং গৃহ, সমাজ, কার্যক্ষেত্র, জীবনের সমুদয় বিভাগে ব্রহ্মদর্শন সাধন করিতে হইবে।

৩। প্রেম-সাধন

উপনিষদ কেবল জ্ঞানশাস্ত্র নহে, ইহাতে গভীর প্রেমতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে ভক্তিসাধনের উপদেশ আছে, সেই ভক্তির মূল এই উপনিষদিক প্রেমতত্ত্ব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রেমতত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঐ উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—
 “তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিত্তাং প্রেয়োহন্তরাং সৰ্গগতঃ অন্তরন্তরঃ
 যদয়মাশ্ৰায়” — “যেহেতু এই আত্মা অন্তরন্তর, অন্তর সমুদয় বস্তু অপেক্ষা
 নিকটতর, সেই হেতু ইহা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্তর
 সমুদয় হইতে প্রিয়।” তৎপরেই বলা হইয়াছে—“আত্মানমেব প্রিয়মুপা-
 সীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ্যন্ত প্রিয়ঃ প্রমায়ুক্তঃ ভবতি”।—
 “আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে প্রিয়রূপে
 উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয় না”। ঐ উপনিষদের
 মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে (২।৪ ও ৪।৫) এই প্রেমতত্ত্ব আরো বিস্তৃতভাবে
 ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার অব্যবহিত
 পূর্বে নিজ পত্নীদ্বয় মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে নিজ সম্পত্তি বিভাগ
 করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন বিত্তময়ী
 সমগ্র পৃথিবী যদি তাঁহার হয় তবে তিনি তদ্বারা অমর হইতে পারেন
 কি না। যখন স্বামীর নিকট শুনিলেন যে বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের
 আশা নাই, তখন তিনি বলিলেন “যেনাহং নাশ্বতা স্তাঃ কিমহং তেন
 কুৰ্য্যাম্”? — “যদ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি
 করিব?” এই উত্তর শুনিয়া এবং মৈত্রেয়ীকে অমৃতত্বের জিজ্ঞাসা ও
 প্রয়াসী দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—“তুমি আমার প্রিয়া, কিন্তু এই উত্তর
 দ্বারা তোমার প্রতি আমার প্রেম বর্জিত হইল।” এই বলিয়া তিনি
 তাঁহার প্রেমতত্ত্ব ও অমৃতত্বের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রেম-
 তত্ত্বের মূল কথা এই যে পতি, পত্নী, সন্তান, সম্পত্তি, স্বজাতি, সমুদয়
 জগৎ, যে আমাদের প্রিয় হয়, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র বস্তুর দ্বারা মূল্যবশতঃ
 নহে, কিন্তু ইহাদের অন্তর্ভূত সৰ্গগত আত্মার অঙ্গরোধে। “আত্মানন্ত
 কামায় সৰ্গঃ প্রিয়ঃ ভবতি।” এই সৰ্গগত আত্মাই ব্রহ্ম, জ্যোতিষ্য,

মন্তব্য ও নির্দিধ্যাসিতব্য। মোট কথা এই যে আত্মা সকলেরই প্রিয়। আত্মপ্রেমবশতই লোকে সকল কার্য করে। যখন অস্ত্রের জন্ত কার্য করে, তখন জাতসারে হটুক, আর অজ্ঞাতসারে হটুক, অস্ত্রকে নিজের সঙ্গে এক করিয়া লয়, অস্ত্রতে আত্মাকে দেখে, অস্ত্রসহ আত্মাকেই প্রসারিত আকারে দেখে। পারিবারিক জীবন, জাতীয় জীবন, সামাজিক জীবন, বিশ্বপ্রেমিকের বিশ্বহিতৈষী জীবন, সমুদয়ই মূল আত্মপ্রেমের বিকাশমাত্র। জ্ঞানী সমুদয় জীবে নিজ অস্ত্রসহ আত্মাকে দেখিয়া “ততো ন বিগুপ্সতে” (“ঈশা ৬”)—“অতঃপর আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।” এই আত্মপ্রেমেই ব্রহ্মপ্রেমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। আমরা যে নিজেকে ভালবাসি, অস্ত্রকে ভালবাসি, মানবসাধারণকে ভালবাসি, ইহাতেই ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপী প্রেম প্রকাশিত। আত্মা আত্মাকে ভালবাসে, ইহার অর্থই ব্রহ্ম জীবকে ভালবাসেন এবং জীব ব্রহ্মকে ভালবাসে। এই প্রেমতত্ত্ব উপনিষদে এমন সরল ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই যাহাতে সাধারণ স্কুলদর্শী পাঠক তাহা বুঝিতে পারেন। বরঞ্চ ইহাতে জীবব্রহ্মের মৌলিক অদ্বৈতত্বের উপর এত বোঁক দেওয়া হইয়াছে যে প্রেমের ভিতর যে অবগুস্তাবি ও চিরন্তন দ্বৈতত্ব আছে তাহা এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের নিকটও প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উপনিষদের সমস্ত সাধন ও মুক্তিতত্ত্বই এই অদ্বৈতগত দ্বৈতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নির্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্ম নিজেকে নিজে ভালবাসেন, ইহার কোন অর্থই নাই, আর অর্থ থাকিলেও একগুণ ভালবাসাতে কোন মূল্য নাই, মাহাত্ম্য নাই। তিনি নিজেকে নির্বিশেষ অদ্বৈত জানিয়াও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজেকে সসীম বলিয়া জ্ঞাত হইতেছেন, এবং এই ভ্রমগ্রস্ত বদ্ধ জীবকে মুক্তির পথে—নিজের সহিত যোগের পথে—অগ্রসর করিতেছেন, এই কথাও অর্থহীন এবং জ্ঞান নামের অঙ্ক-

পযুক্ত। অথচ জীবের মুমুক্শ্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রয়াস এবং জীবকে মুক্তি দিবার জন্ত—নিজের সহিত যুক্ত করিবার জন্ত—ব্যবস্থা, এই দুই সত্য উপনিষদের সর্বত্রই নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম এবং ব্রহ্মের প্রতি জীবের প্রেম সত্য না হইলে এই মুক্তিতত্ত্ব, যোগ-তত্ত্ব, অর্থহীন হইত। ঈশোপনিষদ্ (৮) বলিতেছেন “তিনি প্রাণীদিগের ভোগের জন্ত যথোপযুক্ত বস্তু সকল বিধান করিতেছেন।” কেনোপনিষদ্ (৪,৫) বলিতেছেন তিনি দেবতাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য এবং তাহাদের নিকট আত্মপরিচয় দিবার জন্য যক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কঠোপনিষদ্ (৫৮) বলিতেছেন “যখন সমুদ্র প্রাণী নিদ্রিত থাকে তখন যে পুরুষ আগ্রত থাকিয়া কাম্য বস্তুপরম্পরা নির্মাণ করেন, তিনিই উজ্জল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন।” প্রাশ্নোপনিষদ্ (২য়) ব্রহ্মকে প্রাণ রূপে স্তব করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদ্ (৩।১) ঋকের অমুবর্তী হইয়া ব্রহ্ম ও জীবকে এক বৃক্ষস্থিত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষীদ্বয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং যিনি প্রাণরূপী ব্রহ্মকে জানিয়া আত্মক্রীড়া, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান হন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বভাবে পরিপূর্ণ। শ্বেতাশ্বতর (৩।৫) প্রার্থনা করিয়াছেন,—“তোমার যে মঙ্গলরূপা অভয়া পুণ্য-প্রকাশিনী তনু সেই স্বথতমা তনুদ্বারা আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর”। অন্যত্র (৪।২১) —“তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তদ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।” তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বলিতেছেন, “তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দিত হয়।ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন।” কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে মুক্তাত্মার ব্রহ্মলোক গমনের সূচনায় জীবের প্রতি ব্রহ্মের মঙ্গলভাব যেরূপ উজ্জল ও স্পষ্টরূপে বর্ণিত

হইয়াছে, উপনিষদ শাস্ত্রের অন্য কোথাও সেরূপ বর্ণনা নাই। শরীর-মুক্ত আত্মার ব্রহ্মাভিমুখী যাত্রার আরম্ভেই ব্রহ্ম ঐতি ও বিচারাপিণী দেবকামিনীদিগকে বলিতেছেন, “তাহার দিকে ধাবিত হও এবং আমার যোগ্য সম্মানের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা কর।” দেবকামিনীগণ জীবাশ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে “ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন”। “ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত” হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রথমতঃ তাঁহাতে “ব্রহ্মগন্ধ,” দ্বিতীয়তঃ “ব্রহ্মরস,” তৃতীয়তঃ “ব্রহ্মতেজ,” চতুর্থতঃ “ব্রহ্মবশ” প্রবেশ করে। ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পান এবং উপাসনাক্ষপিণী নদীতীরে দেবতাদের সঙ্গে চিরবাস করেন। ব্রহ্মের আর অণু লোক কি? “ব্রহ্ম এব লোকঃ”— ব্রহ্মই লোক। এই ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৮।৫।৩২) সংক্ষেপে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাদ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, “অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃততে লইয়া যাও”। এই সকল প্রার্থনা এবং উদ্ধৃত অগ্ন্যণ্ড ঐতিহ্যের জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রেমের লক্ষ্য ও পরাকাষ্ঠা মিলন, চিরমিলন। ব্রহ্মের সহিত জীবের চিরমিলনই উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন কোনও ঋষির শিক্ষায় লয়বাদের বীজ আছে, তাহা আমরা প্রথমার্ধের ভূমিকায় দেখাইয়াছি। এই লয়বাদ প্রেমের বিরুদ্ধ। প্রেম সর্বদাই মিলন চায়,— সজ্ঞান মিলন,— কারণ অজ্ঞান মিলন প্রকৃত পক্ষে মিলনই নহে। সুতরাং লয়বাদ উপনিষদের মূল সাধনধারার বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। যাজ্ঞ-বল্ক্যের কোন কোনও উক্তিযে যদি লয়বাদের বীজ থাকে, তবে তাহা তাহার নিজেরই ব্যাখ্যাত প্রেমতত্ত্বের বিরোধী। ইন্দ্র, প্রজাপতি,

চিত্র প্রভৃতি বিগণ যে লয়বাদের বিরোধী তাহাও আমরা উক্ত ভূমিকায় দেখাইয়াছি। পাঠক নিরপেক্ষভাবে উপনিষদ অধ্যয়ন করিলেই এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।

সুতরাং উপনিষদের সাধনতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই,—
 ত্রৈলোক্যপ্রসূত উপাসনা ও সংকর্মাধারা শুদ্ধচিত্ত, শাস্ত ও সমাহিত হইয়া
 অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। শ্রবণ মনন ও
 নিদিধ্যাসন-দ্বারা ব্রহ্মদর্শন করিয়া প্রীতিপূর্বক তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা
 করিতে হইবে। উপনিষদ্বক্তা ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদিকা বিদ্যাসমূহ ব্রহ্মজ্ঞান ও
 উপাসনা সাধনের বিশেষ সহায়। উপাসনায় অহুভূত ব্রহ্মসামিধ্য, ব্রহ্মপ্রেম,
 ব্রহ্মানন্দ, ও ব্রহ্মের পূর্ণ পবিত্রতা কার্যগত জীবনে যথাসাধ্য উপলব্ধি
 করিতে হইবে। সকল আত্মার সুখ ও দুঃখে, সংগ্রাম ও সাধনে, যথাসাধ্য
 প্রবেশ করিয়া জীবনকে বহুধা করিতে হইবে। এরূপ জীবনই ব্রহ্মলোক,
 ব্রহ্মধাম। ইহকালে, পরকালে, সকল অবস্থায়ই, এই লোক. এই ধাম,
 উপলব্ধি করিতে হইবে। এই মহাসাধনে সম্মল—

ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্।

পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ—প্রাণের শ্রেষ্ঠতা

১। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ।

২। যো হ বৈ বসিষ্ঠঃ বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানঃ ভবতি বাগ্ বাব বসিষ্ঠঃ ।

৩। যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাঃ বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিন্শ্চ লোকেহমুস্মিন্শ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ।

১। যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠম্ চ (জ্যেষ্ঠকে) শ্রেষ্ঠম্ চ (এবং শ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন), জ্যেষ্ঠঃ চ হবৈ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি (হন)। প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ।

২। যঃ হ বৈ বসিষ্ঠম্ বেদ, বসিষ্ঠঃ হ স্বানাম্ (হ, ৬৩ স্বজনগণের) ভবতি। বাকুবাব বসিষ্ঠঃ ।

৩। যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম্ (২।১; প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি = প্রতিষ্ঠা) বেদ,

১। যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠই হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ।

২। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে (কিংবা স্বজনের) বসিষ্ঠই হন। বাকুই বসিষ্ঠ ।

৩। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠাইলাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ।

৪। যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাতিস্ম কামাঃ পদ্যন্তে
দৈবাস্ত মানুষাস্ত শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ।

৫। যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্থানাং ভবতি মনো
হ বা আয়তনম্ ।

৬। অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি ব্যুদ্বিরেহহং স্ম্যেয়ানস্ম্যাহং
শ্রেয়ানস্মীতি ।

প্রতি হ তিষ্ঠতি (= প্রতিতিষ্ঠতি হ = প্রতিষ্ঠালাভ করেন) অগ্নিন্
চ লোকে (এষ্ট লোকে) অমৃগ্নিন্ চ (ঐ লোকে) । চক্ষুঃ বাব
প্রতিষ্ঠা । পাঠান্তর—“অমৃগ্নিন্ চ চক্ষুর্বাণ” স্থলে ‘অমৃগ্নিন্ চ চক্ষুর্বাণ’ ।

৪। যঃ হ বৈ সম্পদম্ বেদ, সম্ (+ পদ্যন্তে) হ অস্মৈ (ইহার
জগত্) কামাঃ (কাম্যবস্তসমূহ) পদ্যন্তে (সম্ + কৰ্ম্মকর্তৃবাচ্য;
উপস্থিত হয়) দৈবাঃ চ (দেব সম্বন্ধীভোগ্যবস্তসমূহ) মানুষাঃ চ
(মানব সংক্রান্ত ভোগ্যবস্তসমূহ) । শ্রোত্রম্ বাব সম্পৎ ।

৫। যঃ হ বৈ আয়তনম্ (আশ্রয়কে) বেদ, আয়তনম্ (১।১)
হ স্থানাম্ (৫।১।১) ভবতি । মনঃ হ বৈ আয়তনম্ ।

৬। অথ হ প্রাণাঃ (১।৬) ‘অহম্ + শ্রেয়সি’ (‘অঃম্ শ্রেঃস্
অর্থাৎ আমি শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে ; কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে) ব্যুদ্বিরে

৪। যিনি সম্পৎকে জানেন, তাঁহার জগৎ দৈব এবং মানবীয় সমুদয়
কাম্যবস্তই উপস্থিত হয় । শ্রোত্রই সম্পৎ ।

৫। যিনি আয়তনকে (অর্থাৎ আশ্রয়কে) জানেন, তিনি স্বজন-
বর্গের, আয়তনই হন । মনই আয়তন ।

৬। এক সময়ে ‘কে শ্রেষ্ঠ’ এই বিষয়ে বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে
কলহ হইয়াছিল । (সকলেইবলিল) ‘আমি শ্রেষ্ঠ’ ‘আমি শ্রেষ্ঠ’ ।

৭। তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো
নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎকাস্তে শরীরং পাপিষ্ঠ-
তরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ।

৮। সা হ বাঙুচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যোত্যোবাচ

(বি+উদিরে=বি+বদ্ লিট্ আত্মনেপদ, পা: ১।৩।৪৭=বিবাদ
করিয়াছিল)—‘অহম্ (আমি) শ্রেয়ন্ (শ্রেষ্ঠ) অস্মি (হই)’ ‘অহম্
শ্রেয়ান্ অস্মি’ ইতি ।

৭। তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিম্ পিতরম্ (পিতা প্রজাপতিকে)
এত্য (ই ধাতু ; গমন করিয়া) উচুঃ (বলিল “ভগবন্ ! কঃ (কে)
নঃ (আমাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ” ? ইতি তান্ (তাহাদিগকে) হ
উবাচ (বলিলেন)—“যস্মিন্ বঃ উৎকাস্তে (তোমাদিগের মধ্যে যে
বাহির্গত হইলে) শরীরম্ (১।১) পাপিষ্ঠতরম্ ইব (সৰ্বাপেক্ষা
পাপিষ্ঠের স্থায় ; হীন অপেক্ষাও হীন তরের স্থায় ; ” পাপিষ্ঠ=পাপ+ইষ্ঠ
পা: ৫।৩।৬০ ; ৬।৪।১৫৫ বহুর মধ্যে পাপী , ইহার উত্তর ‘তর’ প্রত্যয় ।

ভীষণ তম পাপী অপেক্ষাও ভীষণতর পাপী) দৃশ্যেত (দৃষ্ট হয়),
সঃ (সে) বঃ (তোমাদিগের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ ; ইতি ।

৮। সা হ বাক্ (‘ই বাক্) উৎচক্রাম (উৎ+ক্রম্, লিট্ ;
উৎক্রাস্ত হইল) । সা সন্বৎসরম্ প্রোষ্য (প্র+ক্ ; প্রবাস করিয়া) পর্যোত্য
(পরি+আ+ইত্য ; ই ধাতু পুনরাগমন করিয়া) উবাচ (বলিল) :—

৭। প্রাণ সমূহ পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিল—
‘হে ভগবন্ ! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?’ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন
—‘তোমাদিগের মধ্যে যে বাহির্গত হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর (অর্থাৎ
হীন অপেক্ষাও হীনতর) হয়, সেটো তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।’

৮। বাক্ দেহ হইতে চলিয়া গেল । সে সন্বৎসরং প্রবাস করিয়া
প্রত্যাগত হইয়া বলিল—‘আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত

কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তুঃ প্রাণন্তুঃ প্রাণেন
পশ্যন্তুশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তুঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ
হ বাক্ ।

৯। চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং পোষ্যপর্ষ্যেত্যো বাচ
কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি যথাক্কা অপশ্যন্তুঃ প্রাণন্তুঃ প্রাণেন
বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তুঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ
হ চক্ষুঃ ।

কৎম্ (কি প্রকারে) অশকত (শবলুট; সমর্থ হইয়াছিলে) ঋত মৎ
(আমা বিনা) জীবিতুম্ (জীবনধারণ করিতে) ইতি । যথা কলাঃ
(মুকগণ) অবদন্তুঃ (কথা না বলিয়া) প্রানন্তুঃ (প্রাণ ধারণ করিয়া)
প্রাণেন (প্রাণের সাহায্যে, নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি দ্বারা), পশ্যন্তুঃ
(দেখিয়া) চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা), শৃণ্বন্তুঃ (শ্রবণ করিয়া) শ্রোত্রেণ
(কর্ণদ্বারা) ধ্যায়ন্তুঃ (চিন্তা করিয়া) মনসা (মনদ্বারা)—এবম্ (এই
প্রকার) ইতি । প্রবিবেশ (প্র+বিশ্, লিট=প্রবেশ করিল) হ বাক্
অশকতর্থে=অশকত+ঋতে ।

৯। চক্ষুঃ হ উৎক্রাম। তৎ (সে) সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পর্ষ্যেত্যো
উবাচ:—“কথম্ অশকত ঋত মৎ জীবিতুম্?” ইতি । যথা অন্ধাঃ

ছিলে?” (অপরূপ ইন্দ্রিয় বলিল)—“মুক যেমন কথা বলে না,
অথচ নিশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা
শ্রবণ করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম) ।
অনন্তর বাক্ দেহে প্রবেশ করিল ।

৯। তখন চক্ষু উৎক্রমণ করিল । সম্বৎসর প্রবাস করিবার পর
প্রত্যাগমন করিয়া বলিল “আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত

১০। শ্রোত্রংহোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পৰ্য্যো-
ত্যোবাচ কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরা অশৃণুস্তঃ
প্রাণস্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশান্তুশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মন-
সৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্।

(অন্ধগণ) অপশ্রুস্তঃ (দর্শন না করিয়া), প্রাণস্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ (কথা
বলিয়া) বাচা (বাগিজিয় দ্বারা), শৃণুস্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তঃ মনসা—এবম
ইতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ৫।১৮ দ্রঃ।

:০। শ্রোত্রম্ হ উৎক্রাম। তৎ সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পৰ্য্যো-
ত্যোবাচ—‘কথম্ অশকত ঋতে মজ্জীবিতুম্?’ ইতি ‘যথা বধিরাঃ (বধির
গণ) অশ্রুস্তঃ (শ্রবণ না করিয়া) প্রাণস্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশান্তুঃ
চক্ষুষা, ধ্যায়ন্তঃ মনসা—এবম, ইতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্। (৫।১৮।
৩৯ দ্রঃ)।

ছিলে?’ (অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল)—অন্ধ যেমন দর্শন করে না, অথচ
নিঃশ্বাস গ্রহণের সাহায্যে জীবনধারণ করে, বাগিজিয় দ্বারা উচ্চারণ
করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরা
জীবিত ছিলাম)। অনন্তর দর্শনেন্দ্রিয় দেহে প্রবেশ করিল।

১০। অনন্তর শ্রোত্র উৎক্রমণ করিল। সে সম্বৎসর প্রবাস
করিবার পর পত্যাগমন করিয়া বলিল ‘আমার অভাবে তোমরা কিরূপে
জীবিত ছিলে?’ (অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল) যেমন বধিরগণ শ্রবণ করে
না অথচ প্রাণ দ্বারা প্রাণন করে, বাগিজিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে,
চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি (আমরাও জীবিত
ছিলাম)। তখন শ্রোত্র (দেহে) প্রবেশ করিল।

১১। মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পৰ্য্যোতোবাচ
কথমশকতৰ্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালাঅমনসঃ প্রাণস্তঃ প্রাণেন
বদন্তো বাচা পশ্যন্তঃ চক্ষুৰ্বা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ
মনঃ ।

১২। অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সূহয়ঃ পডীশ-শকুন্
সংখিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদন্তং হাভিসমেতোচূৰ্ভগবল্লৈধি
ৎ নঃ শ্রোষ্ঠোহসি মোৎক্রমীরিতি ।

১১। মনঃ উৎক্রাম । তৎ সম্বৎসরম্ প্রোষ্য পৰ্য্যোত্য উবাচ—
‘কথম্ অশকত স্মতে মৎ জীবিতুম্’ ইতি । “যথা বালাঃ (শিশুগণ)
অমনসঃ (মনন অর্থাৎ চিন্তা না করিয়া) প্রাণস্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ
বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুৰ্বা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ—এবম্” ইতি । প্রবিবেশ হ মনঃ
(৫।১।৮, ৯ জঃ) ।

১২। অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষান্ (উৎ + ক্রম, মন, শ্রুত্ব
উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে) ২ঃ যথা সূ-হয়ঃ (উৎকৃষ্ট অশ্ব পডীশ-
শকুন্ (পাদ বন্ধনের জন্ত খুঁটা সমূহ ২।৩ শকু = খুঁটা) সংখিদেৎ (বৈদিক

১১। তখন মন উৎক্রমণ করিল। সে সম্বৎসর প্রবাস করিবার
পর প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘আমার অভাবে তোমরা
কিভাবে জীবিত ছিলে?’ (অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল) ‘শিশু যেমন চিন্তা
করে না, কিন্তু প্রাণ দ্বারা প্রাণন করে, বাক্ দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে,
চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, তেমনি (আমরাও জীবিত ছিলাম) ।’ (তখন)
মন (দেখে) প্রবেশ করিল ।

১২। অনন্তর যখন প্রাণ উৎক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিল, তখন,
উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন পাদবন্ধনের শকু সমূহ উৎপাটিত করে, তেমনি প্রাণও

১০। অথ হৈনং বাণ্ডবাচ যদহং বসিষ্ঠাঃস্মিৎ তৎ তদ্বসিষ্ঠো-
হসীত্যথ হৈনং চক্ষুরবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাঃস্মিৎ তৎ প্রতিষ্ঠাসীতি ।

প্রয়োগ ;—সংখ্যন্দং=সমুৎপাটিত করে) এবম্ (এই প্রকার)
ইতরান্ প্রাণাণ্ (অপরাপর প্রাণ সমূহকে) সম্ + অবিদং (বৈদিক
প্রয়োগ, =সংখ্যন্দং=সমুৎপাটিত করিল) । তম্ (তাহার নিকট)
হ অভিসমেত্য (অভি+সম্+ই; একত্র আগমন করিয়া) উচুঃ
(বলিয়াছিল) —ভগবন্! এষি (অস্মৈ সোটি হি—হউন, অর্থাৎ ‘প্রভু’
হউন) ; ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদিগের) শ্রেষ্ঠঃ অসি (হইতেছেন) ।
মা উৎক্রমীঃ (মা, উৎ+অক্রমীঃ, ক্রম্ লুঙ, ‘মা’ বোলে ‘আক্রমী’র
‘অ’ লোপ ;—উৎক্রমণ করিবেন না) ।

১০। অথ হ এনম্ (ইহাকে, মুখ্যপ্রাণকে) বাক্ উবাচ :—যৎ (যে,
যদি, ক্রিংবিং) অহম্ (আমি) বসিষ্ঠাঃস্মিৎ (হই), ত্বম্ (আপনি) তৎ
বসিষ্ঠঃ (সেই প্রকার বসিষ্ঠগুণ সম্পন্ন। কিংবা তৎ=তাহা হইলে)
অসি (হইতেছেন) । অথ ১ এনম্ চক্ষুঃ উবাচ—“যৎ অহম্ প্রতিষ্ঠাঃ
স্মিৎ, ত্বম্ তৎপ্রতিষ্ঠাঃ (সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা ; কিংবা তৎ=তবে) অসি”
ইতি ।

অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহকে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিল । তখন
তাহারা প্রাণের নিকট সমাগত হইয়া বলিল—‘হে ভগবন্! আপনিই
প্রভু হউন ; আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি উৎক্রমণ
করিবেন না’ ।

১০। অনন্তর বাক্ তাহাকে বলিল—“আমি যদি বসিষ্ঠ হই,
তাহা হইলে আপনিও বসিষ্ঠ (কিংবা আপনিও সেই প্রকার বসিষ্ঠ) ।”
তাহার পর চক্ষু তাহাকে বলিল—“আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই, তাহা হইলে
আপনিও প্রতিষ্ঠা (কিংবা আপনি সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা) ।”

১৪। অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি স্বং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি স্বং তদায়-
তনমসীতি ।

১৫। ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃসি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যা-
চক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হে বৈতানি সৰ্বাণি ভবতি ।

১৪। অথ হ এনম্ শ্রোত্রম্ উবাচ—“স্বং অহম্ সম্পৎ অস্মি ত্বম্
তৎসম্পৎ (সেই প্রকার সম্পদ; বা তৎ=তবে) অসি” ইতি অথ হ
এনম্ মনঃ উবাচ—“স্বং অহম্ আয়তনম্ (আশ্রয়) অস্মি, ত্বম্ তৎ+
আয়তনম্ সেই প্রকার আয়তন; কিংবা তৎ(=তাহা হইলে) অসি”
ইতি (১৩ত্ৰঃ) ।

১৫। ন (না) বৈ বাচঃ (বাক্ সমূহ), ন চক্ষুঃসি (চক্ষুঃসমূহ) নো
শ্রোত্রাণি (শ্রোত্র সমূহ), ন মনাংসি (মন সমূহ) ইতি আচক্ষতে (অ +
চক্ষ+অস্তে=বলিয়া থাকে) । প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ) ইতি এব আচক্ষতে ।
প্রাণঃ হি এব এতানি সৰ্বানি (এই সমুদয়) ভবতি (হয়) ।

১৪। অনন্তর শ্রোত্র বলিল—“আমি যদি সম্পৎ হই, তবে আপনিও
সম্পৎ” (কিসা সেই প্রকার সম্পৎ) । তাহার পর মন বলিল, “আমি
যদি আয়তন হই আপনিও আয়তন” (কিংবা সেই প্রকার আয়তন) ।

১৫। এই জন্ত (পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে) বাক্ বলেন না, চক্ষু বলেন
না, শ্রোত্র বলেন না, মন বলেন না; (ইহাদিগকে) প্রাণই বলিয়া থাকেন ।
এই সমুদয় নিশ্চয়ই প্রাণ ।

মন্তব্য

৫।১।১। পাণিনির মতে জ্যেষ্ঠ=প্রশস্ত+ইষ্ঠ; বা, বৃদ্ধ+ইষ্ঠ ।
শ্রেষ্ঠ=প্রশস্ত+ইষ্ঠ (৫৩ ৬০, ৬১, ৬২) । বহুল বিষয়ে জ্যেষ্ঠ
এবং শুণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । এ বিষয়ে ১।১।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য । কেহ কেহ
বলেন শ্রি ধাতু হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ।

বসিষ্ঠ = বসু + ইষ্ঠ পা: ৬:৪।১৫৫—অতিশয় বসুমান অর্থাৎ অতিশয় ধনশালী। শকর ও আনন্দগিরির মতে অগ্ন অর্থও হয় যেমন—বাসগ্নিতা, যিনি অপরকে বাস করান; আচ্ছাদয়িতা, যিনি পরিচ্ছদাদি দ্বারা অপরকে আচ্ছাদন করেন।

৫।১।৬। শ্রেয়ানু = শ্রেয়স্ ১।১, প্রশস্ত + ঈয়স্ = শ্রেয়স্ পা: ৫।৩।৬০, নবা পণ্ডিতগণ কেহ কেহ মনে করেন, ‘শ্রি’ ধাতু হইতে এই শব্দের উৎপত্তি।

৫।১।১২। পড়ীশ—আনন্দগিরি বলেন “পদম শীলা: পাদঃ, তেষাম্ সংহতি: পড়ি:, তন্ত্রা: ঈশা: নিয়ামকা: শকরঃ-বর্ণবিভাঃ: ছান্দস:”। ইহার মতে ব্যাকরণের নিয়মামুসারে ‘পদ্বাশ’ হওয়া উচিত। ‘পড়ীশ’ স্থলে ‘পড়ীশ, বৈদিক।

এই শব্দ ঋগ্বেদ (১।১৬২:১৪, ১৬), তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪।৬২।১, ২), বাজসনেয় সংহিতা (২৫।৩৮, ৩৯), সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক (৯।৭), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৩।২।১৩), ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু কি প্রকারে ইহার উৎপত্তি হইল তাহা বলা কঠিন। তবে ইহার অর্থ যে ‘পাদবন্ধন’ সেবিসয়ে প্রায় সকলেই এক মত। Roth (রথ) বলেন ‘পদ’ হইতে পড্; ইহার অর্থ পদ; বীশ = বন্ধন। কেহ কেহ বলেন পশ্ ধাতু হইতে ‘পড়ীশ’ হইয়াছে; এই পশ্ ধাতুর অর্থ ‘বন্ধন করা’ এবং ‘পশ’ শব্দের অর্থ বন্ধন বা বন্ধনাজ্জ।

‘শ’ স্থলে ‘ড’ প্রয়োগ ঋগ্বেদেও আছে। ৪।২।১২ মন্ত্রে ‘পড্ভিঃ’ পাওয়া যায়। Macdonell বলেন এস্থলে ‘পশ’ শব্দ হইতে পড্ভিঃ হইয়াছে; ‘পশ’ শব্দের অর্থ দৃষ্টি।

পাঠান্তর ৫।১।১৩। কোন কোন সংস্করণে ‘বসিষ্ঠা’ স্থলে ‘বসিষ্টঃ’, আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাঠ বসিষ্ঠা এবং ‘বাক্’ শব্দও জ্বীলিজ এই জন্ত ‘বসিষ্ঠা’ পাঠই গৃহীত হইল।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাণোপাসনা

১। স হোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদিদমা-
শ্চভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্তান্নমনো হ বৈ নাম
প্রত্যক্ষং ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ।

১। সঃ (সে) হ উবাচ (বলিল)—‘কিম্ (কি) মে (আমার) অন্নম্
ভবিষ্যতি,’ (হইবে) ? ইতি । ‘যৎ (যাহা) কিম্ + চিৎ (কিছু) ইদম্ (এই)
আশ্চভ্যঃ (‘শ্বন্’ হইতে ; কুকুর হইতে আশ্রয় করিয়া) আশকুনিভ্যঃ
(পক্ষী হইতে আশ্রয় করিয়া ; শকুনি = পক্ষী)’ ইতি হ উচুঃ (বলিয়াছিল)
তৎ বৈ এতৎ (সেই এই) অনস্ত (প্রাণের ; অন = প্রাণ) অন্নম্ । অনঃ
(‘অন এই শব্দ) হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্ । ন হ বৈ এবং বিদি (এই প্রকার
জ্ঞান) সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে) কিম্ + চন (কিছুই) অনন্নম্ (ন, অন্নম্ = অন্ন
নয় এমন, অভক্ষ্য) ভবতি (হয়) ।

১। মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল “আমার কি ভন্ন হইবে ?” অপরপক্ষ
ইন্দ্রিয় বলিল ‘কুকুর ও শকুনি হইতে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু আছে
(সে সমুদয়ই),’ এ সমুদয়ই প্রাণের অন্ন । ‘অন’ এই নাম প্রত্যক্ষ
(প্রাণবাচক) । যিনি এই প্রকার জ্ঞানে তীক্ষ্ণ নিকট কিছুই
অভক্ষ্য নহে ।

২। স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি
হোচুস্তস্মাদ্ভা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাষ্টিঃ পরিদধতি
লভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ।

৩। তর্কৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াস-
পত্নায়োক্তেহাচ যদাপ্যেনচ্ছুকায় স্থানবে ক্রয়াজ্জায়েরন্নে-
বান্মিঞ্জাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ।

২। সঃ হ উবাচ— “কিম্ মে বাসঃ (বস্ত্র) ভবিষ্যতি” ? ইতি ।
(১ ব্রঃ) আপঃ (১।৩, জল) ইতি ক উচুঃ । তস্মাৎ (সেই জন্ত) বৈ
এতৎ (ইহাকে) অশিষ্যন্তঃ (অশ, স্মৃত্ ; ভোজন করিবে এমন লোক
সমূহ ১।৩) পুরস্তাৎ (পূর্বে) উপরিষ্টাৎ (পরে ও) অদৃতিঃ
(জলদ্বারা) পরিদধতি (পরি + ধা + অস্তি = পরিধান করে, বেটন
করে) । লভুকঃ (লভ্, হইতে ; যে লাভ করে ; লভ্কা) হ বাসঃ
(বাস্ শব্দ ; বাস অর্থাৎ আচ্ছাদনকে) ভবতি (হয়) ; অনগ্নঃ (নগ্ন নয় ;
পরিহিত বস্ত্র) হ ভবতি ।

৩। তৎ হ এতৎ (সেই ইহাকে) সত্যকামঃ জাবালঃ গো শ্রুতয়ে
বৈয়াসপত্ন্যায় (ব্যাভ্রপত্নের অপত্য গোশ্রুতিকে) উক্তা (ব’লয়া)
উবাচঃ—যদাপি এনৎ (এই উপদেশকে) শুকায় স্থানবে (শুক স্থানতে ;
স্থানু—শাখাপল্লববিহীন বৃক্ষকাণ্ড) ক্রয়াৎ (বলা হয়), জায়েরন্ (জন্

২। প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—‘আমার কি বাস হইবে ?’ তাহারা
বলিল—“জল (আপনার বস্ত্র হইবে) ।” সেইজন্ত ভোজন করিবার
পূর্বে ও পরে অগ্নিকে জল দ্বারা বেটন করে । সে বাস প্রাপ্ত হয়, আর
নগ্ন থাকে না ।

৩। সত্যকাম জাবাল ব্যাভ্রপত্নের পুত্র গোশ্রুতিকে এই উপদেশ

৪। অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্ত্রায়াং দৌক্ষিহা পৌর্ণমাস্ত্রাং
রাত্রৌ সৰ্বৌষধস্ত মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়
স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্ত ত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ।

বিধি ৩৩; উৎপন্ন হইতে পারে) এব অশ্বিন্ (এই স্বাহুতে)
শাখা প্রোহেয়ুঃ (প্র+রুহ+বিধি ৩৩) পলাশানি (পত্রসমূহ)।
পাঠান্তরঃ—‘এনং’ স্থলে ‘এতং’

৪। অথ যদি মন্থং (মহত্বকে) জিগমিষেৎ (গম্ সন্ প্রাপ্তি অর্থে;
প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে), অমাবাস্ত্রায়াং (অমাবস্রাত্রে) দৌক্ষিহা দৌক্ষ
গ্রহণ করিয়া) পৌর্ণমাস্ত্রাং রাত্রৌ (পূর্ণিমা রজনীতে) সৰ্বৌষধস্ত (নমুনয়
ঔষধির) মন্থম্ (২।১; বিভিন্ন ঔষধি একত্র পেষণ করিলে যে পিষ্ট হয়,
তাহার নাম মন্থ) দধিমধুনোঃ (৭।২; দধি ও মধুতে) উপমথ্য (উপ+
মথ্, বা মন্থ; (মন্থন বা মিশ্রিত করিয়া) ‘জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়স্বাহা’ (জ্যেষ্ঠ
ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নে (অগ্নিতে) আজ্যস্ত (আজ্যের
বা ২য় স্থলে ঊষ্ঠী বাবহর; = আজ্যকে; শব্দের মতে “আজ্য নিক্ষেপ
স্থলে”; আজ্য=ঘৃত) ত্বা (আহুতি দিয়া) মন্থে (যে মন্থ পূর্বে প্রস্তুত
করা হইয়াছিল সেই মন্থে; কিংবা মন্থপাত্রে) সম্পাতম্ (পাত্র সংলগ্ন
হোমের অবশিষ্টাংশকে) অবনয়েৎ (অব+নী+যাৎ=নিম্নে নিক্ষেপ
করিবে)।

দিয়া বলিয়াছিলেন ‘যদি শুক স্বাহুকে ও এই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা
হইলে তাহাতেও শাখা উৎপন্ন এবং পত্র সমূহও উদ্গত হইতে পারে।’

৪। যদি কেহ মন্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে অমাবস্রাত্রে
দৌক্ষ গ্রহণ করিয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে নানা প্রকার ঔষধি মিশ্রিত করিয়া
পেষন করিবে। সেই মন্থকে দধি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া
‘জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা)’ এই
বলিয়া অগ্নিতে আজ্যদধি, এবং মন্থন পাত্রে সম্পাৎ নিক্ষেপ করিবে।

৫। বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ
প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সম্পদে
স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ । আয়তনায়
স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ।

৬। অথ প্রতিস্থপাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামান্ত্রমা
হি তে সর্বমিদং স হি ত্যোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ স মা জ্যৈষ্ঠাঃ
শ্রেষ্ঠাঃ রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্বমসানীতি ।

৫। ‘বসিষ্ঠায় স্বাহা’ (বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ
আজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ, ‘প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা’
(প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতম্
অবনয়েৎ, ‘সম্পদে স্বাহা’ (সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ
আজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ, ‘আয়তনায় স্বাহা’
(আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আজ্যস্ত হুত্বা মন্থে সম্পাতম্
অবনয়েৎ । ৪মঃ ব্রঃ)।

৬। অথ প্রতিস্থপ্য (প্রতি+স্থপ্; ‘অগ্নি হইতে’ দূরে বাইয়া)
অঞ্জলৌ (অঞ্জলিতে) মন্থম্ আধায় (আ+ধা; গ্রহণ করিয়া) জপতি

৫। ‘বসিষ্ঠায় স্বাহা’ (বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া অগ্নিতে
আহতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। ‘প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা’
(প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা), এই বলিয়া অগ্নিতে আহতি দিয়া মন্থে সম্পাত
নিক্ষেপ করিবে। ‘সম্পদে স্বাহা’ (সম্পদের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া
অগ্নিতে আহতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। ‘আয়তনায় স্বাহা’
(আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া অগ্নিতে আহতি দিয়া মন্থে
সম্পাত নিক্ষেপ করিবে।

৬। অনন্তর অগ্নি হইতে কিকিং দূরে বাইয়া মন্থ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র

৭। অথ খবেতয়র্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুবৃণীমহ ইত্য্যচামতি বয়ং দেবশ্চ ভোজনমিত্য্যচামতি শ্রেষ্ঠঃ সৰ্ব্বধাতমমিত্য্যচামতি তুরং গুগশ্চ ধীমহীতি সৰ্বং পিবাতি । নির্ণিণ্য

(জপ করে) :—অমঃ নাম অসি (হও) ; অমা (সহিত) হি তে (তোমার ; তে অমা—তোমার সহিত) সৰ্ব্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়) । সঃ (তিনি) হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (রাজা বা দীপ্তিমান) আধিপতিঃ । সঃ মা (আমাকে) জ্যেষ্ঠম্ (জ্যেষ্ঠত্ব গুণকে) শ্রেষ্ঠম্ (শ্রেষ্ঠত্বকে) রাজ্যম্ (দীপ্তিকে বা রাজ্যকে) আধিপত্যম্ সময়তু (প্রাপ্ত করান) অহম্ (আমি) এব ইদম্ সৰ্ব্বম্ অসানি অস্ লোটু ১:১ = হই) ।

৭। অথ খলু এতয়া ঋচা (এই ঋক্ ঋচা) পচ্ছঃ (পদ + শস্, অব্যয় এক এক পদে অর্থাৎ এক এক পাদ উচ্চারণ করিয়া) আচামতি (ভক্ষণ করে) :—

(১) ‘তৎ (সেই খাদ্যকে) সবিতু (সবিতার) বৃণীমহে’ (বৃ ধাতু ১।৩ = প্রার্থনা করি) ইতি (এই বলিয়া) আচামতি ।

(২) বয়ম্ (আমরা) দেবশ্চ (দেবতার) ভোজনম্ (খাদ্যকে) ইতি আচামতি ।

জপিবো—হে মম্ব, (অর্থাৎ হে প্রাণ !) তুমি হও অম ; এই সমুদয় . তোমাতে (প্রতিষ্ঠিত) । তিনি (অর্থাৎ মম্বরূপী প্রাণ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা (বা দীপ্তিমান) এবং আধিপতি । তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য (বা দীপ্তি) ও আধিপত্য প্রাপ্ত করান । আমি এই সমুদয় হইতে ইচ্ছা করি ।

৭। অনন্তর এই ঋক্ উচ্চারণ করিয়া ইহার প্রত্যেক পদে ভোজন করিবে । ‘তৎ সবিতুবৃণীমহে’ এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার ভোজন করিবে । ‘বয়ম্ দেবশ্চ ভোজনম্’ এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার ভোজন করিবে । ‘শ্রেষ্ঠম্ সৰ্ব্বধাতমম্’ এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার

কং সং চমসং বা পশ্চাদগ্নে: সংবিশতি চৰ্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা
বাচংযমোহপ্রসাহ: স যদি জিহ্বং পশ্চেৎ সমুদ্রংকর্মেতি বিদ্যাৎ ।

৮। তদেষ শ্লোক: ।

(৩) 'শ্রেষ্ঠম্ সর্বধাতমম্' (শ্রেষ্ঠ ও সকলের ধারয়িতাকে) ইতি
আচামতি ।

(৪) তুরম্ (শীঘ্র—শব্দের মতে; শব্দবিনাশক ২।, সায়নের
মতে) ভগ্যসা ধীমহি । 'শব্দের মতে চিন্তা করি; সায়নের (মতে
উপভোগ করি বা প্রার্থনা করি)' ইতি সর্বম্ পিষতি (এই বলিয়া
সমুদ্র পান করিবে) ।

নির্ণিজ্য (নি: + নিজ্ ধাতু: প্রক্ষালন করিয়া) কংসম্ (কংস
নামক পাত্ৰকে) চমসম্ বা (অথবা চমস নামক পাত্ৰকে) পশ্চাৎ অগ্নে:
(অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে) সংবিশতি (সম্ + বিশ্; শয়ন করে) চৰ্ম্মণি বা
(চর্ম্মের উপরে) স্থণ্ডিলে বা (অথবা মৃত্তিকার উপরে) বাচম্ + যম: (পা:
৩২৪০; ৬০৬০; = বাক্যত হইয়া) অপ্রসাহ: (অ + প্র + সহ সংযত-
চিত্ত হইয়া) স: যদি জিহ্বম্ (জীলোককে) পশ্চেৎ ('অগ্নে' দর্শন করে)
সমুদ্রম্ (সম্ + ঋধ্; সকল) কৰ্ম্ম ইতি বিদ্যাৎ (ইহা জানিবে) ।

৮। তৎ (সে বিষয়ে) এষ: শ্লোক: (এই শ্লোক):—

• ভোজন করিবে। 'তুরম্ ভগ্যসা ধীমহি' এই পাদ উচ্চারণ করিয়া সমুদ্র
পান করিবে ।

৭। অনন্তর কংস পাত্ৰই হউক বা চমস পাত্ৰই হউক পাত্ৰ ধৌত
করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে বাক্য ও চিন্তকে সংযত করিয়া চর্ম্মের উপরে
কিংবা মৃত্তিকাতে শয়ন করিবে। সে যদি (অগ্নে) জীলোক দর্শন করে
তবে জানিবে তাহার কৰ্ম্ম সফল হইয়াছে ।

৮। সে বিষয়ে এই শ্লোক আছে:—যদি কাম্য কৰ্ম্মে অগ্নে জীলোক

যদা কৰ্ম্মসু কাম্যেষু জিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ।

সমুদ্ভিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥

যদা (যখন) কৰ্ম্মসু কাম্যেষু (কাম্য কৰ্ম্মে) জিয়ং (জীলোককে) স্বপ্নেষু (স্বপ্নে) পশ্যতি (দেখে), সমুদ্ভিম্ (২।১) তত্র (সেখানে) জানীয়াৎ (জানিবে) তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে (স্বপ্নদর্শনে, স্বপ্নদর্শনের কালে)— তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে (দ্বিকৃতি নিশ্চয়ার্থক বা সমাপ্তিসূচক) ।

দর্শন করে, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন নিদর্শন হইতে জানিবে যে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে ।

মন্তব্য

৫।২।১ 'অন' শব্দের সহিত উপসর্গযোগে প্রাণ উদান, সমান, ব্যান ইত্যাদি নিম্পন্ন হয়। প্র+অন=প্রাণ; অপ+অন=অপান; সম+আ+অন=সমান; উৎ+আ+অন=উদান; বি+আ+অন=ব্যান। অন এবং অন্ন বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক; উচ্চারণের সাদৃশ্যে উভয়ের সংযোগ দেখান হইয়াছে।

৫।২।২। ভোজনের পূর্বে ও পরে মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য যে আচমন করা হয়, তাহাকেই এখানে বাস বা আচ্ছাদন বলা হইয়াছে।

৫।২।৩। ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং বৃড়িগকেও 'বৈব্রাজপদ্য' বলা হইয়াছে (৫।১৪.১; ৫।১৬।১)। শাস্ত্রায়ন আরণ্যকে গোষ্ঠতিঃ নামো-ক্তেখ আছে (১।১।৭)।

৫।২।৪। দধি মধুনোঃ বটী ও সপ্তমি উভয়ই হইতে পারে, আনন্দ গিরি বটী বিবচন গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থ কবিয়াছেন 'দধিমধুনোঃ সম্বন্ধি পাভে' অর্থাৎ দধি ও মধু সম্বন্ধি পাভে। কোন কোন সংস্করণে 'দধি মধুনা' অর্থাৎ 'দধি ও মধু দ্বারা' ব্যবহার করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৫।২।৬। শঙ্কর বলেন 'অমা' গ্রাণের একটা নাহ। ইহার প্রকৃত অর্থ কি বলা কঠিন।

৫।২।৭। যে ঋক্ উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা এই:—

তৎ সবিভূর্ধীমহে

বয়ম্ দেবস্ত ভোজনম্

শ্রেষ্ঠম্ সর্ব ধাতমম্

তুগম্ ভগস্ত ধীমহি। ঋগ্বেদ ৫।৮২।১

অর্থ:—দেব সবিতার নিকট আমরা সকলের ধারক সেই শ্রেষ্ঠ অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শীত্র ভগদেবতার ধ্যান করি (কিংবা দেবসবিতার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শীত্র ভগদেবতার শ্রেষ্ঠ, সর্বধারক স্বরূপের ধ্যান করি)।

পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ

১। শ্বেতকেতুর্হাকরণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তংহ প্রবাহণো জৈবলিক্রবাচ কুমারানু দ্বাশিষং পিতৃত্যনু হি ভগব ইতি।

১। শ্বেতকেতুঃ হ আকর্নেয়ঃ (=আকর্ণির পুত্র; আকর্ণি=অকর্ণের পুত্র) পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালজাতির কিংবা পঞ্চাল দেশ সমূহের)

১। (একসময়ে) শ্বেতকেতু আকর্ণেয় পঞ্চালসমিতিতে গমন করিয়া ছিল। (সেই স্থলে) প্রবাহণ জৈবলি তাহাকে প্রিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

২। বেথ যদিতোহধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি? ন ভগব ইতি। বেথ যথা পুনরাবর্তন্ত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেথ পথোদেবযানন্ত পিতৃযানন্ত চ ব্যাবর্তনা ৩ ইতি? ন ভগব ইতি।

সমিতিম্ (২।১; সভাতে) এয়ায় (আ+ইয়ায়—ইধাতু লিট; গমন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) হ প্রবাহণঃ জৈবলিঃ (জীবলের পুত্র প্রবাহণ) উবাচ (বলিয়াছিল) —‘কুমার! অহু (+অশিষৎ) আ (তোমাকে) অশিষৎ (অহু; +শাস লুঙ; = শিক্ষা দিয়াছেন) পিতা ইতি। অহু (+‘অশিষৎ’=অহুশাসন করিয়াছেন) হি (নিশ্চয়ই) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্)।

২। “বেথ (হুইদ্ লট, =জান?) যৎ (যেখানে) ইতঃ (এই স্থান হইতে) অধি (উর্দ্ধদেশে) প্রজাঃ (প্রাণিগণ) প্রযন্তি (প্র+ই; গমন করে)” ইতি। “ন ভগবঃ” ইতি। “বেথ যথা (যে প্রকারে) পুনঃ আবর্তন্তে ৩ (প্রত্যাগমন করে)” ? ইতি। “ন ভগবঃ” ইতি। “বেথঃ পথোঃ (পথ-দ্বয়ের) দেবযানস্য (দেবযানের) পিতৃযানস্য চ (পিতৃযানের) ব্যাবর্তনা ৩ (যেখানে পথক হইয়াছে) ?” “ন ভগবঃ” ইতি।

“আবর্তন্তে ৩” এবং “ব্যাবর্তনা ৩” ৩ প্লুত স্বরের চিহ্ন।

“হে কুমার! (তোমার) পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?” যেত-কেতু বলিল—‘হে ভগবন্! নিশ্চয়ই অহুশাসন করিয়াছেন’।

২। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রাণিগণ (মৃত্যুর পর) উর্দ্ধে কোন্ দেশে গমন করে তাহা কি জান?” যেতকেতু বলিল—“হে ভগবন্! জানিনা”। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন “যে প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্তন করে (অর্থাৎ কিরিয়া আসে) তাহা কি জান? যেতকেতু বলিল—“হে ভগবন্! জানিনা”।

৩। বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্যত ৩ ইতি ? ন ভগব ইতি । বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি ? নৈব ভগব ইতি ।

৪। অথানু কিমনুশিষ্টোহবোচথা যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথংসোহনুশিষ্টো ব্রবীতেতি স হায়ন্তঃ পিতুরন্ধমেয়ানু তংহোবাচাহননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু হাশিমমিতি ।

৩। বেথ যথা অসৌ লোকঃ (ঐ লোক; বা চন্দ্রলোক) ন সম্পূর্যতে ৩ (সম্+পূর, কিংবা পূ কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্ববাচ্য ; সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্ণ হয়) '৩' প্লুত স্বরের চিহ্ন 'ন ভগবঃ' ইতি । 'বেথ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চম সংখ্যক আহুতিতে) আপঃ (জল ১।৩) পুরুষবচসঃ (পুরুষবচ-বাচ্য) ভবন্তি (হয়)' ইতি "ন এব ভগবঃ" ইতি ।

৪। অথ হু কিম্ । (কেন) অনুশিষ্টঃ (অহু+শাস্ ; উপদিষ্ট 'হইয়াছি') অবোচথাঃ (বচ্, লঙ, আত্মনেপদ ; বলিয়াছ) ? যঃ (যে)

প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন "দেববান ও পিতৃবান কোথায় পৃথক হইয়াছে, তাহা কি জান ?" শ্বেতকেতু বলিল, "হে ভগবন ! জানিনা ।"

৩। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি জান ঐলোক (অর্থাৎ পিতৃলোক) কেন (জীবদ্বারা) পূর্ণ হয় না ?' শ্বেতকেতু বলিল 'হে ভগবন ! জানিনা' । প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি জান পঞ্চমা আহুতিতে জলকে কেন পুরুষ বলা হয় ?' শ্বেতকেতু বলিল 'হে ভগবন ! জানিনা' ।

৪। তখন প্রবাহণ বলিলেন "তবে কেন বলিয়াছিলে 'আমি উপদিষ্ট হইয়াছি ?' যে এসমুদয় বিষয় জানেনা সে কি প্রকারে বলিলে-

৫। পঞ্চ মা রাজন্তবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাকীতেষাং নৈকঞ্চ
নাশকং বিবক্তুমিতি। স হৌবাচ যথা মা স্বং তদৈতানবদো
যথাহমেবাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যঃ কথং তে
নাবক্ষ্যমিতি।

হি ইমানি (এই সমুদয়কে) ন বিদ্যাৎ (জ্ঞানেনা), কথম্ (কি প্রকারে)
সঃ (সে) “অনুশিষ্টঃ” ক্রবীত (বলে) † ইতি। সঃ হ আয়ন্ত (আ + যস্ ;
মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া) পিতুঃ (পিতার) অর্দ্ধম্ (স্থানকে) এয়ায়
(আ + ইয়ায়, ইধাতু লিট; প্রত্যাগমন করিল)। তম্ (তাহাকে)
ই উবাচ (বলিল) :—অনুশিষ্যা (ন অনুশিষ্যা = শিক্ষা না দিয়া) বাব
কিল মা (আমাকে) ভগবান্ (১।১) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) অনু
হ। অশিষম্ (—আই অহ + অশিষম্ শাসলুঙ্ = তোমাকে শিক্ষা
দিয়াছি) ইতি। পাঠান্তর—‘অথ হু’ স্থলে ‘অথাহু’।

৫। পঞ্চ (পাঁচটি) মা (আমাকে) রাজন্ত-বন্ধুঃ প্রশ্নান্ (প্রশ্ন
সমূহকে) অপ্রাকীৎ (প্রচ্ছ, লুঙ্; = দ্বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)।
তেষাম্ (সেই সমুদয় প্রশ্নের) ন একম্ + চন (একটিও) অশকম্
(শক্, লুঙ্; সমর্থ হইয়াছি) বিবক্তুম্ (বি + বচ্, ধাতু; বলিতে) ইতি।

পারে যে ‘খামি অনুশিষ্ট “হইয়াছি”?’ খেতকেতু মনোহুঃখে পিতার
নিকট প্রত্যাগমন করিল এবং তাঁহাকে বলিল—“ভগবান্ আমাকে
(যথোপযুক্ত) উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছিলেন—‘তোমাৎ উপদেশ
দিলাম’।”

৫। “সেই রাজন্তবন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি
তাহার একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই।”

পিতা (এই সমুদয় প্রশ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া
সমযান্তরে) বলিলেন—“তুমি তখন (অর্থাৎ রাজার নিকট হইতে

৬। স হ গৌতমো রাজ্ঞোহর্কমেয়ায় তন্মৈ হ প্রাপ্ত্যাহাঁক-
কার, স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায়, তংহোবাচ মানুষস্ত ভগবন্
গৌতম বিত্তস্ত বরং বৃণীথা ইতি । স হোবাচ তবৈব রাজন্
মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্তান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে
ব্রহ্মীতি । স হ কৃচ্ছ্রীবভূব ।

সঃ (পিতা) হ উবাচ (বলিলেন) :—“যথা (যে, যে প্রকার)
তদা (তখন রাজসভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া) এতান্ (এই
সমুদয়কে; এই সমুদয় প্রশ্নকে) অবদঃ (বদ্ লঙ্; বলিয়াছিলে)—” “যথা
(যেহেতু) অহম্ (আমি) এষাম্ (এ সমুদয়ের) ন একম্+চন
(একটীও) বেদ (জানি)—” “যদি অহম্ ইমান্ (এ সমুদয়কে)
অবেদিস্যম্ (বিদ্, লঙ্; জানিতাম), কথম্ (কেন) তে (তোমাকে)
ন অবক্ষ্যাম্ (বচ্, লঙ্; বলিতাম) ?”

৬। সঃ হ গৌতমঃ রাজ্ঞঃ (রাজার) অর্কম্ (স্থান ; ২।১) এয়ায় (এম) ।
তন্মৈ হ প্রাপ্ত্য (সেই অভ্যাগতকে) অর্হাম্ চকার (পূজাকরিলেন) ।
সঃ হ প্রাতঃ সভাগে (সভা+গম+৬,৭।১ ; রাজা সভাগত হইলে)
উদেয়ায় (উৎ+আ+ইয়ায়=ই লিট=উপস্থিত হইল) । তম্ হ উবাচ
(বলিলেন) মানুষ্য (+বিত্তস্ত=মানবুসবক্ষী বিত্তের) ভগবন্

প্রত্যাগমন করিয়া) আমাকে যে এই সমুদয় প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে
(সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি বলি, শুন) ” । “যেহেতু আমি ইহার
একটীও জানিনা (সেইজন্য তোমাকে এবিষয়ে উপদেশ দিই নাই) ।
যদি আমি জানিতামই তবে কেনই বা তোমাকে না বলিতাম ?”

৬। (অনন্তর) গৌতম রাজত্ববনে গমন করিলেন । রাজা
অভ্যাগতকে সমাদর করিলেন । প্রাতঃকালে রাজা সভায় উপস্থিত
হইলে, গৌতম ও সেই স্থলে গমন করিলেন । রাজা তাঁহাকে

৭। তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াক্ষকার তং হোবাচ যথা
মা ত্বং গোতমাবদো যথেষ্টং ন প্রাক্ স্বপ্তঃ পুরা বিদ্যা। ব্রাহ্মণান্
গচ্ছতি তস্মাদ্হ সৰ্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রৈশ্চৈব প্রশাসনমভূদিতি
তস্মৈ হোবাচ।

গৌতম! বিত্তস্ত (বিত্তের) বরম্ (২১) বৃণীথা (বৃ ; প্রার্থনা করুন)
ইতি। সঃ হ উবাচ—“তব এব (আপনারই ‘থাকুক’) রাজন!
মাতৃষম্ বিত্তম্ (মাতৃষাসম্বন্ধীবিত্ত)। যাম্ এব (+ বাচম্ = যে বাক্যকে)
কুমারস্ত (কুমারের) অস্তে (নিকটে) বাচম্ অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন),
তাম্ এব (সেই বাক্যকেই) মে (আমাকে) ক্রুহ (বলুন) ইতি।
সঃ (রাজা) কৃচ্ছ্রী + ক্রুব (দুঃখী হইলেন)।

৭। তম্ (গোতমকে) হ ‘চিরম্ (দীর্ঘকাল) বস (বাস কর)’
ইতি আজ্ঞাপয়াক্ষকার (এই আজ্ঞা করিলেন)। তম্ হ উবাচ—
“যথা (যেমন, যে প্রকার) মা (আমাকে) তম্ গোতম! অবদঃ
(বদ্ লভ্ ; বলিয়াছিল)—। যথা (যেহেতু) ইয়ম্ (+ বিদ্যা ;
—এই বিদ্যা) ন প্রাক্ তত্বঃ (ত্বং + তম্ ; তোমার পূর্বে) পুরা
(পুরাকালে) বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণদিগকে) গচ্ছতি (প্রাপ্ত

বলিলেন—“ভগবন্ গোতম! মাতৃষাসম্বন্ধী বিত্তের বর প্রার্থনা করুন।”
গৌতম বলিলেন ‘হে রাজন! মাতৃষসম্বন্ধী বিত্ত আপনারই থাকুক।
আপনি আমার পুত্রের নিকট যে বাক্য বলিয়াছিলেন, আমাকে
তাহাই বলুন।’ ইহা শুনিয়া রাজা বিসম্ব হইলেন।

৭। রাজা তাঁহাকে এই আজ্ঞা করিলেন—“দীর্ঘকাল (আমার
নিকট ব্রহ্মচারীরূপে) বাস কর। (এইরূপ দীর্ঘকাল বাসকরিবার
পর, একদিন রাজা) তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি যে আমাকে সেই

হইয়াছে), তস্মাৎ (সেইজন্য) উ সৰ্বলোকে (সর্বলোকে) কত্রস্ত এব (কত্রিয়েরই) প্রশাসনম্ (শিক্ষা দিবার ক্ষমতা) অভূৎ (ভূ. লুঙ; ছিল) ইত। তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন):—

বিষয় দ্বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমার, পূর্বে পুরাকালে কোন, ব্রাহ্মণই এই বিজ্ঞা লাভ করে নাই। (ইহা কেবল কত্রিয়গণই জাতিত, এইজন্য সর্বলোকে কত্রিয়দিগেরই (এ বিষয়ে উপদেশ দিবার) ক্ষমতা ছিল।”

মন্তব্য

৫।৩।১। কুমার = কন্ + আরণ; কন্ = ইচ্ছা করা, প্রীতিকর্য (উপাদি ৩।১৩৮), কন্য়নীয় বলিয়া ইহার নাম কুমার। কেহ বলেন ইহার অর্থ ক্রীড়াশীল। Monier Williams এর অভিধানে কুমার — কু + মার = যে সহজে মরে।

কৌষীতকি উপনিষদে শ্বেতকেতুকে ‘আকুণ্ণিপুত্র’ এবং গৌতম বলা হইয়াছে (১।১)। শতপথ ব্রাহ্মণে (১।২।১।১২; ১।৫।৪।১৮ ইত্যাদি) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (২৬।৪ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৬।২।১) ইহার নামোল্লেখ আছে। শ্বেতকেতু পিতা উদ্ধালকের নিকট হইতে যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা এট ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

৫।৩।৩। ‘অসৌ লোকঃ,—উপনিষদের ভাষ্যে শব্দর ইহার অর্থ পিতৃ লোক করিয়াছেন। কিন্তু সূত্র ভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন চন্দ্রলোক।

‘ভামতী’ টীকাতেও এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। রামানুজের অর্থ ‘দ্যালোক’।

৫।৩।৪। অষোচখাঃ—বচ্ছাতুর আত্মনেপদ ব্যবহার সম্বন্ধে ৪।১।৪
বস্তুব্য দেখ ।

শকরাচার্য্য বলেন আয়ত্ত্বঃ=আত্মাসিতঃ=অপত্ত্বকর্তৃক মনোবেদনা
প্রাপ্ত হইয়া ।

৫।৩।৫। এই পঞ্চম মণ্ডে অনেক কথা উহা আছে, সেইজন্য
এই অংশের অধ্যয় করা কঠিন । ভিন্ন ভিন্ন লোকে ইহার ভিন্ন ভিন্ন
অধ্যয় করিয়াছেন ।

আমাদিগের নিকট এই প্রকার অর্থ যুক্তিবৃত্ত বলিয়া মনে হয় ।
যেতকেতু পিতাকে বলিলেন আমি এই সমুদয় প্রশ্নের একটীরও
উত্তর দিতে পারি নাই । ইহার পরে এই অংশ আছে— “সঃ হ
উবাচ ‘যথা মা ত্বম্ তদা এতান্ অবদঃ’ অর্থাৎ পিতা বলিলেন
“তুমি যে সেই সমুদয় এই সমুদয় প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে—” ।
পিতা যাহা বলিলেন তাহা একটা অসম্পূর্ণ বাক্য । কিন্তু বর্তমান
সময়েও কোন বিষয় আরম্ভ করিবার সময় আমরা এই প্রকার ভাষাই
ব্যবহার করিয়া থাকি । এই অংশের সপ্তম মন্ত্রেও এই প্রকার
ভাষাই আছে । রাজা যখন গৌতমকে উপদেশ দিবেন তখন এই
বলিয়া আরম্ভ করিলেন—“যথা মা ত্বম্ অবদঃ”=“তুমি যে আমাকে
এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—” ।

পিতা সন্তানকে বলিয়াছিলেন “সেই সময়ে (তদা) যে তুমি
বলিয়াছিলে” । এই ‘তদা’ (=সেই সময়ে) শব্দের ব্যবহার হইতে
বুঝা যাইতেছে যে পিতা পুত্রের কথা শুনিবারাত্রই উত্তর দেন নাই ।
প্রশ্ন শুনিয়া তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার পরে পুত্রের
সহিত আবার এবিষয়ে কথা হইয়াছিল । তিনি এই বলিয়া কথা
আরম্ভ করিলেন—“তুমি যে সেই সময়ে এই সমুদয় প্রশ্নের কথা
বলিয়াছিলে—” ।

ইহার পরে পিতা বলিলেন—“যথা অহম্ এষাম্ এককন ন বেদ=
যেহেতু আমি এ সমুদয়ের একটীরও জানি না—” । এটিও একটা
অসম্পূর্ণ বাক্য । পুত্র রাজসভা হইতে আসিয়া পিতাকে বলিয়াছিল—

“আপনি আমাকে সব বিষয়ে উপদেশ দেন নাই, অথচ বলিয়াছিলেন ‘তোমাকে সব উপদেশ দিলাম’।” তাহার ধারণা ছিল পিতা আরও অনেক বিষয় জানিতেন কিন্তু তিনি সে সব বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দেন নাই। পুত্রের কথায় পিতা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার এই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য এখন বলিলেন—“যেহেতু আমি এ সমুদয় বিষয়ের একটীও জানি না”। পিতার বলিবান্ধু উদ্দেশ্য এই :—“যেহেতু আমি এ সমুদয় বিষয়ের একটীও জানি না (সেই জন্যই তোমাকে এ সব বিষয়ে উপদেশ দিই নাই। ইহা মনে করিও না যে আমি এ সব বিষয় জানিয়াও তোমাকে উপদেশ দিই নাই)।

উক্ত মন্তব্যে শেষ অংশ এই :—“আমি যদি জানিতামই তবে তোমাকে বলিতাম না কেন ?”

অনুরূপ স্থলে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার আছে :—
“সঃ ৩ উবাচ ‘তথা নঃ ত্বম্ তাত জানীথাঃ, যথা যং অহম্ কিঞ্চন বেদ, সৰ্বম্ অহম্ তুভ্যম্ অবোচম্’=” পিতা বলিলেন—“আমি যাহা কিছু জানি, সে সমুদয়ই তোমাকে বলিয়াছি ; তুমি আমার বিষয়ে এই প্রকারই জানিবে”। ইহার পরে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই অংশ আছে :—“প্রেহিতু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্যম্ বৎস্তাবঃ ইতি । ভবান্ এব গচ্ছতু টিতি ।” পিতা বলিলেন—চল সেই স্থলে যাই ; সেই স্থলে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি (ঐর্থাৎ শিষ্য ইহঁদা বিদ্যালভ করি)। শ্বেতকেতু বলিল—“আপনিই গমন করুন” ৬।২।৪।

রাজত্ববন্ধুঃ—রাজার গুণ নাই, কেবল রাজগণের বন্ধু বলিয়া রাজা। ইহা একটী স্বপানুচক বাক্য। ব্রহ্মবন্ধু, দ্বিজবন্ধু, কত্রবন্ধু প্রভৃতি কথারও অর্থ এইরূপ।

এই স্থলে ‘রাজত্ব’ শব্দ ‘রাজা’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্তু প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশের লোকদিগকেও ‘রাজত্ব’ বলা হইত।

৩।৩। কোন কোন সংস্করণে ‘সভাগে’ স্থলে ‘সভাগঃ’ পাঠ

আছে। সভাগঃ=স+ভাগঃ : ভাগ=পূজা, সেবা; সভাগঃ=পূজার সহিত বর্তমান অর্থাৎ পূজিত হইয়া। রাজ্যবিষয়ে সপ্তমাস্ত অর্থাৎ সভাগে=রাজ্য সভাগত হইলে। গৌতম বিষয়ে প্রথমাস্ত অর্থাৎ সভাগঃ=গৌতম পূজিত হইয়া। (শঙ্কর ও আনন্দগিরি)।

ভগবান এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—“হে গৌতম! তুমি যখন বলিলে যে তোমার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণ এবিদ্যা লাভ করে নাই,—এইজন্যই রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দিগের হস্তেই রহিয়াছে।” ইহার মতে প্রশাসন=শাসন করিবার।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

(পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর)

প্রবাহন-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (১)

১। অসৌ বাব লোকে গৌতম্যগ্নিস্তদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোহহরচিচ্চন্দ্রমা অদ্বারা নক্ষত্রানি বিক্ষুলিঙ্গাঃ।



১। অসৌ বাব লোকঃ (ঐলোক, দ্বালোক) গৌতম! অগ্নিঃ। তন্ম (তাহার) আদিত্যঃ এব সমিৎ (কাষ্ঠ); রশ্ময়ঃ (রশ্মি)

১। হে গৌতম! ঐ লোকই (অর্থাৎ দ্বালোকই) (যজ্ঞের)

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্তা
আহুতেঃ সোমো রাজা সন্তবতি ।

সমূহ) ধূমঃ; অগ্নিঃ (দিন) অর্চ্চিঃ (শিখা); চক্রমা অঙ্গারঃ;
(১৩) নক্ষত্রানি (১৩) বিক্ষুব্ধাঃ (১৩) ।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (সেই এই অগ্নিতে) দেবাঃ (১৩)
শ্রদ্ধাং (২১) জুহ্বতি (হ ; আহুতি দেয়) । তস্তাঃ আহুতেঃ (সেই
আহুতি হইতে) সোমঃ রাজা (চন্দ্র) সন্তবতি (উৎপন্ন হয়) ।

অগ্নি ; আদিত্য তাহার কাষ্ঠ ; রশ্মি সমূহ তাহার ধূম ; দিনই
শিখা ; চক্রমাই অঙ্গার এবং নক্ষত্রগণই বিক্ষুব্ধ ।

২। দেবগণ সেই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন ।
সেই আহুতি হইতে সোমরাজা (অর্থাৎ চন্দ্র) উৎপন্ন হয় ।

মন্তব্য

৫।৪।২। এস্থলে অপ্ কেই শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। এতৎ সংক্রান্ত
প্রশ্ন অপবিষয়ে (১৩৩) এবং উপসংহারে অপ্ বিষয়ে (৫।২।১) ।
সুতরাং এস্থলে অপ্ ই শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধার সহিত জলকে আহুতি দেওয়া
৩য় এইজন্তই সম্ভবতঃ জলকে শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। শঙ্কর বেদান্তসূত্র-
ভাষ্যে (৩।১।৫) ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ।

পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

প্রবাহন-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (২)

১। পৰ্জন্তো বাব গোতমাগ্নিস্তস্ত বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো
বিজ্ঞাদর্চিরশনিরজ্জ্বরা হ্রাদনয়ো বিক্ষুলিঙ্গাঃ ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমঃ রাজানং জুহ্বতি
তস্তা আহতেবর্ষং সম্ভবতি ।

১। পৰ্জন্তঃ (স্বষ্টির দেবতার নাম) বাব গোতম! অগ্নিঃ ।
তস্ত বায়ুঃ এব সমিৎ; অভ্রম্ (মেঘ) ধূমঃ; বিজ্ঞাৎ অর্চিঃ;
অশনিঃ অজ্জ্বরাঃ; হ্রাদনয়ঃ (মেঘগর্জন ১৩; হ্রাদনি = মেঘ
গর্জন) বিক্ষুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১৩ঃ) ।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমম্ রাজানম্ (সোম
রাজাকে) জুহ্বতি; তস্তাঃ আহতেঃ বর্ষম্ (বৃষ্টি) সম্ভবতি (৫।৪।২
৩ঃ) ।

১। হে গোতম! পৰ্জন্তই অগ্নি; বায়ুই তাহার কাঠ; মেঘই
ধূম; বিজ্ঞাই শিখা; বজ্রই অজ্জ্বর; মেঘগর্জনই ক্ষুলিঙ্গ ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহতিক্রমে অর্পণ করে।
সেই আহতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় ।

পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্ঠ পণ্ড

প্রবাহন-ক খত পঞ্চামিষিষ্ঠা (৩)

১। পৃথিবী বাব গৌতমাস্তিত্ত্বাঃ সৎসৎসর এব সমিদা-
কাশো ধূমো রাত্রিরচির্দিশোহক্ষরা অবাস্তরদিশো বিকুলিজাঃ ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নমৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্তা আহুতে-
রন্নং সম্ভবতি ।

১। পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ ; তস্তাঃ (এই পৃথিবীর) সৎসৎসরঃ
এব সমিৎ ; আকাশঃ ধূমঃ ; রাত্রিঃ অর্চিঃ ; দিশঃ (দিকসমূহ)
অক্ষরাঃ ; অবাস্তরদিশঃ (ঈশান, নৈঋতাদি কোন সমূহ ; অবাস্তর =
অব + অস্তর = মধ্যবর্তী) বিকুলিজাঃ (৫।৪।১। দ্রঃ) ।

২। তস্মিন্ এতস্মিন অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষম্ (বৃষ্টিকে) জুহ্বতি ।
তস্তাঃ আহুতেঃ অন্নম্ সম্ভবতি (৫।৪।২ দ্রঃ) ।

১। হে গৌতম! পৃথিবীই অগ্নিঃ ; সৎসৎসরই ইহার সমিৎ ;
আকাশই ধূমঃ ; রাত্রিই শিখা ; (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই)
দিক সমূহই অক্ষাবঃ ; (ঈশান, নৈঋত প্রভৃতি) অবাস্তর কোণ
সমূহই বিকুলিজাঃ ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন । সেই আহুতি
হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় ।

পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (৪)

১। পুরুষো বাব গোতম্যগ্নিস্তত্ত্ব বাগেব সমিৎপ্রাণোধূমো
জিহ্বার্চিচ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিষ্কুলিঙ্গাঃ ।

২। তন্মিমেতন্মিন্নাগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্তা আহুতে
রেতঃ সন্তবতি ।

১। পুরুষঃ বাবঃ গোতম ! অগ্নিঃ ; তস্ত্ব বাক্ এব সমিৎ ; প্রাণঃ
ধূমঃ ; জিহ্বা অর্চিঃ ; চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ ; শ্রোত্রম্ বিষ্কুলিঙ্গাঃ (৫।৪ ১ ভ্রঃ) ।

২। তন্মিন্ এতন্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ অন্নম্ (২।১) জুহ্বতি ; তস্তাঃ
আহুতেঃ রেতঃ সন্তবতি (৫।৪।২) ।

১। হে গোতম ! পুরুষই অগ্নি ; বাক্ই তাহার সমিৎ ; প্রাণই
ধূম ; জিহ্বাই শিখা ; চক্ষুই অঙ্গার ; শ্রোত্রই ক্ষুলিঙ্গ ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন ; সেই আহুতি
হইতে গুত্র উৎপন্ন হয় ।

পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

প্রবাহন-কথিত পঞ্চাশিবিদ্যা (৫)

১। যোষা বাব গৌতম্যগ্নিস্তত্ত্বা উপস্থ এব সমিদ্
ষদুপমজ্জয়তে স ধুমো যোনিরচির্ষদন্তঃ করোতি তেহ্ণাক্স
অভিনন্দা বিস্কুলিঙ্গাঃ ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা
আহতেগৰ্ভঃ সম্ভবতি ।

১। যোষা (ত্রীলোক) বাব গৌতম অগ্নিঃ; তত্ত্বাঃ উপস্থঃ এব
সমিৎ; যৎ উপমজ্জয়তে (আহ্বান করে) সঃ ধূমঃ; যোনিঃ অর্চিঃ;
ষৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারঃ; অভিনন্দাঃ বিস্কুলিঙ্গাঃ (৫।৪।১) ।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি; তত্ত্বাঃ আহতেঃ
গৰ্ভঃ সম্ভবতি (হয) (৫।৪।২ ব্রঃ) ।

মন্তব্য

প্রথম আহতিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ জলকে অগ্নিতে হোম করা হয়;
ইহা হইতে সোম উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় আহতিতে সোমকে হোম
করা হয়; ইহা হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। তৃতীয় আহতিতে বৃষ্টিকে
হোম করা হয়; ইহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। চতুর্থ আহতিতে
অন্নকে হোম করা হয়; ইহা হইতে গুরু উৎপন্ন হয়। পঞ্চম আহতিতে
গুরুকে হোম করা হয়; ইহা হইতে মানব উৎপন্ন হয়। প্রথমে
জলকে আহতি দেওয়া হইয়াছিল। সেই জলই পঞ্চম আহতিতে
গর্ভরূপে পরিণত হইয়া মানবরূপে উৎপন্ন হয়। এইরূপে পঞ্চম
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।

পঞ্চমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপসংহার (১)

১। ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি
সি উদ্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্
বাথ জায়তে ।

২। স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোহগয়
এব হরন্তি যত এবৈতো যতঃ সমুতো ভবতি ।

১। ইতি তু পঞ্চম্যামু আহতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি (৫০৩)
ইতি । সঃ (মেই) উদ্বাবৃত (উব অর্থাৎ জরায়ুদ্বারা আবৃত)
গর্ভঃ দশ বা নব বা মাসান্ (দশ কিংবা নয় মাস) অন্তঃ (অভ্যন্তরে)
শয়িত্বা (শয়ন করিয়া) যাবৎ বা (অথবা যতকাল আবৃত হইবে),
অথ (অনন্তর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) । পাঠান্তর :—‘নব বা’
অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

২। সঃ (যে) জাতঃ (জন্মগ্রহণ করিয়া) যাবৎ + আয়ুষম্
(যতদিন আয়ু, ততদিন) জীবতি (জীবন ধারণ করে) । তন্ম
প্রেতম্ (মৃত হইলে তাহাকে ; প্রেতম্ = প্র + ইতম্ ; ই ধাতু)
দিষ্টম্ (যেমন নির্দিষ্ট তেমান ; নির্দিষ্ট গাত প্রাপ্ত) ৫৩ : (এই স্থান

১। এই হেতু পঞ্চমী আহতিতে অলকে পুরুষ বলা হয় । জরায়ু
দ্বারা আবৃত মেই গর্ভ, নয় মাস বা দশমাস, বা যতদিন আবৃত হইবে
ততদিন, অভ্যন্তরে বাস করিয়া উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ ভূমিষ্ট হয়) ।

২। জন্মগ্রহণ করিয়া যতদিন আয়ু ততদিন জীবিত থাকে ।
নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে মৃত হইবার পর (তাহার আত্মীয়স্বজন)

হইতে) অগ্নয়ে এব (অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্ত) হরন্তি (হ ; লইয়া যায়) যতঃ (যাহা হইতে) এব ইতঃ (আগত ; ই + ক্ত), যতঃ সম্ভূতঃ (উৎপন্ন) ভবতি (হয়) ।

তাহাকে অগ্নিতে (দগ্ধ করিবার জন্ত) লইয়া যায় । এই অগ্নি হইতে যে আসিয়াছে এবং এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

মন্তব্য

৫৯৯২ । কেহ কেহ ‘অগ্নয়ে’ স্থলে ‘অগ্নয়ঃ’ পদপাঠ গ্রহণ করেন । কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে মূলমন্ত্রেই ‘অগ্নয়ে’ আছে ।

শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি প্রভৃতি পাঁচটীকে আহুতিরূপে অগ্নিতে হোম করা হয় । সর্বশেষে মানুষের উৎপত্তি । এই জন্তই বলা হইয়াছে, যে পুরুষ অগ্নি হইতে আসিয়াছে এবং অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

পঞ্চমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপসংহার (২)

দেবযান, পিতৃযান ও পুনরাবর্তন

১ । তদ্ য ইথং বিদুর্থে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যপাসতে তেহর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিবোহররু আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ যড়ুদঙ্ডেতি মাংসান্তান্ ।

১ । তৎ (পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে) যে (যাহারা) ইথম্ (অব্যয়,

১ । যাহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন এবং যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও

২। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যাদিত্যা-
চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যাতং তৎ পুরুষো মানবঃ স এনং
ব্রহ্ম গময়ত্যেব দেবযানঃ পস্থা ইতি ।

৩। অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে
ধূমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেঃপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্
ষড়্ দক্ষিণৈতি মাংসান্ত্রৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ।

ইদম্+অম, পাঃ ৫।৩।২৪=এই প্রকারে) বিদুঃ (জ্ঞানেন),
যে চ ইমে (এই যাহারা) অরণ্যে ‘শ্রদ্ধা তপঃ’ ইতি
উপাসতে, তে (তাহারা) অর্চিষম্ (অর্চিকে) অভিসম্ভবতি
(অভি+সম্+ভূ, লট্ তি=প্রাপ্ত হয়), অর্চিষঃ অহঃ; অহুঃ আপূর্যমান
পক্ষম্; আপূর্যমান-পক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্ এতি মাংসান্ তান্
(৪।১৫।৫ ব্রঃ) ।

২। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্; সংবৎসরাৎ আদিত্যম্; আদিত্যাৎ
চন্দ্রমসম্; চন্দ্রমসঃ বিদ্যাতম্। তৎপুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম
গময়তি । এষঃ দেবযানঃ পস্থাঃ ইতি (৪।১৫।৫) ।

তপস্ত্যার উপাসনা করেন—তাহারা (মৃত্যুর পর) অর্চিতে গমন
করেন; অর্চি হইতে দিনে; দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে
উত্তরায়ণের ছয় মাসে (গমন করেন) ।

২। মাস সমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে,
আদিত্য হইতে চন্দ্রমাসে, চন্দ্রমাস হইতে বিদ্যাতে, (গমন করেন) । সেই
স্থানে এক অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলাভ করায় । ইহাই দেবযান
পথ ।

৩। অথ যে ইমে (এই যাহারা) গ্রামে ‘ইষ্টাপূর্তে’ (ইষ্ট+পূর্ত দ্বিবিচন;
ইষ্ট=বজ্র; কূপ, তড়াগ উদ্যানাদি প্রস্তুত করিবার নাম পূর্ত) দত্তম্

৩। আর যাহারা গ্রামে ‘ইষ্টাপূর্ত ও দান’ এই সমুদয়ের অহুষ্ঠান

৪। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশা-
চন্দ্রমসমেব সোমো রাজা তদেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ।

৫। তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিহাথেতমেবাধ্বানং পুনর্নি-
বর্তন্তে যথেষতমাকাশমাকাশাধ্বায়ং বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি
ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি ।

(দান)' ইতি উপাসতে (উপাসনা করে), তে (তাহারা) ধূম্ (১২)
অভিসম্ভবাস্ত (৫।১০।১৮) ; ধূমাৎ (ধূম হইতে) রাজির্ম্ ; রাজিঃ
(রাজি হইতে) অপর পক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষকে) ; অপর পক্ষাৎ (কৃষ্ণপক্ষ
হইতে) যান্ ষট্ দক্ষিণা এতি মাসান্ (= যান্ ষট্ মাসান্ দক্ষিণা এতি =
বে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণদিকে গমন করে । দক্ষিণা = দক্ষিণ দেশে, পাঃ
৫ ৩৯৬ ; এতি = গমন করে, ই ধাতু) তান্ (সেই ছয়মাসকে) । ন
এতে (হইারা) সংবৎসরম্ অভিপ্রাপ্তু বস্তু (প্রাপ্ত হয়) ।

৪। মাসেভ্যঃ (মাসসমূহ হইতে) পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ
(পিতৃলোক হইতে) আকাশম্ ; আকাশাৎ (আকাশ হইতে) চন্দ্রমসম্
(চন্দ্রকে) ; এষঃ (এই) সোমঃ রাজা । তৎ (সেই সোম) দেবানাম্
(দেবগণের) অন্নম্ । তন্ম্ (তাহাকে) দেবাঃ (১৩) ভক্ষয়ন্তি (ভক্ষণ
করেন, ভোগ করেন) ।

করে, তাহারা (মৃত্যুর পর) ধূমে গমন করে ; ধূম হইতে রাজিতে, রাজি
হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের ছয়মাসে গমন করে ।
ইহারা সংবৎসরে গমন করে না ।

৪। মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে,
আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে। এই চন্দ্রই সোমরাজা ; ইহা দেবজা-
দিগের অন্ন ; ইহাকেই দেবগণ ভক্ষণ করেন ।

৫। তস্মিন্ (সেই চন্দ্রমাতে) যাবৎসম্পাতম্ (কর্ষকর্ম পর্য্যন্ত ;

৫। যে পর্য্যন্ত কর্ষকর্ম না হয়, সে পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া

৬। অত্রঃ ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবৰ্ষতি
ত ইহ ত্রীহিববা ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেহতো
বৈ খলু দুর্নিশ্পতরং যো যো হ্রস্মমন্তি যো রেতঃ সিক্তি
তদুয় এব ভবতি ।

ক্রিঃ বিং) উষিত্বা (বস্ ধাতু, বাস করিয়া) অথ (অনন্তর) এতম্ এব
অধ্বানম্ (এইপথে, ২।১) পুনঃ নিবর্তন্তে (নি+বৃৎ ; প্রত্যাগমন করে)
যথা+ইতম্ (যে ভাবে গমন করিয়াছিল ; যথা=যে ভাবে ; ইতম্=
ই+ক্ত=গমন করিয়াছিল) । আকাশম্ (২।১) । আকাশাৎ
(আকাশ হইতে) বায়ুম্ । বায়ুঃ ভূত্বা (হইয়া) ধূমঃ ভবতি (হয়) । ধূমঃ ভূত্বা
(হইয়া) অত্রম্ (মেঘের প্রথমাবস্থা—যে অবস্থায় ইহা জল ধারণ
করে ; ২।১৫।১ ক্রঃ) ভুবতি । পাঠান্তর—‘এতম্ এব অধ্বানম্’ স্থলে
‘এতম্ অধ্বানম্’ ।

৬। অত্রম্ ভূত্বা মেঘঃ ভবতি, মেঘঃ ভূত্বা প্রবৰ্ষতি (বর্ষণ করে) ।
তে (তাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) ত্রীহিববাঃ (ত্রীহি ও যব সমূহ)
ওষধি-বনস্পত্যঃ (ওষধি ও বনস্পতি সমূহ) তিলমাষাঃ (তিল ও মাষা
সমূহ) ইতি (এইরূপে) জায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করে) । অতঃ (এই
অবস্থা হইতে) বৈ খলু (নিশ্চয়ই) দুর্নিশ্পতরম্ (দূরতিক্ষমণীক,
সহজে অতিক্রম করা যার্য না) । যঃ যঃ (যে যে প্রাণী) হি অন্নম্ (অন্নকে)
অস্তি (ভোজন করে) যঃ রেতঃ সিক্তি (সন্তান উৎপন্ন করে) তৎ ভূয়ঃ
এব ভবতি (সেই প্রকারই হয় ; কিংবা তাহা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে) ।

যে পথে গমন করিয়াছিল সেই পথেই ঐতিনিবৃত্ত হয় । (চন্দ্রমণ্ডল
হইতে) আকাশে এবং আকাশ হইতে বায়ুতে (গমন করে) বায়ু
হইয়া (তৎপরে) ধূম হয় এবং ধূম হইয়া (তৎপরে) অত্র হয় ।

৬। অত্র হইয়া তৎপরে মেঘ হয় ; মেঘ হইয়া বর্ষণ করে । (তদ-

৭। তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে রমণীয়াং
যোনিমাপদ্যোরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং
বাহ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যোরন্
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ।

৭। তৎ (তাহার পর, বা তাহাদিগের মধ্যে) যে (যাহারা) ইহ
(এই পৃথিবীতে) রমনীয়চরণাঃ (শোভনকৰ্ম্ম) অভ্যাশঃ (শীঘ্র ;
কিংবা “ফল” ১।৩।১২), ত যৎ (ক্রিঃ বিং যে) তে (তাহারা) রমনীয়াম্
যোনিম্ (রমনীয় জন্মকে) আপদ্যোরন্ (আ + পদ্ + ঈরন্ = প্রাপ্ত হয়)
—ব্রাহ্মণযোনিম্ বা ক্ষত্রিয়যোনিম্ বা বৈশ্যযোনিম্ বা । অথ (আর)
যে ইহ কপূয়চরণাঃ (কুকৰ্ম্মা ; কপূয় অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত আচরণ যাহাদিগের),
অভ্যাশঃ হ যৎ তে কপূয়াম্ যোনিম্ (কুৎসিৎ জন্মকে) আপদ্যোরন্—
শ্বযোনিম্ বা (কুকুর জন্মকে) শূকরযোনিম্ বা (বা শূকরজন্মকে)
চণ্ডালযোনিম্ বা (বা চণ্ডালজন্মকে)

নস্তর), তাহারা এহ পৃথিবীতে ব্রাহ্মি ও যব, ওষধি ও বনস্পতি, তিল
ও মাষা—এই সমুদয় রূপে জন্মগ্রহণ করে । এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ
অত্যন্ত কঠিন । যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে ও সন্তান উৎপন্ন করে,
(ব্রাহ্মি যবদিরূপে অবস্থিত আত্মা অন্নরূপে সেই সেই প্রাণীর দেহে
প্রবেশ করিয়া রৈতোরূপ ধারণ করে এবং) ইহাই সেই সমুদয় প্রাণিরূপে
পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে ।

৭। তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বজন্মে এই পৃথিবীতে শোভন কৰ্ম্ম
করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্র রমনীয় জন্মলাভ করে—যেমন ব্রাহ্মণযোনি,
ক্ষত্রিয়যোনি, বৈশ্যযোনি । আর যাহারা এই পৃথিবীতে কুৎসিৎ কৰ্ম্ম
করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্র কুৎসিৎ জন্মলাভ করে—যেমন কুকুরযোনি,
শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি ।

৮। অণৈতয়োঃ পথোন' কতরেণ চ ন তানীমানি
ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তানি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ত্রিযস্বৈত্যেত্যততৃতীয়ং
স্থানং তেণাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগ্মপ্তে তদেষ
ল্লোকঃ।

৮। অথ এতয়োঃ পথোঃ (এই দুই পথের; (১) অর্জির পথ
অর্থাৎ দেবযান; (২) ধূমের পথ অর্থাৎ পিতৃযান) ন-(না) কতরেণ +
চন (কোন পথ দ্বারাই), তানি ইমানি (সেই এই সমুদয়) ক্ষুদ্রানি
(+ভূতানি = ক্ষুদ্রজন্তু সমূহ) অসকৃৎ + আবর্ত্তিনী (পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল,
১৩; সকৃৎ = একবার; অসকৃৎ = বহুবার; আবর্ত্তিনী = আবর্ত্তিন্,
ক্লীং ১৩ = যাহারা বারবার বাতায়াত করে) ভূতানি (ভূতসমূহ)
ভবন্তি (হয়)। 'জায়স্ব' (জন্ম গ্রহণ কর) ত্রিযস্ব (মরিয়া যাও) ইতি
এতৎ (এই) তৃতীয়ম্ স্থানম্। তেন (সেইজন্তু) অসৌ (ঐ) লোকঃ
ন সম্পূর্যতে (সম + পৃ, বা পূর্; কর্মকর্তৃবাচ্যে; পূর্ণ হয়)। তস্মাৎ
(সেই জন্তু) জুগ্মপ্তে ('গুপ্' ঘৃণা করা অর্থে; সংসারগতিকে ঘৃণা
করিবে)। তৎ (এ বিষয়ে) এষঃ (এই) ল্লোকঃ —

৮! (যাহারা) এতদুভয়ের কোন পথ দ্বারাই (গমন করে) না,
(তাহারা) নিত্য আবর্ত্তনশীল এই সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ
করে। (ইহাদিগের বিষয়ে বলা যাইতে পারে) “জন্মগ্রহণ কর” আর
“মরিয়া যাও” (অর্থাৎ ইহারা এতই ক্ষণস্থায়ী যে, জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই
মরিয়া যাইতেছে; সুতরাং জন্ম মৃত্যু ছাড়া ইহাদিগের জীবনের অশ্রু
কোন ঘটনা নাই); ইহাই তৃতীয় স্থান।

এই জন্তুই ঐ লোক (অর্থাৎ চন্দ্রলোক) পূর্ণ হইতেছেন। সুতরাং
সংসার গতিকে ঘৃণা করিবে। এবিষয়ে এই ল্লোক আছে—

৯। স্তেনো হিরণ্যস্ত সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্লমাবসন্
ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরণস্তৈরিতি ।

১০। অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন স হ
তৈরপ্যাচরন্ পাপুনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যালোকো
ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ।

৯। স্তেনঃ (চোর) হিরণ্যস্ত (স্বর্ণের) সুরাম্ পিবন্ চ (সুরা পান
করে এমন লোক ; পিবন্ = পা + পৃ ১।১) গুরোঃ (গুরুর)
তল্লম্ (শস্যায়, ২।১) আবসন্ (আ + বস্ পৃ ৩ ; যে গমন করে বা
দূষিত করে) ব্রহ্মহা চ (পাঃ ৩।২।৮৭ = ব্রহ্মঘাতক)—এতে
(+ চত্বারঃ = এই চারিজন) পতন্তি (পতিত হয়) চত্বারঃ (চারিজন) ।
পঞ্চমঃ চ (পঞ্চম ব্যক্তিও) আচরণ্ তৈঃ (তাহাদিগের সহিত
যে আচরণ করে) ইতি ।

১০। অথ হ যঃ (যিনি) এতান্ (+ পঞ্চাগ্নীন্ = এই পঞ্চাগ্নিকে)
এবম্ (এই প্রকারে) পঞ্চাগ্নীন্ (পঞ্চাগ্নিকে) ন (না), সহ তৈঃ অপি
(তাহাদিগের সহিতও) আচরণ (আচরণ করিয়া) পাপুনা (পাপ
দ্বারা) লিপ্যতে (লিপ্ত হয়) ; শুদ্ধঃ পূতঃ (পবিত্র) পুণ্যালোকঃ (পুণ্য
লোকবাসী) ভবতি (হন) যঃ এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জ্ঞান) যঃ
এবম্ বেদ (পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক) ।

৯। স্বর্ণাণহারক, সুরাপায়ী, গুরুতল্লগামী এবং ব্রাহ্মঘাতক—
এই চারিজন পতিত হয় এবং ইহাদিগের সহিত যে আচরণ করে, সেই
পঞ্চম ব্যক্তিও (পতিত হয়) ।

১০। কিন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জ্ঞানেন, তিনি ইহাদিগের সহিত
আচরণ করিয়াও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না । যিনি এই প্রকার জ্ঞানেন
তিনি শুদ্ধ ও পূত ; এবং তিনি পুণ্যালোকগামী হন ।

মন্তব্য

৫।১০।১। ‘শ্রদ্ধা তপ’ ইতি—কেহ কেহ অর্থ করেন ‘শ্রদ্ধাই তপস্তা’ এই ভাবে। উয়সন্ বলেন ‘অর্চ্চি’ অর্থ চিতাগ্নির অর্চ্চি।

৫।১০।৩। ‘তৎ’ শব্দ সোমের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ‘সোম’ শব্দ পুংলিঙ্গ; সুতরাং ‘তৎ’ ব্যবহার না করিয়া ‘সঃ’ ব্যবহার করাট প্রচলিত নিয়ম। ক্লীবলিঙ্গ ‘অন্নম্’ এখানে বিধেয়; এই বিধেয়ের প্রাধাণ্যেই সম্ভবতঃ ‘তৎ’ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫।১০।৬। ‘তে ইহ’ ইত্যাদি। ‘তে’ শব্দ বহুবচন। পূর্ব্বে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার পর এইস্থলে বহুবচন প্রয়োগ। পূর্ব্বে যাহাদের বিষয়ে এক এক করিয়া বলা হইয়াছিল, এস্থলে তাহাদিগের বিষয়েই সমগ্র ভাবে বলা হইল—এইজন্য এস্থলে বহুবচন প্রয়োগ।

৫।১০।৭। পাঠান্তর—দুইটি ‘অভ্যাশঃ’ স্থলেই ‘অভ্যাসঃ’। ‘শুকর’ স্থলে ‘শুকর’। ‘চণ্ডাল’ স্থলে ‘চাণ্ডাল’ ‘সু কর’—‘সু’, ‘সু’ শব্দ করে বলিয়া এই জন্তকে শূকরী বলে। (Vedio Index and Mon. W. অভিধান)।

৫।১০।৮। এই অষ্টম মন্ত্রের স্থলে বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে :—
“অথ যে এতৌ পস্থানৌ ন বিদুঃ, তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশুকম্”
অর্থাৎ ‘আর যাহারা এই দুইটি পথের বিষয় জানেননা (কিংবা এই দুইটি পথের কোনপথেই গমন করেননা) তাহারা কীট পতঙ্গ এবং দন্দশুক রূপে জন্মগ্রহণ করে (৬।২।২৬)। ন ‘কতরেন চন’ অংশের দুই প্রকার পদ-পাঠ হইতে পারে। (ক) ন, কতরেন, চন; অনিশ্চয়্যার্থে ‘চন’ প্রত্যয়,

অর্থ—দুই পথের কোন পথ দ্বারাই নয়। (খ) ন, কতরেণ, চ, ন = না, কোন পথ দ্বারাই নয়। ‘ন’ শব্দের দ্বিকৃতি।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। উভয় উপনিষদে যেমন সাদৃশ্য রহিয়াছে তেমনি পার্থক্যও আছে।

(১) ছান্দোগ্যে আছে “যে চ ইমে অরণ্যে ‘শ্রদ্ধা তপঃ’ ইতি উপাসতে তে অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবতি” অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্তার উপাসনা করে তাহারা অর্চ্চিত্তে গমন করে। বৃহদারণ্যকে আছে ‘যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাম্ সত্যম্ উপাসতে, তে অর্চ্চিঃ অভিসম্ভবন্তি’ অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও সত্যের উপাসনা করে তাহারা অর্চ্চিত্তে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে তপস্তা দ্বারা দেবদান পথে গমন করা যায়, কিন্তু বৃহদারণ্যকে ইহা স্বীকার করা হয় নাই। ছান্দোগ্যের মতে মাসসমূহে গমন করিবার পর এই সমুদয়ে যথাক্রমে উপস্থিত হইতে হয়—সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্বাৎ। বৃহদারণ্যকের মতে এই ক্রম—দেবলোক, আদিত্য, বিদ্বাৎ। বিদ্বাতে গমন করিবার পর সেই আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ইহা উভয় উপনিষদেই বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই অংশ অতিরিক্ত আছে—“তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি ; তেষাম্ ন পুনরাবৃত্তিঃ” (৬২।১৫) = সেই সমুদয় ব্রহ্মলোকে তাহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করে ; তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের উপাসনা করে তাহারা ধূমের পথে গমন করে। বৃহদারণ্যকের মতে যাহারা

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোক জয় করে, তাহারাই ধূমের পথে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে “মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে”। কিন্তু বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে; আকাশের কোন উল্লেখ নাই। বৃহৎ-দারণ্যক বলেন—যখন চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে, তখন সকলেই মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্য বলেন—কেহ কেহ পশুরূপেও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যাহারা পূর্বজন্মে সাধু ছিল তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা অসাধু ছিল তাহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে।

“তস্মাৎ জুগ্মপেক্ষ” ইহাতে এই খণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত অংশ কেবল ছান্দোগ্যেই আছে।

‘ইষ্টাপূর্তে’ ইত্যাদি।—আমরা ‘ইষ্টাপূর্ত’ শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শব্দের এইমত। মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠও এই অর্থ দিয়াছেন (২।৬৮।৮; ৩।৩২।৩০)। কেহ কেহ বলেন ইষ্টাপূর্ত = ইষ্ট + আপূর্ত। পূর্ত ও আপূর্ত একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইষ্ট এবং পূর্ত এই দুই শব্দের সমাস করিলে ইষ্ট শব্দে কোথা হইতে আকার আসে, পাণিনিতে সে বিষয়ে কোন সূত্র নাই। তবে বৈদিক ভাষায় সমাসে অনেকস্থলে স্বর এই প্রকার দীর্ঘ হইয়া থাকে। আধুনিক মত বিষয়ে Macdonell সাহেবের Vedic Grammar এর ১৫৬—১৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা দ্বিবিচনে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মণ্ডুকোপনিষদে ইহার একবিচনের ব্যবহার পাওয়া যায়। অথর্ববেদে বহু স্থলে ইষ্টাপূর্তম্, ইষ্টাপূর্ত্ত, ইষ্টাপূর্তেন ব্যবহৃত হইয়াছে। অথেষে ‘ইষ্টাপূর্তেন’ শব্দের প্রয়োগ আছে। সাধন বলেন, ইহার অর্থ—প্রৌত

স্বর্গদানফলেন অর্থাৎ শ্রোত ও স্বর্গ দান ফলের সহিত (১০। ১৪.৮) । Whitney, Lanman, Macdonell প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত বলেন ইহার অর্থ ‘What is sacrificed and what is bestowed’ — যাহা আহুতি দেওয়া হয় এবং যাহা দান করা হয় । Haug সাহেব বলেন ইষ্ট = যজ্ঞ, আপূর্ত = (স্বর্গে) সঞ্চিত । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩৪।৩) ‘ইষ্টম্ পূর্তম্’ এর প্রয়োগ আছে । ইহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ । এই গ্রন্থে যখন ‘পূর্তম্’ শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে এবং প্রচলিত মতও যখন ইহাই, তখন ‘পূর্তম্’ ত্যাগ করিয়া ‘আপূর্তম্’ গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই ।

৫।১০।৪ মন্ত্বে বলা হইয়াছে “সোম অর্থাৎ চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন এবং দেবগণ এই অন্ন ভক্ষণ করেন । এই অংশের অর্থ লইয়া অনেক বিচার হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন—” ইষ্টাপূর্ত ও দানকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে যদি সোমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের অন্ন হইতে হয়, তবে এসমুদয় কর্ম্ম করিয়া লাভ কি ? ব্যাখ্যাকারগণ ইহার এইপ্রকার উত্তর দিয়াছেন :—

(ক) অন্ন এবং অন্নভক্ষণ রূপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ দেবগণ ভক্ষণ করেন না, কেবল দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন (ছাঃ ৩।৫—১০) । যখন কোন আত্মা চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয়, তখন দেবগণ তাহাকে দেখিয়াই তৃপ্ত হন ; ইহাই দেবগণের অন্নভক্ষণ ।

(খ) দেবগণ যেমন এই আত্মাকে ভোগ করেন, সেই আত্মাও তেমন দেবগণকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন অর্থাৎ দেবগণকে সন্তোষ করেন । পৃথিবীতে ও অমররূপ-দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । স্বামীই যে কেবল জীব সজলাভ করিয়া আনন্দিত হয় তাহা নহে, জীবও

স্বামীয় সৰ্গ লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করে। সোমকে যদি দেবগণের অন্ন বলা হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে দেবগণ ও সোমের অন্ন।

(গ) মানব যখন এই পৃথিবীতে বাস করে, তখন যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া দেবগণের সন্তোষ বিধান করে। মৃত্যুর পর সে যখন চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয় তখন দেবগণ তাহা আনন্দিত হইবেনই। বৃহস্পত্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে দেবোপাসকগণ দেবগণের পুত্র (১৪।১০)। ইহলোকে তাহারা যেমন দেবগণের সেবা করে, পরলোকে যাইয়াও তেমনি তাহাদিগের সেবা করিয়া থাকে। অল্পগত সেবক নিকটে অবস্থান করিলে কে না আনন্দিত হয়? এই অর্থেই পরলোকগামী আত্মা দেবগণের ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ অন্ন।

(ঘ) কেহ কেহ বলেন আত্মাকে ভক্ষণ করার অর্থ, আত্মার কর্ম সন্তোষকরা। অথর্ববেদের মতে (৩।২৯।১) দেবগণ ইষ্টা-পূর্তের ঐ অংশ ফল গ্রহণ করেন।

বেদান্তদর্শনের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচন করিয়াছেন (৩।১।৭ ভাঃ দ্রঃ)। জ্ঞানবাদিগণ এই অংশ হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে কর্মপথ সর্বথাই পরিত্যাজ্য। চন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের অন্ন হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

যাবৎ সম্পাতম্ ইত্যাদি ৫।১০।৫। ‘যাবৎসম্পাতম্’কে ক্রিয়াবিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রূপ আরও অনেক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, যেমন—যাবদায়ুষম্ (চাঃ ৫।৯।২, ৮।১৫।১), যাবজ্জীবম্, যাবৎকামম্, যাবচ্ছক্তি, যাবদধ্যায়নম্ ইত্যাদি।

সম্পাত = সম্ + পৎ + যঞ ; ‘পৎ’ ধাতুর অর্থ ‘গমন করা’, উড়িয়া

যাওয়া, পতিত হওয়া' ইত্যাদি। শঙ্করাচার্যের মতে সম্পাতঃ = কর্ষের ক্রম; কর্ষকরে মানবের স্বর্গাদি লোক হইতে পতন হয়, এই জ্ঞান কর্ষকের নাম 'সম্পাত'। রামানুজের মতে সম্পাতঃ = কর্ষ; কর্ষদ্বারা স্বর্গাদি লোকে যাওয়া যায় এইজ্ঞান কর্ষের নাম 'সম্পাত' (শ্রীভাষ্য ৩।১।৮)।

'যথেষ্টম্' ইত্যাদি (৫।১০।৫)। ইহার অর্থ "যে ভাবে গমন করে, সেই ভাবেই প্রত্যাবর্তন করে"। কিন্তু উভয় পথ যে ঠিক একই তাহা নহে। চন্দ্রলোকে গমন করিবার ক্রম এই:—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণের ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ এবং চন্দ্রলোক। প্রত্যাগমন করিবার পথ এই:—চন্দ্রলোক, আকাশ, বায়ু, ধূম, অন্ন, মেঘ, ব্রীহিষবাদি।

বায়ু: ভূত্বা ইত্যাদি ৫।১০।৫। পঞ্চম মন্ত্রের 'বায়ু: ভূত্বা' হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমমন্ত্রে শেষ পর্য্যন্ত অংশ বৃহদারণ্যকে নাই। ইহার পরিবর্তে এইরূপ আছে:— বায়ো: বৃষ্টিম্; বৃষ্টে: পৃথিবীম্। তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য অন্নম্ ভবন্তি। তে পুন: পুরুষাগ্নৌ হুয়ন্তে; তত: ঘোষাগ্নৌ জায়ন্তে। লোকান্ প্রতি উত্থায়িন: তে এবম্ এব অন্নপরিবর্তন্তে। অথ যে এতৌ পস্থানৌ ন বিদু: তে কীট্যা: পতঙ্গা: যৎ ইদম্ দন্দশূকম্ (৬।২।১৬) ইহার অর্থ:— "বায়ু হইতে বৃষ্টিতে এবং বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে গমন করে। পৃথিবীতে গমন করিলে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় এবং তৎপরে ঘোষারূপ অগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে তাহারা লোকসমূহের অভিমুখে উত্থান করে এবং বিবর্তমান হয়।" আর যাহারা এই দুই পথের বিষয় জানে না (কিংবা এই দুইটিপথের কোন পথেই গমন করে না) তাহারা কীট পতঙ্গ এবং দন্দশূকরূপে জন্মগ্রহণ করে।

‘দুর্গিপ্রপতরম্’ ইত্যাদি। এই শব্দটির প্রয়োগ বৈদিক। কেহ কেহ বলেন দুর্গিপ্রপতরম্—দুর্গিপ্রপতনম্; দুঃ+নিঃ+প্র+পৎ ধাতু হইতে। শব্দরাচাৰ্য্যের একটা অর্থ এই :—‘দুর্গিপ্রপততরম্’ স্থলে দুর্গিপ্রপতরম্। বেদান্তভাষ্যে (৭।১।২৩) রামানুজও এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

‘অতঃ বৈ খলু দুর্গিপ্রপতরম্’—শব্দর এই অংশের দুইটা অর্থ করিয়াছেন—(১) প্রথম অর্থ এই :—সেই আত্মা জলরূপে বর্ষিত হয়; এই জলাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। (২) দ্বিতীয় অর্থ এট :—ব্রীহিষবাদি ভাব হইতে মুক্তি লাভ করা কঠিন, কিন্তু এই সমুদয় যখন জীবদেহে প্রবেশ করে, তখন মুক্তি লাভ করা আরও কঠিন হয়। দুইটা বস্তুর তুলনা করিলে ‘তর’ প্রত্যয় হয়; এস্থলেও তর প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ‘দুর্গিপ্রপত তরম্’ হওয়া উচিত; মস্ত্রে একটা ‘ত’ লুপ্ত হইয়াছে (শব্দঃ)। এই মস্ত্রে চারিটা বাক্য। প্রথমবাক্যে মেঘও জলাদির কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে ব্রীহিষবাদির কথা। তৃতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে “এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ অত্যন্ত কঠিন। চতুর্থ বাক্যে বলা হইয়াছে যে ব্রীহিষবাদি জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। শব্দবের প্রথম অর্থগ্রহণ করিলে দুরন্তর দোষ হয়। দ্বিতীয় অর্থও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমরাদিগের মনে হয় ব্রীহিষবাদির অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন ইহাই মস্ত্রের অর্থ। ব্রীহিষবাদির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইল “অতঃ” অর্থাৎ “এই অবস্থা হইতে”। সূত্ররূপে বলিতে হয় এখানে ব্রীহিষবাদির অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন কেন? ইহার নানাপ্রকার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। একটা উত্তর এই :—একটা ব্রীহি হইতে আর একটা ব্রীহি উৎপন্ন হইবে, এই ব্রীহি হইতে

তৃতীয় ব্রীহি—এইরূপে সেই আত্মা ক্রমাগতই ব্রীহিরূপে উৎপন্ন হইবে। মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু কবে যে ব্রীহিষাদি জন্মরূপে মানবদেহে প্রবেশ করিবে এবং বীজরূপে পরিণত হইবে এবং তৎপর সেই বীজ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। উদ্ধরেতা বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির আবার সন্তান হয় না। সুতরাং ব্রীহিষবাদি ইহাদিগের দেহে প্রবেশ করিলেও কোন লাভ নাই। সুতরাং ব্রীহিষবাদির অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা সহজ নহে।

‘তৎভূয়ঃ এব ভবতি’ অংশের একাধিক অর্থ হইতে পারে।

(ক) তৎ = তাহা, রেতঃ ; ভূয়ঃ = পুনর্বার। কেহ কেহ বলেন ‘ভূ ধাতু’ হইতেই ‘ভূয়স্’ শব্দের উৎপত্তি; ইহার মৌলিক অর্থ ‘পুনর্বার উৎপন্ন হওয়া’ এবং এই অর্থ হইতেই প্রচলিত অর্থ হইয়াছে। সমগ্র অংশের অর্থ এই :—তাহা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ব্রীহি-ষবাদি রূপে অবস্থিত আত্মা খাদ্যরূপে মানব দেহে প্রবেশ করে।* সেই খাদ্যই রেতোরূপ ধারণ করে ; এবং ইহাই সন্তানরূপে উৎপন্ন হয়। তরাং এখানে বলা হইল চন্দ্রলোক হইতে পুনরাবর্তী আত্মাই আবার মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে।

(খ) শব্দ ‘তদভূয়ঃ’ কে একটা শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ ‘সেই প্রকার’ কিংবা ‘সেই প্রকার আকৃতিসম্পন্ন’। তৎ + ভূ ধাতু কিংবা তৎ + ভূয়স্—উভয় হইতেই “তদভূয়ঃ” শব্দকে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। ‘ব্রহ্মভূয়ঃ’, ‘দেবভূয়ঃ’ প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীর। এই প্রকার করিলে শেষ অংশের এই প্রকার অর্থ হইবে :—যে যে প্রাণী জন্মভোজন করে, এবং সন্তান উৎপন্ন করে, (ব্রীহিষবাদি জন্মরূপে তাহাদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া রেতোরূপ ধারণ করে এবং তাহাই সন্তানরূপে) জন্মগ্রহণ করিয়া মাতাপিতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

‘ন কতরেণ চন’ অংশের দুইপ্রকার পদপাঠ হইতে পারে।—(ক)
ন, কতরেণ, চন ; অনিশ্চয়ার্থে ‘চন’ প্রস্তায় । (খ) ন, কতরেণ, চ, ন =
না, কোন পথ দ্বারাই নয় । ‘ন’ পদের দ্বিরুক্তি ।

শব্দর অষ্টম মন্ত্রের প্রথম্যাংশের এইরূপ অর্থ ও অর্থ করিয়াছেন :—

(ক) “অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণ চ ন” = (যাহারা বিদ্যা বা
ইঙ্গাপূর্ত্তাদি কর্মের সেবা করে না, তাহারা) দুই পথের কোন
পথেই (গমন করে) না ।

(খ) “তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃত আবর্ত্তিনী ভূতাস্তি ভবন্তি” =
(তাহারা) এই সমুদয় পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী রূপে
জন্ম গ্রহণ করে ।

মোক্ষমূল্য ও গঙ্গানাথ বা মহাশয়গণ এই প্রকার অত্ববাদ
করিয়াছেন :—“পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী
এতদ্ব্যয়ের কোন পথ দ্বারাই গমন করে না” । এ অর্থ
সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । এই দুইটি পথ কেবল মানবাত্মার
জন্তই ; অন্য কোন প্রাণীই এই দুই পথে গমনাগমন করে
না । সুতরাং “পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী
এই দুই পথে গমনাগমন করেনা” এরূপ বলিবার সার্থকতা
কোথায় ? আর মানবাত্মার পরলোকতত্ত্বই এস্থলের বক্তব্য বিষয় ;
অন্য প্রাণীর পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করা ঋষির উদ্দেশ্য নহে ।

উক্ত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে :—

(ক) যাহারা পঞ্চায়ি বিদ্যার বিষয় অবগত আছে, কিংবা
যাহারা অরণ্যে প্রজ্ঞা ও তপস্তার সেবা করে, তাহারা দেবদান পথে
গমন করিয়া ব্রহ্মলাভ করে ।

(খ) যাহারা সংসারে থাকিয়া যাগাদি কর্মের অত্বধান করে,

তাহারা ধূমের পথে গমন করে, তাহার পর নানাভাবে ভ্রমণ করিয়া পুনর্বার পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসে।

(গ) আর এক শ্রেণীর মানব আছে, বাহারা এতদুভয়ের কোন পথেই যাতায়াত করে না। ইহারা ক্ষণস্থায়ী কীটপতঙ্গাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের জন্ম এই তৃতীয় স্থান। কাহারো এই সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা এই মন্ত্রে বলা হয় নাই।

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর

প্রবাহণ দ্বৈবলি যেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন

(ক) মৃত্যুর পর প্রাণিগণ কোথায় যায়? ইহার উত্তর ১১শ মন্তব্যে দ্রষ্টব্য।

(খ) কি প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্তন করে? উত্তর— বাহারা ধূমাদির পথে গমন করে, তাহাদিগকে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কি প্রণালীতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, তাহা ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

(গ) পিতৃধান ও দেবধান কোথায় প্তৃথক হইয়াছে? উত্তর—মৃত্যুর পর সকলকেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর কেহ অর্চির পথে যায়, কেহ ধূমের পথে যায়। অর্চির পথই দেবধান এবং ধূমের পথই পিতৃধান। দেবধানে উত্তরায়ণের ছয় মাসের পর, সংবৎসর, তাহার পর আদিত্য, তাহার পর চন্দ্রলোক প্রাপ্তি। পিতৃধানে দক্ষিণায়ণের ছয়মাসের পরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তি। জ্ঞানিগণ অর্থাৎ দেবধানযাজ্ঞিগণ চন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্মে গমন করেন; কন্নিগণ আবার পৃথিবীতে আগমন করে।

(ঘ) চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না?

উত্তর :—চন্দ্রলোক হইতে কেহ ব্রহ্মে গমন করে, কেহ পৃথিবীতে পুনরাগমন করে। এই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না।

(ঙ) পঞ্চমী আহুতিতে জলকে কেন যাহুয বলা হয়?

উত্তর—৫.৮।২ 'মন্তব্যে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (১)

১। প্রাচীনশাল উপমন্তব্যঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিদ্ভ্যঃ।
ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বৃড়িল আশ্বতরাশ্বস্তে হৈতে
মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাধিক্রুঃ কো নু
আজ্ঞা কিং ব্রহ্মেতি ।

(১) প্রাচীনশালঃ উপমন্তব্যঃ (উপমন্তব্যর পুত্র প্রাচীনশাল)
সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিঃ (পুলুষের পুত্র বা বংশোদ্ভব), ইদ্ভ্যঃ ভাল্লবেয়ঃ
(ভাল্লবিপুত্র ; ভাল্লবি = ভাল্লবির পুত্র), জনঃ শার্করাক্ষ্যঃ (শর্করাক্ষের

১। উপমন্তব্যর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র
ইদ্ভ্যঃ, শর্করাক্ষপুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্ব পুত্র বৃড়িল—এই

২। তে হ সম্পাদয়াক্কুরুদালকো বৈ ভগবন্তো-
হয়মারুণিঃ সম্প্রতিমমাত্মনং বৈশ্বানরমভ্যোতি তং হস্তাত্যা-
গচ্ছামেতি তং হাত্যাগমুঃ ।

পুত্র), বুড়িল আশ্বতরাশিঃ (অশ্বতরাশ্বপুত্র)—তে হ এতে (এই তাহার) মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থগণ; মহাশালা বাহাদিগের; শালু = গৃহ), মহাপ্রোত্রিয়াঃ (যাহারা হৃদঃ অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করে তাহার, পাঃ ৫১২.৮৪; কিংবা প্রোত্রি = বেদজ্ঞান সম্পন্ন) সমেত্য (সম্ + ই; একত্র হইয়া) মীমাংসাম্ চকুঃ (মীমাংসা করিয়াছিল) ‘কঃ (কে), নঃ (আমাদিগের) আত্মা; কিম্ (কি) ব্রহ্ম’ ইতি ।

(২) তে (তাহারা) হ সম্পাদয়াম্ + চকুঃ (নিরূপণ করিলেন) :—
উদ্বালকঃ বৈ, ভগবন্তঃ (হে ভগবদৃগণ!), ইমম্ আরুণি (= এই আরুণি) সম্প্রতি (বর্তমান সময়ে) ইমম্ আত্মনম্ বৈশ্বানরম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) অধ্যোতি (অধি + ই, আত্মনে; জানেন ৭।১।১ মন্তব্য) । তম্ (২।১, তাঁহার নিকট) হস্ত (ব্যাকুলতা বা আনন্দসূচক অব্যয়) অভি + আগচ্ছাম্ (আমরা যাই) ইতি । তম্ হ অভি + আত্মগুঃ (অভি + আ + গম লিট্ = গমন করিয়াছিল) ।

সমুদয় মহাগৃহস্থ এবং মহাপ্রোত্রিয় সম্মিলিত • হইয়া এই বিচার করিয়াছিলেন—“কে আমাদিগের আত্মা? ব্রহ্ম কি?”

২। তাঁহার (এ বিষয়ে বাহা) স্থির করিলেন (তাহাই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অপর সকলকে এইপ্রকারে বলিলেন) :—

‘হে ভগবদৃগণ! সম্প্রতি উদ্বালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন। তাঁহার নিকট গমন করা যাউক।’

(তৎপর) তাঁহার (তাঁহার) নিকট গমন করিলেন ।

৩। সহ সম্পাদয়াক্ষকার প্রক্ষ্যস্তি মামিমে মহাশালা
মহাপ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সৰ্ব্বমিব প্রতিপৎশ্চে হস্তাহমগ্নম-
ভানুশাসনীতি।

৪। তান্ হোবাচাশ্বপতিৰ্বৈ ভগবন্তোহয়ঃ কৈকেয়ঃ
সম্প্রতীমমাত্মনঃ বৈশ্বানরমধোতি তংহস্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং
হাভ্যাজগ্মুঃ।

(৩) সঃ (উদালক) হ সম্পাদয়াম্+চকার (স্থির করিলেন)
প্রক্ষ্যস্তি (প্রচ্ছল্ট; প্রশ্ন করিবেন) মা (আমাকে) ইমে (এই
সমুদয়) মহাশালাঃ মহাপ্রোত্রিয়াঃ (১৮ঃ)। তেভ্যঃ (৪।৩, তাহা-
দিগকে) ন (না) সৰ্ব্বম্ (সমুদয় বিষয়কে) ইব (হয়ত) প্রতি-
পৎসো (প্রতি+পদ্ লুট; বলিতে সমর্থ হইব)। হস্ত! অহম্ (আমি)
অগ্নম্ (অগ্নি উপদেষ্টার নাম, ২।১) অতি+অনুশাসনি (শাস্ লোট;
বলিয়া দি)।

(৪) তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—‘অশ্বপতিঃ
বৈ ভগবন্তঃ! অহম্ (এই) কৈকেয়ঃ সম্প্রতি (এখন) ইমম্
আত্মনম্ বৈশ্বানরম্ অধোতি। তম্ হস্ত অভ্যাগচ্ছাম’ ইতি। তম্
৩ অভ্যাজগ্মুঃ (২ মঃ)।

৩। উদালক (মুনে মূনে) এই স্থির করিলেন “এই সমুদয় মহাগৃহস্থ
মহাপ্রোত্রির আমাকে প্রশ্ন করিবেন। সম্ভবতঃ আমি সমুদয় প্রশ্নের
উত্তর দিতে পারিবনা। ইহাদিগকে অগ্নি উপদেষ্টার কথা বলিয়া
দি।

৪। (এই প্রকার স্থির করিয়া) তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—
“হে ভগবদগ্ন! সম্প্রতি কৈকেয়পুত্র অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে
অবগত আছেন। তাহার নিকট গমন করা যাউক।” (তদনন্তর)
তাঁহারা তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

৫। তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগহর্গাণি কারয়াঞ্চকার, স
হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো
ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নিনাবিধান শ্বৈরী শ্বৈরিণী কুতঃ।
যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজৈ ধনং
দাস্তামি তাবন্তগবন্তো দাস্তামি বসন্ত ভগবন্ত ইতি।

(৫) তেভ্যঃ ৩ প্রাপ্তেভ্যঃ (অভ্যাগত সেই সমুদয় লোকদিগকে ;
৫:৩.৬ ভ্রঃ) পৃথক্ (প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্) অর্হাণি (২১৩, পূজা)
কারয়াঞ্চকার (করাইলেন)। সঃ (অশ্বপতি) হ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে
সমুজ্জিহাণঃ (ঐন্দ্রিক প্রজ্ঞাপা. ৪।১৫ ভ্রঃ ;= শয্যা বা নিদ্রা
ত্যাগ করিয়া) উবাচ (বলিলেন)ঃ—ন (না) মে (আমার)
স্তেনঃ (চোর) জনপদে (রাজ্যে) ন কদর্য্যঃ (কুৎসিত ব্যক্তি)
ন মদ্যপঃ (মদ্যপায়ী) - “ন অনাহিতাগ্নিঃ (আহিতাগ্নি অর্থাৎ
অগ্নিগোষ্ঠী নয় এমন ব্রাহ্মণ। আহিত=স্থাপিত, আ+ধা ধাতু), ন
অবিধান, ন শ্বৈরী (স্ব+জিব্, গমনার্থক ; শ্বেচ্ছাচারী, চরিত্রহীন) ;
শ্বৈরিণী (শ্বেচ্ছাচারিণী) কুতঃ (কোথা হইতে) ? যক্ষ্যমাণঃ (যজ্ +
স্যামান্=যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইবে এমন লোক) বৈ ভগবন্তঃ (হে
ভগবদ্গুণ) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)। যাবৎ (যে পরিমার্ণ)
এক+একস্মৈ ঋত্বিজৈ (৪।১ ; এক একজন ঋত্বিককে) ধনম্ দাস্তামি
(দিব), তাবৎ (সেই পরিমাণ) ভগবদ্ভাঃ (ভগবানদিগকেও)
দাস্তামি (দিব)। বসন্ত (বাস করুন) মে (আমার ‘গৃহে’)
ভগবন্তঃ ইতি । ‘সমুজ্জিহাণঃ’ সম্বন্ধে ৪।১৫ মন্ত্রের মন্তব্য দেখ ।

৫। অশ্বপতি.সেই অভ্যাগতগণের, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক পূজা

৬। তে হোচুর্ঘ্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তঃ হৈব বদেদা-
 ন্মানমেবৈমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যোষি তমেব নো ক্রহীতি ।

৫.

(৬) তে (তাঁহারা) হ উচুঃ (বলিলেন) যেন হ এব অর্থেন
 (যে প্রয়োজনে ; অর্থ = প্রয়োজন) পুরুষঃ চরেৎ (আগমন করেন),
 তম্ (সেই প্রয়োজনকে) হ এব বদেৎ (বলিয়া থাকে, বলা উচিত) ।
 আত্মানম্ এব ইমম্ বৈশ্বানরম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) সম্প্রতি (এখন)
 অধ্যোষি (অধি + ই + লট্ সি ; জানেন) । তম্ এব (তাহাকেই) নঃ
 (আমাদিগকে) ক্রহি (বলুন) ইতি ।

করাইলেন । (পরদিন) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উখিত হইয়া
 তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমার বাঞ্ছা কোন চোর ন'ই, কোন
 কদর্যা ব্যক্তি নাই, অনাহিতাগ্নি কেহই ন'ই (অর্থাৎ এমন ব্রাহ্মণ
 নাই যে অগ্নিকোত্রী নহে), কোন অবিদ্বান্ নাই, কোন ব্যভিচারী
 নাই—ব্যভিচারিণী কোথা হইতে আসিবে ? হে ভগবদ্গণ ! আমি
 বঞ্চে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; এক এক জন ঋত্বিককে আমি যে পরিমাণ
 ধন দিব, ভগবান্দিগকেও (অর্থাৎ আপনাদিগকেও) সেই পরিমাণ
 ধন দিব । ভগবদ্গণ এখানে বাস করুন ।

৬। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন—“মাতুষ্যে যে উদ্দেশে আগমন করে
 তাহাই (প্রথমে) বলিয়া থাকে । আপনি বর্তমান কালে এই বৈশ্বানর
 আত্মাকে অবগত আছেন, তাঁহার বিষয়ই আমাদিগকে বলুন ।

৭। তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তান্মীতি তে হ সমিৎ-
পাণয়ঃ পূর্বাঙ্কে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতহুবাচ ।

(৭) তান্ (তাঁহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—“প্রাতঃ বঃ
(আপনাদিগকে) প্রতিবক্তা অস্মি (প্রত্যুত্তর দিব ; প্রতিবক্তৃশব্দ ;
কিংবা প্রতি+বচ্ লুট ভাস্মি=প্রতিবক্তাস্মি)। তে (তাঁহারা) হ
সমিৎপাণয়ঃ (সমিৎপাণি হইয়া ; সমিধ হস্তে লইয়া ; ইহা শিষ্যত্বের
লক্ষণ) পূর্বাঙ্কে প্রতিচক্রমিরে (প্রতি+ক্রম লিট ; পুনর্বার আগমন
করিলেন)। তান্ অহুপনীয় এব (ন+উপনীয়=উপনীত না
করিয়াই ; উপ-ঘন সংস্কার না করিয়াই) এতৎ (২।১, ইহা)
উবাচঃ—

৭। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—“প্রাতঃকালে আপনাদিগকে
প্রত্যুত্তর দিব”। তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া (পরদিন) পূর্বাঙ্কে তাঁহার
নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ‘উপনীত’ না
করিয়াই এইরূপ বলিলেন—

মন্তব্য

৫।১।১। (ক) ঐকমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে . প্রাচীনশালী
নামক একজন উদ্গাতার উল্লেখ আছে (৩.৭.২ ; ৩।১০।২) এবং
প্রাচীনশালদিগেরও নাম পাওয়া যায় (৩।১০।১)।

(খ) এই উপনিষদের ৫।১৩।১ অংশে , সত্যবজ্ঞ গোঁসুবিদে

প্রাচীনযোগ্য (অর্থাৎ প্রাচীন যোগের বংশোদ্ভব) বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১০।৬।১।১) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে ইহার নাম পাওয়া যায়। সত্যযজ্ঞ, পুলুষ প্রাচীন যোগের শিষ্য ছিলেন (জৈ: উঃ ব্রা: ৩।৪।১২)।

(গ) ইন্দ্রদ্বায় ভাঙ্গবেয়কে বৈয়াক্রপদ্য (অর্থাৎ ব্যাক্রপদের অপত্য) বলা হইয়াছে (৫।১৩।১)। শতপথ ব্রাহ্মণেও ইহার নাম পাওয়া যায় (১০।৬।১।৮)।

(ঘ) বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে ও বৈয়াক্রপদ্য বলা হইয়াছে (৪।১৫।১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।৩০) এবং বৃহদারণ্যক (উপনিষদ ৫।১৫।১১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১।১) ইহার নাম পাওয়া যায়।

(ঙ) জন শার্করাকের নাম শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (১০।৬।১।১)।

৫।১১।২ “বৈশ্বানর”—

বিশ্ব এবং নর এই দুইটি শব্দ হইতে বৈশ্বানরের উৎপত্তি। বিশ্ব=সমুদায়; নর=মানব। নর শব্দ ‘নৃ’ ধাতু হইতেও হইতে পারে—তাহা হইলে নর=নেতা। বৈশ্বানর শব্দের এই সমুদয় অর্থ হইতে পারে :—

(ক) যিনি সমুদয় নরের মধ্যে বর্তমান। (খ) যিনি সকলের নেতা। (গ) যিনি সমুদয় নরের হিতকর। (ঘ) সমুদয় নর যাহাকে স্থাপন করে— অর্থাৎ অগ্নি। (ঙ) সমুদয় মানব যাহার।

৫।১১।৪। কৈকেয়ঃ=কেকয়+অঞ্ (পাঃ ৪।১।১৬৮; ৭.৩।২) ‘কেকয়’ শব্দ একটা ক্ষত্রিয় জাতির নাম এবং ইহারাই যে দেশে বাস করে তাহার নামও কেকয়। ইহাদিগের রাজাও কেকয়

নামে পরিচিত। ‘কৈকেয়’ অর্থ কেকয়ের অপত্য কিশা কেকয় জাতির রাজা। শতপথ ব্রাহ্মণেও অশ্বপতি কৈকেয়ের উল্লেখ আছে (১০:৬।১২)।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (২)

১। ঔপমন্ত্রব কং ত্বমাঅানমুপাস্‌স ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈব বৈ সূতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাঅানমুপাস্‌সে তস্মাস্তব সূতং প্রস্তুতমাস্তুতং কুলে দৃশ্যতে।

১। ঔপমন্ত্রব (হে উপমন্ত্রার পুত্র) কন্ (কাহাকে) ত্বম্ (তুমি) আঅানম্ (আত্মারূপে) উপাস্‌সে (উপাসনা কর) ? ইতি। ‘দ্বিবম্ এব’ (ছালোকগোষ্ঠ) ঔগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ) রাজন্ !’ ইতি হ উবাচ। এষঃ (এহ দ্যৌ) বৈ (নিশ্চয়ই) সূতেজাঃ (শোভন তজোযুক্ত) আত্মা বৈশ্বানরঃ, যম্ (যাহাকে) ত্বম্ আঅানম্ উপাস্‌সে। তস্মাৎ (সেইজন্য) তব (তোমার) সূতম্, প্রস্তুতম্, আস্তুতম্ কুলে দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)।

১। ‘হে ঔপমন্ত্রব ! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর ?’ ঔপমন্ত্রব বলিলেন—হে ভগবন্ ! রাজন্ ! আমি দ্যৌ কেউ আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। অশ্বপতি বলিলেন—‘তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতমঃসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্য তোমার কুলে সূত, প্রস্তুত ও আস্তুত দৃষ্ট হয়।

২। অংস্তন্নং পশ্যসি প্রিয়মস্তন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্ত
ব্রহ্মবর্চসং কূলে য এতমেবমাত্মনং বৈশ্বানরমুপাস্তে মুর্ধ্না হেষ
আত্মন ইতি হোবাচ মুর্ধ্না তে ব্যাপতিষ্যৎ যন্মাং নাগমিষ্য
ইতি।

২। অংসি (অদ্; ভোজন করিতেছ) অন্নম্, পশ্যসি (দর্শন
করিতেছ) প্রিয়ম্ (প্রিয়বস্তুকে, প্রিয়জনকে)। অস্তি (অদ্; ভোজন
করে) অন্নম্, পশ্যতি (দর্শন করে) প্রিয়ম্, ভবতি (হয়) অস্ত
(ইহার) ব্রহ্মবর্চসম্ (বেদজ্ঞানজনিত দীপ্তি; ব্রহ্মবর্চস + অচ্,
পাঃ ৫।৪ ৭৮) কূলে, যঃ (যিনি) এতম্ (২।১, ইহাকে) এবম্
(এইরূপে) আত্মনাম্ বৈশ্বানরম্ (বৈশ্বানর আত্মারূপে) উপাস্তে
(উপাসনা করে)। মুর্ধ্না (মস্তক) তু এষঃ (এই) আত্মনঃ (আত্মার)
ইতি হ উবাচ (বলিলেন)। মুর্ধ্না তে (তোমার) ব্যাপতিষ্যৎ (বি +
অপতিষ্যৎ = বি + পৃথ লৃঙ. = পৃথক হইত) যৎ (যদি) মাম্ (আমার
নিকট) ন আগমিষ্যঃ (গম্ লৃঙ; আসিতে)। 'এতম্...বৈশ্বানরম্
আত্মনম্ অংশের দুই অর্থ হইতে পারে—(১) এই বৈশ্বানর আত্মাকে
(২) ইহাকে বৈশ্বানর আত্মারূপে।

২। (এইজন্ম) অন্নভোজন করিতেছ, প্রিয়জন (বা বস্তু)
দর্শন করিতেছ (অর্থাৎ লাভ করিতেছ)। যিনি এইরূপে এই
বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন,
প্রিয়জন দর্শন করেন, এবং তাঁহার কূলে 'ব্রহ্মবর্চস' বর্তমান
থাকে। (কিন্তু) এই দ্বৌ আত্মার মুর্ধ্নায়াত্। তুমি যদি (আত্ম-
তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্ম) আমার নিকটে না আসিতে তোমার মস্তক
নিপতিত হইত।

মন্তব্য

৫।১২।১। স্মৃত, প্রস্মৃত এবং আস্মৃত—এ সমুদায়ই (সোম
ব্রহ্মের কিংবা সোমসবনের বিভিন্ন নাম। 'একাহ' যজ্ঞে ইহার নাম 'স্মৃত',

‘অহীন’ যজ্ঞে ইহার নাম ‘প্রসূত’ এবং সত্র যজ্ঞে ইহার নাম আসূত (আনন্দগিরি)। ‘সূতেজা’ সূত, ও প্রসূত আসূত এই কয়েকটি শব্দেই ‘সূত’ রহিয়াছে। এইজন্যই সম্ভবতঃ সূত, প্রসূত ও আসূতকে সূতেজার উপাসনার ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কয়েকটি খণ্ডেও বল্য হইয়াছে যে উপাস্য দেবতার যে নাম উপাসনার ফলেরও তাহাই নাম। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১) এইস্থলে ‘সূতেজা’ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৩)

১। অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিঃ প্রাচীনযোগ্য কং
 • স্বমাস্থানমুপাসস ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ
 বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং স্বমাস্থানমুপাসসে তন্মাস্তব
 বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে।

১। অথ হ উবাচ (বলিল) সত্যযজ্ঞম্ পৌলুষিঃ “প্রাচীনযোগ্য !
 (প্রাচীন যোগের অপত্য) কন্ স্বম্ আস্থানম্ উপাসসে ? ইতি। আদিত্যম্

১। অনন্তর রাজা সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বলিলেন—“হে প্রাচীন
 যোগ্য ! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর ?”

২। প্রবৃত্তোহশ্বতরীরথো দাসীনিকোহংশুল্লং পশ্চসি প্রিয়-
মন্ত্যন্নং পশ্চতি প্রিয়ং ভবত্যশ্ব ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেব-
মাশ্বানং বৈশ্বানরশ্চাপাস্তে চক্ষুঃ্ষ্টেতদাশ্বন ইতি হোবাচাকোহ-
ভবিষ্যো যন্ মাং নাগমিষ্য ইতি।

এব ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ (এই আদিত্যই) বিশ্বরূপঃ
(নানা রূপ যাহার ; বিশ্ব = বিবিধ) আশ্বা বৈশ্বানরঃ যন্ ত্বন্ আশ্বানন্
উপাস্তে। তথ ২ তব বহু বিশ্বরূপম্ (বিবিধপ্রকার ধন)
কুলে দৃশ্যতে (৫।১২।১)

২। প্রবৃত্তঃ (স্থির, প্রস্তুত ; শকরের নতে ইহার অর্থ ত্বাম্
অহু প্রবৃত্তঃ=তোমার অহুগত) অশ্বতরীরথঃ (অশ্বতরীযুক্তরথ)
দাসী-নিকঃ (দাসী ও বর্গহার) অংশি অন্নম্, পশ্চসি প্রিয়ম্।
অন্তি অন্নম্ পশ্চতি প্রিয়ম্, ভবতি অশ্ব ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে, যঃ এতম্
এবম্ আশ্বানম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে। চক্ষুঃ তু এতৎ (ইহা) আশ্বনঃ
ইতি হ উবাচ। অক্ষঃ অভবিষ্যঃ (হইতে) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ
(৫।১২।২) শান্তি। ‘অভবিষ্যঃ’ স্থলে ‘অভবিষ্যৎ’

সত্যযজ্ঞ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! রাজন্ !” ‘আদিত্যকেই,। রাজা’
বলিলেন—তুমি যাহার উপাসনা কর, তিনি বিশ্বরূপ নামক বৈশ্বানর
আশ্বা। সেইজন্য তোমার কুলে বিশ্বরূপ ধন দৃষ্ট হয়।

২। সেইজন্য অশ্বতরীযুক্ত রথ, দাসী, বর্গহার, এই সমুদায়ই-তোমার
অহুগত রহিয়াছে এবং তুমি অন্নভোজন করিতেছ ও প্রিয়বস্তু দর্শন
করিতেছ। যিনি এইরূপে বৈশ্বানর আশ্বাকে উপাসনা করেন,

তিনি অন্নভক্ষণ করেন, শ্রিয়বস্ত্র দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চস বর্তমান থাকে। (কিন্তু) এই (আদিত্য) আত্মার চক্ষুমাত্র। তুমি যদি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষাকরিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তুমি অন্ধ হইয়া যাইতে।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ বৈশ্বানর (১)

১। অথ হোবাচেচ্ছ্রদ্যন্নং ভান্নবেয়ং বৈয়াজ্জপদ্য কং
ত্বমাআনমুপাস্ ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাটৈষ
বৈ পৃথগ্বর্জা বৈশ্বানরো যং ত্বমাআনমুপাস্ তস্মাত্ত্বাং
পৃথগ্বলয় আয়ন্তি পৃথগ্ৰথশ্রেণয়োহনুযন্তি।

১। অথ হ উবাচ ইচ্ছদ্যন্নম্ ভান্নবেয়ম্ (২।১) 'বৈয়াজ্জপদ্য !
কম্ ত্বম্ আআনম্ উপাস্ ? ইতি । 'বায়ুম্ এব ভগবঃ রাজন্'
ইতি হ উবাচ । এষঃ বৈ পৃথক্ বর্জা (পৃথক্ বর্জানামক, নানা

১। অশ্বপতি, ইচ্ছদ্যন্ন ভান্নবেয়কে বলিলেন—'হে বৈয়াজ্জপদ্য !
তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর ? 'ভান্নবেয় বলিলেন 'হে

২। অংসারং পশ্যসি প্রিয়মন্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভব-
তস্য ব্রহ্মবর্চসং কূলে য এতমেবমাত্মনং বৈশ্বানরমুপাস্তে
প্রাণস্তেব আত্মন ইতি হোবাচ প্রাণন্ত উদক্রমিষ্যদ্ যন্ মাং
নাগমিষ্য ইতি ।

গতি বিশিষ্ট; বস্তু=পথ) আত্মা বৈশ্বানরঃ যন্ তন্ আত্মানম্
উপাস্তে। তস্যাত্মা (তোমার নিকট) পৃথক্ (নানাবিধ;
নানাদিক হইতে আগত) বলয়ঃ (বলি সমূহ) আয়ন্তি (আ+ই,
আগমন করে), পৃথক্ রথশ্রেণয় (রথশ্রেণী সমূহ) অনুযন্তি
(অনু+ই; অনুগমন করে) (৫।১২।১) ৫।১৮।২ যন্ত দেখিয়া-মনে
হয় পৃথক্ বস্তু আত্মা একটি কথা। পাঠান্তর—‘আয়ন্তি’ স্থলে
“আয়ন্তি”

৩

২। অংসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অতি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্,
ভবতি অস্ত ব্রহ্মবর্চসম্ কূলে, যঃ এতন্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্
উপাস্তে। প্রাণঃ তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। প্রাণঃ তে
উদক্রমিষ্যৎ (উৎ+অক্রমিষ্যৎ; ক্রম্ লৃঙ্; উৎক্রমণ করিত) যৎ মান-
ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)

•

ভগবন্! রাজন্! বায়ুকেই (আমি আত্মরূপে উপাসনা করি)।
অনুপতি বলিলেন ‘তুমি যাহার উপাসনা কর, তিনি পৃথক্ বস্তু’
নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেই জন্ত পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ নানাবিধ
বলি (কিংবা নানাদিক হইতে-বলি) তোমার নিকট উপস্থিত হয় এবং
নানাবিধ রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে।

২। (সেই জন্ত) তুমি অন্নভোজন করিতেছ, প্রিয় বস্তু দর্শন

করিতেছ। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজন করেন, প্রিয়বস্ত্র দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চস বর্তমান থাকে। (কিন্তু এই বায়ু আত্মার প্রাণ (অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস) মাত্র। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তোমার প্রাণ বহির্গত হইত।

পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ভ্রাক্ষণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৫)

১। অথ হোবাচ জনঃ শার্করাক্ষ্য কং হমাত্মানমুপাস্ম ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজমিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং হমাত্মানমুপাস্মে তস্মাক্ষং বহুলোহসি প্রজয়া চ ধনেন চ।

১। অথ হ উবাচ জনম্—“শার্করাক্ষ্য! কন্ তন্ আত্মানম্ উপাস্মে?” ইতি।” “আকাশম্ এব ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ,

১। অনন্তর অশ্বপতি ‘জন’ কে বলিলেন ‘হে শার্করাক্ষ্য! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?’ জন বলিল ‘হে ভগবন্!

২। অংস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মন্ত্যন্নং পশুতি প্রিয়ং ভব-
ত্যশ্চ ব্রহ্মবচসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে
সন্দেহস্তেষু আত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যাশীৰ্য্যাদ্ যন্
মাং নাগমিষ্য ইতি ।

এষঃ বৈ বহুলঃ (বহুল নামক । বহুল = বিস্তৃত প্রশস্ত বহুল পূর্ণতাপ্রাপ্ত)
আত্মা বৈশ্বানরঃ, যন্ তন্ম আত্মানম্ উপাস্তে । তস্মাৎ তন্ম বহুলঃ
(পূর্ণ) স্মি প্রজয়া চ (সন্ততি দ্বারা) ধনেন চ (ধন দ্বারা)
(৫।২১)

২। অংসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্ । অস্তি অন্নম্ পশুতি প্রিয়ম্
ভবতি অশ্চ ব্রহ্মবচসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্
উপাস্তে । সংদেহঃ (দেহের মধ্যভাগ ; মধ্যম শরীর) তু এষঃ
আত্মনঃ ইতি হ উবাচ । সংদেহঃ তে (তোমার) বি+অশীৰ্য্যৎ
(বি+শ্ লঙ, লঙ্ স্থলে লঙ্ বৈদিক = বিশীর্ণ হইত) যং মাং
ন আগমিষ্যঃ (৫।২২) ।

রাজন্ ! আকাশকেই (আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি ।'
রাজা বলিলেন 'তুমি বাহ্যকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা কর,
তিনি বহুল নামক বৈশ্বানর আত্মা ; সেইজন্য তুমি সন্ততি ও ধনে
বহুল হইয়াছ ।'

২। (সেইজন্য) অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, এবং প্রিয়বস্তু দর্শন
করিতেছ । যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন,
তিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মবচস
বিদ্যমান থাকে । (কিন্তু) এই আকাশ আত্মার মধ্য দেহ ।
যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে
তোমার শরীরের মধ্যভাগ বিশীর্ণ হইত ।

পঞ্চমাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়-ব্রাহ্মণ—সংবাদ (৬)

১। অথ হোবাচ বুড়িলম্বাস্ততরাশ্বিং বৈয়াত্রপদ্য কং
ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইত্যপ এব ভগবো রাজম্নিতি হোবাচৈষ বৈ
রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে তস্মাত্বং রয়িমান্
পুষ্টিমানসি

(১) অথ হ উবাচ বুড়িলম্বাস্ততরাশ্বিং “বৈয়াত্রপদ্য! কং ত্বম্
আত্মানম্ উপাস্‌সে? ইতি। অপঃ এব (জলকেই) ভগবঃ রাজন্
ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ রয়ি (‘রয়ি’ নামক; রয়ি=ধন) আত্মা
বৈশ্বানরঃ, যম্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে। তস্মাত্বং ত্বম্ রয়িমান্ (ধনবান্)
পুষ্টিমান্ অসি (৫।১২।১)।

১। অনন্তর অশ্বপতি বুড়িল অস্ততরাশ্বিকে বলিলেন—“হে
বৈয়াত্রপদ্য! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর”? বুড়িল বলিলেন
“হে ভগবন্! রাজন্! জলকেই (আমি আত্মরূপে উপাসনা করি)।
রাজা বলিলেন—“তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি
‘রয়ি’ নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্ত তুমি রয়িমান্ এবং পুষ্টি-
মান্।

২। অংশুম্নং পশুসি প্রিয়মত্ম্যং পশুতি প্রিয়ং ভবত্যশ্ব
ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্ম্যানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বন্তিস্তেষ
আত্মন ইতি হোবাচ, বন্তিস্তে ব্যভেৎ স্তদ্ ব্যভেৎস্যং যন্ মাং
নাগমিষ্য ইতি।

(২) অংশুম্নং পশুসি প্রিয়ম্ । অস্তি অন্নম্, পশুতি প্রিয়ম্,
ভবতি অশ্ব ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্ম্যানম্ বৈশ্বানরম্
উপাস্তে । বন্তিঃ (মৃত্যশয়) তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ । বন্তিঃ
তে বি+অভেৎস্যং (ভিদ্ ল্‌উ; বিদীর্ণ হইত), যং মাম্ ন
আগমিষ্যঃ (৫।১২।২) ।

২। (সেইজন) অন্নভোজন করিতেছে, প্রিয়বস্ত্র দর্শন করিতেছে।
যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন
ভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্ত্র দর্শন করেন; তাহার কুলে ব্রহ্মবর্চস বর্তমান
থাকে। (কিন্তু) এই জল আত্মার বস্ত্রদেশ। তুমি যদি (আত্মা
তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্ত) আমার নিকট না আসিতে তোমার বস্ত্রদেশ
বিদীর্ণ হইয়া যাইত।



পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৭)

১। অথ হোবাচোদালকমারুণিং গোতম কং ত্বমাত্মান-
মুপাসস ইতি পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্বিতি হোবাচৈষ বৈ
প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাসসে তস্মাত্বং প্রতিষ্ঠি-
তোহসি প্রজয়া চ পশুভিঃ ৷

(১) অথ হ উবাচ উদালকম্ আরুণিম্—“গৌতম! কন্ ত্বম্
আত্মানম্ উপাসসে? ইতি। “পৃথিবীম্ এব ভগবঃ রাজন্” ইতি। হ উবাচ
এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা নামধেয়ঃ; প্রতিষ্ঠা প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি) আত্মা
বৈশ্বানরঃ, যন্ ত্বম্ আত্মানম্ উপাসসে। তস্মাত্বং ত্বম্ প্রতিষ্ঠিতঃ অসি
(হও) প্রজয়া চ পশুভিঃ চ (৫।১২।১; ৫।১৫।১)।

(১) অনন্তর অশ্বপতি উদালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন
“হে গোতম! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?” উদালক
বলিলেন—“হে ভগবন্! রাজন্। পৃথিবীকেই (আমি আত্মা বলিয়া
উপাসনা করি)।” রাজা বলিলেন—“তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া
উপাসনা কর, তিনি প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্য
তুমি সন্ততি ও পশুলাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছ।

২। অংস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভব-
তাস্তু ব্রহ্মবর্চসং কূলে যঃ এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাশ্লে
পাদৌ হেতাবাঅন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যান্নাস্তেতাং যন্মাং
নাগমিষ্য ইতি ।

(২) অংসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্ । অস্তি অন্নম্, পশ্যতি প্রিয়ম্,
ভবতি অস্ত ব্রহ্মবর্চসম্ কূলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্
উপাশ্লে । পাদৌ (পাদদ্বয়) তু এতৌ (এই দুই) আত্মনঃ ইতি হ
উবাচ । পাদৌ তে ব্যান্না স্যোত্তাম (বি+ল্লৈ+স্যোত্তাম-ল্লান হইত)
৩৭ মাম্ ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)

২। (সেই ভক্ত) তুমি অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, প্রিয়বস্তুর
দর্শন করিতেছে। যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা
করেন, তিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু লাভ করেন;
তাঁহার কূলে ব্রহ্মবর্চস বিদ্যমান থাকে। (কিন্তু) ইহা আত্মার
পাদদ্বয় মাত্র। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে)
আমার নিকটে না আসিতে, তোমার পাদদ্বয় শিথিল হইয়া
বাইত।

পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (১)

১। তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যুয়ং পৃথগিবৈশ্বানরান্
বৈশ্বানরং বিদ্যাংসোহন্নমথ ; যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্মমভিবিমা-
নমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সৰ্কেষু লোকেষু সৰ্কেষু ভূতেষু
সৰ্কেষ্বাত্মনন্নমতি ।

(১) তান্ (তাহাদিগকে) হ উবাচ— “এতে যুয়ং (= এই)
তোমরা) বৈ খলু যুয়ং (এতে +) পৃথক্ ইব (যেন পৃথক্ এইরূপে
ইমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ এই বৈশ্বানর আত্মাকে) বিদ্যাংসঃ (জানিয়া)
অন্নম্ আথ (ভোজন করিতেছে) । যঃ (যিনি) তু (কিস্ত) এতম্
(ইহাকে) এবম্ (এই প্রকারে) প্রাদেশমাত্মম্ (ছালোকাদি সমু-
দয় প্রদেশ যাহার পরিমাণ, ২।১) অভিবিমানম্ (অভিব্যপ্ত এবং
অপরিমিত, ২।১) আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ (বৈশ্বানর আত্মাকে)
উপাস্তে, সঃ সৰ্কেষু লোকেষু (সৰ্কলোকে) সৰ্কেষু ভূতেষু
(সৰ্কভূতে) সৰ্কেষু আত্মষু (সমুদয় আত্মাতে) অন্নম্ অতি
(ভোজন করে) ।

(১) । অশ্বপতি বলিলেন—(এই বৈশ্বানর আত্মা পৃথক পৃথক
নহেন, কিস্ত) তোমরা ইহাকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া অন্নভোজন
করিতেছে । যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে ‘প্রাদেশমাৎ ৩
‘অভিবিমান’ রূপে উপাসনা করেন, তিনি সৰ্কলোকে, সৰ্কভূতে ও
সৰ্কআত্মাতে অন্ন ভক্ষণ করেন ।

২। তস্ম হ বা এতশ্চান্ননো বৈশ্বানরশ্চ মূর্ধৈব সূতেজা-
 চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্জিতা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব
 রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদি-সৌমানি বহিঃস্থদয়ং
 গার্হপত্যো মনোহ্রাহার্য্যপচন আশ্রমাহবনীয়ঃ ।

২। তস্ম হ বৈ এতস্য আশ্রমঃ বৈশ্বানরস্য (সেই বৈশ্বানর
 আশ্রম) মূর্ধা এব সূতেজাঃ (৫।১২।১) ; চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ (৫।১৩।১) ;
 প্রাণঃ পৃথগ্‌ বর্জিতা (৫।১৪।১) ; সন্দেহঃ বহুলঃ (৫।১৫।১) ; বস্তি
 এব রয়ি (৫।১৬।১) ; পৃথিবী এব পাদৌ (৫।১৭) , উরঃ (উরস্
 শব্দ ; বক্ষঃস্থল) এব বেদিঃ ; সৌমানি (সৌমসমূহ) বহিঃ (কুশ) ;
 স্থদয়ম্ গার্হপত্যঃ (৫।১১) মনঃ অহ্নাহার্য্যপচনঃ (৪।১২) ; আসাম্
 (মুখ) আহবনীয়ঃ (৪।১৩) ।

(২) ‘সূতেজা,’ এই বৈশ্বানর আশ্রম মূর্ধা ; ‘বিশ্বরূপ’ ইহার
 চক্ষু ; ‘পৃথগ্‌বর্জিতা’ ইহার প্রাণ ; ‘বহুল’ ইহার শরীরের মধ্যভাগ ;
 ‘রয়ি’ ইহার বস্তি এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয় ; বেদি ইহার বক্ষস্থল ;
 কুশ ইহার লোম ; গার্হপত্য অগ্নি ইহার হৃদয় ; দক্ষিণাগ্নি ইহার মন
 এবং আহবনীয় অগ্নি ইহার মুখ ।

মন্তব্য

৫।১৮।১ “সঃ সর্কেষু লোকেষু সর্কেষু ভূতেষু সর্কেষু আশ্রমৈঃ অন্নম্
 অতি” — তিনি সর্বলোকে সর্বভূতে এবং সমুদয় আশ্রমতে অন্নভোজন
 করেন অর্থাৎ তিনি সকলের সহিত একত্র অন্নভব করেন ;
 সূতরাং তাঁহার ভোগে সকলের ভোগ এবং সকলের ভোগে তাঁহার

ভোগ হইয়া থাকে। যতদিন মানব এই একমুখ অমুখব করিতে না পারে, ততদিন কেবল ক্ষুদ্র আমিষেই আবদ্ধ হইয়া থাকে। ‘প্রাদেশমাঙ্গম্’ এবং ‘অভিবিমানম্’ বিষয়ে মন্তব্য এই খণ্ডের পরে দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যকে ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১) অমুরূপ একটি অংশ আছে। অনেকে মনে করেন এই অংশ ছান্দোগ্যের পূর্বোক্ত অংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর। নিম্নে ইহার

• অমুরূপ প্রদত্ত হইল—

১। অনন্তর সত্যযজ্ঞ পৌলুযি, মহাশাল জাবাল, বৃড়িল, আশ্বতরাধি, ইত্ৰহ্যয় ভান্নবেয়, জনশার্করাক্য এই কয়েকজন অরুণ ঔপবেশির নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈশ্বানর বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা বৈশ্বানর বিষয়ে কোন একমত হইতে পারেন নাই।

২। তাঁহারা বলিলেন সম্প্রতি অশ্বপতি কৈকেয় বৈশ্বানরকে অবগত আছেন, তাঁহার নিকটই গমন করি। (অনন্তর) তাঁহারা অশ্বপতি কৈকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক বাসস্থান, পৃথক পূজা এবং পৃথক সাহস্র সোম অর্পণ করিবার উত্তর আজ্ঞা করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে তাহারা একমত হইতে না পারিয়াই সমিধ হস্তে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন—“আমরা আপনার নিকট উপনীত হইলাম।

৩। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন “ভগবৎগণ! আপনারা বিদ্বান এবং বিদ্বান লোকের পুত্র। (আপনাদের) এ কি (কার্য)?” তাঁহারা বলিলেন “ভগবান্ সম্প্রতি বৈশ্বানরকে অবগত আছেন। আমরা-দিগকে সেই বিষয়ে বলুন।” তিনি বলিলেন “হাঁ সম্প্রতি আমি বৈশ্বানরকে জানি। আপনারা অগ্নিতে সমিধ রাখিয়া উপনীত হউন।”

৪। তিনি অরুণ ঔপবেশিকে বলিলেন—“হে গৌতম ! আপনি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জানেন ?

তিনি বলিলেন—“হে রাজন্ ! পৃথিবীকেই”। অশ্বপতি বলিলেন “ওম্) অর্থাৎ ই, ঠিক)। ইহা প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর। তুমি এই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরকে অবগত আছ, এই জন্ত তুমি প্রজ্ঞা ও পশু লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। যিনি এই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরকে অবগত আছেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুকে) জয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন । ইহা বৈশ্বানরের পাদদ্বয়। যদি তুমি (এই বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্ত আমার নিকট) না আসিতে, তোমার পাদদ্বয় স্নান হইয়া যাইত কিংবা বৈশ্বানরের পাদদ্বয় তোমার অবিদিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি আগমন না করিতে ।”

৫। অনন্তর তিনি সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বলিলেন—“হে প্রাচীন যোগ্য ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান ?”

তিনি বলিলেন—“হে রাজন্ ! ‘আপ্’ কেই”। অশ্বপতি বলিলেন ‘ওম্’। ইহা রয়ি নামক বৈশ্বানর। তুমি রয়ি নামক বৈশ্বানরকে অবগত আছ, এইজন্ত তুমি রয়িমান ও পুষ্টিমান হইয়াছ। যিনি এই রয়ি নামক বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন । ইহা বৈশ্বানরের বস্তি । তুমি যদি আমার নিকট উপদেশের জন্ত না আসিতে, তোমার বস্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইত ; কিংবা (বৈশ্বানরের) বস্তি তোমার অবিদিত থাকিয়া যাইত যদি তুমি আগমন না করিতে ।

৬। অনন্তর তিনি মহাশাল জাবালকে বলিলেন—“হে ঔপমত্তব ! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান ?” তিনি বলিলেন “হে রাজন্ ।

আকাশকেই”। অশ্বপতি বলিলেন—“ওম্”। ইহা বহুল নামক বৈশ্বানর। তুমি এই বহুল নামক বৈশ্বানরকে জান, এই জ্ঞান তুমি প্রজ্ঞা ও পশুতে বহু হইয়াছ। যিনি এই বহুল বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহার বৈশ্বানরের আত্মা (অর্থাৎ দেহ)। তুমি (যজ্ঞ) এবিষয়ের জ্ঞান লাভার্থ আমার নিকট) না আসিতে, তোমার দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইত; কিংবা তোমার নিকট বৈশ্বানরের দেহ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত, যদি তুমি আগমন না করিতে।

৭। অনন্তর তিনি বুড়িল, আশ্বতরাশ্বিকে বলিলেন—“হে বৈশ্বাত্তপদ্য! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান?” তিনি বলিলেন “হে রাজন্! বায়ুকেই”।

অশ্বপতি বলিলেন—“ওম্”। ইহা পৃথগ্বাত্মা নামক বৈশ্বানর। তুমি পৃথগ্বাত্মা নামক বৈশ্বানরকে জান, সেইজন্ম পৃথক রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে। যিনি পৃথগ্বাত্মা নামক এই বৈশ্বানরকে জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈশ্বানরের প্রাণ। তুমি যদি (আত্মার নিকট এই বিষয়ে জ্ঞান লাভার্থ) না আসিতে, তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট প্রাণ অবিদিত থাকিয়া যাইত, তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে।”

৮। অনন্তর অশ্বপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বলিলেন “বৈশ্বাত্তপদ্য! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান?” তিনি বলিলেন—“হে রাজন্! আদিত্যকেই”। অশ্বপতি বলিলেন—“ওম্”। ইহা ইত্যতেজা বৈশ্বানর। তুমি এই ইত্যতেজা নামক বৈশ্বানরকে জান,

সেই জন্ত তোমার গৃহে স্তুত (অর্থাৎ সোমরস) পানকরা হয়, প্রস্তুত করা হয় এবং অক্ষয় রূপে বর্তমান রহিয়াছে। যিনি এই রূপ স্তুতেজা বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন ও পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈশ্বানরের চক্ষু। তুমি যদি না আসিতে, তোমার চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট চক্ষু অবিদিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি না আসিতে।”

৯। অনন্তর অশ্বপতি জন শার্করাককে বলিলেন ‘হে সাবধস! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান?’ তিনি বলিলেন—“হে রাজন্! দ্যোকেই।”

অশ্বপতি বলিলেন—“ওম্’। ইহা ‘অতিষ্ঠা’ নামক বৈশ্বানর। তুমি অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরকে জান, এই জন্ত তুমি সমশ্রেনী লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ। যিনি অতিষ্ঠা নামক এই বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন এবং পূর্ণায়ু লাভ করেন। ইহা বৈশ্বানরের মূৰ্দ্ধা। তুমি যদি (এই জ্ঞান লাভের জন্ত আমার নিকট) না আসিতে, তোমার মূৰ্দ্ধা বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট মূৰ্দ্ধা অবিদিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি না আসিতে।

১০। অনন্তর তিনি তাণ্ডদিগকে বলিলেন—“তোমরা বৈশ্বানরকে পৃথক পৃথক জানিয়া পৃথক পৃথক অন্ন ভোজন করিতেছ। দেবগণ তাঁহাকে ‘প্রোদেশমাত্র’ রূপে স্তুবিদিত হইয়া সকল হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার অকপ্রত্যয়কে এমনভাবে বর্ণনা করিব, যেন প্রোদেশমাত্র রূপে তিনি বোধগম্য হইতে পারেন।

১১। তিনি অঙ্গুলী দ্বারা নিজের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর’। চক্ষুদ্বয়কে দেখাইয়া বলিলেন

“ইহাই স্তততেজা নামক বৈশ্বানর”। নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন—
 “ইহাই পৃথগ্বজ্রা নামক বৈশ্বানর”। মুখের অভ্যন্তরস্থ আকাশকে
 দেখাইয়া বলিলেন “ইহাই ‘বহুল’ নামক বৈশ্বানর”। মুখের লাল
 দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই রমি নামক বৈশ্বানর’। চিবুক দেখাইয়া
 বলিলেন ইহাই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর। এই যে পুরুষ, ইহাই
 অগ্নি বৈশ্বানর। যে ব্যক্তি জানেন যে এষ্ট বৈশ্বানর পুরুষবিধ
 এবং পুরুষের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন এবং
 পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হন। যিনি এই প্রকার বলেন বৈশ্বানর তাঁহাকে
 হিংসা করেন না। বৃহঃ ১০।৩।১।

‘প্রাদেশ মাত্রম্’ এবং ‘অভিবিমানম্’

‘প্রাদেশ মাত্রম্’ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে অতি প্রাচীন
 কাল হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।

আশ্মরথ্যের মত

বুদ্ধাজুলি ও তর্জনী বিস্তৃত করিলে একের অগ্রভাগ হইতে
 অপরের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের নাম ‘প্রাদেশ’।
 আশ্মরথ্য মুনি বলেন হৃদয় প্রাদেশ পরিমিত। পরমাত্মা এই
 হৃদয়ে বাস করেন, এইজন্য তাঁহাকে ‘প্রাদেশ মাত্র’ বলা হইয়াছে
 (বেদান্ত সূত্র, ১।২।২২, শাকরভাষ্য)।

বাদরিণির মত

“অনুস্বভেঃ বাদরিঃ” বেঃ সূ ১।১।৩০। শব্দ এই সূত্রের দুইটি
 অর্থ করিয়াছেন।

১। মনঃপ্রাদেশ মাত্র জ্বরে প্রতিষ্ঠিত। এইমন পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকে। এইজন্য তাঁহাকে ‘প্রাদেশ মাত্র’ বলা হইয়াছে।

২। পরমাত্মা প্রাদেশ মাত্র নহেন, কিন্তু তিনি প্রাদেশ মাত্র রূপে অল্পস্থিত অর্থাৎ চিস্তনীয়; এই জন্য তাঁহাকে ‘প্রাদেশমাত্র’ বলা হইয়াছে।

জৈমিনির মত

শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ লিখিত আছে :—

অশ্বপতি, আকর্ণি সত্যবজ্র প্রভৃতিকে বলিলেন—‘দেবগণ বৈশ্বানরকে প্রাদেশ মাত্র রূপে জ্বুনিয়া লাভ করিয়াছিল। আমি তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এমন ভাবে বর্ণনা করিব যেম প্রাদেশ মাত্র বস্তু তাঁহার উপমান হইতে পারে। তিনি অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন—‘ইহাই অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর’। চক্ষুদ্বয়কে দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই স্তুতেজা নামক বৈশ্বানর।’ নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন ইহাই পৃথগ্বজ্রা নামক বৈশ্বানর। মুখের অভ্যন্তরস্থ আকাশকে দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই বহল নামক বৈশ্বানর’। মুখের লাল দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই রয়ি নামক বৈশ্বানর’। চিবুক দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর’ (১০।৬। ১০,১১)।

এইরূপে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্যন্ত, ক্রমশঃ অংশকে বৈশ্বানররূপে কল্পনা করা হইল। এই অংশের পরিমাপ এক প্রাদেশ অর্থাৎ এক বিঘ্ন। এইজন্য বৈশ্বানর আত্মাকেও প্রাদেশ মাত্র বলা হইয়াছে। ইহাই জৈমিনির মত (বে: স্থ: ১২।৩১)।

জাবাল শাখাধ্যায়ীদিগের মত

চিবুক হইতে মূৰ্দ্ধা পর্য্যন্ত অংশ প্রাদেশ পরিমিত। জ্র ও নাসিকা ইহারই অন্তর্গত। এই জ্র ও নাসিকার সম্বন্ধস্থলে পরমাঙ্গা অবস্থিত। এইজন্ত পরমাঙ্গাকে প্রাদেশ মাত্র বলা হইয়াছে।
(রে : সূ: ১।২।৩২, শাকর ভাষ্য)।

শকরাচার্য্যের মত

শকরাচার্য্য ইহার চারিটি অর্থ দিয়াছেন :—

১। ছালোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদেশ দ্বারা তিনি পরিমিত হন (মীমতে, মা খাতু) অর্থাৎ জাত হন, এই জন্ত তিনি প্রাদেশ মাত্র।

২। তিনি মুখ প্রভৃতি প্রদেশে ভোক্তরূপে পরিজ্ঞাত হন, এই জন্ত তিনি প্রাদেশ মাত্র।

৩। ছালোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ তাঁহার পরিমান, এইজন্ত তিনি প্রাদেশ মাত্র।

৪। ছালোকাদি বিষয়ে শাস্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ দেওয়া হয়, এইজন্ত এ সমুদয়ের নাম প্রাদেশ (প্র+আদেশ)। এই প্রাদেশই তাঁহার পরিমাণ, এইজন্ত তাঁহাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে।

‘অভিবিমান’

‘অভিবিমান’ শব্দের অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। শকর ইহার চারিটি অর্থ দিয়াছেন :—

১। তিনি প্রত্যগাত্মারূপে অভিব্যক্তি হন অর্থাৎ ‘অহম্’ (= আমি) বলিয়া জ্ঞাত হন এইজন্য তিনি অভিব্যক্তিমান (ছাঃ ভাষা ৫:১৮ ও বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

২। প্রত্যগাত্মা বলিয়া তিনি সকলের নিকটস্থ (অভিজাত) এইজন্য তিনি অভিব্যক্তিমান (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

৩। তাঁহার পরিচয় করা যায় না এইজন্য তিনি অভিব্যক্তিমান (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

৪। জগতের কারণ বলিয়া তিনি সমুদয় পরিমাপ করেন (অভিব্যক্তিমানীতে) অর্থাৎ সমুদয় অবগত আছেন এইজন্য তিনি ‘অভিব্যক্তিমান’ (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

রামানুজ ইহার এইরূপ অর্থ দিয়াছেন :—

“তিনি সর্বব্যাপী (অভিব্যক্তিমান) এবং অপরিমেয় (বিগত মান) ; এইজন্য তাঁহার নাম অভি ‘বিমান’। (বেঃ ভাঃ ১।২।৩০) দেখা যাইতেছে এইটুকুই শব্দের অর্থ লইয়া অত্যন্ত মতভেদ। আমরাদিগের মনে হয় যে অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে, সেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। দেখা যাউক এই অংশের পূর্বে ও পরে এবিষয়ে কি বলা হইয়াছে।

ইহার পূর্ববর্তী ছয়খণ্ডে বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে :—

যিনি দ্যৌ অর্থাৎ সূতেজা নামক বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে স্ত্রুত, প্রস্তুত ও আশ্রুত দৃষ্ট হয় (৫।১।১)। সূতেজা শব্দেও ‘স্রুত’ এবং স্রুত, প্রস্রুত ও আশ্রুত শব্দেও ‘স্রুত’; এইজন্যই বোধ হয় সূতেজার সহিত স্রুত প্রস্রুতাদির সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অমররূপ স্থলে ‘সূতেজা’ স্থলে ‘স্রুতেজা’

পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

ব্যবহৃত হইয়াছে (আজমীর সং, ১০।৬।১)।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—“যিনি আদিত্য অর্থাৎ বিশ্বরূপ বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাহার কুলে ‘বহুবিশ্বরূপ’ বস্তু দৃষ্ট হয় (১১৩।১)।

যিনি বায়ু অর্থাৎ পৃথগ্বাত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাহার কুলে ‘পৃথক’ বলি আগমন করে (৫।১৪।১)।

যিনি আকাশ অর্থাৎ বহুল নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও ধনে ‘বহুল’ হন (৫।১৫।১)।

যিনি আপ অর্থাৎ রয়ি নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি ‘বয়িমান’ হন (৫।১৬।১)।

যিনি পৃথিবী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (৫।১৭।১)।

এই কয়েকটি স্থল পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে প্রতিষ্ঠার উপাসনার ফল প্রতিষ্ঠা, রয়ির উপাসনার ফল রয়ি, বহুলের উপাসনার ফল বহুল ইত্যাদি। উপাস্ত বস্তু যাহা, উপাসনার ফলও তদনুরূপ।

পূর্বোক্ত ছয় প্রকার বৈশ্বানরের উপাসনার কথা বলিয়া অশ্বপতি বলিতেছেন—যে বৈশ্বানর প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান—তাহার উপাসনার ফল সর্বলোকে সর্বভূতে এবং সর্ব আত্মায় অন্তর্ভোজন। উপাস্ত যাহা, উপাসনার ফল ও যখন তাহাই, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান যাহা, সর্বলৌকিক সর্বভূত এবং সর্ব আত্মা তাহাই। এস্থলে যদি কেবল ‘প্রাদেশমাত্র’ শব্দটি থাকিত তাহা হইলে অতি সহজেই ইহার অর্থ নির্ণয় করা যাইত। ‘প্রাদেশমাত্র’ এবং ‘অভিবিমান’ এই দুইটি শব্দ থাকিতে অর্থ

কিঞ্চিৎ জটিল হইয়াছে। এস্থলে দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে :—

১। সৰ্বলোক ও সৰ্বভূতের সহিত প্রাদেশমাত্রেয় সম্বন্ধ এবং সৰ্ব আত্মার সহিত অভিবিমানের সম্বন্ধ। সৰ্বলোক ও সৰ্বভূত অর্থাৎ ছালোক হইতে ভুলোক পর্যন্ত সমুদয় প্রদেশ ইহার মাত্র। এইজন্য ইহার নাম প্রাদেশ মাত্র (শব্দের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ অর্থ দ্রষ্টব্য)।

সৰ্ব আত্মারূপে ইনি অভিবিমিত হন অর্থাৎ জ্ঞাত হন, এইজন্য ইহার নাম অভিবিমান (শব্দের ১ম ও ২য় অর্থ দ্রষ্টব্য)।

প্রাদেশমাত্র নাম দ্বারা সমুদয় অনাত্মবস্তুকে বৈশ্বানরের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ‘অভিবিমান’ নাম দ্বারা বলা হইল সমুদয় আত্ম বস্তু ও তিনি।

২। দ্বিতীয় অর্থ এই—

(ক) প্রাদেশমাত্র বলিলে সৰ্বলোক, সৰ্বভূত ও সৰ্বআত্ম। এইতিনটীকেই বুঝিতে হইবে। ‘সৰ্ব আত্মা’ প্রদেশের বাহিরে, এপ্রকার অংশক্য করিবার কোন কারণ নাই। এস্থলে ‘আত্মা’ অর্থ অবশ্যই ‘অগরীর আত্মা’ নহে—যখন অন্নভোজনের কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে এ আত্মা শরীর ‘আত্মা’, আর উপনিষদের বহুস্থলে ‘দেহ’ অর্থে ‘আত্মা’ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সৰ্বলোক, সৰ্বভূত এবং সৰ্বআত্মা—এই তিনটী দ্বারাই প্রাদেশমাত্র বুঝাইতে পারে।

(খ) . অভিবিমান = অভি + বি + মা + অনট্ ; ‘মা’ মাতুর অর্থ ‘পরিমান করা’। বাহার পরিমান নাই তাহার নাম ‘বিমান’ বা অভিবিমান বা অভিবিমান (শব্দের তৃতীয় অর্থ দ্রষ্টব্য)। রামায়ণে ‘অভিবিমান’ অর্থে ‘অভি’ এবং অপরিমিত অর্থে ‘বিমান’ গ্রহন

করিয়াছেন। রামায়ণের অর্থ ও শব্দের তৃতীয় অর্থ একই শ্রেণীর।

‘প্রাদেশমাত্র’ বলিলে বৈশ্বানরকে দেশ-পরিচ্ছিন্ন করা হয়; এইজন্ত প্রাদেশমাত্র বলিয়াই সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল ইনি ‘অভিবিমান’ অর্থাৎ অপরিমেয় (কিংবা সর্বব্যাপী ও অপরিমেয়)।

‘প্রাদেশমাত্র’ দ্বারা বলা হইল বৈশ্বানর আত্মা জগৎরূপে প্রকাশিত; অভিবিমান দ্বারা বলা হইল ‘জগৎ’ দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না- তিনি জগতের অতীত।

৪। মন্তব্য

প্রাচীনশালাদি ছয় জন দেবী, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী এইছয়টিকে বৈশ্বানর বলিয়া জানিতেন। অশ্বপতি বলিলেন—এইছয়টির কোনটাই পূর্ণ বৈশ্বানর আত্মা নহে; এসমুদয় বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্ত ইহার পরে বলা হইয়াছে দেবী ইহার মন্তক, আদিত্য ইহার চক্ষু, বায়ু ইহার প্রাণ, আকাশ ইহার মধ্যদেহ, জল ইহার বস্তি এবং পৃথিবী ইহার পাদ। এইরূপে সীমিত হইতে পাদ পর্যন্ত সমুদয়েরই বর্ণনা করা হইল। এই স্থলে যত্র শেষ হইলে উপমার কোন হানি হইত না। শতপথ ব্রাহ্মণেও আর নূতন কোন উপমা দেওয়া হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে অতিরিক্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরিউক্ত অংশের বিশেষ কোন সঙ্গতি দেখা যায় না। তঁহী যাহার মন্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্তি, এবং পৃথিবী পদ—তাহার উরু, লোম, হৃদয়, মন ও মুখের সহিত বেদি, কুশ, গার্হপত্য অগ্নি, অম্বাহার্যপচন

অগ্নি এবং আহবনীর অগ্নির তুলনা দেওয়া ক্রমসত্ত্ব বলিয়া মনে হয় না।

শব্দর এই শেষ অংশকে পরবর্তী খণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উনবিংশ খণ্ড হইতে ত্রয়োবিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত অংশে প্রাণাগ্নিহোত্রের বিষয় বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বেদি কুশ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গকে এই সমুদয় বস্তুরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন ভোক্তার বক্ষঃস্থলই যজ্ঞের বেদি, বক্ষঃস্থলের লোম সমূহই কুশ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি, মনই অম্বাহার্য্যপচন এবং মুখই আহবনীর অগ্নি। প্রতিদিন যে ভোজন করা হয় তাহাই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; এবং মুখে যে অন্ন নিক্ষেপ করা হয় তাহাই এই যজ্ঞের আহুতি।

অষ্টাদশ খণ্ডে সৰ্বলোক, সৰ্বভূত এবং সৰ্ব আত্মাকে প্রাদেশমাত্র এবং অভিবিমান বলা হইয়াছে। প্রাচীনশালাদি ছয় জন সৰ্বলোক ও সৰ্বভূতকেই বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিতেন; মানবাত্মাও যে বৈশ্বানর ইহা কেহই জানিতেন না। অশ্বপতি উপদেশ দিলেন— কেবল ছাত্বলোকাদিই যে বৈশ্বানরের অন্তর্ভূত, তাহা নহে, সৰ্ব আত্মা ও ইহারই অন্তর্গত; মানবদেহ ও বৈশ্বানর; অন্ন ভোজন ও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। মানব যখন অন্নভোজন করে, তখন সেই অন্ন বৈশ্বানরকেই আহুতিরূপে অর্পণ করা হয়।

পঞ্চমাধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (১)

১। তদ্ যদ্বক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্ত্বকৌমীয়ং স বাং প্রথমা-
মাহতিং জুহুয়াতাং জুহুয়াং প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণত্প্যতি।

(১) তৎ (সেই জন্ত) যৎ ভক্তম্ (যে অন্ন; কিংবা তৎ যৎ
= সেই যে ২।১।২ মন্তব্য) প্রথমম্ (প্রথমে) আগচ্ছেৎ (উপস্থিত
হয়) তৎ (তাহা) হোমীয়ম্ (হোমস্থানীয়)। সঃ (সেই অন্ন
ভোক্তা) যাম্ প্রথমাম্ আহতিম্ (যে প্রথম আহতিক) জুহুয়াৎ
(হ; হোম করিবে) তাম্ (তাহাকে) জুহুয়াৎ 'প্রাণায় স্বাহা'
ইতি (প্রাণের উদ্দেশ্যে স্বাহা এই বলিয়া)। প্রাণঃ ত্প্যতি
(তৃপ্ত হয়)।

১। সেই জন্ত যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোমস্থানীয়। অন্ন-
ভোক্তা যে আহতিক প্রথমে হোমরূপে অর্পণ করেন, 'প্রাণায়
স্বাহা' বলিয়া তাহা হোম করিবে। (ইহাতে) প্রাণ তৃপ্ত হয়।
[এখনও অনেকে অন্ন ভোজন করিবার সময় কল্পনা করেন যে
প্রথম গ্রাসকে প্রাণের উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় গ্রাসকে ব্যানের উদ্দেশ্যে,
তৃতীয় গ্রাসকে অপানের উদ্দেশ্যে, চতুর্থ গ্রাসকে সমানের উদ্দেশ্যে
এবং পঞ্চম গ্রাসকে উদানের উদ্দেশ্যে আহতি দেওয়া হইল।]

২। প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যা-
দিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ
কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৃপ্যতি তন্ত্রামৃতৃপ্তিঃ তৃপ্যতি
প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

(২) প্রাণে তৃপ্যতি (তৃপ্যৎ ৭।১ ; প্রাণ তৃপ্ত হইলে) চক্ষুঃ
তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়) ; চক্ষুষি তৃপ্যতি (চক্ষু তৃপ্ত হইলে) আদিত্যঃ
তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়), আদিত্যে তৃপ্যতি (আদিত্য তৃপ্ত হইলে)
দ্যৌঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়), দিবি তৃপ্যন্ত্যাম্ (দ্যৌ তৃপ্ত হইলে)
যৎ কিম্ চ (বাহা কিছু ২।১) ত্যোঃ চ আদিত্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ
(অধি+স্থা+তস্ ; অধিষ্ঠান করে ; পরিচালনা করে) তৎ তৃপ্যতি
(তাহা তৃপ্ত হয়) ; তন্ত্র (তাহার) অন্ততৃপ্তিম্ (-তৃপ্তিম্ অহু=
তৃপ্তিকে অহুসরণ করিয়া) তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয়) প্রজয়া (সন্ততিদ্বারা)
পশুভিঃ (পশুগণ দ্বারা) অন্নাদ্যেন (৩।১৩ ; খাদ্যাদি দ্বারা) তেজসা
(তেজ দ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (২।১৬।২ ব্রঃ ব্রহ্মবর্চস দ্বারা) ইতি ।

২। প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয় ; চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত
হয় ; আদিত্য তৃপ্ত হইলে ত্যৌ তৃপ্ত হয় ; ত্যৌ তৃপ্ত হইলে, বাহা কিছু
ত্যৌ ও আদিত্য কর্তৃক অধিষ্ঠিত, সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয় । (ভোক্তা ও)
এই তৃপ্তিনিবন্ধন সন্ততি, পশুসমূহ অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চস
লাভ করিয়া তৃপ্ত হন ।

পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

প্রাণায়ামহোত্র (২)

১। অথ বাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াভ্যঃ জুহুয়াভ্যানায় স্বাহেতি
ব্যানস্তৃপ্যতি ।

২। ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি
চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যস্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু
যৎকিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তস্তৃপ্যতি তস্তানুতৃপ্তিং
তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

(১) অথ বাম্ দ্বিতীয়াম্ (যে দ্বিতীয়া আহুতিকে) জুহুয়াং
তাম্ জুহুয়াং ‘ব্যানায় স্বাহা’ (ব্যানের উদ্দেশ্যে ‘স্বাহা’ ইতি (এই
‘বলিয়া’) । ব্যানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১) ।

(২) ব্যানে তৃপ্যতি (ব্যান তৃপ্ত হইলে) শ্রোত্রম্ তৃপ্যতি;
শ্রোত্রে তৃপ্যতি (শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে) চন্দ্রমাঃ তৃপ্যতি; চন্দ্রমসি
তৃপ্যতি (চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে) দিশঃ (দিক সমূহ) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত
হয়); দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু (৭।৩; দিকসমূহ তৃপ্ত হইলে) যৎ
কিঞ্চ+চ (যে কোন বস্তুকে) দিশঃ চ চন্দ্রমাঃ চ অধিতিষ্ঠন্তি
(অধিষ্ঠান করে) তৎ তৃপ্যতি । তস্ত অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া
পশুভিঃ অন্নাস্তেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি (৫।১৯।২) ।

তাহার পর বাহাকে দ্বিতীয় আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে
‘ব্যানায় স্বাহা’ (ব্যানের উদ্দেশ্যে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে ।
‘(ইহাতে) ব্যান তৃপ্ত হয় । ১ ।

ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রোত্র তৃপ্ত হয়; শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে চন্দ্রমা

পঞ্চমাধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৩)

১। অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াতাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্য-
পানস্তৃপ্যতি।

(১) অথ যাম্ তৃতীয়াম্ (যে তৃতীয়া আহুতিকে) জুহুয়াং,
তাম্ জুহুয়াং ‘অপানায়’ (অপানের উদ্দেশ্যে) স্বাহা’ ইতি। অপানঃ
তৃপ্যতি (৫।১২।১)।

তৃপ্ত হয়; চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হয়; দিক্‌সমূহ তৃপ্ত
হইলে, যাহা কিছু দিক্ ও চন্দ্রমা কর্তৃক পরিচালিত, সে সমুদয়ই
তৃপ্ত হয়। (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তিনিবন্ধন সন্ততি পশু, অন্নাদ্য, তেজ
ও ব্রহ্মবর্চসজনিত তৃপ্তি লাভ করেন। ২।

তাহার পর যাহাকে তৃতীয় আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে
‘অপানায় স্বাহা’ (অপানের উদ্দেশ্যে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে।
(ইহাতে) অপান তৃপ্ত হয়। ১।

২। অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃ-
প্যত্যগ্নৌ তৃপ্যতি, পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ
কিংচ পৃথিবী চাগ্নিস্চাধিতিষ্ঠতন্তৃতৃপ্যতি, তস্মানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি
প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যোন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

(২) অপানে তৃপ্যতি (অপান তৃপ্ত হইলে), বাক্ তৃপ্যতি;
বাচি তৃপ্যন্ত্যাম (বাক্ তৃপ্ত হইলে) অগ্নিঃ তৃপ্যতি; অগ্নৌ তৃপ্যতি
(অগ্নি তৃপ্ত হইলে) পৃথিবী তৃপ্যতি। পৃথিব্যাম্ তৃপ্যন্ত্যাম্ (পৃথিবী
তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি।
তস্য অন্নতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যোন তেজসা ব্রহ্ম বর্চসেন
ইতি (৫।১২।২)।

অপান তৃপ্ত হইলে বাগিঞ্জিয় তৃপ্ত হয়, বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হয়,
অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হয়; পৃথিবী তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু পৃথিবী
ও অগ্নি দ্বারা পরিচালিত সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয়। (অন্নভোক্তা) এই
তৃপ্তি নিবন্ধন, প্রজা, পশু, অন্নাদ্য, তেজ ও ব্রহ্ম-বর্চস্ লাভ করিয়া
তৃপ্ত হন। ২।

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

প্রাণায়ামোত্র (৪)

১। অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াত্বাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ।

২। সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পৰ্জন্ত-
স্তৃপ্যতি, পৰ্জন্তে তৃপ্যতি বিদ্যাস্তৃপ্যতি, বিদ্যাতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ
কিংচ বিদ্যাস্ত পৰ্জন্তস্থাদিতিষ্ঠতস্তৃপ্যতি তন্ত্ৰাস্মুতৃপ্তিং তৃপ্যতি,
প্রজয়া পশুভিরগ্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবচসেনেতি ।

অথ যাম্ চতুর্থীম্ (১) যে চতুর্থী আহতিকে) জুহুয়াৎ, তাম্ জুহুয়াৎ
'সমানায় (সমানের উদ্দেশে) স্বাহা' ইতি । সমানঃ তৃপ্যতি (৫।১৯।১)

(২) সমানে তৃপ্যতি (সমান তৃপ্ত হইলে) মনঃ তৃপ্যতি ; মনসি
তৃপ্যতি (মন তৃপ্ত হইলে) পৰ্জ্জনাঃ তৃপ্যতি ; পৰ্জ্জনো তৃপ্যতি
(পৰ্জ্জন্য তৃপ্ত হইলে) বিদ্যাং তৃপ্যতি ; বিদ্যাতি তৃপ্যন্ত্যাম্
(বিদ্যাং তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ + চ বিদ্যাং চ পৰ্জ্জনাঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ
তৃপ্যতি । তস্য অহুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অগ্নাদ্যেন তেজসা
ব্রহ্মবচসেন ইতি (৫।১৯।২)

অনন্তর যাহাকে চতুর্থী আহতিকরূপে হোম করিবে, তাহাকে 'সমানায়
স্বাহা' (সমানের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে । ইহাতে
'সমান' তৃপ্ত হয় । ১।

'সমান' তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হয় ; মন তৃপ্ত হইলে পৰ্জ্জন্য তৃপ্ত হয় ;

পৰ্জ্জনা তৃপ্ত হইলে, বিদ্যা তৃপ্ত হয় ; বিদ্যা তৃপ্ত হইলে, বাহা কিছু বিদ্যা ও পৰ্জ্জনা কতৃক পরিচালিত, সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয় । (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তিনিবন্ধন প্রজা, পশু, অন্নাদ্য, তেষা ও ব্রহ্মবর্চস্ লাভ কুরিয়া তৃপ্ত হন । ২ ।

পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৫)

১ । অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াতুদানায় স্বাহেত্বা-
দানন্ত্ৰ প্যতি ।

(১) অথ যাম্ পঞ্চমীম্ (যে পঞ্চমী আহুতিকে) জুহুয়াৎ তাম্
জুহুয়াৎ ‘উদানায় (উদানের উদ্যোগ্যে) স্বাহা’ ইতি । উদানঃ
তৃপ্যতি) ৫।১২।২ ।

অনন্তর যাহাকে পঞ্চমী আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে
‘উদানায় স্বাহা’ (উদানের উদ্যোগ্যে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে ।
(ইহাতে) উদান তৃপ্ত হয় । ১ ।

২। উদানে ত্প্যতি ষ্ণ ত্প্যতি, ষ্চি ত্প্যন্ত্যাং
বায়ুস্ত্প্যতি, বায়ৌ ত্পত্যাকাশস্ত্প্যত্যাকাশে ত্প্যতি যৎ কিংচ
বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্ত্প্যতি, তন্মামুত্প্তিং ত্প্যতি প্রজয়া
পশুভিরন্নাদ্যেন হেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

৫.

(২) উদানে ত্প্যতি (উদান তৃপ্ত হইলে) ষ্ণ ত্প্যতি ; ষ্চি
ত্প্যন্ত্যাম্ (ষ্ণ তৃপ্ত হইলে) বায়ুঃ ত্প্যতি ; বায়ৌ ত্প্যতি (বায়ু
তৃপ্ত হইলে) আকাশঃ ত্প্যতি ; আকাশে ত্প্যতি (আকাশ তৃপ্ত
হইলে) যৎ কিঞ্চ বায়ুঃ চ আকাশঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ ত্প্যতি । তস্য
অমুত্প্তিম্ ত্প্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন
ইতি ।) ৫।১৯।২

পাঠান্তর—‘উদানে ত্প্যতি’ স্থলে ‘উদানে ত্প্যতি বা’ ।

উদান তৃপ্ত হইলে ষ্ণ তৃপ্ত হয় । তৎ তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্ত হয় ।
বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয় । আকাশ তৃপ্ত হইলে যাহা কিছু
বায়ু ও আকাশ কর্তৃক পরিচালিত সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয় । (মনভোক্তা ,
এই তৃপ্তিনিবন্ধন প্রজা, পশু সমূহ, অন্নাদ্য ও ব্রহ্মবর্চস লাভ করিয়া
তৃপ্ত হন । ২ ।

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

প্রাণাগ্নিহোত্র (৬)

১। স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাকারানপোহু ভস্মনি জুহয়াতাদৃক্ তৎ স্তাৎ ।

২। অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্ম সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সবেঽআত্ম হতং ভবতি ।

(১) সঃ যঃ (সেই যে কোন লোক) ইদম্ (ইহাকে) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (অগ্নিহোত্র হোম করে) যথা (যেমন) অকারান্ (জলদধারকে) অপোহু (অপ + বহ; পরিত্যাগ করিয়া) ভস্মনি (ভস্মে) জুহয়াৎ (হোম করে) তাদৃক্ (সেই প্রকার) তৎ স্তাৎ (হয়) ।

(২) অথ যঃ এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (১মঃ) তস্ম (তাহার) সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সর্বেষু আত্মা (সমুদয় আত্মাতে) হতম্ ভবতি (হোম করা হয়) ।

যে লোক ইহা (অর্থাৎ এই বৈদ্বানর বিদ্যা) না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে,—জলৎ অদ্বার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি করিলে বাহ্য হয়—ইহারও তাহাই হয় । ১ ।

আর যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহার সর্বলোকে সর্বভূতে সমুদয় আত্মাতে হোম করা হয় । ২ ।

৩। তৎ যথেষ্টীকাতুলমগ্নৌ প্রোক্তং প্রদুয়েতৈবং হান্ত
সৰ্বে পাপমানঃ প্রদুয়ন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ।

৪। তস্মাৎ হৈবংবিদ্ যত্ৰপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রয়চ্ছেদাত্মনি
হৈবাস্ত তবৈশ্বানরে হতং স্তাদিতি তদেষ শ্লোকঃ ।

(৩) তৎ যথা (যেমন) ইষীকাতুলম্ (ইষীকা গাছের তুলা)
অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোক্তম্ (প্র + বে ; নিষ্কিপ্ত 'হইলে') প্রদুয়েত
(প্র + দূ ; সম্যক দণ্ড হইয়া যায়) এবম্ (এই প্রকার) হ অস্ত
(ইহার) সৰ্বে পাপমানঃ (সমুদয় পাপ) প্রদুয়ন্তে (প্র + দূ ;
সম্যক দণ্ড হইয়া যায়) , যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্
(এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (যঃ)
“তৎ যথা”—৪।১৬।৩ মন্তব্য ।

(৪) তস্মাৎ (সেই জন্য) উ হ এবংবিৎ (এই প্রকার জ্ঞান-
সম্পন্ন) যদ্যপি চণ্ডালায় (চণ্ডালকে) উচ্ছিষ্টম্ প্রয়চ্ছেৎ (দা ;
প্রদান করে) ; আত্মনি (আত্মাতে) হ এব অস্ত (ইহার) তৎ
(সেই উচ্ছিষ্টকে) বৈশ্বানরে (+ আত্মনি = বৈশ্বানর আত্মাতে)
হতম্ স্তাৎ (আহত হইয়া থাকে) । তৎ (এ বিষয়ে) এবঃ (এই)
শ্লোকঃ—

৩। যেমন ইষীকার তুলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা সম্যক
দণ্ড হইয়া যায়, তেমনি যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র
হোম করেন, তাঁহার সমুদয় পাপ সম্যক দণ্ড হইয়া যায় ।

৪। সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও

যথেষ্ট ক্লুধিতা বালা মাতরং পর্যুপাসতে ।

এবং সর্বাণি ভূতান্নিহোত্রমুপাসত অগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥

৫। যথা (যেমন) ইহ (এই পৃথিবীতে) ক্লুধিতাঃ বালাঃ (ক্লুধিত শিশুগণ) মাতরম্ (মাতাকে) পরি+উপাসতে (উপাসনা করে), এবম্ (এই প্রকার) সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় ভূত) অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি; অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি) দ্বিক্রিতি সমাপ্তি শুচক ।

উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, তাহা হইলে বৈশ্বানর আত্মাতেই তাঁহার হোম করা হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে :—

৫। যেমন এই পৃথিবীতে ক্লুধার্ত শিশুগণ মাতার উপাসনা করে, তেমনি সমুদয় ভূত অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন।

মন্তব্য

৫।২৪।১। অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার নাম ‘অগ্নিহোত্র’। প্রাতঃকালে এবং সায়াংকালে নির্দিষ্ট অগ্নিতে আহুতি দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে একটা নিত্য কর্তব্য ।

৫।২৪।৪। “যদ্যপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টম্” ইত্যাদি—
এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই—পবিত্র অগ্নিতেই পবিত্র বস্তুকে হোম করিতে হয়; কিন্তু চণ্ডাল অস্পৃশ্য জাতি এবং উচ্ছিষ্টও অপবিত্র বস্তু। চণ্ডালস্থ বৈশ্বানর অগ্নিতে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিলে আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হইবার কথা নয়। কিন্তু যিনি প্রাণাহতিভঙ্ঘ আনেন, তিনি এ প্রকার করিলেও ফল লাভ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

অরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদ(১)—একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান

১। ওঁ শ্বেতকেতুর্হাক্ষণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো
বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোহনন্যু ব্রহ্মবঙ্গুরিব
ভবতীতি ।

২

১। শ্বেতকেতুঃ হ আক্ণেয় (৫।৩।১ দ্রঃ) আস (বৈদিক
প্রয়োগ; অস্মিট; =বভূব, ৪।১।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য; ছিল)। তন্ম
(তাহাকে) হ পিতা উবাচ (বলিলেন)—শ্বেতকেতো ! বস (বাস
কর—ব্রহ্মচারিক্রমে) ব্রহ্মচর্য্যম্ (২।১)। ন (না) বৈ (যে হেতু,
নিশ্চয়ই) সোম্য ! অস্মৎকুলীনঃ (‘অস্মাৎ+কুল’ হইতে নিস্পন্ন;
পাঃ ৪।১।১৬৯ ; কুলীনঃ =কুলে উৎপন্ন; =আমাদিগের বংশোদ্ভব
কেহ) অনন্যু (ন, অতু+বচ্ ল্যাপ্; বেদ অধ্যয়ন না করিয়া)
ব্রহ্মবঙ্গুঃ ইব (ব্রহ্মবঙ্গুর ন্যায়) ভবতি (হয়)। “ব্রহ্মবঙ্গুঃ”—
ব্রাহ্মণের গুণ নাই কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ—
এই অর্থে ব্রহ্মবঙ্গু (৫।৩।৫ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

১। অরুণির শ্বেতকেতু নামক এক পুত্র ছিল। পিতা অরুণি
তাহাকে বলিলেন—“হে শ্বেতকেতো ! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন
কর। আমাদিগের বংশে কেহই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবঙ্গুর
ন্যায় হন নাই।

২। স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান বেদান-
ধীত্য মহামনা অনুচানমানী স্তক এয়ায় তং হ পিতোবাচ
শ্বেতকেতো যন্ন সোম্যেদং মহামনা অনুচানমানী স্তকোহশ্রুত
তমাদেশমপ্রাক্যঃ ।

৩। যেনাশ্রতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি
কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ।

(২,৩) সঃ (শ্বেতকেতু) হ দ্বাদশবর্ষঃ (দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক) উপেত্য
(উপ+ইত্য; ই ধাতু; 'গুরুগৃহে' গমন করিয়া) চতুর্বিংশতিবর্ষঃ
(২৪বৎসর বয়সে) সর্বান বেদান্ (সমুদয় বেদকে) অধীত্য
(অধ্যয়ন করিয়া) মহামনাঃ (গভীর যাহার মন; যে মনে করে
আমার মন উন্নত) অনুচানমানী) পাণ্ডিত্যাভিমানী; অনুচান=
অনু+বচ কানচ, পাঃ ৩২।১০৯=বেদবিৎ; অনুচান+মন্+গিনি
পাঃ ৩২।৮৩)=যে মনে করে 'আমি বেদজ্ঞ' স্তকঃ (অবিনীত)
এয়ায় (আ+ইয়াধ—'ই লিট, ফিরিয়া আসিল)। তন্ম (তাহাকে)
হ পিতা উবাচ (বলিলেন)—শ্বেতকেতো! যৎ নু সোম্য! ইদম্
(যৎইদম্=এইযে, ক্রিঃবিং) মহামনাঃ অনুচানমানী, স্তকঃ অসি
(হইয়াছ)। উত (কি) তন্ম আদেশম্ (সেই আদেশকে, উপদেশকে)
অপ্রাক্যঃ (বৈদিক প্রয়োগ, লুঙ্ হলে লুঙ্; =অপ্রাকীঃ= প্রচ্ছ
লুঙ্ ২২=জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) যেন (যে উপদেশ দ্বারা)
অশ্রতম্ (অশ্রুতবিষয়) শ্রুতম্ ভবতি (শ্রুত হয়), অমতম্
(অ+মন্ ধাতু; যাহা মনন করা হয় নাই সেই বিষয়) মতম্
(বোধগম্য), অবিজ্ঞাতম্ (অবিজ্ঞাত বিষয়) বিজ্ঞাতম্ (বিজ্ঞাত)?
ইতি। কথম্ নু (কি প্রকার) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ
ভগবন্!) সঃ আদেশঃ ভবতি ।

২,৩। শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে গুরুগৃহে গমন করিয়া চতুর্বিংশ
বয়স পর্য্যন্ত (সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিল, বেদ অধ্যয়ন করিয়া

যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

(৪) যথা (যেমন) সোম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন (একটা মৃৎপিণ্ড দ্বারা) সৰ্বম্ মৃন্ময়ম্ (সমুদয় মৃন্ময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ (বিজ্ঞাত হয়); বাচা + আরম্ভণম্ (বাক্য সমূহের অবলম্বন), বিকারঃ (মৃন্ময় বস্তুরূপ বিকার) নামধেয়ম্ (নামমাত্র); 'মৃত্তিকা' ইতি এব সত্যম্।

সে মহামনা (গম্ভীরচিত্ত), পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পিতা তাহাকে বলিলেন—শ্বেতকেতো! তুমি ত মহামনা পাণ্ডিত্যাভিমানী অবিনীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। কিন্তু তুমি কি সেই আদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা দ্বারা অশ্রুতবিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাতবিষয় বিজ্ঞাত হয়?”

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগবন্! সেই উপদেশ কি প্রকার?”

৪। পিতা বলিলেন “হে সোম্য! যেমন একটা মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদয় মৃন্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, কেবল একটা নাম; কিন্তু মৃত্তিকাই সত্য (অর্থাৎ মৃন্ময় বস্তু মৃত্তিকারই বিকার, কিন্তু এই বিকার আর কিছুই নহে, ইহা কেবল শব্দমাত্র)। [ভাষায় বলিতে হয়, এইটা ঘট, এইটা শরা, কিন্তু ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সমুদয়ই মৃত্তিকা হইয়া যায়; সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য।]

৫। যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং
স্রাদ্ধাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।

৬। যথা সৌম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কাঞ্চায়সং
বিজ্ঞাতং স্রাদ্ধাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব
সত্যমেবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি।

৫। যথা সৌম্য! একেন লোহমণিনা (একটি লোহমণি দ্বারা)
সর্বম্ লোহময়ম্ (সমুদয় লোহময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্রাৎ; বাচা+
স্রাদ্ধাচারস্তণম্ বিকারঃ (লোহময় বস্তুরূপ বিকার) নামধেয়ম্; 'লোহম্'
ইতি সত্যম্ (৪মঃ ভ্রঃ)।

৬। যথা সৌম্য! একেন নখনিকৃন্তনেন (একটি নকশ দ্বারা
অর্থাৎ একখণ্ড লৌহদ্বারা; নিকৃন্তন=ঘাটা দ্বারা ছেদন করা
যায়; নখনিকৃন্তন=ঘাটা দ্বারা নখ ছেদন করা যায়) সর্বম্
কাঞ্চায়সম্ (লৌহময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্রাৎ, বাচাঃস্তণম্ বিকারঃ
নামধেয়ম্, 'কৃষ্ণায়সম্' ইতি এব সত্যম্। এবম্ সৌম্য! সঃ (সেই)
আদেশঃ (উপদেশ) ভবতি (হয়) ইতি (৪মঃ ভ্রঃ)।

৫। হে সৌম্য! যেমন একটি স্বর্ণপিণ্ড জ্বালিলেই সমুদয় স্বর্ণময়
বস্তু জ্বালা যায়; বিকার শব্দমূলক, নামমাত্র, কিন্তু স্বর্ণই সত্য বস্তু
(অর্থাৎ স্বর্ণ-ময় বস্তু স্বর্ণেরই বিকার, এই বিকার কেবল শব্দমূলক,
কেবল একটি নামমাত্র; ভাষায় বলিতে হয় এইটি কুণ্ডল, এইটি
বলয়; কিন্তু তথা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সমুদয় স্বর্ণময়
বস্তু এক স্বর্ণই হইয়া যায়; সুতরাং স্বর্ণই সত্য পদার্থ)।

৬। হে সৌম্য! যেমন একটি নখনিকৃন্তন (অর্থাৎ নকশ) জ্বালিলে

৭। ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষ্যুর্ন্যক্তদবেদিষ্যন্ কথং
মে নাবক্ষ্যন্তি ভগবাংস্তেবমেতদব্রবীদ্বিতি তথা সোম্যেতি
হোবাচ ।

৭। ন (না) বৈ নূনম্ ভগবন্তঃ (পুঙ্জনায়, ১।৩) তে (তীক্ষ্ণারা
উপাধ্যায়গণ) এতৎ (ইহা ২।১) অবেদিষুঃ (বিদ্ লুঙ্; জানিতেন) ।
যৎ (যদি) হি এতৎ অবেদিষ্যন্ (বিদ্ লুঙ্; জানিতেন), কথম্
(কেন) মে (আমাকে) ন (না) অবক্ষ্যন্ (বলিবেন বচ্ লুঙ্)
ইতি । ভগবান্ (১।১) তু এব মে তৎ (২।১) ব্রবীতু (বলুন)
ইতি ।

‘তথা (তাহাই) সোম্য !’ ইতি হ উবাচ ।

সমুদায় লৌহময় বস্তু জানা যায়, বিকার শব্দাত্মক, নামমাত্র,
লৌহই সত্য; তেমনি হে সোম্য! সেই উপদেশ (অর্থাৎ সেই
উপদেশ শ্রবণ করিলে অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অ-মত বিষয় মনন
করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়) ।

৭। পুত্র বলিলেন—“ভগবান উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন
না। যদি জানিতেনই তবে বলিলেন না কেন? সুতরাং ভগবানই
(অর্থাৎ আপনিই) আমাকে তাহা বলুন ।

মন্তব্য

৬।১।৪। বাচহরন্তণম্ = বাচা + আরন্তণম্ । আনন্দগিরি বলেন ‘বাচা’ যটীস্থলে তৃতীয়া । বাচা = বাক্যদ্বারা ; কিন্তু এস্থলে অর্থ “বাক্যের” ।

৬।১।৫। লোহমণি = স্তবর্ণপিণ্ড (শঙ্কর) । ‘লোহ’ শব্দ হইতেই ‘লোহিত’ শব্দ । এইদ্রব্য কেহ কেহ বলেন ‘লোহ’ নামক ধাতু লোহিত বর্ণই হইবে, সুতরাং লোহ = তাম্র এবং লোহমণি = তাম্রময় অলঙ্কার । ডায়সন্স ইহার অনুবাদে ‘copper button or ornament’ ব্যবহার করিয়াছেন । (৬ষ্ঠ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) ।

৬।১।৬। নি + কৃৎ + অনট্ = নিকৃন্তন ; ব্যাকরণের নিয়মামুসারে ‘নিকৃন্তন’ না হইয়া ‘নিকর্ন্তন’ হওয়া উচিত । কিন্তু প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যেও এই প্রকার ব্যবহার রহিয়াছে (ভাগবত ৩.৩০।২৭, ৬।২।৪৬)

‘কার্কাযস্’ শব্দ ‘কৃষ্ণায়স্’ শব্দ হইতে উৎপন্ন । কৃষ্ণায়স্ = কৃষ্ণ + অয়স্ = কৃষ্ণবর্ণ = অয়স্ = লৌহ । ‘অয়স্’ একটা ধাতু, কিন্তু ইহা কোন্ ধাতু তাহা বলা কঠিন । বাজমেনেয়ি সংহিতাতে (১৮।১৩) এই ছয়টা ধাতুর নাম করা হইয়াছে—(১) হিরণ্য (২) অয়স্, (৩) শ্রাম, (৪) লোহ, (৫) সীস, (৬) ত্রপু । ‘হিরণ্য’ অর্থ স্তবর্ণ ; আমরা বর্তমান সময়ে যাহাকে লৌহ বলি, তাহারই প্রাচীন নাম ‘শ্রাম’ । অথর্ববেদে এই অর্থেই ‘শ্রাম’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৯।৫।৪ ; ১১।৩।৭) । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ

অনেকে মনে করেন লৌহ=তাম্র (৬।১৫ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) এবং ‘অয়স্’ bronze নামক রক্তাভ মিশ্র-ধাতু। সাধারণতঃ লোকে মনে করে অয়স্=লৌহ। ঋগ্বেদে (১০।৮৭২) অগ্নিকে ‘অধো দ্রষ্ট’ বলা হইয়াছে। অন্ত একস্থলে (১।০৮৫) অয়ো দংষ্টান্ শব্দের ব্যবহার আছে; Macdonell এর মতে এ শব্দ অগ্নিরই বিশেষণ। অগ্নির জিহ্বাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সমুদয় কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নির জিহ্বা বা শিখা অবশ্যই লৌহের মত নহে। একটী মন্ত্রে (৬।৭।১।৪) সূর্যাকে হিরণ্যপাণি ও অয়োহস্থ বলা হইয়াছে। ‘অয়স্’ এখানে অবশ্যই লৌহ নহে। ইহা এমন এক ধাতু যাহার বর্ণ সূর্যের মত। সাধারণের মতে অয়োহস্থঃ = হিরণ্যহস্থঃ। একস্থলে ‘বান’কে অয়োমুখম্ বলা হইয়াছে (৬।৭।৫।১৫); অপর এক স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে (১০।১২৬) ‘অধো অগ্রয়া’। এই দুই স্থলে ‘অয়স্’ অর্থ যে ‘লৌহ’ই করিতে চাইবে তাহা নহে, ইহার অর্থ তাম্র বা bronzeও হইতে পারে।

শতপথ ব্রাহ্মণে ‘অয়স্’ ও লোহায়স্ এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে (৫।৪।১।২)। জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের মতে লোহায়স্ এবং কাষ্যায়স্ বিভিন্ন ধাতু (৩।১৭।৩)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও কষ্যায়স্ ও লোহায়স্কে দুই ধাতু বলা হইয়াছে (৩।৬২৬।৫)। এই সমুদয় অংশ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এক সময়ে ‘অয়স্’ শব্দ “লৌহ” অর্থে ব্যবহৃত হইত না।

ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

সংস্করূপ হইতে তেজ, অপ্ ও অম্নের সৃষ্টি

১। সদের সোম্যেদমগ্র অ সীদেকমেবাহিতীয়ং তন্ধৈক
আহুংসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাহিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।

১। সং এব সংস্করূপই; সং ‘অস্’ ধাতু হইতে; ‘অস্’
ধাতুর অর্থ খাণা; যাহা আছে তাহাই “সং”) সোম্য! ইদম্
(এই জগৎ) অগ্রে আসীৎ (ছিল) একম্ এব অধিতীয়ম্। তৎ
(ইহাকে, এবিষয়ে) হ একে (কেহ কেহ) আহুঃ (বলেন) অসৎ
এব (অসৎই; যাহা নাই তাহার নাম ‘অসৎ’) ইদম্ অগ্রে
আসীৎ একম্ এব অধিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ (সেই অসৎ হইতে)
সং (সত্তা) জায়ত (বৈদিক প্রয়োগঃ = অজায়ত = উৎপন্ন
হইয়াছে)।

১। “হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ এক অধিতীয় সংরূপে বর্তমান
ছিল। এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন, অগ্রে এই জগৎ এক অধিতীয়
অসংরূপে বর্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সং উৎপন্ন
হইয়াছে।”

২। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যান্নিতি হোবাচ কথমসতঃ
সজ্জায়েতেতি সশ্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাবিধীয়ম্।

৩। তদৈক্যত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তন্ত্বেজোহস্যজত তন্ত্বেজ
ঐক্যত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোহস্যজত। তস্মাদ যত্র ক চ
শৌচতি শ্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।

২। ‘কুতঃ তু খলু (কি প্রকারে)? সোম্য! এবম্ (এই
প্রকার) স্যাং (হইতে পারে)? ইতি। হ উবাচ (বলিলেন)।
কথম্ (কি প্রকারে) অসতঃ সং জায়েত (উৎপন্ন হইতে পারে)
ইতি। সং তু এব সোম্য! ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এক
অবিধীয়ম্ (১মঃ)। ২

৩। তৎ (সেই সং) ঐক্যত (ঐক্য, লুঙ; লঙ্ক করিয়া
ছিল)—‘বহুস্মাং (বহু হই) প্রজায়েয় (প্র+জন্, বিধি ১১১
উৎপন্ন হই)’ ইতি। তৎ (সেই সং) তেজঃ (২১১) অস্যজত
(সৃষ্টি করিল)। তৎ (সেই) তেজঃ ঐক্যত ‘বহু স্মাং প্রজায়েয়
ইতি তৎ অং (২১৩, জলকে) অস্যজত। তস্মাৎ (সেই জন্ত)
যত্র ক চ (যে কোন স্থানে) শৌচতি (শৌক করে) শ্বেদন্তে
বা (ঘর্ষাক্ত হয়) পুরুষঃ, তেজসঃ এব (তেজ হইতেই) তৎ (সেই
স্থলে) অধি (+জায়ন্তে) আপঃ (১১৩, জল) জায়ন্তে (অধি+
উৎপন্ন হয়)। পাঠান্তর—‘ক চ’ স্থলে ‘ক চন’।

২। তিনি (ইহার পর আরও) বলিলেন “কিন্তু হে সোম্য! কেমন
করিয়া ইহা হইতে পারে? কি প্রকারে অসং হইতে সং
উৎপন্ন হইতে পারে; এই জগৎ অগ্রে এক অবিধীয় সজ্জাপেই
বর্তমান ছিল।

৩। সেই সং স্বরূপ আলোচনা করিলেন (বা লঙ্ক করিলেন) আমি

৪। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ন্যাঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি
তা অন্নমশ্বজন্তু তস্মাদ যত্র ক চ বর্ধতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্যা
এব তদধ্যান্নাচ্চ জায়তে ।

৪। তাঃ আপঃ (সেই জল) ঐক্ষন্ত (ঈক লুঙ, সকল
করিল) — “বহ্ন্যাঃ (বহ) স্যাম (হই) প্রজায়েমহি (প্র+জন;
উৎপন্ন হই)’ ইতি। তাঃ (সেই জল) অহ্নম্ (২।১)
অশ্বজন্তু (সৃষ্টি করিল)। তস্মাৎ যত্র ক চ বর্ধতি (বৃষ্টি পাত
হয়), তৎ এব (তখনই) ভূয়িষ্ঠম্ (বহ+ইষ্ট, পা: ৩।৪ ১.৮; =
বহ পরিমাণে) অন্নম্ ভবতি (হয়)। অদ্যাঃ এব (জল হইতেই)
তৎ (তখন) অধি (+জায়তে) অন্নাদ্যাম্ (অন্নাদি) জায়তে (অধি+;
উৎপন্ন হয়)।

বহ হই; আমি জন্মগ্রহণ করি। অনন্তর তিনি তেজঃ
করিলেন। সেই তেজঃ সকল করিল “আমি বহ হই, আমি জন্ম-
গ্রহণ করি।” অনন্তর সেই তেজ জল সৃষ্টি করিল। সেইজন্তু
পুরুষ যখন যে স্থলে শোকার্ত বা ঘর্ষাক্ত হয়, সেই স্থলেই তেজ
হইতে জল উৎপন্ন হয়।

৪। সেইজল সকল করিল ‘বহ হই, উৎপন্ন হই’। সেই জল অন্ন
সৃষ্টি করিল। এই হেতু যেখানে যখন বৃষ্টিপাত হয়, সেই স্থলে
বহ অন্ন উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য

৬২।৩। ঐক্ষত—ঈক্ষু ধাতু হইতে। দর্শন করা, চিন্তা করা, সঙ্কল্প করা ইত্যাদি বহু অর্থে এই ধাতু ব্যবহৃত হয়।

(২) যত্র ক চ—শব্দের মতে ইহার অর্থ দেশ এবং কাল উভয়ই হইতে পারে। “দেশে কালে বা”।

ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

আদিদেবত্রয়ের মিশ্রণে জগদুৎপত্তি

১। তেবাং খন্বেবাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুত্তিজমিতি।

১। তেবাম্ খলু এষাম্ ভূতানাম্ (সেই এই ভূত সমূহের) ত্রীণি এব (তিন প্রকারই) বীজানি (কারণ) ভবন্তি (হয়)—
 অণ্ডজম্ . (—অণ্ডজম্—অণ্ড হইতে উৎপন্ন; অণ্ড, বৈদিক-প্রয়োগ—অণ্ড), জীবজম্ (জীব হইতে উৎপন্ন) উত্তিজম্ (উত্তিদ হইতে উৎপন্ন) ইতি।

১। সেই ভূত সমূহের উৎপত্তির তিনটি কারণ—(ইহারা) অণ্ডজ, জীবজ ও উত্তিজ।

২। সেয়ং দেবভৈষ্কত হস্তাহমিস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাশ্বনানুপ্রবিশ্ব নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ।

৩। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেতৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবভৈষ্কতিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাশ্বনানুপ্রবিশ্ব নামরূপে ব্যাকরোৎ ।

২। সা ইম্ দেবতা (সেই এই দেবতা) ঐকত (আলোচনা বা সঙ্কল্প করিলেন, ৬।২।৩ মন্তব্য) -‘হস্ত (আচ্ছা বেশ) অহম্ (আমি) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (২।৩ এই তিন দেবতাতে অর্থাৎ তেজ, জল ও অগ্নি এই তিন দেবতাতে) অনেন জীবেন আশ্বনা (এই জীবাত্মা দ্বারা ; এই জীবাত্মরূপে) অহুপ্রবিশ্ব (অহু-প্রবেশ করিয়া) নামরূপে (নাম ও রূপকে (ব্যাকরবাণি (বি+আ +ক, লোট, ব্যাকৃত করি, ব্যক্ত করি) ইতি ।

৩। তাসাম্ (সেই তিন দেবতার ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ (ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং) ঐকৈকাম্ (এক+একম্=প্রত্যেককে) করবাণি (করি) ইতি । সা ইয়ম্ দেবতা (সেই এই দেবতা) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (২।৩ ; এই তিন দেবতাতে) অনেন জীবেন আশ্বনা অহুপ্রবিশ্ব নামরূপে ব্যাকরোৎ (বি+আ+অকরোৎ=ব্যক্ত করিলেন) (২য় মঃত্রঃ) ।

২। সেই সংস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—‘আচ্ছা, আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতাতে (অর্থাৎ তেজ, জল ও অগ্নিনামক দেবতাতে) অহুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি ।

৩। “আমি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করি।”

৪। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমৈকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যোমাস্তিস্রো দেবতাত্রিবৃত্রিবুদৈকৈক। ভবতি তন্মে বিজানী-
হীতি।

৪। তাসাম্ ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ। যথা
(যে প্রকারে) তু খলু সোম্য! ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃত্ ত্রিবৃত্
এক+একা ভবতি, তৎ (তাহা) মে (এমী, আমার নিকটে) বিজা-
নীহি (অবগত হও) ইতি। (৩য় মঃ দ্রঃ)।

অনন্তর তিনি জীবাত্মরূপে এই সমুদয় দেবতার অভ্যন্তরে অহুপ্রবিষ্ট
হইয়া নাম ও রূপ শব্দ করিলেন।

৪। সেই সংস্করণা^১ দেবতা তাহাদিগের প্রত্যেককে ত্রিবৃত্ ত্রিবৃত্
করিয়াছিলেন। হে সোম্য! এই তিন দেবতা প্রত্যেককে কি প্রকারে
ত্রিবৃত্ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অবগত হও।

মন্তব্য

৬।৩।১। 'উত্তিষ্ঠম্' শব্দের অনেক অর্থ করা হইয়াছে (১).
উত্তিদ্ অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে জাত (২) 'উত্তিদ্' অর্থ বীজ বা অঙ্কুর;
বীজ বা অঙ্কুর হইতে যাহা জাত তাহাই উত্তিষ্ঠ।

৬।৩.৩ ত্রিবৃত্তকরণের* অর্থ এই—

তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই তিনটা ভূত। তেজঃ যে কেবল

বিদ্যুৎ তেজঃ, তাহা নহে, ইহাতে জল ও পৃথিবী এতদুভয়ের অংশও আছে। তবে তেজে তেজের অংশই বেশী। এইরূপ জলে, তেজঃ ও পৃথিবীর অংশও আছে। অমোদের দেশের দার্শনিকগণ বলেন—

তেজঃ = $\frac{1}{2}$ ভাগ তেজঃ + $\frac{1}{4}$ ভাগ জল + $\frac{1}{4}$ ভাগ পৃথিবী।

জল = $\frac{1}{2}$ ভাগ জল + $\frac{1}{4}$ ভাগ তেজঃ + $\frac{1}{4}$ ভাগ পৃথিবী।

পৃথিবী = $\frac{1}{2}$ ভাগ পৃথিবী + $\frac{1}{4}$ ভাগ তেজঃ + $\frac{1}{4}$ ভাগ জল।

ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

অগ্নি সূর্য্যাদি সমুদায় বস্তুতে আদি দেবত্বের অবস্থিতি

১। যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসন্তরূপং যচ্চুরূপং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্তাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারন্তগং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

১। যৎ (যে) অগ্নেঃ (অগ্নির) রোহিতম্ (লোহিত) রূপম্ তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ)। যৎ শুক্রম্, তৎ অপাম্ (ভাত, জলের)। যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অন্নস্ত (অন্নের)। অপ + অগাৎ (চলিয়া গেল; অগাৎ—‘ই’ লুঙ) অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) অগ্নিত্বম্। বাচারন্তগম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ (৬।১।৪ টীকা)। ত্রীণি রূপাণি (তিনটা রূপ) ইতি এব সত্যম্।

১। অগ্নির যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ; আর যে

২। যদাদিত্যস্ত রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূক্ৰং
তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্তাপাগাদিত্যাদাদিত্যং বাচারম্ভণং
বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

২। যৎ আদিত্যস্ত (আদিত্যের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ
তৎ রূপম্; যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অন্নম্। অপা-
গাৎ আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) আদিত্যম্। বাচারম্ভণম্ বি-
কারঃ নামধেয়ম্ (৬।১।৪)। ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্
(১মঃ ব্রঃ)।

শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ এবং ইহার যে কৃষ্ণরূপ তাহা অগ্নির রূপ।
অতরাং অগ্নি হইতে অগ্নিই চলিয়া গেল। যাহা বিকার, তাহা শব্দাত্মক,
নামমাত্র; এই যে তিনটী রূপ, ইহাই কেবল সত্য।

২। আদিত্যের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ, আর
যে শুক্লরূপ; তাহা জলের রূপ (এবং ইহার) যে কৃষ্ণরূপ তাহা
অগ্নির রূপ। অতরাং আদিত্য হইতে আদিত্যই চলিয়া গেল।
বিকার কেবল শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটী রূপ, ইহাই
সত্য।

৩। যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূক্ৰং তদপাং
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্থাপাগাচ্ছূক্ৰাচ্ছূক্ৰং বাচ্যরন্তং বিকারো
নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

৪। যদ্বিহৃতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূক্ৰং
তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্থাপাগাদ্বিহৃতোবিহৃতং বাচ্যরন্তং
বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

৩। যৎ চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ
রূপম্; যৎ শুক্ৰম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নস্থ। অপাগাৎ
চন্দ্রাৎ (চন্দ্র হইতে) চন্দ্রম্। বাচ্যরন্তম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি
রূপাণি ইতি এব সত্যম্ (১ম মঃ)।

৪। যৎ বিহৃতঃ (বিহৃতের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ
রূপম্; যৎ শুক্ৰম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নস্থ। অপাগাৎ
বিহৃতঃ, (বিহৃত হইতে) বিহৃতম্ (বিহৃত = বিহৃতের ভাব)। বাচ্য-
রন্তম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যম্। ১ম মঃ।

৩। চন্দ্রের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ, আর যে
শুক্করূপ তাহা জলের রূপ এবং ইহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের
রূপ। সুতরাং চন্দ্র হইতে চন্দ্রই অপগত হইল। বিকার কেবল
শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটি রূপ ইহাই সত্য।

৪। বিহৃতের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ, আর

৫। এতচ্চ স্ম বৈ তদ্বিদ্ভাংস আহঃ পূর্বে মহাশালা মহা-
শ্রোত্রিয়া ন নোহদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি
হেভ্যো বিদাঞ্চকুঃ ।

৫। এতৎ হ (এই) স্ম বৈ তৎ + বিদ্ভাংসঃ (তাহার জ্ঞাতা
সকল) আহঃ (বলিয়াছিলেন) পূর্বে (পূর্বকালের) মহাশালাঃ
মহাশ্রোত্রিয়াঃ (৫।১১।১ টীঃ) 'ন (না) নঃ (আমাদিগের বা আমা-
দিগকে) অদ্য কঃ + চন (কোন ব্যক্তি) অশ্রুতম্ অমতম্, অবিজ্ঞা-
তম্ (৬।১।২,৩) উদাহরিষ্যতি (উৎ + আ + হ্র বলিবেন)' ইতি ।
হি এভ্যঃ (এই সমুদয় অর্থাৎ লোহিতাদি রূপ হইতে) বিদাঞ্চকুঃ
(অবগত হইয়াছিলেন) ।

২

যে শুক্লরূপ তাহা অন্নের রূপ, (এবং ইহার) যে কৃষ্ণরূপ তাহা
অন্নের । সুতরাং বিদ্যৎ হইতে বিদ্যন্ত চলিয়া গেল । বিকার
বাক্যমূলক, কেবল একটা নাম ; এই যে তিনটা রূপ, ইহাই
কেবল সত্য ।

৫। ইহা অবগত হইয়াই পূর্বতন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ
বলিয়াছিলেন—“অদ্য হইতে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে এমন কোন
বিষয় বলিতে পারিবেনা, যাহা আমরা শ্রবণ করি নাই, মনন করি
নাই, বা জ্ঞাত হই নাই ।” (তাহারা এইরূপ বলিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন । তাহার কারণ এইঃ—এই সমুদয় হইতেই (অর্থাৎ

৬। যত্ন রোহিতমিবাভূদিত্তি তেজসস্তরুপমিত্তি তদ্বিদাঞ্চ-
ক্রুর্যাহ শুরুমিবাভূদিত্তিপাং রুপমিত্তি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যাহ কৃষ্ণমিবা-
ভূদিত্ত্যস্ত রুপমিত্তি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ।

৬। যৎ (যাহা) উ রোহিতম্ ইব (লোহিতের স্তায়) অভূৎ
(ছিল) ইতি, তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ) ইতি,
তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ (জানিয়াছিলেন); যৎ উ শুরুম্ ইব (শুরুর
স্তায়) অভূৎ ইতি, অপাম্ রূপম্ (জলের রূপ) ইতি, তৎ
বিদাঞ্চক্রুঃ; যৎ উ কৃষ্ণম্ ইব (কৃষ্ণের স্তায়) অভূৎ ইতি,
অস্ত (অগ্নের) রূপম্ ইতি তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ।

লোহিতাদির জ্ঞান হইতেই) তাঁহারা (সমুদয়) অবগত হইয়া
ছিলেন (অর্থাৎ লোহিতাদিই সত্য আর সমুদয় লোহিতাদির বিকার;
সুতরাং লোহিতাদি জানিলেই আর সমুদয় জানা যায়)

৬। যাহা লোহিতের স্তায় মনে হইত (অর্থাৎ লোকে যাহাকে
লোহিত বলিয়া মনে করিত) তাহা তাঁহারা তেজের রূপ বলিয়া
বুঝিয়াছিলেন, যাহা শুরুর স্তায় মনে হইত, তাহা তাঁহারা জলের
রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যাহা কৃষ্ণের স্তায় বলিয়া মনে হইত,
তাহাকে অগ্নির রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

৭। যদবিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস
ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা তু খলু সোম্যোমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং
প্রাপ্য ত্রিব্রুবুদৈকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি ।

৭। যৎ উ (যাহা) অবিজ্ঞাতম্ ইব (অবিজ্ঞাতের গ্রাঃ)
অভূৎ (ছিল), ইতি এতাসাম্ এব দেবতানাম্ (এই দেবতা-
দিগেরই) সমাসঃ (সম্+অস্+ঘঞ্ সংযোগ, সমষ্টি) ইতি, তৎ
বিদাঞ্চক্রুঃ। যথা খলু তু সোম্য! ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষম্
প্রাপ্য (পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া) ত্রিবুং ত্রিবুং একৈকা ভবতি (হয়),
তৎ মে বিজানীহি (৬৩৪ অঃ)।

৭। “যাহা অবিজ্ঞাত বলিয়া মনে হইত, তাহা এই দেবতাদিগেরই
(অর্থাৎ তেজ, অপ্ ও অগ্নেরই) সংযোগ”—তাঁহারা এইরূপ
বুঝিয়াছিলেন। হে সোম্য! এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত
হইয়া প্রত্যেকে ধেরূপ ত্রিবুং ত্রিবুং হইয়া থাকে, তাহা আমার
নিকট অবগত হও।

ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

আদি দেবত্ৰয় হইতে শরীর, মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি

১। অন্নমশিতং ত্রেখা বিধীয়তে তস্ম যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ-
পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহণিষ্ঠস্তন্মনঃ।

১। অন্নম্ অশিতম্ (অশ্; ভুক্ত হইলে) ত্রেখা (তিন
প্রকারে) বিধীয়তে (বিভক্ত হয়); তস্ম (তাহাব) যঃ (যাহা)
স্থবিষ্ঠঃ (স্থূল+ইষ্ট; স্থূলতম) ধাতুঃ (অংশ), তৎ (তাহা)
পুরীষম্ ভবতি; যঃ মধ্যমঃ, তৎ মাংসম্; যঃ অণিষ্ঠঃ (অণু+
ইষ্ঠঃ; স্থূলতম) তৎ মনঃ।

১। অন্ন ভুক্ত হইয়া ত্রেখা বিভক্ত হয়; সেই অন্নের বাহা
"স্থূলতম অংশ, তাহা পুরীষ হয়; বাহা মধ্যম ভাগ তাহা মাংস,
এবং বাহা স্থূলতম অংশ তাহা মন হয়।

২। আপঃ পীতাস্ত্রেখা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্ববিষ্ঠো
ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোহগিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ।

৩। তোজাহশিতং ত্রেখা বিধীয়তে স্তস্ত যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতু-
স্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোহগিষ্ঠঃ সা বাক্ ।

২। আপঃ (১।৩, জল) পীতাঃ (পীত হইয়া) ত্রেখা
বিধীয়ন্তে (বিভক্ত হয়) ; তাসাম্ (৬।৩, সেই জলের) যঃ স্ববিষ্ঠঃ
ধাতুঃ, তৎ মূত্রম্ ভবতি ; যঃ মধ্যমঃ, তৎ লোহিতম্ (রক্ত) ;
যঃ অগিষ্ঠঃ, সঃ প্রাণঃ (১২ঃ) ।

৩। তেজঃ (ঘৃতাদি তেজস্কর পদার্থ) অনিতম্ (ভুক্ত হইয়া)
ত্রেখা বিধীয়তে । তস্ত যঃ স্ববিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি ; যঃ
মধ্যমঃ, সঃ মজ্জা ; যঃ অনিষ্ঠ, সা বাক্ (১২ঃ) ।

২। জল পীত হইয়া ত্রেখা বিভক্ত হয় । সেই জলের যাহা
স্বল্পতম অংশ তাহা মূত্র হয় ; যাহা মধ্যম অংশ তাহা রক্ত এবং যাহা
সুক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণ হয় ।

৩। তেজ (অর্থাৎ ঘৃতাদি তেজস্কর পদার্থ) ভুক্ত হইয়া
ত্রিখা বিভক্ত হয় ; তাহার যাহা স্বল্পতম অংশ, তাহা অস্থি হয় ;
যাহা মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা এবং যাহা সুক্ষ্মতম অংশ তাহা
বাক্ হয় ।

৪। অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণন্তেজোময়ী
বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি
হোবাচ ।

৪। অন্নময়ম্ হি সোম্য ! মনঃ ; আপোময়ঃ (প্রাচীন প্রয়োগ
অন্নময়ঃ=জলময়) প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্ ইতি । ভূয়ঃ এব মা
(আমাকে) ভগবান্ (১১১) বিজ্ঞাপয়তু (বিজ্ঞাপন করুন) ইতি ।
'তথা (সেই প্রকার হউক) সোম্য !' ইতি হ উবাচ (১৩ঃ)

৪। হে সোম্য ! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্
তেজস্বয়ী । যেতকেতু বলিলেন—'ভগবান্ পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া
দিন ।' পিতা বলিলেন—'হে সোম্য ! তাহাই (হউক) ।



ষষ্ঠাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

আদি দেবত্রয় হইতে মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি
(পুনরুক্তি)

১। দধঃ সোম্য মধ্যমানশ্চ যোহগিমা স উধ্বঃ সমুদীষতি
তৎ সর্পির্ভবতি ।

২। এবমেব খলু সোম্যান্শ্চাশ্যমানশ্চ যোহগিমা স উধ্বঃ
সমুদীষতি তন্মনো ভুবতি ।

১। দধঃ (দধির) সোম্য ! মধ্যমানশ্চ (যাহা মন্বন করা
হইয়াছে তাহার) যঃ (যাহা) অগিমা (অণু+ইমন্ ; সূক্ষ্মতম
অংশ) সঃ উধ্বঃ (উদ্ধৃদ্ধিতে) সমুদীষতি (সম্+উৎ+ঈষ্ ;
উপ্তিত হয়) ; তৎ (তাহা) সর্পিঃ (নবনীত) ভবতি (হয়) ।

২। এবম্ এব (এই রূপই) খলু সোম্য ! অন্শ্চ অশ্যমানশ্চ
(ভুক্ত অন্নের) যঃ অগিমা, সঃ উধ্বঃ সমুদীষতি ; তৎ মনঃ
ভবতি (১ জঃ) ।

১। দধি মন্বন করা হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ উদ্ধে
উপ্তিত হয়, তাহা নবনীত হয় ।

২। হে সোম্য ! এই রূপ ভুক্ত অন্নের যাহা সূক্ষ্মতম অংশ,
তাহা উদ্ধে উপ্তিত হয় এবং তাহা মনো (রূপে পরিণত) হয় ।

৩। অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোহ্ণিমা স উর্কঃ সমুদীষতি
স প্রাণো ভবতি ।

৪। তেজসঃ সোম্যাশ্রমানস্ত যোহ্ণিমা স উর্কঃ সমুদীষতি
সা বাগ্ ভবতি ।

৩। অপাম্ (৬৩, জলের) সোম্য! পীয়মানানাম্ (যাহা
পান করা হয়, তাহার, ৬৩), যঃ অগ্নিমা, সঃ উর্কঃ সমুদীষতি;
সঃ প্রাণঃ ভবতি । (১ মঃ)

৪। তেজসঃ (তেজের) সোম্য! অশ্রমানস্ত (+তেজসঃ
(ভুক্ত তেজের যঃ অগ্নিমা, সঃ উর্কঃ সমুদীষতি সা (তাহা)
বাক্ ভবতি (১ত্রঃ) ।

৩। হে সোম্য! যে জল পান করা হয়, তাহার সূক্ষ্মতম অংশ
, উর্কগামী হয় এবং তাহা প্রাণ (রূপে পরিণত) হয় ।

৪। হে সোম্য! তেজস্কর বস্তু ভুক্ত হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম
অংশ, তাহা উর্কে উদ্ভিত হয় এবং তাহা বাক্ (রূপে পরিণত)
হয় ।

৫। অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী
বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি
হোবাচ ।

৫। অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী
বাক ইতি ।

ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি । ‘তথা সোম্য !’ ইতি
হ উবাচ (৬ঃ ১৪ ত্রঃ)

পাঠান্তর—সৰ্ব্বত্র ‘সোম্য’ স্থলে সোম্য’ ।

৫। হে সোম্য ! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক তেজোময়ী ।
শ্বৈতকেতু বলিলেন—“ভগবান্ পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন ।”
পিতা বলিলেন “তাহাই হউক” ।

মন্তব্য

‘অগ্নিমা’ শব্দের প্রচলিত অর্থ অগ্নির ভাব অর্থাৎ অগ্নি ।
প্রাচীনকালে ‘অগ্নুতম্ অংশ’ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত ।



ষষ্ঠাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

শ্বেতকেতুর অনশন ও পুনর্ভোজন দ্বারা

উক্ত তত্ত্বের স্পষ্টীকরণ

১। ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাসীঃ
কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো নপিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি ।

১। ষোড়শকলঃ (১৬ কলা যাহার) সোম্য! পুরুষঃ।
পঞ্চদশ+অহানি (২৩, ১৫ দিন পাঃ ২৩৫;) মা(না) অনীঃ
(অশ্ লুঙ্ = অ+অশীঃ = আশীঃ, মা যোগে ‘অ’ লোপ ভোজন
করিও)। কামম্ (যথেষ্ট) অপঃ (২৩, জল) পিব (পানকর)।
আপোময়ঃ (প্রাচীন প্রয়োগ = অময় = জলময়) প্রাণঃ। ন (না)
পিবতঃ (পানকারীর) বিচ্ছেৎস্যতে বি+ছিদ্ লুট; বিচ্ছেদ
হয় না)।

পাঠান্তর—এইখণ্ডে সর্বত্র ‘সোম্য’ স্থলে ‘সোম্য’

১। হে সোম্য! পুরুষ ষোড়শকলা যুক্ত। পঞ্চদশ দিন
ভোজন করিও না কিন্তু যথেষ্ট জল পান করিও। প্রাণ অময়,
জল পান করিলে প্রাণ বিয়োগ হইবে না (কিংবা জল পান না
করিলে প্রাণ বিয়োগ হইবে)।

২। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসাদ কিং ত্রবীমি
ভো ইত্যচঃ সোম্য যজুংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা
প্রতিভাস্তি ভো ইতি।

২। সঃ (সে) হ পঞ্চদশ+অহানি ন আশ (অশ; লিট্
(ভোজন করিল)। অথ হ এনম্ (২।১, ইহার নিকট) উপসাদ
(উপ+সদ্ লিট্; গমন করিল)। 'কিম্ (কি) ত্রবীমি (বলিব)
ভোঃ!' ইতি। ঋজু (ঋজুয়জ্ঞ সমূহকে) সোম্য যজুংষি (যজুর্মজ্ঞ
সমূহকে) সামানি (সাময়জ্ঞ সমূহকে) ইতি। সঃ হ উবাচ (বলিল)
—'ন (না) বৈ মা (আমার নিকট) প্রতিভাস্তি (প্রতিভাত
হইতেছে) ভোঃ' ইতি। পাঠান্তর—'স হোবাচ' পরিত্যক্ত
হইয়াছে।

২। ঋতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না। অনন্তর
পিতার নিকট গমন করিলেন। 'তঁাকে বলিলেন)—'পিতঃ!
কি বলিব?' পিতা বলিলেন 'হে সোম্য! ঋজু, যজু, ও সাম
যজ্ঞ (বল)' ঋতকেতু বলিলেন—এ সমুদয় আমার নিকট প্রতিভাত
হইতেছে না।

৩। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোহুত্যাহিতৈশ্চৈকোহঙ্গারঃ
খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ শ্রান্তেন ততোহপি ন বহু দহেদেবং
সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা শ্রান্ত্যৈতর্হি
বেদান্নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাসাসীতি ।

৩। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন) যথা (যেমন),
সোম্য! মহতঃ অভ্যাহিতস্ত (মহান প্রজ্জলিত অগ্নির; অভ্যাহিত =
অভি + ধা + ক্ত = ইন্ধনাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত) একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ
(খদ্যোতপরিমিত; পরিমাণ অর্থে মাত্রাচ. পা: ৫১।৩৭; খ =
আকাশ। আকাশে ছাতি প্রদান করে এই জন্ত জ্ঞানাকি পোকার
নাম খদ্যোত) পরিশিষ্টঃ (অবশিষ্ট) শ্রাৎ (ধাকে); তেন (তাহা
দ্বারা) ততঃ অপি (তাহা অপেক্ষা ও) ন (না) বহু দহেৎ (দগ্ধ
কবে), এবম্ (এইপ্রকার) সোম্য! তে (তোমার) ষোড়শানাম্
কলানাম্ (১৬কলার) একা কলা (১ কলা) অতিশিষ্টা (অবশিষ্ট)
শ্রাৎ (ছিল); তস্মা (তাহা দ্বারা) এতর্হি (ইদম্ + ঈল্,
পা: ৫.৩.১৬,৪ = এখন) বেদান্ (বেদসমূহ) ন অনুভবসি (বুঝিতে
পারিতেছ)। অশান (অণ্ লোট; ভোজন কর)। অথ মে
(আমার কথা) বিজ্ঞাস্তসি (বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিবে) ইতি ।

৩। পিতা তাহাকে বলিলেন “হে সৌম্য! যদি প্রভূত পরিমাণ
প্রজ্জলিত অগ্নির খদ্যোতপরিমাণ একখণ্ড অঙ্গার, অবশিষ্ট থাকে,
তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কোন
বস্তু দগ্ধ করা যায় না; হে সৌম্য! তেমনি তোমার ষোড়শ
কলার একটা মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা বেদ সমূহ
বুঝিতে পারিতেছ না। (এখন) ভোজন কর। অনন্তর আমার
কথা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিবে।

৪। স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎ কিংচ পপ্রচ্ছ সৰ্ব্বং হ
প্রতিপেদে ।

৫। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোহভ্যাহিতস্যৈকমজ্ঞারং
যদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্বলয়েন্তেন
ততোহপি বহু দহেৎ ।

৬। এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতি-
শিষ্ঠাভূৎ সাহস্রেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী তয়ৈ তর্হি বেদানমু-
ভবস্যান্নময়ংহি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি
তদ্বাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ।

৩

৪। সঃ হ আশ(অশ্ লিট; ভোজন করিল)। অথ হ
এনম্ উপসসাদ (২ মঃ)। তম্ হ (তাহাকে) যৎ কিম্ চ (২।১,
যাহা কিছু) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন), সৰ্বম্ হ (সমুদয়ই)
প্রতিপেদে (প্রতি+পদ্ লিট=বুলিলেন)।

৫,৬। তম্ হ (তাহাকে) উবাচ—“যথা, সোম্য! মহতঃ
অভ্যাহিতস্য একম্ জ্ঞানম্ যদ্যোতমাত্রম্ পরিশিষ্টম্ (২।১:

৪। ষেতকেতু ভোজন করিল এবং তৎপর পিতার নিকট
গমন করিল। পিতা তাহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন—সে
তৎসমুদয়েই প্রতিপত্তি দেখাটল।

৫,৬। পিতা বলিলেন—“যদি প্রভূত পরিমাণ প্রজ্বলিত অগ্নির
যদ্যোতপরিমিত একখণ্ড অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে এবং সেই অঙ্গারকে যদি

৩ মন্ত্ৰটী) তন্ম (সেই অকারকে) তুণৈঃ (তুণ দ্বারা) উপসমাদায়
(উপ+সম্+আ+ধা; উপচিহ্ন করিলে) প্রাজ্ঞায়ৈৎ (প্রাজ্ঞিত
হয়), তেন ততঃ অপি বহু দধেৎ এবম্, গোম্য! তে যোড়শানাম্
কলানাম্ একা কলা অবশিষ্টা অভূৎ (ছিল) (৩য়মঃ), সা
(সেই কলা) অন্নেন (অন্ন দ্বারা) উপসমাহিতা (বর্দ্ধিত হইয়া)
প্রাজ্ঞালী (বৈদিক প্রয়োগ; =প্রাজ্ঞালি = প্র+জন্ লুঙ্ কৰ্ণ
বাচ্যে), তয়া এতর্হি বেদান্ অমুভবসি—(৩য়মঃ)। অন্নময়ম্
হি গোম্য! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্ ইতি
(৬৫৪৪ হ্রঃ)।

তৎ (এই বাক্যকে) হ অস্ত (পিতার নিকট) বিজজৌ
(বি+জ্ঞা লিট=বুঝিয়াছিল) ইতি, বিজজৌ ইতি ('বক্তৃতি')।

পাঠান্তর—‘প্রাজ্ঞালী’ স্থলে প্রাজ্ঞালীৎ।

তুণ দ্বারা প্রাজ্ঞিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা তদপেক্ষাও
অধিক পরিমাণ বস্তু দহন করা যায়। তেমনি হে গোম্য! তোমার
যোড়শ কলার এক কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল; তাহা অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত
হইয়া প্রাজ্ঞিত হইয়াছে। তাহা দ্বারাই তুমি বেদ বুঝিতে
পারিতেছ। হে গোম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, এবং বাক্
তেজোময়ী।

৫, ৬। (তখন ঋতকেতু) পিতার উপদেশ বুঝিয়া ছিল।

ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

স্বষ্টি ও পান ভোজনের দৃষ্টান্ত দ্বারা

তৎত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা

১। উদ্যালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নাস্তং
মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা
সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপি-
তীত্যাচক্ষতে স্বং হপীতো ভবতি ।

১। উদ্যালকঃ হ আরুণিঃ (অরুণের পুত্র উদ্যালক) শ্বেতকেতুং
পুত্রম্ (২।১) উবাচ :—২

‘স্বপ্নাস্তম্’ (স্বষ্টি-তত্ত্বকে ; স্বপ্ন = নিদ্রা ; স্বপ্নাস্ত = স্বপ্নের মধ্য
অর্থাৎ স্বষ্টি) মে (আমার নিকট) সোম্য ! বিজানীহি (অবগত
হও) ইতি :—‘যত্র (বে সময়ে) এতৎ + পুরুষঃ (এই পুরুষ)
স্বপিতি (স্বপ্ত হয়) নাম (বাক্যালঙ্কারে) সতা (সং, ৩।১ ;
সং স্বরূপ দ্বারা সোম্য ! তদা (সেই সময়ে) সম্পন্নঃ (সম্মিলিত)
ভবতি (হয়), স্বম্ (স্ব, ২।১ ; আপনাকে ; আত্মরূপকে)
অপীতঃ (অপি + ই + ত্ব = প্রাপ্ত) ভবতি । তস্মাৎ (সেইজন্য) এনম্
(ইহাকে) ‘স্বপিতি’ ইতি আচক্ষতে (ইহা বলা হয়) ; স্বম্ হি
অপীতঃ ভবতি ।

১। উদ্যালক আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য !
আমার নিকট স্বষ্টিতত্ত্ব অবগত হও । যখন এই পুরুষ নিদ্রিত
হয়, হে সোম্য ! তখন সে সংস্বরণের সহিত সম্মিলিত হয় ।
(সেই সময়ে) সে স্বীয় রূপ (স্বম্ রূপম্) প্রাপ্ত হয় (অপীতঃ) ।
এই জন্য বলা হয়, এই পুরুষ স্বষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে (স্বপিতি = নিদ্রা
বাহিতেছে) —(কারণ তখন) সে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয় ।

২। স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবন্ধো দিশং দিশং পতিত্বা-
ত্রায়তনমলক্। বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্ননো
দিশং দিশং পতিত্বা ত্রায়তনমলক্। প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণ-
বন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ।

২। সঃ যথা (যেমন) শকুনিঃ (পক্ষী) সূত্রেণ (সূত্রদ্বারা) প্রবন্ধঃ (আবদ্ধ হইয়া) দিশম্ দিশম্ (সম্মুখদিকে) পতিত্বা (উড়িয়া) অত্রায়তনম্ (আশ্রয়কে) অলক্। (প্রাপ্ত না হইয়া) বন্ধনম্ এব (বন্ধনকেই) উপশ্রয়তে উপ+শ্রি, লটতে=আশ্রয় করে; (এবম্ এব (এইপ্রকারই) খলু সোম্য! তং মনঃ (এই মন, জীবাত্মা) দিশম্ দিশম্ পতিত্বা অত্রায়তনম্ অলক্। প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনম্ (প্রাণের সহিত বন্ধন ব্যাহার) হি সোম্য! মনঃ " ইতি।—“সঃ যথ্য” —৪।১৬।১ মন্তব্য দ্রঃ। পাঠান্তর—“উপশ্রয়তে” স্থলে ‘উপাশ্রয়তে’

২। সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চারিদিকে উড়িয়া বেড়াক
কিন্তু অত্রায়তন আশ্রয় না পাইয়া সেই বন্ধন স্থানকেই আশ্রয়
করে; তেমনি এই মন চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া যখন অত্রায়তন
আশ্রয় না পায়, তখন প্রাণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। হে সোম্য!
মন প্রাণেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

৩। অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোহশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্যথা গোনা-
য়োহশ্বনাযঃ পুরুষনায ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেহশনায়েতি
তত্রৈতচ্ছ্রুতমুৎপতितং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্য-
তীতি ।

৩। অশনা-পিপাসে (ক্ষুধা ও পিপাসাকে ; এস্থলে ‘অশনা’
বৈদিক প্রয়োগ ; = অশনায়া = ভোজন করিবার ইচ্ছা) মে (আমার
নিকট) সোম্য ; বিজানীহি (অবগত হও) ইতি । যত্র (যখন)
এতৎপুরুষঃ (এইপুরুষ) অশিশিষতি (ক্ষুধার্থ হয় ; অশ্ শন্) নাম,
আপঃ (১:৩, জল) এব তৎ অশিতম্ (সেই ভুক্ত খাদ্যকে)
নয়ন্তে (‘নী’ ; ‘যথাস্থানে, লইয়া যায়) । তৎ যথা (যেমন ৪।১৬।৩
মন্তব্য) গোনাযঃ অশ্বনাযঃ, পুরুষনাযঃ ইতি (এই সমুদয় বলা হয়),
এবম্, (এই প্রকার) তৎ (সেইজন্ত) অপঃ (২।৩, জলকে) আচ-
ক্ষতে (বলা হয়) ‘অশনায়া’ ইতি । তত্র (সেই বিষয়ে) এতৎ
শ্রুতম্ (এই অক্ষর—শরীর) উৎপতিতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে) সোম্য !
বিজানীহি জানিও । ন (না) ইদম্ (ইহা) অমূলম্ (মূলবিহীন)
ভবিষ্যতি (হইবে) ইতি । পাঠান্তর ‘বিজানীহি’ স্থলে বিজানীহীতি ।

৩। হে সোম্য !^১ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বিষয় আমার নিকট
অবগত হও । যখন এই পুরুষ ক্ষুধার্থ হয়, তখন জল দ্রব্যকে
(যথাস্থানে, বা যথাকার্য্যে) লইয়া যায় অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের নেতা
হয় । যেমন (গো-নেতাকে) ‘গোনায়া’ (অশ্ব নেতাকে) ‘অশ্বনায়া’
(পুরুষের নেতাকে) ‘পুরুষনায়া’ (বলা হয়), তেমনি জলকে অশ-
নায়া অর্থাৎ অশনের নেতা বলা হয় । এই স্থলে এইরূপে এই শ্রু-
(রূপ শরীর) উৎপন্ন হয় । হে সোম্য ! জানিও ইহা (অর্থাৎ এই শরীর)
কারণবিহীন নহে ।

৪। তস্য ক মূলং স্যাদনুভ্রাতাদেবমেব খলু সোম্যানেন
শুভ্রেনাপো মূলমস্বিচ্ছান্তিঃ সোম্য শুভ্রেন তেজোমূলমস্বিচ্ছ
তেজসা সোম্য শুভ্রেন সন্মূলমস্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।

৪। তস্ত (সেই দেহের) ক (কোণায়) মূলম্ (কারণ)
শ্রাৎ (হইবে) অনুভ্রাত অন্নং (অন্ন হইতে)? এবম্ এব খলু
(এই প্রকারেই) সোম্য! অনেন শুভ্রেন (অন্নরূপ অকুর দ্বারা)
অপঃ মূলম্ (মূলস্বরূপ জলকে) অস্বিচ্ছ (অহু+ইষ্ গোট; অহু
সন্ধান কর)। অন্তিঃ সোম্য! শুভ্রেন (অন্তিঃ+; =জলরূপ
অকুর দ্বারা) তেজঃ মূলম্ (তেজোরূপ মূলকে) অস্বিচ্ছ। তেজসা
সোম্য! শুভ্রেন (হে সোম্য! তেজোরূপ অকুর দ্বারা) সং-
মূলম্ (কারণরূপী সংস্বরূপকে) অস্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ (সং-মূলক)
সোম্য! ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ (এই সমুদয়) প্রজাঃ (জন্মবান্ পদার্থ)
সং+আয়তনাঃ (সং যাহাদিগের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়), সং-
প্রতিষ্ঠাঃ (সংই বাহাদিগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা=সম্যক স্থিতি;
শঙ্করের মতে-লয়)।

৪। অন্ন ভিন্ন এই দেহের মূল কোণায়? হে সোম্য! এই
প্রকারে অন্নরূপ অকুর দ্বারা ইহার কারণ স্বরূপ জলকে অবগত
হও। হে সোম্য! এই জলরূপ অকুর দ্বারা মূলস্বরূপ তেজকে
অবগত হও। হে সোম্য! এই অকুরস্বরূপ তেজোদ্বারা কারণ
ভূত সংস্বরূপকে অবগত হও। হে সোম্য! সংস্বরূপই এই ভূত
সমূহের মূল; সংস্বরূপই ইহাদিগের আয়তন এবং সংস্বরূপই
ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা।

৫। অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজ এব তৎ
পীতং নয়তে তদ্যথা গোনায়েহিশ্বনাযঃ পুরুষনায ইত্যেবং তন্তেজ
আচষ্ট উদগ্ধেতি তত্রৈতদেব শুক্লমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি
নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ।

ক্

৫। অথ (তাহার পর) যত্র (যখন) এতৎ + পুরুষঃ
পিপাসতি (পিপাসিত হয়), নাম তেজঃ এব (তেজই) তৎপীতম্
(সেই পীত জলকে) নয়তে (নী ; লইয়া যায়, নেতা হয়) । তৎ
যথা (যেমন) গোনাযঃ (= গো-নেতা) অশ্বনাযঃ (অশ্ব-নেতা)
পুরুষনাযঃ (পুরুষ-নেতা) (৩য়ঃ) ইতি—এবম্ (এই প্রকার)
তৎ তেজঃ (সেই তেজকে) আচষ্টে (বলা হয় ; আ + চক্ষ্)
'উদগ্ধা' (উদগ-নেতা) ইতি । তত্র (সেই বিষয়ে, সেইরূপে)
এতৎ এব শুক্লম্ উৎপতিতম্ সোম্য ! বিজানীহি, ন ইদম্ অমূলম্
ভবিষ্যতি ইতি । পাঠান্তর—'বিজানীহি' স্থলে 'বিজানীহীতি' ।

৫। যখন এই পুরুষ পিপাসিত হয়, তখন তেজই পীত জলের
নেতা হয় (অর্থাৎ জলকে লইয়া যায়) । যেমন (গো-নেতাকে)
'গো-নায', (অশ্ব-নেতাকে) 'অশ্ব-নায' (পুরুষ-নেতাকে) 'পুরুষনায'
(বলা হয়), তেমনি জলের নেতৃরূপী (সেই তেজকে 'উদগ্ধা'
বলা হয় । এইরূপে দেহরূপ এই অক্ষর উৎপন্ন হয় । হে সোম্য !
জানিও, ইহা মূলবিহীন নহে ।

৬। তস্ম ক মূলং স্মাদশ্চাত্তোহিষ্টিঃ সোম্য শুভেন
তোজোমূলমস্বিচ্ছ তেজসা। সোম্য শুভেন সন্মূলমস্বিচ্ছ সন্মূলাঃ
সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠা যথা তু খলু
সোম্যোমাস্তিস্তো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিব্রজিবৃদৈককা ভবতি
তদ্বক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্ম সোম্য পুরুষস্ম প্রযতো বায়ানসি
সংপত্ততে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্।

৬। তস্ম (সেই দেহের) ক (কোথায়) মূলম্ অশ্চাত্ত অস্ত্যঃ
(জল ভিন্ন অশ্চাত্ত) ? অষ্টিঃ সোম্য ? শুভেন (হে সোম্য !
জলরূপ শুভ দ্বারা) তেজঃ মূলম্ (কারণরূপ তেজকে) অস্বিচ্ছ
(অহু+ইব্; অস্বেষণ কর)। তেজসা সোম্য শুভেন (হে সোম্য
তেজোরূপ শুভ দ্বারা) সং মূলম্ (কারণস্বরূপ সংস্বরূপকে)
অস্বিচ্ছ। সং+মূলাঃ সোম্য ! ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয়
প্রজা ; প্রজা=উৎপন্ন বস্তু, প্র+জন্) সং+আয়তনাঃ সং+প্রতিষ্ঠাঃ
(৪মঃ)। যথা (যে প্রকার) হু খলু সোম্য ইমাঃ তিস্তঃ দেবতাঃ (এই
তিন দেবতা) পুরুষম্ প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ এক+
একা (প্রত্যেকে) ভবতি। তৎ (তাঁহা) উক্তম্ (উক্ত) পুরস্তাৎ
এব (পূর্বেই) ভবতি। অস্ম সোম্য ! পুরুষস্ম প্রযতঃ (হে
সোম্য ! এই মুমূর্ষু পুরুষের ; প্রযতঃ=প্র+ই+শত্ ৬।১=মুমূর্ষু
ব্যক্তির) বাক্ মনসি (মনে) সম্পত্ততে (সম্মিলিত হয়), মনঃ
প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি (তেজে) তেজঃ পরস্তাম্ দেবতায়াম্ (পরম
দেবতাতে)।

৬। জলভিন্ন এই দেহের মূল আর কোথায় ? হে সোম্য !
জলরূপ অহুর দ্বারা কারণরূপ তেজকে অস্বেষণ কর ; হে সোম্য !
তেজোরূপ শুভ দ্বারা কারণরূপ সং-স্বরূপকে অস্বেষণ কর। হে সোম্য !

৭। স য এষোহিগ্নিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স
আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূম এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়-
ত্বিতি তথা সোম্যোতি হোবাচ ।

৭। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) এষঃ (এই) অগ্নিমা (সূক্ষ্ম
তম বস্তু), ঐতৎ+আত্ম্যাম্ (এতদ্=ইহা, এই ব্রহ্ম; 'এতদ্'
বাহার আত্মা, তাহাই 'এতদাত্ম্য'; ঐতদাত্ম্যাম্=এতদাত্ম্যার ভাব)
ইদম্ সৰ্বম্ (এই সমুদয়); তৎ (তাহা) সত্যম্; সঃ আত্মা
তত্ত্বমসি (তৎ+ত্বম্+অসি; তৎ=তাহা; ত্বম্=তুমি; অসি=হও)
শ্বেতকেতো! ইতি । ভূমঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু । 'তথা
সোম্য!' ইতি হ উবাচ (৬।৫।৪) । 'অগ্নিমা' বিষয়ে ৬।৬।১ এর
মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

এই সমুদয় প্রজা সম্মূলক সদায়তন এবং সংপ্রতিষ্ঠ । হে সোম্য!
এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া যে ভাবে ত্রিবুৎ ত্রিবুৎ হয়
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । হে সোম্য! যুগ্ম পুরুষের বাক্
মনের সহিত মিলিত হয়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের
সহিত এবং তেজ পরম দেবতার সহিত মিলিত হয় ।

৭। এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাষ্ট সমুদায় জগতের আত্মা ।
তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা । হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি ।
শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন' । পিতা
বলিলেন 'হে সোম্য! তাহাই হউক' ।

মন্তব্য

(১) 'যত্র এতৎ পুরুষঃ' ইত্যাদি—

এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে।

(ক) যত্র এতৎ+পুরুষঃ আপাত নাম=যখন এই পুরুষ স্মৃপ্ত হয়। নাম-বাক্যালঙ্কারে।

(খ) যত্র পুরুষঃ অপিতি এতৎ+নাম=যখন পুরুষ 'অপিতি' এই নাম যুক্ত হয়।

(২) 'অপিতি' এবং 'স্বম্ অপীতঃ' এই দুইটিকে একার্থ সূচক বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের ধাত্বর্থ এক নহে। অপিতি = স্বপ্+লট্ তি=নিদ্রা যায়। স্বম্=আপনাকে; অপীতঃ=অপি ই+ক্ত=প্রাপ্ত; স্বম্ অপীতঃ=আপনাকে প্রাপ্ত হয়। উচ্চারণে কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঋষি বলিতেছেন—যে ব্যক্তির বিষয়ে বলা যায় অপিতি অপিতি নিদ্রা যাইতেছে) তাহার বিষয়েই বলা যাইতে পারে 'স্বম্ অপীতঃ' (অর্থাৎ সে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে)

(৩) পাঠান্তর—এই খণ্ডে সর্বত্র 'সোম্য' স্থলে 'সোম্য'।

যত্র এতৎ পুরুষঃ ইত্যাদি—এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে— (ক) যত্র এতৎ+পুরুষঃ অশিশিষতি নাম =যখন এই পুরুষ স্মৃধার্থ হয়; 'নাম' বাক্যালঙ্কারে। (খ) যত্র পুরুষঃ অশিশিষতি এতৎ+নাম=যখন পুরুষ 'অশিশিষতি' (স্মৃধার্থ হয়) এই নামযুক্ত হয়। (৬৮।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য) "অশনায়"—অশ-নায়ঃ' স্থলে 'অশনায়'; বিসর্গ লোপ বৈদিক। এই স্থলে অশনায় =অশ+নায়=অশনের নায় অর্থাৎ খাদ্যের 'নায়'; নায়=নেতা। কিন্তু সাহিত্যে বা ব্যাকরণে এপ্রকার অর্থ গৃহীত হয় নাই। তৎ যথা বিষয়ে ৪।১৬।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৬।৮।৫। তৎ যথা—৪।১৬।৩ এর মন্তব্য। ‘যত্র এতৎপুরুষঃ পিপাসতি নাম’—এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হয় হইতে পারে (ক) যত্র এতৎ+পুরুষঃ পিপাসতি নাম=যখন এই পুরুষ পিপাসিত হয় ‘নাম’ বাক্যলঙ্কারে। (খ) যত্র পুরুষঃ পিপাসতি এতৎ+নাম=যখন পুরুষ ‘পিপাসতি’ (=পিপাসিত হয়) এই নামযুক্ত হয়।
 ৩. ‘উদত্তা’—শব্দ বলেন জ্ঞানিজ্ঞ প্রয়োগ বৈদিক। উদত্তা=উদত্তম্ = উদকনাম = উদকের নেতা। কিন্তু ভট্টিকাব্যে (৩।৪০) ‘উদত্তা’ শব্দের প্রয়োগ আছে।

ষষ্ঠাধ্যায়ে নবম খণ্ড

মধুচক্র ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি।

১। যথা (যে প্রকার) সোম্য! মধু (-১) মধুকৃতঃ (মধু মক্ষিকাগণ) নিস্তিষ্ঠন্তি (নিঃ+স্থা; =প্রস্তুত করে) নানা+অর্তায়া-নাম্ (নানাপ্রতি সম্পন্ন=নানাবিধ গুণী; অত্যয়=অতি+ই, ইধাতু গতিশূচক) বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষ সমূহের) রসান্ (রস সমূহকে) সম + অবহারম্ (সম+অব+হ্র+ণমূল, সংগ্রহ করিয়া) একতাম্ (একতাব, ২।১) রসম্ (রসকে) গময়ন্তি (প্রবাহিত করায়)।

১। হে সোম্য! মধুকর সমূহ যেমন নানা বৃক্ষের রস আহরণ করিয়া সেই রস সমূহকে এক ভাবাপন্ন করে, এবং তখন যেমন রস-সমূহের এই বিবেক থাকে না যে ‘আমি অমুক বৃক্ষের রস।’

২। তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেহমুখ্যাং বৃক্ষস্ত রসো-
হম্মুখ্যাং বৃক্ষস্য রসোহস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সৰ্ব্বাঃ
প্রজাঃ সতি সম্পত্ত ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ।

৩। ত ইহ ব্যাভ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা
কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যন্তবন্তি তদা
ভবন্তি ।

২। তে (তাহারা) যথা (যেমন) তত্র (সেইস্থলে) ন (না) বিবেকম্
(জ্ঞান, পার্থক্যবোধ) লভন্তে (লাভ করে) ‘অমুখ্য (+ বৃক্ষস্ত = অমুক বৃক্ষের)
অহম্ (আমি) বৃক্ষস্ত (বৃক্ষের রসঃ অস্মি (হই) ’ ইতি এবম্ এব
খলু (এই প্রকারই) সোম্য ! ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ (এই সমুদয়
প্রাণী) সতি (সৎ ৭।১ = সৎস্বরূপে) সম্পত্ত (মিলিত হইয়া)
ন বিদুঃ (জানে) ‘সতি সম্পদ্যামহে (মিলিত হইয়াছি) ।

৩। তে (তাহারা) ইহ (ইহলোকে) ব্যাভ্রঃ বা, সিংহঃ বা,
বৃকঃ বা, বরাহঃ বা, কীটঃ বা, পতঙ্গঃ বা, দংশ বা, (ডাঁশ),
মশকঃ বা—যৎ যৎ (যাহা যাহা) ভবন্তি (= হয় ; ছিল), তৎ
(তাহা) আভবন্তি (পুনর্বার হয়) ।

২। তেমনি হে সোম্য ! সমুদয় প্রাণী (সৃষ্টি সময়ে) সৎ
স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেনা যে ‘আমরা সৎ স্বরূপকে
প্রাপ্ত হইয়াছি ।’

৩। ব্যাভ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক
—ইহারা ইহলোকে (সৃষ্টির পূর্বে) যে যে ভাবে ছিল, (সৃষ্-
টির পর আগ্রত হইলেও) সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয় ।

৪। স য এবোহিগির্মতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স'আত্মা
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি
তথা সোম্যেতি হোবাচ।

৫। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি ৬।৮।৯ দ্রষ্টব্য।

৪। এই যে স্মৃন্তম সংবন্ত, ইহাই এই সমুদায় জগতের
আত্মা; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।
শ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন’।
পিতা বলিলেন—‘তাহাই হউক’।

ষষ্ঠাধ্যায়ে দশম খণ্ড

নদীর উৎপত্তি বিলয় ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা (৩)

১। ইমাঃ সোম্যঃ নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্তন্দস্তে পশ্চাৎ,
প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিয়ন্তি সমুদ্র এব ভবতি তা যথা
তত্র ন বিদ্বরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি। এবমেব খলু সোম্যোমাঃ
সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদ্বঃ সত আগচ্ছামহ ইতি।

২। ইমাঃ (নদ্যঃ=এই নদীসমূহ) সোম্যঃ (নদী-
সমূহ) পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে) প্রাচ্যঃ (প্রাচ্য দেশস্থ) স্তন্দস্তে

১। হে সোম্য! পূর্বদেশস্থ নদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়,
পশ্চিম দেশস্থ নদী সমূহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, তাহার সমুদ্র

২। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যন্তবন্তি তদা ভবন্তি।

৩। স য এবোহগ্নিমৈতদান্যামিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ন্তি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

(প্রবাহিত হয়); পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) প্রতীচ্যঃ (পশ্চিম দেশস্থ) তাঃ (তাহারা) সমুদ্রঃ (সমুদ্র হইতে ‘উৎপন্ন হইয়া’) সমুদ্রম্ এব (২।১, সমুদ্রেই) অপিয়ন্তি (অপি+ই, গমন করে) সঃ (সে) সমুদ্রঃ এব (সমুদ্রেই) ভবতি (হয়); তাঃ (তাহারা) যথা তত্র ন বিদুঃ (জানে), ‘ইয়ম্ (এই অহম্) আমি (অস্মি) হই (‘ইয়ম্ অহম্ অস্মি’ ইতি এবম্ এব খলু সোম্য! ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সতঃ (সৎ হইতে) আগম্যা (আসিয়া) ন বিদুঃ ‘সতঃ আগচ্ছামহে) আসিয়াছি’) ইতি। পাঠান্তর—(১)এই খণ্ডে সৰ্ব্বত্র ‘সোম্য’ স্থলে ‘সোম্য’। (২) ‘ভবতি’ স্থলে ‘ভবন্তি’।

২। তে ইহ ইত্যাদি—৬।২।৩।

৩। সঃ যঃ অপিয়া ইত্যাদি—৬।২।৪ দ্রষ্টব্য।

হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার সমুদ্রেই গমন করে এবং সমুদ্রেই হইয়া যায়। তখন তাহারা যেমন জানিতে পারেনা যে ‘আমি এই নদী’ ‘আমি এই নদী’—তেমনি হে সোম্য! এই সমুদ্রের প্রজা সংস্করূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারেনা যে ‘আমরা সংস্করূপ হইতে আসিয়াছি’।

২। ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক ইহারা ইহলোকে (স্থষ্টির পূর্বে) যে যে ভাবে ছিল, (স্থষ্টির পর আগ্রহ হইলেও) সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।

৩। এই যে স্মৃততম সংবন্ত, ইহাই এই সমুদ্রের জগতের আত্মা,

তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে ষেতকেতো ! তুমিই তিনি।

ষেতকেতু বলিল—‘ভগবান পুনর্বার আমাকে উপদেশ দি’।

পিতা বলিলেন—‘তাহাই-হউক’।

ষষ্ঠাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

২ বৃক্ষের জীবনমৃত্যুর দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। অস্ত্র সৌম্য মহতো বৃক্ষস্ত যো মূলেহভ্যাহন্তাজ্জীবন্
অবেদ্যো মধ্যেহভ্যাহন্তাজ্জীবন্ অবেদ যোহগ্রেহভ্যাহন্তা-
জ্জীবন্ অবৎ স এষ জীবেনাত্মনানু প্রভূতঃ পেপীয়মানো
মোদমানস্তিষ্ঠতি।

১। অস্ত্র (বৃক্ষস্ত) সৌম্য ! মহতঃ বৃক্ষস্ত (অস্ত্র+; =
এই মহান বৃক্ষের) যঃ (যে কেহ মূলে অভ্যাহন্তাৎ (অভি+আ

১। হে সৌম্য ! এই মহান বৃক্ষের মূলদেশে যদি কেহ আঘাত
করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে ; যদি

২। অশ্রু যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি
দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি
সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতি ।

+হন্; =আঘাত করে), জীবন্ (জীব শত্=জীবন ধারণ করিয়া)
স্রবেৎ (স্র+বিধি, যাৎ=রস ক্ষরণ করে)। ষঃ মধ্য্যে অভ্যাহত্যাং
জীবন্ স্রবেৎ। সঃ এষঃ (সেই বৃক্ষ) জীবেন আত্মনা (জীবিত
আত্মা দ্বারা, জীবাত্মা দ্বারা) অহুপ্রভূতঃ (অহুব্যাপ্ত হইয়া)
পেপীষমানঃ (পা, যঙ্, শানচ্; ক্রমাগত রস পান করিয়া) মোদমানঃ
(হর্ষযুক্ত হইয়া) তিষ্ঠতি অবস্থান করে)।

২। অশ্রু (এই বৃক্ষের) যৎ (যখন) একাম্ শাখাম্ (এক
শাখাকে) জীবঃ জহাতি (হা; ত্যাগ করে), অথ সা (সেই
শাখা) শুষ্যতি (শুক হয়); দ্বিতীয়াং (দ্বিতীয় শাখাকে) জহাতি
অথ সা শুষ্যতি; তৃতীয়াং (তৃতীয় শাখাকে) জহাতি, অথ সা
শুষ্যতি; সর্বম্ (সমুদয়কে) জহাতি, সর্বঃ (সমুদয় বৃক্ষ)
শুষ্যতি।

কেহ মধ্যভাগে আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই
রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ অগ্রভাগে আঘাত করে, তবে সে
বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। এই বৃক্ষ জীবাত্ম কর্তৃক
অহুব্যাপ্ত হইয়া ক্রমাগত রস পান পূর্বক হর্ষযুক্ত হইয়া অবস্থান
করে।

২। যদি জীব এই বৃক্ষের এক শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই
শাখা শুক হইয়া যায়; যদি দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করে, তবে

৩। এবমেব খলু সোম্য বিদ্বীতি হোবাচ জীবাপেতং বাব কিলেদং ত্রিয়তে ন জীবো ত্রিয়ত ইতি স য এষোহপি-
মৈতদাখ্যামিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তদ্ব্যমসি শ্বেতকেতো
ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি
হোবাচ।

৩। 'এবম্ এব (এই প্রকারই) খলু সোম্য! বিদ্বি-
(জানিও)' ইতি হ উবাচ (বলিয়াছিলেন)—

'জীব+অপেতম্ (জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত 'হইয়া'; অপেত=
অপ+ই+ক্ত, চলিয়া যাওয়া) বাব কিল ইদম্ (এইদেহ) ত্রিয়তে
(মৃত হয়); ন (না) জীবঃ ত্রিয়তে' ইতি—

সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ (৬।৮।৭)

দ্বিতীয় শাখাও শুদ্ধ হয়; যদি তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করে,
তবে তৃতীয় শাখাও শুদ্ধ হয় এবং যদি সমুদায় বৃক্ষ পরিত্যাগ
করে, তবে সমুদায় বৃক্ষই শুদ্ধ হয়।

৩। হে সৌম্য! "এই প্রকার ইহাও জানিবে" পিতা এইরূপ
বলিলেন। 'জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এই দেহ মৃত হয়, কিন্তু
জীব মৃত হয় না।'

এই মে 'স্বল্পতম বক্ত, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই
সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিলেন—'ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন'।

পিতা বলিলেন 'হে সৌম্য! তাহাই হউক'।

মন্তব্য

৬।১।১। টীকার ‘অবেৎ’ শব্দকে সন্ধিক অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার কণ্ঠ ‘রস’ উহ। প্রাচীন সাহিত্যে এবং আধুনিক সাহিত্যেও সন্ধিক ‘ক্ষ’ ধাতুর প্রয়োগ আছে। যেমন রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডে ‘কধিরম্ পরি স্নাতাব’ (৬৭।১২০), ‘স্নাতাব কধিরম্ বহ’ (৭০।৫৬)। ‘স্নাতাব কধিরম্ মুখাৎ’ (৭০।১৬) ইত্যাদি।

শব্দর অসন্ধিক অর্থে ‘ক্ষ’ ধাতু গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মতে জীবন্—বৃক্ষ জীবন ধারণ করে; অবেৎ—রস ক্ষরিত হয়।

পাঠান্তর—এই খণ্ডে ‘সোম্য’ স্থলে ‘সোম্য’।

ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

অগ্রোধ বৃক্ষবীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। অগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিক্ষীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশুসীত্যস্মা ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসাম-
দৈকাং ভিক্ষীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশুসীতি ন কিঞ্চন
ভগব ইতি।

২। অগ্রোধফলম্ (২।১) অতঃ (এই বৃক্ষ হইতে) আহর
(আ+হ্র; আহরণ কর) ইতি।

১। উদালক বলিলেন—“এই অগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটা ফল আহরণ কর”। শ্রোতাকেতু বলিল ‘ভগবন্! এই আনিয়াছি’।

২। তং হোবাচ যং বৈ সোমৈতমগ্নিমানং ন নিভালয়স
এতন্ত বৈ সোমৈষোহগ্নিস্ত্ব এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধংস্ব
সৌম্যেতি ।

ইদম্ (এই) ভগবঃ ! ইতি ।

‘ভিক্ষ’ (ভিক্ষু ; ভাঙ) ইতি ।

‘ভিন্নম্ (ভাঙা হইয়াছে) ভগবঃ’ ইতি ।

কিম্ (কি) অত্র (এখানে) পশ্চাস (দেখিতেছ) ইতি ।

অগ্নাঃ ইব (অগ্নী ১৩; = অগ্নুর জ্বালায় ; অতি সূক্ষ্ম) ইমাঃ ধানঃ
(এই বীজ সমূহ) ভগবঃ ইতি ।

আসাম্ (এই ‘ধান’ অর্থাৎ বীজ সমূহের ; ধান জ্বীং) অত্র
(অব্যয়, সম্বন্ধ) একাম্ (একটি বীজকে) ভিক্ষ ইতি ।

ভিন্না (ভাঙা হইয়াছে) ভগবঃ ঠাত ।

কিম্ অত্র পশ্চাসি ? ইতি ।

ন কিম্+চন (কিছুই না) ভগবঃ ইতি ।

২। তম্ (তাহাকে পুত্রকে) হ উবাচ (বলিলেন)—“যম্ (যাহাকে)
বৈ সোম্য! এতম্ অগ্নিমানম্ (এই অগ্নু পরিমাণকে) ন (না)

‘ইহা ভাঙিয়া ফেল’ ।

‘ভগবন্! ভাঙা হইয়াছে ।’

‘এখানে কি দেখিতেছ ?’

‘ভগবন্! অগ্নুর জ্বালায় বীজ সমূহ ।’

‘ইহাদিগের একটি ভাঙিয়া ফেল ।’

‘ভগবন্! ভাঙা হইয়াছে ।’

‘এখানে কি দেখিতেছ ?’

‘ভগবন্! কিছুই না ।’

২। উদালক বলিলেন— (ইহার মধ্যে) যে সূক্ষ্মতম অংশ

৩। স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স
আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্
বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

নিভালয়সে (নি+ভল্; দেখিতেছ), এতন্ত্ৰ (+অণিঃ=এই
অণুপরিমাণের) এবম্ (এই প্রকার) মহান্ভগ্নোঃ তিষ্ঠতি
(বৰ্ত্তমান আছে)। অন্ধং (অন্ধ+ধা; অন্ধা যুক্ত হও) সোম্য।' ইতি।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি (৬।৮।৭ ব্রঃ)। পাঠান্তর—(১)
এই খণ্ডে 'সোম্য' স্থলে 'সৌম্য'। (২) 'মহান্ভগ্নোঃ' স্থলে
"মহান্ভগ্নোঃ"

আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই এই মহা
ভগ্নোঃ বৃক্ষ রহিয়াছে। (এই বাক্যে) অন্ধাযুক্ত হও।

৩। এই যে অণিমা, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই
সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! 'তুমিই তিনি'।

শ্বেতকেতু বলিল 'ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন'।
পিতা বলিলেন হে সৌম্য! 'তাহাই হউক'।

মন্তব্য

৬.১২।১। (১) 'ভগবঃ' প্রাচীন প্রয়োগ; বৰ্ত্তমান প্রয়োগ 'ভগবান্'।

(২) ভগ্নোঃ = ভক্ত + যোধ। নি+অঙ্ + ক্ৰিপ্ = ভক্ত; 'অঙ্' ধাতু গতিসূচক। ক্রধ+যঞ্ = যোধ। কেহ কেহ মনে করেন এই ক্রধ ধাতু ক্রহ ধাতুরই রূপান্তর। ঋগ্বেদে এই অর্থে 'রোধতি' শব্দের প্রয়োগ আছে (৮।৪৩।৬)। বট বৃক্ষের শাখা হইতেও শিকড় নির্গত হইয়া নিম্নদিকে গমন করে; এই জন্ত ইহার নাম ভগ্নোঃ।

'বাধা' অর্থ প্রকাশক 'ক্রধ' ধাতু হইতেও 'রোধ' শব্দ নিস্পন্ন করা যাইতে পারে। শাখা হইতে যে শিকড় বাহির হয় তাহাই বাধাশ্লিষ্ট হইয়া ঐ শাখাকে উদ্ধে রাখে এইজন্ত বৃক্ষের নাম 'ভাগ্নোঃ'।

ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

লবণাক্ত জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। লবণনেতৃত্বদকেহবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স
হ তথা চকার তং হোবাচ যদোষা লবণমুদকেহবাধা অত্র তদাহ-
রেতি তদ্ধাবমৃশ্চ ন বিবেদ ।

১। লবণম্ এতৎ (এই লবণকে) উদকে (জলে) অব-
ধায় (অব+ধা; নিক্বেপ করিয়া) অথ মা (২।১, আমার নিকট)
প্রাতঃ উপসীদথা: (বৈদিক প্রয়োগ; = উপসীদ কিংবা উপসীদেঃ
= আসিও) ইতি। সঃ (যেতকেতু) হ তথা (সেই প্রকার)
চকার (করিল)। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—
‘যৎ (+ লবণম্ = যে লবণকে) দোষা (অব্যয়; রাজিতে) লবণম্
(লবণকে) উদকে অবধাঃ (অব+ধা লুঙ, স; নিক্বেপ করিয়া-
ছিলে) অত্র (হে ‘পুত্র’) তৎ (২।১, তাহা) আহর (আ+হ; আন-
য়ন কর) ইতি। তৎ (তাহাকে) হ অবমৃশ্চ (অব+মৃশ্;
অহুসদ্ধান করিয়া) ন (না) বিবেদ (বিদ্ লিট; প্রাপ্ত হইল;
শব্দের মতে ‘অবগত হইল’) যথা (যেহেতু) বিলীনম্ এব
(বিলীনই হইয়াছিল)।

১। উদ্ধালক বলিলেন—‘এই লবণখণ্ড জলে রাখিয়া পরে প্রাতে
আমার নিকট আসিবে। যেতকেতু তাহাই করিল। উদ্ধালক
তাহাকে বলিলেন ‘রাজিতে জলে যে লবণ রাখিয়াছিলে, তাহা
আন।’ যেতকেতু অহুসদ্ধান করিয়া তাহা পাইলনা, যেহেতু তাহা
জলে বিলীন হইয়াছিল।

২। যথা বিগীনমেবান্ধাস্যাস্তাদাচামেতি কথমিতি লবণ-
মিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যাস্তাদাচামেতি কথমিতি
লবণমিত্যভি প্রাসৈ্যতদথ গোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছ
স্বং সংবর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সং সোম্য ন নিভা-
লয়সেহ্ত্রৈব কিলেতি।

২। অঙ্গ (হে ‘বৎস’) অশ্র (ইহার) অস্তাং (অন্তভাগ
হইতে; উপরিভাগ হইতে) আচাম্ (আ+চম্; পান কর) ইতি।
কথম্ (কিপ্রকার) ? ইতি। ‘লবণম্’ ইতি। ‘মধ্যাং (মধ্যভাগ
হইতে) আচাম্’ ইতি। ‘কথম্’ ? ইতি। ‘লবণম্’ ইতি। ‘অস্তাং
(অন্তভাগ হইতে; নিম্নভাগ হইতে) আচাম্’ ইতি কথম্ ? ইতি ‘লবণম্’
ইতি। অভিপ্রাস্ত্র (অভি+প্র+অস্, লাপ=নিক্ষেপ করিয়া) এতৎ
(ইহাকে) অথ মা (আমার নিকট) উপসীদথাঃ (বৈদিক প্রয়োগ; =
উপসীদ বা উপসীদেঃ=আসিও) ইতি। তৎ হ (তাহা, ২।১;
কিংবা তদনন্তর) তথা (সেই প্রকার) চকার (করিল)। তৎ
(তাহা, সেই লবণ) শব্ধং (নিত্যই) সংবর্ত্ততে (বিস্তৃষ্টমান রহি-
য়াছে), তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)* অত্র (এখানে,
এই দেহে) বাব কিল সং (২।১, কিস্তিমান থাকিলেও; কিংবা
সংস্করণকে) সোম্য! ন নিভালয়সে (৬।১২।২ ত্রঃ; দেখিতেছ)
অত্র এব কিল ইতি। মন্তব্য (১) পাঠান্তর—‘অভিপ্রাস্ত্রৈতৎ
স্থলে ‘অভিপ্রাস্ত্রৈতৎ’ ‘অভিপ্রাস্ত্রৈনৎ’ এবং (২) ‘সোম্য’ স্থলে
‘সোম্য’।

২। উদালক বলিলেন—‘ইহার উপরিভাগ হইতে জলপান কর’।
(যেতকেতু জলপান করিল, তৎপর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন)

৩। স য এবোহগির্মৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়চ্ছিত্তি
তথা সোম্যোতি হোবাব।

৩। সঃ যঃ পূৰ্ণবৎ (৬।৮।৭) ৩ঃ।

‘কিরূপ’? শ্বেতকেতু বলিল ‘লবণাক্ত’। উদ্ধালক বলিলেন ‘ইহার
মধ্যভাগ হইতে পান কর’। ‘কিরূপ’ শ্বেতকেতু বলিল ‘লবণাক্ত’।
উদ্ধালক বলিলেন ‘ইহার নিম্ন ভাগ হইতে পান কর’। ‘কিরূপ’?
শ্বেতকেতু বলিল ‘লবণাক্ত’। উদ্ধালক বলিলেন ‘এই জল ফেলিয়া
দিয়া আমার নিকট এস’। শ্বেতকেতু তাহাই করিল। উদ্ধালক
বলিলেন ‘লবণ ইহার মধ্যে নিত্যকালই আছে। হে সোমা!
এইরূপ এই দেহে সংস্বরূপকে দেখিতে পাইতেছ ন’, কিন্তু তিনি
নিশ্চয়ই বর্তমান রহিয়াছেন।

৩। এই যে অগ্নিমা, ইহাই এই সমুদয় জগতের আত্মা; তিনিই
সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু
বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন’। পিতা বলিলেন—
‘হে সোমা! তাহাই হউক।’

ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

দম্যকর্তৃক বন্ধচক্ষু গন্ধারদেশীয় পথিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। যথা সৌম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোহভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং
ততোহতিজনে বিস্বজ্ঞেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্ বোদঙ্ বাধরাং বা
প্রত্যঙ্ বা প্রখ্যায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোহভিনদ্ধাক্ষো বিস্বষ্টঃ।

১। যথা (যেমন) সৌম্য! পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) গন্ধারেভ্যঃ (গন্ধার হইতে) অভিনদ্ধ+অক্ষম্ (বাহার চক্ষু বাঁধা হইয়াছে; অভিনদ্ধ=আবদ্ধ, নহ-ধাতু) আনীত (আনিয়া) তম্ (তাহাকে) ততঃ (অনন্তর; কিংবা তাহা অপেক্ষাও) অতিজনে (বিজন স্থানে) বিস্বজ্ঞেৎ (পরিত্যাগ করে), সঃ যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ মন্তব্য) তত্র (সেইস্থানে) প্রাঙ্ বা, (পূর্বাভিমুখ ‘হইয়া’) উদঙ্ বা (উত্তরাভিমুখ ‘হইয়া’) অধরাঙ্ বা (দক্ষিণাভিমুখ ‘হইয়া’) প্রত্যঙ্ বা (পশ্চিমাভিমুখ ‘হইয়া’) প্রখ্যায়ীত (প্র+খ্যা+বিধিঃ ইত বৈদিক প্রয়োগ; বর্তমান প্রয়োগ প্রথমেৎ=চীৎকার করে), অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ (চক্ষু বাঁধিয়া আনামাটিক আনা হইয়াছে) অভিনদ্ধাক্ষঃ বিস্বষ্টঃ (পরিত্যক্ত ‘হইয়াছি’)

১। হে সৌম্য! যেমন কোন পুরুষের চক্ষু বন্ধন করিয়া তাহাকে (য’দ) কোন বিজন স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে যেমন পূর্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ, বা দক্ষিণাভিমুখ বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে “চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে, চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে ফেলিয়া দিয়াছে।”

২। তন্ত্ৰ যথাভিনয়নং প্রমুচ্য প্রক্ৰয়াদেতাং দিশং গন্ধারা
এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী
গন্ধারানিবোপসম্পদ্যৌতবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তন্ত্ৰ
তাবদেব চিরং যাবন্ বিমোক্ষ্যেত্থ সম্পৎস্ত ইতি ।

২। তন্ত্ৰ (তাহার) যথা (যেমন) অভিনয়নম্ (চক্ষুর
বন্ধন, ২।১) প্রমুচ্য (মোচন করিয়া) প্রক্ৰয়াৎ (কেহ বলে),
এতাম্ দিশম্ (২।১ এইদিকে) গন্ধারাঃ (গন্ধার দেশ);
এতাম্ দিশম্ ব্রজ (গমন কর) ইতি—সঃ গ্রামাৎ (একগ্রাম
হইতে) গ্রামম্ (২।১) পৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসা করিয়া) পণ্ডিতঃ
(উপদেশবান্ 'হইয়া') মেধাবী (মেধাবী অর্থাৎ বিচার সমর্থ
'হইয়া') গন্ধারান্ এব (২।৩, গন্ধার প্রদেশেই) উপসম্পদ্যেত (উপস্থিত
হয়),—এবম্ এব (এই প্রকারই) হহ (এই পৃথিবীতে) আচার্য্য-
বান্ পুরুষঃ বেদ (জানেন)—"তন্ত্ৰ (= তন্ত্ৰ মম = সেই আমার
তাবৎ এব (তত দিনই) চিরম্ (বিলম্ব) যাবৎ (যত দিন) ন
(না) বিমোক্ষ্যে (দেহ হইতে বিমুক্ত হইব)। অথ (অনন্তর)
সম্পৎস্তে (সংস্করণকে প্রাপ্ত হইব)।

২। তখন যেমন কেহ তাহার চক্ষুবন্ধন মোচন করিয়া বলে
—“এইদিকে গন্ধার, এইদিকে গমন কর” সে যেমন (তখন) গ্রাম
হইতে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং (অভিজ্ঞলোকের উপ-
দেশে পৰ্থ বিষয়ে) পণ্ডিত ও মেধাবী হইয়া গন্ধার প্রদেশেই উপ-
স্থিত হয়—তেমনি আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন যে—“যে পর্য্যন্ত
আমি দেহ হইতে মুক্ত না হইব, সেই পর্য্যন্ত আমার বিলম্ব ; তাহার
পর আমি সংস্করণকে প্রাপ্ত হইব।”

৩। স য এষোহিণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ধিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা
সোমোতি হোবাচ ।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ৬।৮।৭ দ্রষ্টব্য।

৩। এই যে অণিমা, ইহাই এই সমুদায় জগতের আত্মা।
তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।
শ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন।’
পিতা বলিলেন—‘হে সোম্য! তাহাই হউক।’

মন্তব্য

৬।১৪।১। (১) ‘প্রখ্যায়ীত,—(ক) কেহ কেহ বলেন এখানে
কর্মবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহার অর্থ “নিষ্কিণ্ত হইয়াছে”। এ মত
গ্রহণ করিলে এ প্রয়োগকে বৈদিক বলিতে হয় না। (খ) কেহ বলেন
পু+খ্যা ধাতুর অর্থ এখানে ইতস্ততঃ গমন কর। (২) এই খণ্ডে
‘সোম্য’ স্থলে ‘সৌম্য’। (৩) ‘উদঙ্ বা’ এর পরে একটি ‘প্রখ্যায়ীত’;
‘অধরাঙ্ বা’ এর পরে আর একটি ‘প্রখ্যায়ীত’।

“পণ্ডিত মেধাবী”—কেহ কেহ অর্থ করেন (যদি = সে পণ্ডিত
ও মেধাবী (হয়) অর্থাৎ যদি সে বুদ্ধিমান হয়।

৬।১৪।২। এবম্ এব আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ তস্ম তাবৎ এব
চিরম্ ইত্যাদি। শব্দর এই অংশের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—

এবম্ এব আচার্য্যাবান্ পুরুষঃ বেদ=সেই প্রকার আচার্য্যাবান্ পুরুষ (সংস্করণ আত্মাকে) জানেন। তন্ত্ৰ তাবৎ এব চিরম্, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে ; অথ সম্পৎস্ত্রে=তাহার তত দিন বিলম্ব, যত দিন দেহ হইতে মুক্ত না হয় ; তাহার পর সে সংস্করণকে প্রাপ্ত হইবে।

বিমোক্ষ্যে=আমি মুক্ত হইব ; সম্পৎস্ত্রে=আমি সংস্করণকে প্রাপ্ত হইব। উভয়স্থলেই উত্তম পুরুষ। শঙ্কর বলেন উভয় স্থলেই পুরুষ-বাতায়, প্রথম পুরুষ স্থলে উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ বিমোক্ষ্যে=বিমোক্ষ্যতে এবং সম্পৎস্ত্রে=সম্পৎস্ততে। অগ্ন্যন্ত্ৰ ভাব্য-কার এবং যোক্ষমুলার-প্রমুখ অনেক পণ্ডিত শঙ্করেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এস্থলে বৈদিক প্রয়োগ বলা অনর্থক। পূর্বোক্ত অংশের সরলার্থ এই—

সেই প্রকার আচার্য্যাবান্ পুরুষ জানেন ‘যত দিন দেহ হইতে বিমুক্ত না হইব তত দিনই আমার বিলম্ব, তাহার পর আমি ব্রহ্ম লাভ করিব’।

এই স্থলে অনেকে এই আপত্তি করিবেন—তন্ত্ৰ=তাহার, কিন্তু এস্থলে ইহার অর্থ ‘আমার’ করা হইয়াছে।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই—

তস্য=‘তন্ত্ৰ মম’ ; ‘মম’ শব্দ উহা। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় এবং বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে ‘সঃ অহম্’, ‘এষঃ অহম্’ ‘সঃ ষম্’ ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে প্রথম বিভক্তিতেই এই প্রকার ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, অগ্ন্যন্ত্ৰ বিভক্তিতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে, যেমন তস্য মে (বৃহঃ উঃ ৬।১।১৩, ১৪), তস্মিন্ ত্বমি (ঐতঃ উঃ ১।৪ঃ৪), তম্ মা (ছাঃ উঃ ৭।১।৩) ইত্যাদি। আবার অনেক

স্থলে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ উহা থাকে, কেবল প্রথম পুরুষই ব্যবহৃত হয়, যেমন তে বৃষ্ম স্থলে তে (বৃ: উ: ১।৩।১৮) স: ত্বম্ স্থলে স: (বৃ: উ: ৪।১।১, ৩, ৪ ; ছা: ৩।১৬.৭ ; তৈ: উ: ১।৪।৪), 'এষ: অহম্' স্থলে এষ: (ছা: ২।২৪।৫, ৬) 'তে বহম্' স্থলে 'তে' (বৃ: উ: ৩।৩।১), 'স: অহম্' স্থলে 'স:' (বৃ: উ: ৩।৩।১)। ছান্দোগ্যের এই স্থলেও তেমনি 'তস্ম মম' বা 'তস্ম মে' স্থলে কেবল 'তস্ম' ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য্যবান্ পুরুষ বলিতে পারেন আমি গন্ধার দেশীয় ঐ ব্যক্তির স্ত্রায়। এরূপ স্থলে প্রথমার এক বচনে ব্যবহৃত হইবে 'স: অহম্' = 'সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমি।' সঙ্গী বিভক্তিতে হইবে "তস্ম মম" অর্থাৎ "সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমার।"

এই প্রকার অর্থ করিলে 'বিমোক্ষ্যে' এবং 'সম্পৎস্ত্রে' এই দুইটিকে বৈদিক প্রয়োগ বলিতে হয় না এবং 'বেদ' ক্রিয়ার কৰ্ম্মকেও উহা বলা আবশ্যক হয়না।

তস্ম তাবৎ এবম্ ইত্যাদি।

এস্থলে তস্ম = তস্ম মম = সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমার।

ইহার অব্যবহিত পূর্বেই গন্ধার দেশের একজন লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার অবস্থা যে প্রকার, ধর্ম্মজীবনে প্রত্যেক লোকের অবস্থাই সেই প্রকার। যত ক্ষণ চক্ষুর বন্ধন থাকে, তত ক্ষণ কেহ পথ চিনিতে পারে না। চক্ষুর বন্ধন উন্মোচিত হইলে এবং উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিলেই সে গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারে।

ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

মুয়ুর্ষু ও মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পরম্পাসতে
জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্ম যাবন্ন বাঅনসি সম্পদ্যতে
মনঃ প্রাণে প্রাণন্তেজসি তেজঃ পরম্মাং দেবতায়্যং তাবজ্জা-
নাতি।^১

১। পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) সোম্য! উত উপতাপিনম্ (+
পুরুষম্ = রোগসন্তপ্ত পুরুষকে) জ্ঞাতয়ঃ (জ্ঞাতিগণ) পরি+উপাসতে
(পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে) ‘জানাসি (চিনিতেছ, চেন)
মাম্ (আমাকে) ‘জানাসি মাম্ ইতি; তস্ম (তাহার) যাবৎ (য
পর্যন্ত) ন (না) বাক্ মনসি (মনে) সম্পদ্যতে (সম্+পদ্য;
মিলিত হয়, বিলীন হয়), মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি (তেজে)
তেজঃ পরম্মাম্ দেবতায়্যম্ (পরম দেবতাতে), তাবৎ (সেই পর্যন্ত)
জানাতি (চিনিতে পারে)।

১। হে সোম্য! জ্ঞাতিগণ রোগ সন্তপ্ত পুরুষকে বেষ্টন করিয়া
জিজ্ঞাসা করে ‘তুমি কি আমাকে চেন?’ ‘তুমি কি আমাকে
চেন?’ তাহার বাক্ যত ক্ষণ মনে লীন না হয়, মন প্রাণে লীন
না হয়, প্রাণ তেজে লীন না হয়, তেজ পরম দেবতাতে লীন না
হয়, ততক্ষণ সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে।

২। অথ যদাস্ত বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণ-
স্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ।

৩। স য এষোহগ্নিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা
তদ্ব্যমসি ষ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা
সোম্যেতি হোবাচ ।

২। অথ (অনন্তর) যদা (যখন) অস্ত (এই ব্যক্তির) বাক্
মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্তাং দেব-
তায়াম্, অথ ন জানাতি (১ত্রঃ) ।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি ৬৮৭ ত্রঃ ।

২। পরে যখন বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ
তেজে লীন হয়, এব' তেজ পরম দেবতাতে লীন হয়, তখন
সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না ।

৩। এই যে অগ্নিমা ইহাহ এই সমুদায় জগতের আত্মা
তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা । হে ষ্বেতকেতো ! তুমিই তিনি ।

ষ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ দিন্।’

পিতা বলিলেন—‘হে সৌম্য ! তাহাই হউক্।’

মন্তব্য

৬।১৫।১। পর্য্যাপাসতে—পরি+উপাসতে । উপাসতে=উপ+আস
+লট্ অস্তে আস্=উপবেশন করে । পাঠান্তরঃ—‘সোম্য’ স্থলে
‘সৌম্য’ ।

ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

তপ্ত পরশুস্পর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। পুরুষঃ সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ শ্বেয়ম-
কার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি। স যদি তস্মৈ কৰ্ত্তা ভবতি তত
এবান্তমাত্মানং কুরুতে, সোহন্তাভিসন্ধোহন্তেনাত্মানমন্তুর্ধায়
পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্নাতি স দহতেহথ হগ্নতে।

১। পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) সোম্য! উত তপ্ত গৃহীতম্
(+পুরুষম্=হাত ধরিয়া কোন পুরুষকে; হস্ত গৃহীতম্=যাহার
হাত ধরা হইয়াছে, বা বাধা হইয়াছে তাহাকে) আনয়ন্তি (আন-
য়ন কবে), অপহার্ষীৎ (বৈদিক প্রয়োগ; =অপাহার্ষীৎ=অপ+
অহার্ষীৎ=অপহরণ করিয়াছে; অপ+হ, লুঙ, শ্বেয়ম্ (চৌর্য্য,
২।১) অকার্ষীৎ (কৃ, লুঙ; করিয়াছে); পরশুম্ (২।১) অস্মৈ
(ইহার জগ্ন) তপত (উত্তপ্ত কর) ইতি। সঃ (সে) যদি অস্মৈ
(ইহার, চৌর্য্যের) কৰ্ত্তা ভবতি (হয়), ততঃ (তাহা হইলে)
এব (নিশ্চয়ই) অন্তম্ (২।১, অসত্য) আত্মানম্ (আপনাকে)
কুরুতে (করে); সঃ অন্তাভি সন্ধঃ (অসত্যমনা; অভিসন্ধা=
শাক্য, প্রতিজ্ঞা, অভিসন্ধি) অন্তে (অসত্য দ্বারা) আত্মানম্
(আপনাকে) অন্তর্দ্বায় (আচ্ছাদন করিয়া; অন্তঃ+ধা) পরশুম্
তপ্তম্ (উত্তপ্ত কুঠারকে) প্রতিগৃহ্নাতি (গ্রহণ করে), সঃ দহতে
(দগ্ধ হয়), অথ (অনন্তর) হগ্নতে (হত হয়)।

১। ‘হে সোম্য! যদি কোন পুরুষের হস্ত বন্ধন করিয়া আনা
হয় এবং বলা হয় ‘এ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, এ ব্যক্তি চুরি করি-

২। অথ যদি তস্ম্যাকর্তা ভবতি তত্ৰ এব সত্যমাশ্বানং কুরুতে স সত্য্যভিসন্ধঃ সাত্যেনাশ্বানমস্তুধায় পরশুং তপ্তং প্রতি-
গৃহ্নাতি স ন দহতেহথ মুচ্যতে ।

৩। স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাশ্বমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং
স আশ্বা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্ত বিজজ্ঞাবিতি
বিজজ্ঞাবিতি ।

২। অথ যদি তস্য অকর্তা ভবতি, ততঃ এব সত্যম্ আশ্বা-
নম্ কুরুতে। সঃ সত্য্যভিসন্ধঃ (সত্যমনা) সত্যেন আশ্বানম্
অন্তর্ধায় পরশুম্ তপ্তম্ প্রতিগৃহ্নাতি; সঃ ন দহতে অথ মুচ্যতে
(মুক্ত হয়)। (১মঃ দ্রঃ)।

৩। সঃ (সে) যথা (যেমন) তত্র (সেই স্থলে) ন অদা-
হ্যেত (দধ্ব হয়না):—

‘ঐতদাশ্বম্’ ইত্যাদি পূর্ববৎ (৬৮।৭, দ্রঃ)।

যাছে, ইহার জন্ত পরশু উত্তপ্ত কর’—সে যদি চুরি করিয়া থাকে
তাহা হইলে সে আপনাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। সেই
অসত্যমনা অসত্য দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তপ্ত পরশু
গ্রহণ করিবে, দধ্ব হইবে এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

২। যদি সে ব্যক্তি সে কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে
সে আপনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে; সেই সত্য্যভিসন্ধ
পুরুষ আপনাকে সত্য দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, সে দধ্ব হইবে না
এবং অবশেষে মুক্তি লাভ করিবে।

৩। সেই ব্যক্তি যেমন এইস্থলে দধ্ব হয়না এবং সে মুক্ত হয়,
তেমনি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি পরলোকে পাপদধ্ব হয় না। সে মুক্তি
লাভ করে ও সত্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়।

এই যে অশিমা, ইহাই সমুদায় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য,
তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে শিক্ষা দিহু।

পিতা বলিলেন—‘হে সৌম্য! তাহাই হউক।

মন্তব্য

৬.১৬।১ পাঠান্তর :—‘সৌম্য’ স্থলে ‘সৌম্য’।

‘অপাহার্য’ স্থলে ‘অপহার্য’। বৈদিক সাহিত্যে এবং রামায়ণে
৭ মহাভারতে এই প্রকার ‘অ’ লোপ বহুল দৃষ্ট হয়।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ—ভূমাতত্ত্ব—

ঋগ্বেদাদি সমুদায় বিদ্যা ই নামমাত্র

১। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং
হোবাচ যদেতৎ তেন মোপসীদ ততস্ত উর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি ।

- ১। অধীহি (বৈদিক প্রয়োগ : = অধ্যাপয় = অধ্যয়ন করান)
ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্ !) ইতি হ উপসসাদ (উপ +
সদ্ লিট্) সনৎকুমারম্ (২।১) নারদঃ । তম্ (তাহাকে) হ উবাচ
(বলিলেন) — “যৎ (২।১, যাহা) বেথ (জান, বিদ্ লট্ ২১) তেন
(তাহার সহিত, তাহা বলিয়া) মা (আমার নিকট) উপসীদ
(উপস্থিত হও ; উপ + সদ্ লোট্ ২।১) । ততঃ (তাহা অপেক্ষা)
• তে (তোমাকে) উর্দ্ধম্ (অধিক, অতিরিক্ত) বক্ষ্যামি (বলিব)
ইতি । সঃ (তিনি অর্থাৎ সনৎকুমার) হ উবাচ (বলিলেন) ।

১। নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘হে
ভগবন্ ! আমাকে শিক্ষা দি’ । সনৎকুমার বলিলেন “তুমি যাহা
জান, তাহা প্রথমে বল ; তৎপর তাহার অতিরিক্ত বলিব” ।

২। স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি যজুর্বেদং সামবেদ-
মাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং
রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং
ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতন্তুগ-
ণোহধ্যোমি।

২। ঋগ্বেদম্, ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ; = ভগবন্) অধ্যোমি
(জ্ঞানি; অধি+ই, লট্ ১।১; পরস্মৈপদ, বৈদিক এবং প্রাচীন প্রয়োগ)
যজুর্বেদম্, সামবেদম্, আথর্বণম্ চতুর্থম্ (চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ),
ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্ (ইতিহাসপুরাণ নামক পঞ্চম বেদকে)
বেদাণাম বেদম্ (বেদসমূহের বেদকে—ব্যাকরণকে) পিত্র্যম্ (পিতৃ-
পুরুষদিগের শ্রাদ্ধ বিষয়ক তত্ত্বকে), রাশিম্ (গণিত শাস্ত্রকে) দৈবম্
(দৈব উৎপাত সমূহের বিদ্যাকে), নিধিম্ (কালতত্ত্বকে, বা ধন
তত্ত্বকে) বাকোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্
(ভূতধোনিসংক্রান্ত বিদ্যা) ক্ষত্রবিদ্যাম্ (ধনুর্বেদকে), নক্ষত্র-
বিদ্যাম্ (জ্যোতির্বিদ্যাকে) সর্প-দেবজন-বিদ্যাম্ (সর্পবিদ্যা ও
দেবজন বিদ্যাকে)—এতৎ (এই সমুদয়কে) ভগবঃ অধ্যোমি।

২। নারদ বলিলেন—হে ভগবন্! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ,
চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, ইতিহাসপুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, বেদসমূহের
বেদ (অর্থাৎ ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব উৎপাত-সংক্রান্ত
বিদ্যা, কালতত্ত্ব, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূত-
বিদ্যা, ধনুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা,—হে ভগবন্!
আমি এই সমুদয় অবগত আছি।

৩। সোহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিং শ্রুতং হ্যেব
মে ভগবদৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোহং ভগবঃ
শোচামি তং মা ভগবাজ্জোকস্ত পারং তারয়ত্বিতি তং হোবাচ
যদৈ কিংচৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ।

৩। সঃ অহম্ (এমন যে আমি এত বিদ্যা লাভ করিয়াও আমি)
ভগবঃ! (প্রাচীন প্রয়োগ; = ভগবন্।) মন্ত্রবিং এব (কেবল মন্ত্র-
বিংই) অস্মি (হই); ন আত্মবিং (আত্মবিং নই; আত্মা কি
জানিনা)। শ্রুতম্ (মে+; আমি শুনিয়াছি) হি এব মে (=ময়া =
আমাকর্তৃক) ভগবৎ + দৃশেভ্যঃ (ভগবৎ সদৃশ লোকের নিকট) 'তরতি
(উত্তীর্ণ হয়) শোকম্ (২।১) আত্মবিং' ইতি। সঃ অহম্ ভগবঃ!
শোচামি (শোক অনুভব করিতেছি)। তম্ মা (সেই আমাকে)
ভগবান্ (২।১) শোকস্য পারম্ (২।১, শোকের পরপারে) তারয়তু (তু,
পিচ্; উত্তীর্ণ করুন) ইতি। তম্ হ উবাচ—যৎ বৈ কিম্ + চ এতৎ
(যাহা কিছু) অধ্যগীষ্ঠাঃ (অধ্যয়ন করিয়াছ) নাম এব (নামমাত্র)
এতৎ (ইহা)।

৩। এই প্রকার বিদ্বান্ হইয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিং, কিন্তু আত্ম-
বিং নহি। ভগবদ্ সদৃশ লোক সমূহের নিকটই শুনিয়াছি যে
আত্মবিং শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকময়; ভগবান্ আমাকে
শোকের পরপারে লইয়া যাউন।' সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—
“তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নাম (অর্থাৎ বাক্য),
মাত্র।”

৪। নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণশ্চতুর্থ
ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশিদৈবো
নিধির্বাক্যোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্র-
বিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্মামোপাস্মেতি ।

৫। স যো নাম ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবন্মামো গতং তত্রাস্য
যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবো নামো
ভূয় ইতি নামো বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

৪। নাম বৈ ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ আথর্বণঃ চতুর্থঃ
ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ, বেদানাম্ বেদঃ, পিত্র্যঃ রাশিঃ, দৈবঃ, নিধিঃ
বাক্যোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা,
নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-দেবজন-বিদ্যা,—নাম এব এতৎ (এ সমুদয় নামই) ।
নাম (নামকে) উপাস্ম (উপাসনা কর) (২২ঃ) ।

৫। সঃ যঃ (সেই যে কোন ব্যক্তি) নাম (নামকে) ‘ব্রহ্ম’ ইতি
উপাস্তে (উপাসনা করে) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) নাম্নঃ (নামের) গতম্
(গতি), তত্র (সেই নাম বিষয়ে) অস্য (ইহার) যথাকামচারঃ (স্বেচ্ছা-
চরণ) ভবতি (হয়) যঃ (যিনি) নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে (দ্বিকৃতি) ।
অস্তি (আছে) ভগবঃ নাম্নঃ (নাম অপেক্ষা) ভূয়ঃ (অধিক, শ্রেষ্ঠ) ? ইতি ।
‘নাম্নঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি । তৎ (২১, তাহা) মে (আমাকে)
ভগবান্ (১১) ব্রবীতু (বলুন) ইতি ।

৪। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থতঃ অথর্বণ বেদ, পঞ্চমতঃ ইতিহাস
ও পুরাণ, ব্যাকরণ, আদ্বৈততত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, দৈব উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা,
কালবিদ্যা, বাক্যোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্র-
বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজন বিদ্যা,—এ সমুদয়ই নাম । নামের
উপাসনা কর ।

৫। যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—নামের গতি যত দূর,

তত দূর তাঁহার কামচরণ (অর্থাৎ যথেষ্ট গমন) হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন ‘হে ভগবন্! নাম অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?’ সনৎকুমার বলিলেন—‘নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’ (এমনবস্তু) নিশ্চয়ই আছে।’ নারদ বলিলেন ‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

মন্তব্য

৭।১।১। অধীহি = অধি + ই + লোট হি। পরস্মৈপদ ব্যবহার বৈদিক। প্রচলিত প্রয়োগ অধীশ্ব। প্রাচীনকালে অধি + ই পরস্মৈপদে বহুল ব্যবহৃত হইত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অধীহি (৩।১।১, ৩।২।১ ৩।৩।১, ৩।৪।১, ৩।৯।১) যেতাস্বতর উপনিষদে অধীমঃ (১।৫) মহাভারতে অধীহি (শাঃ ২৭।১৬৮, ২৯।৩।১১, ৩৩।৩৩ ইত্যাদি), অধীয়াং (বনঃ ২০৯।৩৯) অধ্যোতু (অশ্বঃ ১৪২।৬৩) ইত্যাদি পরস্মৈপদ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

অধীহি অর্থ ‘অধ্যয়ন করুন’। কিন্তু এই মন্ত্রে ইহা নিজন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধীহি = অধ্যাপয় = অধ্যয়ন করান = শিক্ষা দিও। মহাভারতেও এ প্রকার প্রয়োগ আছে যেমন ‘অধ্যাপয়’ অর্থে ‘অধীশ্ব’ (৪০।১২, বনঃ ২৪১।২৩ শান্তিপর্ব) স্মরণ করা অর্থে অধি + ই ধাতু পরস্মৈপদী হইতে পারে। এখানেও নিজন্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অধীহি = স্মরণ করান। কিন্তু এস্থলে স্মরণ করা অর্থ সঙ্গত হয়না। নারদ যাহা শিখিতে গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানিতেন না। সুতরাং গুরু তাঁহাকে কি স্মরণ করাইবেন ?

৭।১।২। ১। ‘অধ্যোমি’র ব্যবহার বিষয়ে ১ম মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। “আথর্বণম্” :—

পাণিনির মতে ‘অথর্বণ’ শব্দ হইতে আথর্বণিক হইয়াছে (অথর্বণ + ঠক্ পাঃ ৪।২।৬৩)। অথর্ব। একজন ঋষি; অথর্বদৃষ্ট মন্ত্রে যাহারা পারদর্শী, তাঁহাদিগের নাম আথর্বণিক। আথর্বণিক + অণ্ = আথর্বণ; যাহা আথর্বণিকদিগের তাহাই আথর্বণ (পাঃ

৪।৩।১৩৬)। ইহা অথর্কবেদেরই একটি প্রাচীন নাম। ‘অথর্কাদিরস’ নামেও ইহা অভিহিত হইত (৩।৪।১ মণ্ডের মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

৩। ‘ইতিহাস-পুরাণম্’ :—

ইতিহাস=ইতি+হ+আস্। ইতি=এই প্রকার; ‘হ’ নিশ্চয়া-
র্থক অব্যয়। ‘ইতিহ’=এই প্রকারই। আস্=অস্+লিট, প্রাচীন
প্রয়োগ; =ছিল। ইতি+হ+আস্=এই প্রকার ছিল, এই প্রকার
ঘটিয়াছিল। এই প্রকার অর্থ হইতেই বর্তমান ইতিহাস অর্থ আসিয়াছে।
ইতিহাস একটি বাক্য, কিন্তু কাণক্রমে ‘ইতি’ বিশেষ্যপদ রূপে ব্যবহৃত
হইয়াছে। ভাষায় ‘ইতিহ’ শব্দেরও প্রয়োগ আছে। ‘ঐতিহ্য’ শব্দ
‘ইতিহ’ শব্দ হইতেই উৎপন্ন।

‘পুরা’ শব্দ হইতে ‘পুরাণ’ শব্দের উৎপত্তি। পুরাণ=পুরাকালের
কথা। মহাভারতে বহুস্থলে দ্বিতীয় একবচনে ‘ইতিহাসম্ পুরা-
তনম্’ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাতন ইতিহাস এবং পুরাণ একই
শ্রেণীর কথা। উভয়ের পার্থক্য কোথায় তাহা বলা কঠিন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।৪।১, ২ ; ৭।১।২, ৪ ; ৭।২।১ ; ৭।৭।১)
এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১।১।৫।৬।৮) ‘ইতিহাস পুরাণ’ শব্দ ব্যবহৃত
হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহা একটি শব্দ। কিন্তু বহু স্থলে
ইহার পৃথক পৃথক ব্যবহার পাওয়া যায়। অথর্কবেদ (১৫।৬।৪,
তুর্জবার), শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৪।৩।১৩), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (২।৪
১০ ; ৪।১।২ ; ৪।৫।১১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২।৯), জৈমিনীয়
উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ (১।৫৩) ইত্যাদি গ্রন্থে একই স্থলে ইতিহাস এবং
পুরাণ শব্দ পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণ
(১।১০) এবং শাঙ্খায়ণ শ্রৌত সূত্রে (১৬।২।২।২৭) উভয়কেই
পৃথক পৃথক রূপে বেদে বলা হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাস এবং
পুরাণ এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যো সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা যে এক বিষয়
নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্গ, প্রতীসর্গ, বংশ মন্ডল
ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত গ্রন্থকে যে পুরাণ বলা হয়, ইহা
আধুনিক মত।

৪। দৈবম্=দৈব উৎপাত সমূহের জ্ঞান (শকর ও মোক্ষমূলার)।
কেহ কেহ ‘দৈবম্’ পদকে ‘নিধিম্’ পদের বিশেষণ বলিয়া মনে করেন।

৫। নিধি=মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র (শব্দর); the science of time (মোক্ষমূল্য)। 'নিধি' শব্দের মৌলিক অর্থ 'সম্পত্তির আধার'; পরে ইহা 'সম্পত্তি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইস্থলে 'নিধি' ধন অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

৬। বাকোবাক্য=তর্কশাস্ত্র (শব্দর ও মোক্ষমূল্য) Macdonell এবং Keith বলেন এ অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত। ইহাদিগের মতে, "বেদের যে অংশ কথোপকথনচ্ছলে লিখিত তাহাই "বাকোবাক্য"। Monier Williams এর অভিধানে ইহার দুই অর্থ দেওয়া হইয়াছে—(১) কথোপকথন; (২) বেদের নির্দিষ্ট কোন অংশ।

৭। একায়নম্=এক+অয়ন; অয়ন=পথ, গতি। ভিন্ন ভিন্ন লোক ইহার এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন:—

(ক) নীতিশাস্ত্র (শব্দর), Ethics (মোক্ষ); (খ) The only way or manner of conduct অর্থাৎ আচরণের একমাত্র পথ; worldly wisdom, সাংসারিক জ্ঞান (Mon. Will. অভিধান)। (গ) The doctrine (অয়ন) of unity (এক) অর্থাৎ একত্ববাদ; monotheism অর্থাৎ একেশ্বরবাদ।

৮। দেববিদ্যা=নিকৃষ্ট (শব্দর); Etymology (Maxmuller) কেহ কেহ অর্থ করেন "দেবতা-সংক্রান্ত-বিদ্যা।"

৯। ব্রহ্মবিদ্যা=শিক্ষাকলাদি বিদ্যা (শব্দর ও মোক্ষমূল্য); Knowledge of the Absolute অর্থাৎ পরব্রহ্মের জ্ঞান (Vedic Index)।

১০। সর্প-দেবজন-বিদ্যা=সর্পবিদ্যা ও দেবজনবিদ্যা। সর্প-বিদ্যা=সর্প ও সর্পবিষসংক্রান্ত বিদ্যা। দেবজন=গন্ধর্ব্ব; দেবজন বিদ্যা=গন্ধর্ব্বদিগের বিদ্যা অর্থাৎ গন্ধর্ব্বব্য প্রস্তুত প্রণালী ও নৃত্য গীতাদি বিদ্যা (শব্দর)। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ "দেব-পুরুষগণের বিদ্যা।"

অধ্যগৌষ্ঠাঃ=অধি+ই+লুঙ, 'ই' স্থানে 'গা' আদেশ। কেহ কেহ বলেন 'গা' ধাতু হইতেই এই পদ লিঙ্গ হইয়াছে। যথাকামচারঃ—শব্দর বলেন—"যথাকামচারঃ কামচরণম্ রাজঃ ইব স্ববিষয়ে ভবতি—নিজ রাজ্যে রাজার যেমন কামচরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা, সেই প্রকার। Monier Williams এর মতে 'Actions according to pleasure or without control.'

সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ

১ । বাখাব নাম্নো ভূয়সী বাখা ঋথৈদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং
সামবেদমাথবং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং
পিত্র্যং রাশিঃ দৈবং নিধিঃ বাকোবাক্যমেকাগ্নয়নং দেববিদ্যাং
ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজন-
বিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ
দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশুংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতী জ্বাপ-
দাছাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্যং চাধর্ম্যং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু-
চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদ্বৈ বাঙ্ণাতবিষ্য ধর্ম্মো
নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপিষ্মন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো
নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমূপাসুস্বৈতি ।

১ । বাক্ নাম নাম্নঃ (নাম অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠ) । বাক্ বৈ
ঋথৈদম্ (২।১) বিজ্ঞাপয়তি (জানায়) ; যজুর্বেদম্ সামবেদম্, আথর্ব-
ণম্ চতুর্থম্, ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্, বেদানাম্ বেদম্, পিত্র্যম্,
রাশিম্, দৈবম্ নিধিন্, বাকোবাক্যম্, একাগ্নয়নম্, দেবাবিদ্যাম্, ব্রহ্ম
বিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্, ক্ষত্রবিদ্যাম্, নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্পদেবজনবিদ্যাম্
(৭।১২ ভ্রঃ), দিবম্ চ (দ্রালোককে), পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ, আকাশম্
চ, অপঃচ, তেজঃচ, দেবান্ চ (দেবগণকে), মনুষ্যান্ চ (মনুষ্যগণকে),
পশূন্ চ, (পশুগণকে), বয়াংসি চ (পক্ষিগণকে, বয়স্—পক্ষী) তৃণ-
বনস্পতীন (তৃণ ও বনস্পতি সমূহকে) জ্বাপদানি (জ্বিংশ ব্রহ্মদিগকে)
আকীট-পতঙ্গ-পিপীলকম্ (কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা পর্যন্ত সমুদয়

১ । বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ঋথৈদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ
অথর্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, ব্রাহ্মতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র,

২। স যো বাচং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবদ্ধাচো গতং তত্রাস্য
যথাকামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহন্তি ভগবো বাচো
ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োহন্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি।
প্রাণীকে ধর্ম্ম চ, অধর্ম্ম চ, সত্যম্ চ, অন্তম্ চ, সাধু চ (ভূত বিষয়কে),
অসাধু চ (অসাধু বিষয়কে), হৃদয়জম্ চ (মনোরম ২।১), অহৃদয়জম্ চ
(অপ্রীতিকর বিষয়কে)। যৎ (যদি) বৈ বাক্ ন অভাবম্
(থাকিত), ন ধর্ম্মঃ, ন অধর্ম্মঃ, ব্যজ্ঞাপদ্বিষ্যৎ (বি+জ্ঞা+নিচ্
= লঙ = আপনাকে জানাইত) ন সত্যম্, ন অন্তম্, ন সাধু ন
অসাধু, ন হৃদয়জঃ, ন অহৃদয়জঃ। বাক্ এব এতৎ সর্ব্বম্ (এই
সমুদয়কে) বিজ্ঞাপয়াত। বাচম্ (বাক্কে) উপাসস্ব (উপাসনা কর)।
পাঠান্তর—‘পিপীলিকম্’ স্থলে ‘পিপীলিকম্’।

২। সঃ যঃ বাচম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, বাবৎ বাচঃ (বাক্যের)
গতম্, তত্র অশ্রু যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ বাচম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে।
‘অন্তি ভগবঃ বাচঃ ভূয়ঃ?’ ইতি। ‘বাচঃ বাব ভূয়ঃ অন্তি’ ইতি।
‘তৎ মে ভগবন্ ব্রবীতু’ ইতি (৭।১।৫)।

দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, বাণোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা,
ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সপ ও দেবজনবিদ্যা, দ্যৌ,
পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবশ্রুণ, মহুযাগণ, পশুসমূহ,
পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, স্বাপদগণ, কীটপতঙ্গ ও পিপীলিকা
পর্ষাস্ত সমুদয় প্রাণী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু,
প্রীতিকর (বিষয়) ও অপ্রীতিকর (বিষয়)—এসমুদয়কেই বাক্
বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। যদি বাক্ না থাকিত, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম,
সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর,—
কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না। বাক্ই এই সমুদয়কে বিজ্ঞাপিত করে।
বাক্কেই উপাসনা কর।

২। যিনি বাক্কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, বাক্যের যত দূর গতি

তত দূর পৰ্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ (অর্থাৎ বধেচ্ছ গমন) হইয়া থাকে ।
নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! বাক্ অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?”
সনৎকুমার বলিলেন—“বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এমন বস্তু নিশ্চয়ই
আছে ।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন ।”

সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ

১। মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে
বা কোলে দ্বৌ বাকৌ মুষ্টিরহুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনো-
হহুভবতি, স যদা মনসা মনস্ততি মদ্বানধীয়ায়েত্যধীতে
কর্মাণি কুব্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চেচ্ছেয়েত্যেচ্ছত
ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছেয়েত্যেচ্ছতে, মনো হ্যাত্মা মনো হি
লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্মেতি ।

১। মনঃ বাব বাচঃ (বাক্ অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) । যথা
বৈ দ্বে বৈ আমলকে (দুইটা আমলক ফলকে) দ্বে বা কোলে
(দুইটা বদরী ফলকে), দ্বৌ বা অক্ষৌ (দুইটা অক্ষ ফলকে ;
অক্ষ=বিভীতক, বহেড়া), মুষ্টিঃ (হস্তের মুষ্টি), অহুভবতি (ধারণ
করে, অন্তর্ভুক্ত করে, অহুভব করে), এবম (এই প্রকার) বাচম্
চ (২।১) ‘নাম চ (নামকে) মনঃ অহুভবতি । সঃ (মানুষ) যদা
(যখন) মনসা (মনদ্বারা) মনস্ততি (নাম খাত্ত ‘মনস্’ হইতে ;

২। মন বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । হস্তের মুষ্টি যেমন দুইটা
আমলক ফলকে, বা বদরী ফলকে, বা বিভীতক ফলকে ধারণ

২। স যো মনো ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য
যথাকামচারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবো
মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্
ব্রবীহিতি ।

=মনন করে), 'মজ্জান্ (মজ্জ সমূহকে) অধীযীয় (অধি+ই, বিধি
=অধ্যয়ন করি)' ইতি, অথ অধীতে (অধ্যয়ন করে)। কর্ম্মাণ
(কৰ্ম্ম সমূহকে) কুৰ্ব্বীয় (করি)' ইতি অথ কুরুতে (করে)।
পুত্রান্ চ (পুত্রসমূহকে), পশূন্ চ (পশু সমূহকে) ইচ্ছের (আত্ম
নেপদ প্রয়োগ বৈদিক=ইচ্ছয়ম্=ইচ্ছা করি) ইতি, অথ ইচ্ছতে
বৈদিক প্রয়োগ=ইচ্ছতি=ইচ্ছা করে, লাভ করে); ইমম্ চ লোকম্
(এই লোককে) অমুম চ (ঐ লোককে, পরলোককে) ইচ্ছের
ইতি অথ ইচ্ছতে। মনঃ হি আত্মা; মনঃ হি লোকঃ; মনঃ হি ব্রহ্ম।
মনঃ (২।১) উপাসস্ব (উপাসনা কর) ইতি।

২। সঃ যঃ মনঃ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে, যাবৎ মনসঃ

করে, তেমনি মন, বাক্ ও নামকে ধারণ করিয়া থাকে। কারণ
মন যখন স্থির করে যে 'আমি অধ্যয়ন করি, তখন সে অধ্যয়ন
করে; যখন স্থির করে যে 'আমি কার্য্য করি' তখন কার্য্য করে,
অথন স্থির করে যে 'আমি পুত্র ও পশু সমূহ পাইতে ইচ্ছা করি'
তখন (পুত্র ও পশুসমূহ) লাভ করিয়া থাকে; যখন স্থির করে
যে 'আমি ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা করি', তখন
(তাহা) লাভ করে (অর্থাৎ মানুষ প্রথমে মন দ্বারা একটি বিষয়
স্থির করে, তাহার পর সেই বিষয় সম্পন্ন করে)। মনই আত্মা,
মনই লোক, মনই ব্রহ্ম। মনকেই উপাসনা কর।

২। যিনি মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের প্রতি যত

(মনের) গতম্, তত্র অশ্র যথা কামচারঃ ভবতি, যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি ভগবঃ মনসঃ (মন অপেক্ষা) ভূয়ঃ’? ইতি। ‘মনসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি (৭.১।৫)।

দূর, তত দূর পর্যাস্ত তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগবন্! মন অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?” সনৎকুমার বলিলেন—“মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন।”

মন্তব্য

৭।১।১। ইচ্ছতে, ইচ্ছেষ ইত্যাদি। প্রাচীনকালে ‘ইষ্’ ধাতু আত্ম-নেপদীতেও ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে ইচ্ছসে (৮।২।১।১৩), ইচ্ছস্ব (১০।১।১।১০) ইচ্ছমানঃ (১।১২৬।১, ১৭৯।৬; ৩।১৮।৩; ৬।৬।১; ৬।৫৮।৩ ইত্যাদি), ইচ্ছমানাঃ (৩।৩৩।৭, ৪।৪।১।২; ৭।২৩।৩ ইত্যাদি); অথর্ববোধ (৮।৬।৪), ইচ্ছস্ব (১৮।১।১১) ইচ্ছত (১২।৭।১৩), ইচ্ছন্তে (১০।৮।৫), এবং মহাভারতে বহুবার ইচ্ছামহে (আদি ১।১৪, ৫২।৪, সভা ৬।৪; ১২৬.৬ ইত্যাদি) ইচ্ছতে (শাঃ ১১১।৬৪; ১২৭।৮৪ ইত্যাদি); ইচ্ছ (ভাঃ ৬৭।১, শাঃ ২৭।৮৬ ইত্যাদি), ইচ্ছত (বিঃ ৫৪।১০. শাঃ ২৬৫।২২ ইত্যাদি) ইচ্ছস্ব (আখঃ ৫৫২৩) ইচ্ছসে ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীনকালে “ইষ্” ধাতু পরস্মৈপদ এবং আত্মনেপদ উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইত।

সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

মন অপেক্ষা সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ

১। সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেহথ মনস্যাত্যথ বাচমীরয়তি তাম্ নান্নীরয়তি নান্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ।

২। তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লপতাং দ্বাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পস্তাপশ্চ তেজশ্চ তেবাং সংক্লপ্ত্য বর্ষং সংকল্পতে বর্ষস্য সংক্লপ্ত্যা অন্নং সংকল্পতেহন্নস্য সংক্লপ্ত্য প্রাণাঃ সংকল্পন্তে প্রাণানাং সংক্লপ্ত্য মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংক্লপ্ত্য কর্ম্মাণি সংকল্পন্তে কর্ম্মণাং সংক্লপ্ত্য লোকঃ সংকল্পতে লোকস্য সংক্লপ্ত্য সর্বং সংকল্পতে স এব সংকল্পঃ সংকল্পমুপাশ্বতি ।

১। সঙ্কল্পঃ বাব মনসঃ (মন অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। যদা (যখন) বৈ সঙ্কল্পয়তে (সংকল্প করে), অথ মনস্ততি (চিন্তা করে), অথ বাচম্ (২।১) ঈরয়তি (ঈব্; প্রেরণ করে), তাম্ (সেই বাক্কে) উ নান্নি (নামে) ঈরয়তি, নান্নি মন্ত্রাঃ (মন্ত্র সমূহ) একম্ ভবন্তি (হয়), মন্ত্রেষু (মন্ত্র সমূহে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ)।

২। তানি হ বা এতানি (সেই সমুদয় অর্থাৎ মন, বাক্, নাম,

১। সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমে মন সঙ্কল্প করে, পরে চিন্তা করে, পরে বাগ্নিস্থিকে পরিচালিত করে, তাহার পর ইহাকে নাম উচ্চারণে প্রেরণ করে। নামে মন্ত্র সমূহ এবং মন্ত্রে কর্ম্মসমূহ একীভূত হয়।

৩। সঙ্কল্পেই এ সমুদয়ের গতি, সঙ্কল্পেই এ সমুদয়ের আত্মা, সঙ্ক-

মজ্জ ও বর্ষ) সঙ্কল্প+একায়নানি (সঙ্কল্পে বাহাদিগের লয়) সঙ্কল্পা-
 ত্মকানি (সঙ্কল্পে বাহাদিগের উৎপত্তি) সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি (প্রতি-
 ঠিত)। সমকুপতাম্ (সম্+কুপ্ লুঙ্ পরস্মৈপদ পা: ১।৩।২১;
 সঙ্কল্প করিয়াছিল) দ্যাৱাপৃথিবী (বৈদিক শব্দ দ্যৌ এবং
 পৃথিবী, হ্রস্ব সমাস); সমকল্পেতাম্ (সম্+কুপ্ লঙ্; সঙ্কল্প
 করিয়াছিল) বায়ু: চ আকাশম্ চ (বৈদিক প্রয়োগ; = আকাশঃ)
 সমকল্পন্ত আপঃ চ (১।৩; জল) তেজ: চ। তেষাম্ (তাহাদিগের)
 সংকুপ্তৈশ্চ (সংকুপ্তি ৪।১, = সঙ্কল্পের নিমিত্ত) বর্ষম্ (বৃষ্টি)
 সঙ্কল্পতে (সঙ্কল্প করে), বর্ষশ্চ (বৃষ্টির) সংকুপ্তৈশ্চ সংকল্পবশতঃ;
 অন্নম্ শব্দের সহিত সন্ধিতে মূলমন্ত্রে 'ঐ' কার স্থলে 'আ')
 অন্নম্ সঙ্কল্পতে; অন্নশ্চ (৬।১) সংকুপ্তৈশ্চ প্রাণাঃ (১।৩)
 সঙ্কল্পন্তে (সঙ্কল্প করে); প্রাণানাম্ (প্রাণসমূহের) সংকুপ্তৈশ্চ মজ্জাঃ
 (১।৩) সঙ্কল্পন্তে; মজ্জাণাম্ (৬।৩) সংকুপ্তৈশ্চ কর্ম্মাণি (১।৩)
 সঙ্কল্পন্তে; কর্ম্মণাম্ (৬।৩) সংকুপ্তৈশ্চ লোকঃ (স্বর্গাদিলোক)
 সঙ্কল্পতে; লোকশ্চ (স্বর্গাদি লোকের) সংকুপ্তৈশ্চ সর্বম্ (সমুদয়ই)
 সঙ্কল্পতে; স: (সেই) এষ: (এই প্রকার) সঙ্কল্প:। সঙ্কল্পম্ (২।১)
 উপাস্ব (উপাসনা কর)।

১
 ল্পেট এই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। দ্যৌ ও পৃথিবী সঙ্কল্প করিয়াছিল; বায়ু
 ও আকাশ সঙ্কল্প করিয়াছিল; জল ও তেজ সঙ্কল্প করিয়াছিল।
 ইহাদিগের সঙ্কল্পেই বৃষ্টি সঙ্কল্প করে (অর্থাৎ নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন করে)
 বৃষ্টির সঙ্কল্পেই অন্ন সঙ্কল্প করে; অন্নের সঙ্কল্পেই প্রাণ সমূহ সঙ্কল্প
 করে; প্রাণ সমূহের সঙ্কল্পেই মজ্জাসমূহ সঙ্কল্প করে; মজ্জা সমূহের
 সঙ্কল্পেই কর্ম্মসমূহ সঙ্কল্প করে; কর্ম্মসমূহের সঙ্কল্পেই (স্বর্গাদি) লোক
 সঙ্কল্প করে; এবং (স্বর্গাদি) লোকের সঙ্কল্পেই, সকলেই সঙ্কল্প করে।
 সেই সঙ্কল্প এই প্রকার। (এই) সঙ্কল্পকে উপাসনা কর।

৩। সঃ সঙ্কল্পঃ ব্রহ্মোত্থাপাস্তে সংকল্পান্ বৈ স
লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবাঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোহব্যথমানা-
নব্যথমানোহভিসিধ্যতি। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য
যথাকামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পঃ ব্রহ্মোত্থাপাস্তেহস্তি ভগবঃ
সঙ্কল্পাভ্যু ইতি সঙ্কল্পাধাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি।

৩। সঃ যঃ (১।১।১২ মন্তব্য) সঙ্কল্পম্ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি
উপাস্তে কল্পান্ (লোকান্ লোক সমূহকে) বৈ সঃ লোকান্
ধ্রুবান্ (ধ্রুবলোক সমূহকে) ধ্রুবাঃ ('স্বয়ং' ধ্রুব 'হইয়া'), প্রতি-
ষ্ঠিতান্ (+ লোকান্ = প্রতিষ্ঠিত লোক সমূহকে) প্রতিষ্ঠিতঃ ('স্বয়ং'
প্রতিষ্ঠিত 'হইয়া') অব্যথমানান্ (+ লোকান্ = ব্যথা রহিত লোক-
সমূহকে) অব্যথমানঃ ('স্বয়ং' ব্যথা রহিত 'হইয়া') অভিসিধ্যতি
(প্রাপ্ত হয়েন)। যাবৎ সঙ্কল্পস্ত গতম্, তত্র অস্ত্র যথাকামচারঃ
ভবতি, যঃ সঙ্কল্পম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্লাৎ
(৫।১) ভূঃ' ইতি। 'সঙ্কল্লাৎ বাব ভূঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে
ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১৫ টীকা)। পাঠান্তরঃ—'কল্পান্' স্থলে
"সঙ্কল্পান্"।

৩। যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সমুদয়
লোক সঙ্কল্প করেন, সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হন; নিজে ধ্রুব হইয়া
ধ্রুবলোক লাভ করেন; স্বয়ং স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত লোক
প্রাপ্ত হন এবং স্বয়ং ব্যথাস্বত্ব হইয়া ব্যথারহিত লোক সমূহ
লাভ করেন।

যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, সঙ্কল্পের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে।" নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! সঙ্কল্প অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?” সনৎকুমার বলিলেন—“সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

মন্তব্য

৭।৪।১। সঙ্কল্পৈকায়নানি ইত্যাদি :—

(ক) সঙ্কল্পৈকায়নানি = সঙ্কল্প + একায়নানি = সঙ্কল্পে যাহাদিগের নয় ; (খ) সঙ্কল্পাঙ্কানি = সঙ্কল্পে যাহাদিগের উৎপত্তি ; (গ) সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি = সঙ্কল্পে ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা (শঙ্কর)। এই সমুদয়ের অর্থও হইতে পারে ; অয়ন = ই + অনট্, ‘ই’ বাত্ গতি-মূচক ; = পথ, গতি, আশ্রয়। সকলের পথ, গতি, আশ্রয় বা মিলনের স্থল বাহ্য ‘তাহাই ‘একায়ন’। সঙ্কল্প যাহাদিগের একায়ন সেই সমুদয় ‘সঙ্কল্পৈকায়নানি’। সঙ্কল্প যাহাদিগের আত্মা বা স্বরূপ সেই সমুদয় সঙ্কল্পাঙ্কানি।

অনেক হস্তলিপিতে ‘সমকল্পস্ত’ স্থানে ‘সমকল্পস্তাম্’ পাঠ আছে। ‘সমকল্পস্তাম্’ পাঠও পাওয়া যায়। অনেকে এ সমুদয় পাঠকে হস্তলিপিলেখকের ক্রমাদ বলিয়াই মনে করেন। কোন হস্তলিপিতেই ‘সমকল্পস্ত’ পাঠ নাই ; কিন্তু ইহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া মনে হয়। আনন্দাশ্রম সংস্করণে এই পাঠই গ্রহীত হইয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ

১। চিত্তং বাব সঙ্কল্লাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেহথ সঙ্কল্লয়তে—
৩থ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তাম্ নানীরয়তি নান্মি মন্তা একং
ভবন্তি মন্তেষু কৰ্ম্মাণি ।

২। তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাণ্যানি চিত্তে
প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্ যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মন্তীত্যে-
বৈনমাহুর্ষদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেখমচিত্তং স্যাদিতি । অথ
যদ্বল্লবিচ্ছিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রীষন্তে চিত্তংহেবৈষা-
মেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্থেতি ।

১। চিত্তম্ বাব সঙ্কল্লাৎ (৫।১) ভূঃ । যদা (যখন বৈ
চেতয়তে (চিত্, গিচ্; অহুভব করে, বুঝিতে পারে) অথ সঙ্কল্লয়তে
(সঙ্কল্প করে), অথ মনস্যতি অথ বাচম্ ঈরয়তি, তাম্ উ নান্মি
ঈরয়তি, নান্মি মন্তাঃ একম্ ভবন্তি, মন্তেষু কৰ্ম্মাণি (৭।৪।১ টীঃ) ।

২। তানি হ বৈ এতানি (এই সমুদ্রয়; সঙ্কল্প, মন, বাক্,
নাম, মন্ত ও কৰ্ম্ম) চিত্ত+একায়নানি (চিত্ত যাহাদিগেব একায়ন, ৭।৪।
২ত্রঃ) চিত্তাণ্যানি (চিত্তই যাহাদিগের আত্মা) চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি

১। চিত্ত সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মাহুয অগ্রে অহুভব করে,
তৎপরে সঙ্কল্প করে, তাহার পরে মনন করে, তাহার পর বাগি
জিয়কে নিযুক্ত করে, তৎপরে তাহাকে নাম উচ্চারণ করিতে
প্রেরণ করে । নামে মন্তসমূহ এবং মন্তে কৰ্ম্মসমূহ একীভূত হয় ।

২। চিত্তেই সঙ্কল্লাদি সমুদয়ের গতি, চিত্তই ইহাদিগের আত্মা
এবং চিত্তই ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা । মাহুয যদি বহুবিৎও হয়—সে

৩। স যশ্চিন্তং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে চিত্তান্ বৈ স লোকান্
 ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোহব্যথমানানব্যথমানোহভি-
 সিধ্যতি যাবচ্চিন্তস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি
 যশ্চিন্তং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবশ্চিন্তাভ্যু ইতি চিন্তাদ্ বাব
 'হুয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীষিতি ।

(চিন্তেই প্রতিষ্ঠিত) । তস্মাৎ (সেইজন্য) যদ্যপি বহুবিৎ (বহুজ্ঞ)
 অচিন্তঃ (বিবেচনারহিত) ভবতি (হয়)—‘ন (না) অয়ম্
 (এই ব্যক্তি) অস্তি (আছে)’ ইতি এব এনম্ আহঃ (বলিয়া
 থাকে)—যৎ অয়ম্ বেদ (এব্যক্তি যতই জ্ঞাতুক না কেন)
 যৎ (যদি) বৈ অয়ম্ বিদ্বান্ (জানিত, বিদ্বৎ+কহু শত্বলেন) ন (না)
 ইথম্ (ইদম্+থম্, পা: ৫।৩।২৪, ৪ =এপ্রকার) অচিন্তঃ (চিন্তাবিহীন)
 স্মাৎ (হইত) ইতি । অথ (আর) যদি অল্পবিৎ (অল্পজ্ঞ) চিন্তবান্
 (বিবেচনাশীল) ভবতি (হয়), তস্মৈ (তাহাকে) এব উত
 শুশ্রবস্তে (শ্রু, সন্; শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে) । চিন্তম্ হি এব
 এষাম্ (ইহাদিগের) একায়নম্ (একমাত্র গতি) চিন্তম্ আত্মা
 চিন্তম্ প্রতিষ্ঠা । চিন্তম্ উপাস্ম ইতি (৭।৪।২ টীকা ।

৩। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) চিন্তম্ (২।১) ‘ব্রহ্ম’ ইতি

যতই জ্ঞাতুক না কেন—তাহার যদি বিবেচনা শক্তি না থাকে, তাহা
 হইলে লোকে বলে, “এব্যক্তি (থাকিয়াও) নাই” ; সে যদি বিদ্বান
 হইত, তাহা হইলে এপ্রকার চিন্তা বিহীন হইত না।” আর অল্প-
 বিৎও যদি চিন্তবান্ হয়, তবে সকলেই তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা
 করে। চিন্তাই এসমুদয়ের একায়ন ; চিন্তাই (এসমুদয়ের) আত্মা,
 এবং চিন্তাই (এসমুদয়ের) প্রতিষ্ঠা । (এই) চিন্তেরই উপাসনা কর ।

৩। যিনি চিন্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সমুদয়
 লোকের বিষয় অন্তরে বিবেচনা করেন, সেই সমুদয় লোক লাভ

উপান্তে, চিত্তান্ (+লোকান্=যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে) বৈ সঃ লোকান্ (লোক-সমূহকে; চিত্তান্+), ঋবান্ ঋবঃ, প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতঃ, অব্যর্থ-মানান্ অব্যর্থমানঃ অভিসিধ্যতি। যাবৎ চিত্তস্ত (৬।১) গতম্, তত্র অস্ত বথাকামচারঃ ভবতি—যঃ চিত্তম্ ‘ব্রহ্ম’ ইতি উপান্তে। ‘অন্তি ভগবঃ চিত্তাৎ (চিত্ত অপেক্ষা) ভূয়ঃ’ ইতি। ‘চিত্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি (৭।১।৫ঃ)।

করেন। তিনি ঋব হইয়া ঋবলোকসমূহকে, স্প্রতিষ্ঠ হইয়া স্প্রতিষ্ঠ লোকসমূহকে, ব্যাথারহিত হইয়া ব্যাথারহিত লোকসমূহকে লাভ করেন। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—চিত্তের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার কামচরণ হয়। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগবন্! চিত্ত অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?” সনৎকুমার বলিলেন—“চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

মন্তব্য

৭।৫।২। ‘যৎ অগ্নম্ বেদ’ এই অংশ পূর্ব বাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে, পরবাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে। পূর্ব-বর্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে ‘এব্যক্তি যতই জ্ঞানক না কেন,’ পরবর্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে—‘এব্যক্তি যদি জানিত’।

৭।৫।৩। শব্দ বলেন—চিত্তান্—উপচিত্তান্—যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে, তাহাকে। চতুর্থ খণ্ডে শব্দের গুণকীর্তন করা হইয়াছে এবং

ইহার তৃতীয় মন্ত্রে ‘কৃপ্তান্ লোকান্’ লোকের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এইখণ্ডে (৭৫) চিত্তের মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে এবং এখানে ‘চিত্তান্ লোকান্’ লোকের বিষয় বলা হইতেছে। উভয় অংশ তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে ‘কৃপ্তান্’এর সহিত সঙ্কল্পের যে সম্বন্ধ, ‘চিত্তান্’এর সহিতও চিত্তের সেই সম্পর্ক। কৃপ্ত, কল্প, সঙ্কল্প, এই ধাতু হইতে নিম্পন্ন; ‘চিত্তান্’ ‘চিত্ত’ও সেইরূপ এক ধাতু হইতে নিম্পন্ন। সুতরাং চিত্তান্ লোকান্ = যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা (চিত্ত) করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে।

সপ্তমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ

২

১। ধ্যানং বাব চিত্তান্ত্রয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবা-
ন্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ক্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়-
ন্তীব দেবমনুষ্যান্ত্র্যাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি
ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যেন্নাঃ কলহিনঃ পিশুনা
উপবাদিনস্তেহথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি
ধ্যানমুপাস্থেতি ।

১। ধ্যানম্ বাব চিত্তাং (চিত্ত অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। ধ্যায়তি.
(ধ্যান করিতেছে) ইব (যেন) পৃথিবী ; ধ্যায়তি ইব অন্তরিক্ষম্ ;
ধ্যায়তি ইব দ্যৌঃ ; ধ্যায়ন্তি (ধ্যান করিতেছে) ইব আপঃ (১৩,
জল) ; ধ্যায়ন্তি ইব পর্বতাঃ, ধ্যায়ান্ত ইব দেবমনুষ্যাঃ। তন্মাং
(সেইজ্ঞ) যে (যাহারা) ইহ (এই পৃথিবীতে) মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্য
গণের মধ্যে) মহত্তাম্ (মহত্বকে ; ‘মহতা’ শব্দ) প্রাপ্নুবন্তি (লাভ

১। ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে
অন্তরিক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, ছালোক যেন ধ্যান করিতেছে ;

২। স যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয় ইতি ধ্যানাদ্ বাব ভূয়োহস্তীতি তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীহিতি ।

করে) ধ্যানাপাদাংশাঃ (ধ্যান + আপাদ + অংশাঃ = ধ্যানফলের অংশী, ১।৩ ; আপাদ ফল লাভ) ইব এব তে ভবন্তি (হয়) । অথ যে অগ্নাঃ (১।৩, ক্ষুদ্রচেতা) কলহিনঃ (কলহপ্রিয়, ১।৩)) পিণ্ডনাঃ (১।৩, ক্রুর, খল) উপবাদিনঃ (১।৩, কুৎসাপ্রিয় বা চাটুকার ; উপ + বদ্ আত্মনেপদ স্তিতিকরা পাঃ ১।৩।৪৭), তে (তাহারা ; ইহার ক্রিয়া 'ধ্যান ফলের অংশী হয়' উহ) । অথ যে প্রভবঃ (প্রভু, ১।৩ ; শ্রেষ্ঠ) ধ্যানাপাদাংশাঃ ইব তে ভবন্তি । ধ্যানম্ উপাস্ত্ব ইতি !

২। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) ধ্যানম্ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ ধ্যানস্ত (ধ্যানের) গতম্, তত্র অস্ত্র যথাকামচারঃ ভবতি—য ধ্যানম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে । 'অস্তি ভগবঃ ধ্যানাং (ধ্যান অপেক্ষা) ভূয়ঃ' ? ইতি 'ধ্যানাং বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি । 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি ।

দেব এবং মনুষ্যাগণও যেন ধ্যান করিতেছে । মনুষ্যাগণের মধ্যে যিনি মহত্ লাভ করেন, তিনি যেন ধ্যানফলেরই অংশী হন । আর যাহারা ক্ষুদ্র, কলহপ্রিয়, পিণ্ডন এবং উপবাদী তাহারাও (যেন ধ্যান-ফলেরই অংশ লাভ করে) । যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহারা যেন ধ্যান-ফলের অংশী । এই ধ্যানের উপাসনা কর ।

২। যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ধ্যানের যত দূর গতি, তত দূর তাহার কামচরণ হইয়া থাকে ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্! ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?’ ‘সনৎকুমার বলিলেন—“ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

মন্তব্য

- ৭।৩।১। ঋগ্বেদে (৭।১০৪।২০) এবং অথর্ববেদে ‘পিশুন’ শব্দের ব্যবহার আছে। সায়েনের অর্থ ‘কপট’; Whitney and Lanman “treacherous ones” অর্থ করিয়াছেন। এই উপনিষদের অনুবাদে মোক্ষমূল্যর “abusive” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। Vedic Index এই শব্দের অর্থ traitor করা হইয়াছে। শব্দের মতে পিশুনাঃ— পরদোষোদ্ভাসকাঃ—যাহারা পরের দোষ কীর্তন করে।

১ সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ

১। বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাস্তুয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞানাতি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ববংশ চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য-মেকায়নং দেববিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্র-বিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশুংশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পতীঙ্খ্রূপদান্ধ্রাকীটপতঙ্গপিপালকং ধর্ম্যং চাধর্ম্যং চ সত্যং চানৃত্যং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চান্ধ্রং চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজ্ঞানাতি বিজ্ঞানমুপাসুংস্বেতি ।

১। বিজ্ঞানম্ বাব ধ্যানাং (ধ্যান অপেক্ষা) ভূয়ঃ। বিজ্ঞানেন-

১। বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান দ্বারা ঋগ্বেদ, অবগত

২। স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকাঙ্-
জ্ঞানবতোহভিসিধ্যতি যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো
ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবো বিজ্ঞানাত্ময়
ইতি বিজ্ঞানান্নাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীহ্বিতি ।

(বিজ্ঞান দ্বারা) বৈ ঋগ্বেদম্ বিজ্ঞানাতি (জানে, ‘মানব’ ইহার
কর্তা, উহা), যজুর্বেদম্, সামবেদম্, আথর্ষগম্ চতুর্থম্, ইতিহাস-পুৰাণম্
পঞ্চমম্, বেদানাম্ বেদম্, পিত্র্যাম্ রাশিম্, দৈবম্, নিধিম্, বাকো-
বাক্যম্, একাঘনম্, দেবাবদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্, ক্ষত্রবিদ্যাম্
নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্প-দেবজ্ঞান-বিদ্যাম্, দিবম্ চ, পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ,
আকাশম্ চ, আপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ, পশূন্ চ,
ব্যাংসি চ, তৃণবনস্পষ্টান্, স্বাপদানি, আকীট-পতঙ্গ-পিপীলিকম্, ধর্মম্ চ,
অধর্মম্ চ, সত্যম্ চ, অন্তম্ চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়ঙ্গম্ চ, অহৃদয়ঙ্গম্ চ
অগ্নম্ চ, রসম্ চ, ইমম্ চ লোকম্, অমম্ চ, বিজ্ঞানেন এব বিজ্ঞানাতি ।
বিজ্ঞানম্ উপাস্ম্য ইতি । (৭।১।২ ; ৭।২ ১ঃ) । পাঠান্তর -পিপীলিকম্
স্থলে ‘পিপীলিকম্’ ।

২। সঃ যঃ (২।:১।২ ; মন্তব্য) বিজ্ঞানম্ (২।১) ‘ব্রহ্ম’ ইতি

হওয়া যায় এবং যজুর্বেদ, সামবেদ চতুর্থ অথর্ষবেদ, পঞ্চম ইতিহাস-
পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র,
দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও
দেবজ্ঞানবিদ্যা, দেও, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জলসমূহ, তেজ, দেবগণ,
মনুষ্যাগণ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, স্বাপদ, কীট-পতঙ্গ-পিপী-
লিকা পর্য্যন্ত (সমুদয় প্রাণী), ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য,
শুভ ও অশুভ, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর অগ্ন, রস, ইহলোক ও পরলোক
—(এ সমুদয়ই) বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায় । এই বিজ্ঞানকে উপাসনা কর ।

২। যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞানময়

উপাস্তে, বিজ্ঞানবতঃ (+ লোকান্ = বিজ্ঞানসম্পন্ন লোকসমূহকে)
 বৈ সঃ লোকান্ (লোকসমূহকে), জ্ঞানবতঃ (+ লোকান্ = জ্ঞান-
 সম্পন্ন লোকসমূহকে) অভিসিধাতি (প্রাপ্ত হয়) । যাবৎ বিজ্ঞানস্ত
 (বিজ্ঞানের) গতম্, তত্র অস্ত যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ বিজ্ঞানম্
 ‘ব্রহ্ম’ ইতি উপাস্তে । ‘অস্তি, ভগবঃ বিজ্ঞানাৎ (বিজ্ঞান অপেক্ষা)
 ভূয়ঃ’ ? ইতি । ‘বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি । ‘তৎ মে
 ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি । (৭.১।৫ ড্রঃ)

ও বিজ্ঞানময় জগৎ প্রাপ্ত হন । যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা
 করেন, বিজ্ঞানের যত দূর গতি, তত দূর তাহার কামচরণ হইয়া থাকে ।
 নারদ বলিলেন—‘ভগবন্! বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?’
 সনৎকুমার বলিলেন—‘বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।’
 নারদ বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

মন্তব্য

বিজ্ঞান = শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের জ্ঞান ।

জ্ঞান = সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান (শব্দর) ।



সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

বিজ্ঞান অপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ

১। বলং বাব বিজ্ঞানান্ত্রয়োহপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো
বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোখাতা ভবতুষ্টিষ্ঠন
পরিচরিতা ভবতি পরিচরনুপসত্তা ভবতু্যপসীদনদ্রষ্টা ভবতি
শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কৰ্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা
ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্ত্রিকং বলেন চৌর্ক্বলেন
পৰ্ব্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবন-
স্পত্যঃ শ্বাপদান্ধাকৌটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বল-
মুপাসুশ্বেতি ।

১। বলম্ বাব বিজ্ঞানাং (বিজ্ঞান অপেক্ষা) ভূয়ঃ। অপি হ
শতম্ (২।১) বিজ্ঞানবতাম্ (বিজ্ঞানবান্দিগের) একঃ বলবান্
আকম্পয়তে (কম্পিত করে)। সঃ যদা বলী ভবতি (হয়), অথ
উখাতা (যে উখিত হইতে পারে; মতান্তরে—উদ্যমশীল) ভবতি;
উষ্টিষ্ঠন (উখিত হইয়া বা উদ্যমশীল হইয়া) পরিচরিতা (পরিচরিত
১।১; পরিচর্যাপরায়ণ) ভবতি; পরিচরনু (পরিচর্যা করিয়া) উপসত্তা
(উপসত্ত, ১।১; উপ+সদ্+তৃচ্=যে নিকটে উপবেশন করে;

১। বল বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান্ ব্যক্তি শত
বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও কম্পিত করিতে পারে। মানুষ যদি বলী
হয়, তবে সে উদ্যমশীল হইতে পারে, উদ্যমশীল হইয়া (গুরু
প্রভৃতির) পরিচর্যা করিতে পারে, পরিচর্যা করিয়া (তাঁহাদিগের)
সমীপে উপবেশন করিতে পারে, সমীপে উপবেশন করিয়া দর্শন
করিতে পারে, শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে, বুঝিতে

২। স যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবদ্ধলস্য গতং তত্রাস্য
যথাকামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবো
বলান্তুয় ইতি বলাদ্ধাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীষিতি ।

দ্রুদীপস্থ); উপসাদন্ (উপ+সদ্ শত্; সমীপে উপবেশন করিয়া)।
দৃষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা (মননকর্তা) ভবতি, বোদ্ধা
(যে বুঝিতে পারে, সেই বোদ্ধা) ভবতি। কর্তা (যে করে সেই
ব্যক্তি, অচুষ্ঠাতা) ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি। বলেন (বল দ্বারা) বৈ
পৃথিবী তিষ্ঠতি (অবস্থান করে), বলেন অন্তরিক্ষম্, বলেন দ্যৌঃ
বলেন পর্বতাঃ (১।৩), বলেন দেবমহুঘাঃ (১।৩), বলেন পশবঃ চ
(পশুগণও), বয়াংসি চ (পক্ষিগণও) তৃণবনস্পত্যঃ (তৃণ ও
বনস্পতিসমূহ) স্বাপদানি (হিংস্র রক্তসমূহ) আকীটপতঙ্গপিপীলিকম্
(কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্যন্ত), বলেন লোকঃ (স্বর্গাদি
লোক) তিষ্ঠতি। বলম্ উপাস্ব ইতি। পাঠান্তরঃ—(১) ‘দ্যৌ-
বলেন’ অংশের পর ‘আপো বলেন’ সংযুক্ত করা হইয়াছে। (২)
“পিপীলিকম্” স্থলে ‘পিপীলিকম্’। (৩) ‘লোকতিষ্ঠতি’ স্থলে
‘লোকাতিষ্ঠতি’।

২। সঃ যঃ (২।১।২ মন্তব্য) বলম্ (২।১) ‘ব্রহ্ম’ ইতি উপাস্তে,

৮

পারে, কর্ম করিতে পারে ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বলবশতঃই
পৃথিবী অবস্থান করিতেছে; বলবশতঃই অন্তরিক্ষ, বলবশতঃই দ্যৌঃ,
বলবশতঃই পর্বতসমূহ, বলবশতঃই দেব ও মহুঘাগণ, বলবশতঃই পশু ও
পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, স্বাপদ, কীট পতঙ্গ পিপীলিকা পর্যন্ত
সকলেই এবং (স্বর্গাদি) লোক অবস্থিতি করে। (এই) বলেরই
উপাসনা কর।

২। যিনি বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বলের গতি যত দূর,

বাবৎ বলন্ত পতন্ত, তত্র তন্ত যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ বলন্ত ‘ব্রহ্ম’ ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি ভগবঃ বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ ?’ ইতি। ‘বলাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)।

তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ। নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! বল অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?” সনৎকুমার বলিলেন—“বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

সপ্তমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ

১। অন্নং বাব বলান্তু যন্তুস্মাদ্ যদ্যপি দশরাত্রীর্নান্মীয়াদ-
যদ্ব্যহ জীবৈদথবাহ্রদ্রষ্টাহশ্রোতাহমন্তাহবোদ্ধাহকর্তাহবিজ্ঞাতা
ভবতাতাহন্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা
ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্মেতি।

১। অন্নং বাব বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ। তস্মাৎ (সেই জন্ত) যতপি দশরাত্রীঃ (দশরাত্রী ২।৩; দশরাত্রি, অর্থাৎ দশ রাত্রি ও দশ দিন) ন(না) অমীয়াৎ (আহার করে) যদি উহ (যদিও) জীবৈৎ (জীবিত থাকে, অথ (তখন) বা (নিশ্চয়ই) অদ্রষ্টা, অশ্রোতা, অমন্তা (যে মনন করিতে পারে না) অকর্তা, অবিজ্ঞাতা, ভবতি (হয়)। অথ অন্নন্ত (অন্নের) আয়ে (লাভে), দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি ইতি। অন্নম্ উপাস্ম (৭।৮।১ দ্রঃ)।

১। অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্ত যদি কেহ (দশ দিন ও) দশ রাত্রি অন্নগ্রহণ না করে, সে যদি জীবিতও থাকে, তাহা হইলেও

২। স যোহন্নঃ ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহন্নবতো বৈ স লোকান-
পানবতোহভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো
ভবতি যোহন্নঃ ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবোহন্নাতু্য ইত্যন্নাদ্বাব
ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

৩.

২। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) অন্নম্ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে,
অন্নবতঃ (+ লোকান্ = অন্নবান্ লোকসমূহকে) বৈ সঃ লোকান্
(লোকসমূহকে) পানবতঃ (+ লোকান্ = পানযুক্ত লোকসমূহকে)
অভিসিধ্যতি (লাভ করে)। যাবৎ অন্নশ্চ (অন্নের) গতম্, তত্র
অশ্চ যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি
ভগবঃ অন্নাতু্য (অন্ন অপেক্ষা) ভূয়ঃ’ ইতি। ‘অন্নাতু্য বাব ভূয়ঃ
অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)।

সে দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, মনন করিতে পারে না,
বুঝিতে পারে না, কৰ্ম্ম করিতে পারে না, জানিতে পারে না। কিন্তু
অন্ন গ্রহণ করিলে, দর্শন করিতে পারে, শ্রবণ করিতে পারে, মনন
করিতে পারে, বুঝিতে পারে, কৰ্ম্ম করিতে পারে, জ্ঞানলাভ করিতে
পারে। এই অন্নের উপাসনা কর।

২। যিনি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নযুক্ত ও পান-
যুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা
করেন, অন্নের গতি যত দূর, তত দূর তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে ?
নারদ বলিলেন—‘ভগবন্! অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে।’
সনৎকুমার বলিলেন—‘অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।’ নারদ
বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

মন্তব্য

৭।২।১।(১) ‘অথ বা’ ইত্যাদি। “যদ্যপি দশরাত্রীঃ ন অশ্রীয়াৎ যদি উ হ জীবৎ অথ বা অদ্রষ্টা.....ভবতি” এই অংশকে শঙ্কর দুই বাক্যে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—“যদ্যপি দশরাত্রীঃ ন অশ্রীয়াৎ”। ইহার অর্থ—“যদি দশরাত্রি ভোজন না করে, (তাহা হইলে মরিয়া যায়)”। “তাহা হইলে মরিয়া যায়” অংশটি উহা দ্বিতীয়—“যদি উ হ জীবৎ অথবা অদ্রষ্টা.....ভবতি।”

(২) “অন্নস্ত আয়ৈ’ ইত্যাদি—

শঙ্কর ‘আয়ৈ’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলেন ‘আয়ী’ স্থলে ‘আয়ৈ’ ব্যবহৃত হইয়াছে। আয়=লাভ; যাহার আয় আছে সেই ‘আয়ী।’ কিন্তু ‘আয়ৈ’ পাঠও সমর্থন করা যায়। ঈ+ক্ৰিপ্ =ঈ; ইহার চতুর্থীর একবচনে ‘ই’; ‘আ’+ই=আয়ৈ=আয়বশতঃ লাভবশতঃ। শঙ্কর বলেন ‘অন্নস্ত আয়ী’ হইলেও এই অর্থই হইবে। কোন কোন সংস্করণে ‘আয়ঃ’ পাঠও আছে।

সপ্তমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

অন্ন অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ

১। আপো বাবান্নাস্ত্যুয়ন্তস্মাদ্ যদা স্ত্বষ্টির্ভবতি ব্যাধো-
য়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীত্যথ যদা স্ত্বষ্টির্ভবত্যা-
নন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাৎ এবমা মূর্ত্তা যেয়ং
পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্ দ্যৌর্ধ্বং পর্বতা যদেবমশুযা যৎ পশবশ্চ
বয়াংসি চ তৃণবনস্পত্যয়ঃ স্থাপদাত্মাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ
এবেমা মূর্ত্তা অপ উপাস্মেতি।

১। আপঃ (১।৩, জল) বাব অন্নং (অন্ন অপেক্ষা) ভূমন্তঃ

১। জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্ত যখন স্ত্বষ্টি না হয়

২। স যোহপো ব্রহ্মেতু্যপাস্ত আপ্রোতি সর্বান কামাং-
 স্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি
 যোহপো ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবোহস্ত্যো ভূয় ইত্যস্ত্যো বাব
 ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

(ভৃগুসী, জীং ১৩, শ্রেষ্ঠ)। তন্মাং (সেইজন্ত) যদা (যখন)
 স্রুষ্টিঃ ন ভবতি (হয়), ব্যাধীয়ন্তে (বি+আ+ধা, বন্ধবা;
 দুঃখিত হয়) প্রাণাঃ (১৩) ‘অন্নম্ কনীয়ঃ ভবিষ্যতি’ (অন্ন অন্ন
 হইবে এই ভাবিয়া; কনীয়ঃ=(অন্ন+ঈৎস্, ‘অন্ন’ স্থানে ‘কন’ পাঃ
 ৫।৩।৬৪; =অন্নতর)। অথ যদা স্রুষ্টিঃ ভবতি, আনন্দিনঃ (১৩,
 হষ্ট) প্রাণাঃ ভবন্তি ‘অন্নম্ বহু ভবিষ্যত’ ইতি (বহু অন্ন হইবে এই
 ভাবিয়া)। আপঃ এব ইমাঃ (এই সমুদয়) মূর্তাঃ (বিবিধ মূর্তি-
 রূপে পরিণত)—যা ইম্ (এই) পৃথিবী, যৎ (এই যে) অস্ত-
 রিক্সম্, যৎ দ্যৌঃ, যৎ পর্বতাঃ, যৎ দেবমহুয্যাঃ যৎ পশবঃ চ, যয়াংসি চ
 তৃণবনস্পত্যয়ঃ, স্বাপদানি আকীট-পতঙ্গ-পিপীলিকম্—আপঃ এব ইমাঃ
 মূর্তাঃ। অপঃ (২৩, জলকে) উপাস্ত্ব ইতি (৭।৮।১ ভ্রঃ)।

২। সঃ যঃ (২।১।২ মন্তব্য) অপঃ (২৩, জলকে) ‘ব্রহ্ম’

তখন অন্ন অন্ন উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ দুঃখিত হয়; আর যখন
 স্রুষ্টি হয়, তখন বহু অন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ আনন্দিত হয়। এ
 সমুদয়ই জলের মূর্তি;—এই যে পৃথিবী, এই যে অস্তরিক্স, এই যে
 দ্যালোক, এই যে পর্বতসমূহ, এই যে দেব ও মহুযাগণ, এই যে
 পশু, পক্ষী, ‘তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, স্বাপদগণ, এবং কীট পতঙ্গ পিপী-
 লিকা পর্যন্ত সমুদয় প্রাণী—এ সমুদয়ই জলের মূর্তি। এই জলেরই
 উপাসনা কর।

২। যিনি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয়

ইতি উপাস্তে, আগ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) সর্কান্ কামান্ (সমুদয় কল্লনাকে)
তৃপ্তিমান্ ভবতি (হয়)। যাবৎ অগাম্ (ভাত, জলের) গতম্,
তত্র অশ্ব ষথাকামচাঃ ভবতি—যঃ অপঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে।
'অস্তি ভগবঃ অস্ত্যঃ (৫।৩, জল অপেক্ষা) ভূঃ ?' ইতি।
'অস্ত্যঃ বাব ভূঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি।
(৭।১।৫ টীকা)।

কাম্যবস্ত লাভ করেন এবং পরিতৃপ্ত হইলেন। যিনি জলকে ব্রহ্মরূপে
উপাসনা করেন, জলের গতি যত দূর, তত দূর পর্যন্ত তাঁহার স্বাধীন
আচরণ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্ ! জল অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ
কিছু আছে ?’ সনৎকুমার বলিলেন—‘ভগবন্ ! জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
নিশ্চয়ই কিছু আছে।’ নারদ বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে
বলুন।’

মন্তব্য

৭।১।১। (১) ‘যৎ’ শব্দ ক্রীবলিঙ্গ, একবচন, কিন্তু অনেক স্থলে সর্কলিঙ্গে
এবং সর্কবচনেই ব্যবহৃত হয়। ছোঃ ক্রীলিঙ্গ, পুরুষত্বাঃ পশবঃ
ইত্যাদি পুংলিঙ্গ বহুবচন ; এ সমুদয়ের পুর্বেই ‘যৎ’ ব্যবহৃত হইয়াছে।
(২) পাঠান্তর—(ক) ‘বাবান্নাৎ’ স্থলে ‘বা অন্নাত্’ (=বৈ অন্নাত্)।
(খ) ‘পিপীলিকম্’ স্থলে ‘পিলীলিকম্।’

সপ্তমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ

১। তেজো বাবাস্ত্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভি-
কৃতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ
পূর্বং দর্শয়িত্বাহথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ
বিদ্যান্তিরাত্নাদাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা
ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাহথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস-
স্বেতি ।

১। তেজঃ বাব অদ্ব্যঃ (৫.৩, জল অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) ।
তৎ (সেইজন্ত) বৈ এতৎ বায়ুন্মাগৃহ্য (অবলম্বন করিয়া) আকাশম্
অভিতপতি (উত্তপ্ত করে) । তদা (তখন) আহঃ (‘লোকে’ বলে)
নিশোচতি (নি+শুচ; = উত্তাপ দিতেছে, দগ্ধ করিতেছে) নিতপতি
(সন্তপ্ত করিতেছে) বর্ষিষ্যতি (বর্ষণ করিবে) বৈ ইতি । তেজঃ
এব তৎ (এই সমুদয় অবস্থাকে) পূর্বম্ (প্রথমে) দর্শয়িত্বা (দেখাইয়া)
অথ (পরে) অপঃ (২।৩, জলকে) সৃজতে (সৃষ্টি করে) । তৎ
এতৎ (+ আহ্বাদাঃ = মেঘধ্বনি সমুদয়; মন্তব্য দ্রষ্টব্য) উর্দ্ধাভিঃ
চ, তিরশ্চীভিঃ চ বিদ্যাত্নাঃ (উর্দ্ধগতিবিশিষ্ট এবং তিষ্ঠ্যক্গতি
বিশিষ্ট বিদ্যৎগণের সহিত) আহ্বাদাঃ (মেঘধ্বনিসমূহ) চরন্তি
(বিচরণ করে) । তস্মাৎ (সেইজন্ত) আহঃ বিদ্যোততে (বিদ্যৎ
প্রকাশ পাইতেছে) স্তনয়তি (গর্জন করিতেছে) বর্ষিষ্যতি বৈ
ইতি । তেজঃ এব তৎ পূর্বম্ দর্শয়িত্বা অথ অপঃ সৃজতে । তেজঃ
(২।১) উপাস্ব (উপাসনা কর) ইতি ।

১। তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেইজন্ত এই তেজ বায়ুকে
আশ্রয় করিয়া আকাশকে উত্তপ্ত করে; তখন লোকে বলে ‘অভিতপ্ত-
করিতেছে, সন্তপ্ত করিতেছে, (এখন) বর্ষণ হইবে।’ তেজ প্রথমে

২। স যন্তেজো ব্রহ্মেতু্যপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো
লোকান্ ভাস্বতোহপহততমস্কানভিসিদ্ধ্যতি যাবন্তেজসো গতং
তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি যন্তেজো ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগব-
ন্তেজসো ভূয় ইতি তেজসো বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্
ব্রবীদ্বিতি ।

২। সঃ ষঃ (২।১।১২, মন্তব্য) তেজঃ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে
তেজস্বী বৈ সঃ তেজস্বতঃ লোকান্ (তেজোময় লোকসমূহকে)
ভাস্বতঃ (+ লোকান্ = প্রকাশবান্ বা দীপ্তিমান্ লোকসমূহকে অপহত-
তমস্কান্ (+ লোকান্ = যে সমুদয় লোকের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে,
সেই সমুদয় লোককে ; তমস্ = তমস্ + ক = অন্ধকার) অভিসিধ্যতি
(লাভ করে)। যাবৎ তেজসঃ গতম্, তত্র অস্ত যথাকামচারঃ
ভবতি—যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি ভগবঃ তেজসঃ
(তেজ অপেক্ষা) ভূয়ঃ ১’ ইতি। ‘তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি।
‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি।

এই অবস্থা দেখাইয়া পরে জল সৃষ্টি করে। সেইজন্ত মেঘগর্জন
উর্দ্ধগামী ও তির্য্যাক্গামী বিদ্যুতের সহিত বিচরণ করে। সেইজন্ত
লোকে বলিয়া থাকে ‘বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে, গর্জন হইতেছে,
(এখন) বর্ষণ হইবে।’ তেজ পূর্ব্বে এইরূপ দেখাইয়া পরে জল
সৃষ্টি করে। (এই) তেজেরই উপাসনা কর।

২। যিনি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজোময়,
প্রকাশবান্, এবং অন্ধকারহিত লোকসমূহকে লাভ করেন। যিনি
তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন,—তেজের গতি যত দূর
তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ। নারদ ক্রিজাসা করিলেন—

‘ভগবন্। তেজ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?’ সনৎকুমার বলিলেন—‘তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নিশ্চয়ই আছে।’ নারদ বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

মন্তব্য

৭।১।১। টীকায় ‘এতৎ’কে ‘আত্মাদাঃ’র বিশেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে অর্থ অতি স্বাভাবিক হয়। ইহার পূর্বেও ‘তৎ এতৎ বায়ুম্’ ইত্যাদি অংশে ‘এতৎ’কে কর্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এষ্ট মন্ত্বে ‘এতৎ’ কর্তার বিশেষণ। ইহার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই :— এতৎ ক্লীং ১।১, কিন্তু আত্মাদাঃ পুং ১।৩। এই বিঘ্নে বক্তব্য এই :—এপ্রকার ব্যবহার বহুল পাওয়া যায়। আর বিশেষভাবে ‘যৎ’ ‘এতৎ’ ইত্যাদির ব্যবহার বৈদিক ও অবৈদিক উভয় সাহিত্যেই রহিয়াছে। স্বথেন্দে আছে “দুর্গহা এতৎ (২।১৮।২); দুর্গহা = দুর্গহানি বহুবচন। উপনিষদের ও অনেক স্থলে এই প্রকার ব্যবহার আছে। তৎ যত্র এতৎ ‘সুপ্তঃ সমস্তঃ সস্ত্রানয়ঃ স্বপ্নম্ ন বিজ্ঞানাতি (ছাঃ ৮।৬।৩) এই স্থলে পুংলিঙ্গ ‘এষঃ’ ব্যবহার না করিয়া ‘এতৎ’ ব্যবহার করা হইয়াছে। ৮।৬।৪ ও ৮।৬।৫ অংশেও ঠিক এইরূপ। ৭।১।১ অংশে ‘যৎ’ সৰ্ব্বলিঙ্গে ও সৰ্ব্ববচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুসংহিতাতে (২।২০৬) আছে—বিদ্যাগুরুষু এতৎ এব নিত্যা বৃত্তিঃ।” এইস্থলে ‘এতৎ’ ক্লীলিঙ্গ ‘বৃত্তিঃ’ শব্দের বিশেষণ।

এই অংশের অন্ত্রপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে :—(ক) ‘এতৎ’ ক্রিঃবিং ; = ইরূপে ; এপ্রকার প্রয়োগ বহুল দৃষ্ট হয়। (খ) তৎ এতৎ.....আত্মাদাঃ চরন্তি = তৎ এতৎ, (যৎ).....আত্মাদাঃ চরন্তি = মেঘধ্বনি যে বিচরণ করে, ইহা (এতৎ) এইজন্তু (তৎ)।

সপ্তমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ

১। আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্য্যচন্দ্র-
মসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্রয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যা-
কাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশেন রমত আকাশে
জায়ত আকাশমভিজায়ত আকাশমুপাস্থেতি ।

১। আকাশঃ বাব তেজসঃ (তেজ অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ।
আকাশে বৈ সূর্য্যচন্দ্রমনৌ (সূর্য্য ও চন্দ্রমা, সমানে সূর্য্যের শেষ
'অকার' স্থলে 'আ'; পাঃ ৬।৬।২৬) উভৌ (এই উভয়) বিদ্যাৎ
নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ) অগ্নিঃ । আকাশেন (আকাশ দ্বারা) আহ্রয়তি
(আহ্রান করে) ; আকাশেন শৃণোতি (শ্রবণ করে) আকাশেন প্রতি-
শৃণোতি (প্রত্যুত্তর দেয়), আকাশে রমতে (রমণ করে), আকাশে
ন রমতে, আকাশে জায়তে (উৎপন্ন হয়), আকাশম্ অভিজায়তে
(আকাশের অভিমুখে উৎপন্ন হয় ; বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া আকাশের
অভিমুখে উত্থিত হয়) । আকাশম্ (আকাশকে) উপাস্থে ইতি ।

২। আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আকাশেই চন্দ্র ও সূর্য্য
এই উভয়, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রসমূহ এবং অগ্নি (অবস্থান করিতেছে)
আকাশের সাহায্যে মানুষ আহ্রান করে, আকাশের সাহায্যে শ্রবণ
করে, আকাশের সাহায্যে প্রত্যুত্তর দেয় । আকাশেই আনন্দ লাভ
করে এবং আকাশেই দুঃখ ভোগ করে । আকাশেই সকলের জন্ম
এবং আকাশের অভিমুখেই (অঙ্কুরাদি) উৎপন্ন হইয়া থাকে । (এই)
আকাশেরই উপাসনা কর ।

২। স য আকাশং ব্রহ্মেতু্যপাস্ত আকাশবতো বৈ স
লোকান্ প্রকাশবতোহসংবাধানুরূপায়বতোহভিসিধ্যতি যাবদা-
কাশস্ত গতং তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মে-
তু্যপাস্তেহস্তি ভগব আকাশান্তুয় ইত্যাকাশাদ্ভাব ভূয়োহস্তীতি
তন্মে ভগবান্ ব্রবীহিতি ।

২। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) আকাশম্ (১।১) ব্রহ্ম ইতি
উপাস্তে, আকাশবতঃ (+ লোকান—আকাশবান্ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত
লোকসমূহকে) সঃ লোকান্ (লোকসমূহকে প্রকাশবতঃ (+
লোকান্ = প্রকাশবান্ অর্থাৎ উজ্জল লোকসমূহকে) অসংবাধান
(+ লোকান্ = বাধারহিত লোকসমূহকে) উরূগায়বতঃ (+ লোকান্ =
বিস্তার লোকসমূহকে) অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হয়) । যাবৎ আকাশস্য
(আকাশের) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি— যঃ
আকাশম্ ব্রহ্ম ই উপাস্তে । ‘অস্তি ভগবঃ আকাশাৎ (আকাশ
অপেক্ষা) ভূয়ঃ ?’ ইতি । ‘আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি ।
‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি । (৭।১।৫ টীকা) ।

২। যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি আকাশবান্,
প্রকাশবান্, বাধাবিহীন এবং বিস্তারযুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন ।
যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, আকাশের গতি যত দূর,
তত দূর তাঁহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে । নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘আকাশ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?’ সনৎকুমার বলিলেন—
‘আকাশ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ।’ নারদ বলিলেন—‘ভগবান্
তাহা আমাকে বলুন’ ।

মন্তব্য

৭।২।১। প্রতিশৃণোতি = প্রতি + শৃ - লট্ তি - প্রত্যুত্তর দেয় । অহরূপ
দৃষ্টান্ত—ভগবঃ ইতি হ প্রতিশৃণাব (৪।৪।১, ৪।৪।২; ৪।৬।২ ইত্যাদি)

—‘ভগবন্’ এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল; প্রতিশ্রুতি=প্রতি+শ্রু+লিট্ অ)। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে—“স ভো ইতি প্রতিশ্রুতিঃ।”

৭।১২।২। ‘অসংবাহান্’—‘সংবাহক’ শব্দের দুই অর্থ :—(ক) পরস্পরের পীড়া উৎপাদন (খ) সংকীর্ণ স্থান। স্থান সংকীর্ণ হইলেই পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে পারে এবং পরস্পরের পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। সূত্রার্থ অর্থ বিভিন্ন হইলেও এস্থলে উভয়ের ভাবার্থ একই।

‘উরুগায়বতঃ’ ইত্যাদি। যাস্ক ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন উরু=বিস্তীর্ণ; উরুগায়=বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপ (নিঃ ২।৭)। ‘গায়’—‘গা’ ধাতু হইতে, এই ধাতুর অর্থ ‘গতি’। উরুগায়বৎ=যে স্থলে বিস্তীর্ণ পদবিক্ষেপ করা যায়।

সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ

১। অরো বাবাকাশাভ্যুয়ন্তস্মাদ্যদ্যপি বহব আসীরন্-
স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ন্ মম্বীরন্ বিজানীরন্ যদা বাব
তে স্মরেয়ুর্থ শৃণুয়ুর্থ মম্বীরন্ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্
বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপাসৃষতি।

১। অরঃ (স্মৃতি) বাব আকাশং (আকাশ অপেক্ষা) ভূয়ঃ
(বৈদিক প্রয়োগ, পুংলিঙ্গ স্থলে ক্লীবলিঙ্গ;=ভূয়ান্=শ্রেষ্ঠ)।
তস্মাৎ (সেই জন্ত) যদ্যপি বহবঃ (বহুলোক) আসীরন্ (আস্ বিধি,
ঈরন্=উপবেশন করে, একত্র হইয়া), ন (না) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া)
ন এব তে (তাহারা) কন্+চন (কোন বিষয়কে বা ব্যক্তিকে)
শৃণুয়ুঃ (শ্রু; শুনিতে পারে), ন মম্বীরন্ (মন, ঈরন্—মনন)

১। স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্ত যদি স্মৃতি না
থাকে, তবে বহু লোক একত্র হইলেও তাহারা কোন বিষয় শুনিতে
পারে না, মনন করিতে পারে না এবং জানিতে পারে না। আর যদি

২। স যঃ স্মরং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবৎ স্মরন্ত গতং তদ্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবঃ স্মরাত্ময় ইতি স্মরাদ্ধাব ভূয়োহস্তীতি তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

করিতে পারে) ন বিজ্ঞানীরন্ (বি+জ্ঞা+ঈয়ন্ আত্মানে, পাঃ ৫.৩।৪৫=জানিতে পারে)। যদা (যখন) বাব তে (তাহারা) স্মরেয়ুঃ (স্মৃ; স্মরণ করিতে পারে), অথ শৃণুয়ুঃ, অথ মধীরন্, অথ বিজ্ঞানীরন্; স্মরেণ বৈ (স্মৃতি দ্বারাই) পুত্রান্ (পুত্রগণকে) বিজ্ঞানাতি (জানে), স্মরেণ পশূন্ (পশুসমূহকে)। স্মরন্ (স্মৃতিকে) উপাস্ স্ব (উপাসনা কর) ইতি। পাঠান্তরঃ—‘বাবা কাশাৎ’ স্থলে ‘বা আকাশাৎ’ (=বৈ আকাশাৎ)

২। সঃ যঃ স্মরন্ (স্মরণকে) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ স্মরস্য (স্মৃতির) গতম্ তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ স্মরন্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি ভগবঃ স্মরাৎ (স্মৃতি অপেক্ষা) ভূয়ঃ?’ ইতি। ‘স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি (৭।১।৫ দ্রঃ)।

তাহারা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা স্মরণ করিতে সমর্থ হয়, মনন করিতে সমর্থ হয় এবং জানিতে সমর্থ হয়। স্মৃতির সাহায্যে পুত্রগণ ও পশুগণকে জানা যায়। (এই) স্মরণকেই উপাসনা কর।

২। যে ব্যক্তি স্মরণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, স্মরণের গতি যত দূর, তত দূর তাহার স্বাধীন আচরণ হয়। নারদ দ্বিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্! স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?’ সনৎকুমার বলিলেন—‘স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।’ নারদ বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ

১। আশা বাব স্বরাড্ভুয়স্তাশেদ্ধো বৈ স্বরো মজ্জানধীতে
কর্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চৈচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছত
আশামুপাস্মেতি ।

২। স য আশাং ব্রহ্মেতু্যপাস্ত আশয়াস্ত সর্বৈ কামাঃ
সমুধ্যস্ত্যমোঘা হান্তাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য
যথাকামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগব আশায়া
ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীষিতি ।

১। আশা; (অগ্ৰাণ্ড বস্ত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা) বাব স্বরাৎ
(স্মৃতি অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠ) । আশা + ইচ্ছা : (আশা দ্বারা উদ্দীপিত
হইয়া ; ইচ্ছা—প্রজ্জ্বলিত, ইচ্ছা দ্বারা বৈ স্বরঃ (স্মৃতি) মজ্জান্ (মজ্জ-
সমূহকে) অধীতে (অধি+ই ; অধ্যয়ন করে), কর্মাণি (কর্ম
সমূহকে) কুরুতে (করে), পুত্র ন্ চ (পুত্রগণকে), পশূন্ চ (পশু
সমূহকে) ইচ্ছতে (অ্যঅনেপদ বৈদিক, = ইচ্ছতি = ইচ্ছা করে)
ইমন্ চ লোকন্ (এই লোককে) অমুং চ (ঐ লোককে, পরলোককে)
ইচ্ছতে । আশাম্ (আশাকে) উপাস্ম (উপাসনা কর) ইতি ।
'ইচ্ছতে' বিষয়ে—৭।১।৩ মন্তব্য দেখ ।

২। সঃ যঃ আশাম্ (২।১) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, আশয়া (আশা

১। আশা স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া স্মৃতি
(অর্থাৎ স্মৃতিমান্ পুরুষ) মজ্জসমূহ অধ্যয়ন করে, কর্মের অনুষ্ঠান করে,
পুত্র ও পশুসমূহ কামনা করে, ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা
করে । (এই) আশারই উপাসনা কর ।

২। যিনি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, আশা দ্বারা ই তাঁহার

দ্বারা) অন্য (ইগর) সৰ্ব্বেকামাঃ (সমুদয় কামনা) সমুদ্যন্তি (সম্ +
 ঋধ্; = বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), অমোঘাঃ (অব্যর্থ; মোঘ = নিষ্ফল) হ অন্য
 আশিষঃ (আ + শাস্ হইতে, প্রার্থনা, ইচ্ছা), ভবন্তি (হয়)।
 বাবৎ আশায়াঃ (আশার) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—
 যঃ আশাম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘যন্তি ভগবঃ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষা)
 ভূয়ঃ’? ইতি ‘আশায়াঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্
 ব্রবীতু’ ইতি (৭।১।৫ টীকা)।

কামনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রার্থনা সফলতা লাভ করে। যিনি
 আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, আশার গতি যত দূর, তত দূর
 তাঁহার যথেষ্ট গমন হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“আশা
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে? সনৎকুমার বলিলেন—“আশা অপেক্ষা
 নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে
 বলুন।”

সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ

১। প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাতৌ সমর্পিতা
 এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ
 প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা
 প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো প্রীক্ষণঃ।

১। প্রাণঃ বৈ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)।
 যথা (যেমন) বৈ অরাঃ (‘অর’সমূহ; অর—চাকার কেন্দ্র হইতে

১। প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (রথচক্রে) অর সমূহ যেমন

২। স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভূশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাস্তি ত্যেবৈনমাহঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্মাচার্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ।

পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত শলাকা) নাভৌ (চাকার নাভিতে; নাভি= কেন্দ্রস্থিত কাঠ, এই কাঠে ‘অর সমূহের এক দিক্ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে’); সমর্পিতাঃ (নিহিত হইয়া থাকে)—এবম্ (এই প্রকার) অগ্নিন্ প্রাণে (এই প্রাণে) সর্বম্ (সমুদয়) সমর্পিতম্ (নিহিত)। প্রাণঃ প্রাণেন (প্রাণদ্বারা; স্বশক্তি দ্বারা) যাতি (গমন করে,) স্বীয় কার্য্য করে); প্রাণঃ প্রাণম্ দদাতি (দান করে), প্রাণায় (প্রাণকে, প্রাণের উদ্দেশ্যে) দদাতি। প্রাণঃ হ পিতা, প্রাণঃ মাতা; প্রাণঃ ভ্রাতা; প্রাণঃ স্বসা (ভগিনী), প্রাণঃ আচার্য্যঃ; প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ। পাঠান্তর—‘বা আশায়াঃ’ স্থলে “বাবাহশায়াঃ”।

২। সঃ (কেহ) যদি পিতরম্ বা (পিতাকে), মাতরম্ বা (বা মাতাকে), ভ্রাতরম্ বা (বা ভ্রাতাকে), স্বসারম্ বা (বা (রথের) নাভিতে নিহিত থাকে, তেমনি সমুদয়ই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাণদ্বারাই প্রাণ কার্য্য করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশ্যে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ।

২। যদি কেহ পিতা, বা মাতা, বা ভ্রাতা, বা ভগিনী বা আচার্য্য, বা ব্রাহ্মণকে, সম্মান না দেখাইয়া ঘেন (ক্রুদ্ধভাবে) প্রত্যাশ্রয় করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে বলি “তোমাকে ধিক্, তুমি পিতৃহন্তা, তুমি মাতৃহন্তা, তুমি ভ্রাতৃহন্তা, তুমি ভগিনীহন্তা, তুমি আচার্য্যহন্তা, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা।

৩। অথ যদ্যপ্যোনানুৎক্রান্তপ্রাণাঙ্গুলেন সমাসং ব্যতি-
শন্দহৈমৈবৈনং ক্রয়ুঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসীতি
ন স্বশ্বহাসীতি নাচার্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি ।

স্বসাকে), আচার্য্যাম্ বা (বা আচার্য্যাকে) ব্রাহ্মণম্ বা (বা ব্রাহ্মণকে)
কিম্+চিৎ (কিছু) ভূমম্ ইব (যেন রূক্ষভাবে; শব্দ বলেন—
এখানে ‘তুমি’ কিংবা এইপ্রকার কোন অহুচিত বাক্যপ্রয়োগের
কথা বলা হইয়াছে) প্রতি+আহ (প্রত্যুত্তর করে); ‘ধিক্
ত্বা (তোমাকে) অস্ত (হউক)’ ইতি বা এনম্ (ইহাকে) আহঃ
(বলিয়া থাকে) ‘পিতৃহা (পিতৃহস্তা) বৈ ত্বম্ (তুমি) অসি (হও),
মাতৃহা (মাতৃহস্তা) বৈ ত্বম্ অসি, ভ্রাতৃহা (ভ্রাতৃহস্তা) বৈ ত্বম্
অসি, স্বশ্বহা (ভগিনীহস্তা) বৈ ত্বম্ অসি, আচার্য্যহা (আচার্য্যহস্তা)
বৈ ত্বম্ অসি, ব্রাহ্মণহা (ব্রাহ্মণহস্তা) বৈ ত্বম্ অসি ইতি ।

৩। অথ যদি+অপি এনান্ (ইহাদিগকে) উৎক্রান্তপ্রাণান্
(মৃতদেহকে; যাহাদিগের প্রাণ উৎক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ চলিয়া
গিয়াছে তাহাদিগকে) শূলেন (শূল দ্বারা) সমাসম্ (সম্+অস্+
ণমূল=একত্র করিয়া) ব্যতিষন্ (বৈদিক প্রয়োগ; =ব্যতাসম্=বি
+অতি+অস্+ণমূল=খণ্ড খণ্ড করিয়া) দহেৎ (দগ্ধ করে), ন
এব এনম্ (ইহাকে) ক্রয়ুঃ (বলিয়া থাকে)—‘পিতৃহা অসি’ ইতি
ন (না, ইহাকে বলিবেনা) ‘মাতৃহা অসি’ ইতি; ন, ‘ভ্রাতৃহা অসি’
ইতি; ন ‘স্বশ্বহা অসি’ ইতি; ন ‘আচার্য্যহা অসি’ ইতি ।

৩। কিন্তু ইহাদিগের প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ ইহাদিগের মৃত্যু
হইলে) যদি কেহ শূলদ্বারা (দেহের অবয়বসমূহকে) একত্র করিয়া
এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলেও কেহ বলেনা
—“তুমি পিতৃহস্তা, তুমি মাতৃহস্তা, তুমি ভ্রাতৃহস্তা, তুমি স্বশ্বহস্তা,
তুমি আচার্য্যহস্তা, তুমি ব্রাহ্মণহস্তা ।”

৪। প্রাণো হোবৈতানি সৰ্ব্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশুন্নেবং মন্বান এবংবিজ্ঞানম্ভতিবাদৌ ভবতি তং চেদ্ ক্রয়ুরতি-
বাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি ক্রয়ান্নাপহুবীত।

৪। প্রাণঃ হ এষ এতানি সৰ্ব্বাণি ভবতি (এই সমুদয় হয়)। সঃ
বৈ এষঃ (সেই প্রাণবিৎ ব্যক্তি) এবম্ (এই প্রকার) পশুন্
(দেখিয়া), এবম্ মন্বানঃ (মনন করিয়া) এবম্ বিজ্ঞানন্ (জানিয়া)
অতিবাদৌ ভবতি (হন)। তম্ (তাঁহাকে) চেৎ (যদি) ক্রয়ুঃ
(কেহ বলে) ‘অতিবাদৌ অসি (হও)’ ‘অতিবাদৌ অস্মি (হই)
ইতি ক্রয়াৎ (বলিবে)। ন অপ হুবীত (অপ+হু+ইত; অস্বীকার
করিবে না; গোপন করিবে না।

৪। প্রাণই এই সমুদয়। যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই
প্রকার মনন করেন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি
‘অতিবাদী’ হন। যদি কেহ তাঁহাকে বলে ‘তুমি অতিবাদী’,
তিনি (ইহার উত্তরে) বলিবেন ‘হাঁ আমি অতিবাদী’; ইহা তিনি
গোপন করিবেন না।

মন্তব্য

৭।১৪।৩ পাঠান্তর—‘ব্যতিষন্দহেৎ’ স্থলে ‘ব্যতিসন্দহেৎ’।

‘সমাসম্’—দুই প্রকারে এই পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে—(ক)
‘সম্+অস্+ণমূল=একত্র করিয়া; পুঙ্খীকৃত করিয়া (আনন্দগিরি)।
‘সমাসম্’ পদ দ্বারা ‘একত্র করা’ এবং ব্যতিষম্ (=ব্যত্যষম্) পদদ্বারা
‘খণ্ড খণ্ড করা’ অর্থ বুঝাইতেছে। উভয়টাই ‘অস্’ ধাতু হইতে
নিষ্পন্ন; প্রথমটির উপসর্গ ‘সম্’; দ্বিতীয়টির উপসর্গ বি+অতি। এই
উপসর্গের জগ্ন শব্দদ্বয়ের অর্থ বিপরীত হইয়াছে। (খ) সম্+
আস্+ণমূল=নিষ্ক্ষেপ করিয়া। •

ব্যতিষন্দহেৎ=ব্যতিষম্+দহেৎ। ব্যতিষম্ শব্দে প্রাকৃত ভাবার
প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার সন্ধিতে

অনেক স্থলে পরবর্তী শব্দের লোপ হইয়া থাকে, যেমন ইতি+অপি ইতিপি। সংস্কৃত সাহিত্যেও এ প্রকার দৃষ্টান্ত আছে যেমন মহাভারতে (আ: ৭৫৪৪) তে+আজ্ঞয়া=তেজ্ঞয়া ; ভাগবতে (৮২২১২) মে+ঐরিতম্=মেরিতম্। পাণিনিও স্থলবিশেষে এইপ্রকার সন্ধি স্বীকার করিয়াছেন (৬।১।১০৭, ১০৮)। ব্যতিষম্ শব্দেও এই প্রকার হইয়াছে ; বি+অতি+অস্=ব্যতিস্ ‘স’ স্থলে ‘ষ’ বৈদিক। সাধারণ নিয়মানুসারে ‘ব্যত্যস্’ হওয়া উচিত। শঙ্কর বলেন—ব্যতিষন্দহেং=ব্যত্যস্ত সন্দহেং। ব্যত্যস্ত=অবয়বান্ বিভজ্য=দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া (আনন্দগিরি)। ব্যত্যস্ত=বি+অতি+অস্+ল্যপ্। সুতরাং ইহারও ‘ব্যতিষম্’ শব্দকে ‘ব্যত্যস্ত অর্থ’ গ্রহণ করিয়াছেন। বি+অতি+অস্+ণমূল হইতেই ‘ব্যতিষম্’ নিষ্পন্ন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অত্র প্রকারেও ‘ব্যতিষন্দহেং’ নিষ্পন্ন করা যায়। ব্যতিষম্ =বি+অতি+যো+ড, ২।১, ক্রিৎ বিৎ। ‘যো’ ধাতুর অর্থ নষ্ট করা। সুতরাং ব্যতিষন্দহেং=দেহ বিনাশ করিয়া বা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দগ্ধ করে।

ব্যতিসন্দহেং পাঠ গ্রহণ করিলে ইহা নিষ্পন্ন করা অতি সহজ হয়। ব্যতিসন্দহেং=বি+অতি+সম্+দহেং=সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে। ‘ব্যতি-সন্দহেং’ও এইরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে বলিতে হয় ‘স’ স্থানে ‘ষ’ বৈদিক প্রয়োগ।

শব্দ দাহ করিবার সময় বর্তমান সময়েও অনেক স্থলে কাঁচা বাঁশ দ্বারা বা কাঁচা কাঠ দ্বারা দেহকে উলট পালট করিয়া দেওয়া হয়, অনেক সময়ে ইহার দ্বারা দেহকে বিদ্ধ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করা হয়। এই কার্যের জ্ঞান এখানে শূলের ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।

৭।১৪।৪। ‘নামই ব্রহ্ম’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘আশাই ব্রহ্ম’ এই পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অনেকে জানেন। কিন্তু ‘প্রাণই ব্রহ্ম’ এই জ্ঞান পূর্বোক্ত সত্য অঙ্গোক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পূর্ব পূর্ব সত্যকে অতিক্রম করিয়া নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জানেন এবং অতিরিক্ত বলেন; তাঁহার নাম

‘অতিবাদী’। অতি=অধিক; বাদী=বক্তা। অতিবাদী=অধিক তত্ত্বের বক্তা। ‘মৈত্রায়ণ’ উপনিষদে (৪।৫) ‘অতিবাদী’ শব্দের উল্লেখ আছে (সম্ভবতঃ অর্থ একই)। ‘অতিবাদী’ শব্দের একটা অর্থ ‘যে বেশী কথা বলে’। নিন্দাচ্ছলে অনেক স্থলে এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৪) এই শব্দের ব্যবহার আছে।

সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

প্রাণবিৎ ও সত্যবিদের প্রভেদ

১। এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোহং ভগবঃ সত্যেনাতিবাদানীতি। সত্যং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। এষঃ (এই ব্যক্তি) তু বৈ অতিবদতি (অতিবাদী হন) যঃ (যিনি) সত্যেন (সত্যদ্বারা, সত্যস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া) অতিবদতি। সঃ অহম্ (এমন যে আমি) ভগবঃ! সত্যেন অতি বদানি (অতি+বদ, লোট্; অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি) ইতি। সত্যম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতবাম্ (বি+জ্ঞা+সন্; বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে) ইতি। সত্যম্ (সত্যকে) ভগবঃ! বিজিজ্ঞাসে (জিজ্ঞাসা করিতেছি) ইতি।

১। কিন্তু যিনি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হন, তিনিই (প্রকৃতপক্ষে) অতিবাদী। নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।”, সনৎকুমার বলিলেন—“সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিবার জ্ঞান ইচ্ছা করা উচিত।” নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! আমি সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতেছি।”

মন্তব্য

‘প্রাণই ব্রহ্ম’ এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নারদ পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন আমি অতিবাদী হইয়াছি, আমি শ্রেষ্ঠ সত্য লাভ করিয়াছি। এইজন্ত তিনি আর এ প্রকার প্রশ্ন করিলেন না—“ভগবন্! প্রাণ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?” নারদের এই ভুল বিশ্বাস দূর করিবার জন্ত সনৎকুমার নিজেই উপদেশ দিতে লাগিলেন, আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার উপদেশ ৭।১৬ হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত। (শঙ্কর)।

সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

২ সত্যস্বরূপের বিজ্ঞান

১। যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্য-মিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা (যখন) বৈ বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে) অথ (তখন) সত্যম্ (২।১) বদতি (বলে); ন অবিজানন্ (অ+জ্ঞা+শত্, বিশেষরূপে না জানিয়া) সত্যম্ বদতি। বিজানন্ এব (বিশেষ-রূপে জানিয়াই) সত্যম্ বদতি। বিজ্ঞানম্ (২।১) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্। বিজ্ঞানম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৬মঃ)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন মানুষ বিশেষরূপে জানে, তখনই সত্য বলে, বিশেষরূপে না জানিয়া সত্য বলে না। বিশেষরূপে জানিলেই সত্য বলে। এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।’ নারদ বলিলেন—‘আমি বিজ্ঞানকেই জানিতে ইচ্ছা করি।’

সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

বিজ্ঞান মননসাপেক্ষ

১। যদা বৈ মনুতেহথ বিজান্নাতি নামহা বিজান্নাতি মত্বেব বিজান্নাতি মতিস্তে ব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি । মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যদা বৈ মনুতে (মনন করে) অথ বিজান্নাতি; ন অমহা (মনন না করিয়া) বিজান্নাতি । মহা এব (মনন, করিয়াই) বিজান্নাতি । মতিঃ (মনন, তর্ক—শঙ্কর) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি । মতিম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭) ।

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন মানুষ মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জানে, মনন না করিলে জানিতে পারেনা । এই মননকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত ।’ নারদ বলিলেন—‘আমি মননকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ।’

সপ্তমাধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ

১। যদা বৈ শ্রদ্ধধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্ধধ্মনুতে শ্রদ্ধধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যদা বৈ শ্রদ্ধধাত্য (শ্রং+ধা; মন্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তখনই

হয়), অথ মনুতে। ন অশ্রদ্ধাৎ (ন, শ্র্, ধা+শত্; শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে) মনুতে। শ্রদ্ধাৎ এব (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াই) মনুতে শ্রদ্ধাতু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ইতি। শ্রদ্ধাম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি। (৭।১৭-১৮)।

মনন করিতে পারে। শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে মনন করিতে পারে না। শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেই মনন করিতে পারে। (এই) শ্রদ্ধাকেই বিশেষ-রূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—‘হে ভগবন্! আমি শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।’

সপ্তমাধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ

১। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধাতি নানিস্তিষ্ঠত্বদধাতি
নিস্তিষ্ঠন্তেব শ্রদ্ধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি নিষ্ঠাঃ
ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ নিস্তিষ্ঠতি (নিঃ+স্থ। লট=‘গুরুতে’ নিষ্ঠাবান্ হয়) অথ শ্রদ্ধাতি। ন অনিস্তিষ্ঠন্ (নিষ্ঠা না থাকিলে) শ্রদ্ধাতি। নিস্তিষ্ঠন্ এব (নিষ্ঠা থাকিলেই) শ্রদ্ধাতি। নিষ্ঠা (নিঃ+স্থ। ; নিশ্চিতরূপে স্থিতি) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ইতি। ‘নিষ্ঠাম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে’ ইতি (৭।১৭—১৯)।

১। যানুষ যখন (গুরুতে) নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান্

হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে না। নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে। এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। নারদ বলিলেন—‘এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।’

সপ্তমাধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

নিষ্ঠা কৰ্ম্মসাপেক্ষ

১। যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকুত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিশ্চৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ করোতি (‘কর্তব্য কৰ্ম্ম’ করে), অথ নিস্তিষ্ঠতি ন অকুত্বা (কর্তব্য কৰ্ম্ম না করিয়া) নিস্তিষ্ঠতি। কুত্বা এব (করিয়াই) নিস্তিষ্ঠতি। কৃতিঃ (কর্তব্যকৰ্ম্ম) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। কৃতিম্ (কৰ্ম্মকে) ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭—৭।২০)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন লোকে কৰ্ম্ম সম্পাদন করে, তখনই নিষ্ঠাবান্ হয়! কৰ্ম্ম না করিলে নিষ্ঠাবান্ হয় না, কৰ্ম্ম করিলেই নিষ্ঠাবান্ হয়। এই ‘কৃতি’কেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।’ নারদ বলিলেন—‘হে ভগবন্! এই ‘কৃতি’কেই আমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।’

মন্তব্য

কৃতিঃ=ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন (শব্দ)। এই স্থলে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

কৰ্ম্ম সূখসাপেক্ষ

১। যদা বৈ সূখং লভতেহথ কৰোতি নাসূখং লব্ধ্বা কৰোতি
সূখমেব লব্ধ্বা কৰোতি সূখং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সূখং
ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যদা বৈ সূখম্ লভতে (লাভ করে), অথ কৰোতি (কৰ্ম্ম
করে)। ন অসূখম্ লব্ধ্বা (সূখ লাভ না করিয়া) কৰোতি।
সূখম্ এব লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) কৰোতি। সূখম্ তু এব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যম্ ইতি। ‘সূখম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে’ ইতি (৭।১৭—২১)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যদি মাহুষ সূখ লাভ করে, তবেই
কৰ্ম্ম করে। সূখ লাভ না করিলে কৰ্ম্ম করে না; সূখ লাভ
করিলেই কৰ্ম্ম করে। এই সূখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা
করা উচিত।’ নারদ বলিলেন—‘হে ভগবন্! এই সূখকেই বিশেষ-
রূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।’

সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ভূমাই সূখস্বরূপ

১। যৌ বৈ ভূমা তৎসূখং নান্নে সূখমপ্তি ভূম্যৈব সূখং ভূমা
হেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যঃ বৈ ভূমা (বহু + ইমন্, পাঃ ৬।৪।১৫৮ = মহান্) তৎ (তাহা)

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যাহা ভূমা, তাহাই সূখ; যাহা অন্ন

স্বথম্। ন অল্পে (সীমাবিশিষ্ট বস্তুতে) স্বথম্ অস্তি (আছে)।
ভূমা এব স্বথম্। ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি। ভূমানম্
(ভূমাকে) ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭—৭।২২)।

তাহাতে স্বথ নাই। ভূমাই স্বথ। এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে
ইচ্ছা করিবে।' নারদ বলিলেন—‘এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা
করিতেছি।’

সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

ভূমার লক্ষণ

১। যত্র নাগ্ৰং পশুতি নাগ্ৰচ্ছৃণোতি নাগ্ৰদ্ বিজান্নাতি স
ভূমাহথ যত্রাং পশ্যত্যগ্ৰচ্ছৃণোত্যগ্ৰদিজান্নাতি তদল্পং যো বৈ
ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তদমৃত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি
শ্বে মহিষ্মি যদি বা ন মহিষ্মোতি।

১। যত্র (যে স্থলে) ন (না) অগ্ৰং (২।১, অগ্ৰবস্তুকে)
পশুতি (দেখে), ন অগ্ৰং শৃণোতি (শ্রবণ করে), ন অগ্ৰং
বিজান্নাতি (বিশেষরূপে জানে) সঃ ভূমা (মহান্)। অথ (আর)
যত্র অগ্ৰং পশুতি, অগ্ৰং শৃণোতি, অগ্ৰং বিজান্নাতি, তৎ অল্পম্।
যঃ (যাহা) বৈ ভূমা, তৎ (=তাহা) অমৃতম্; অথ যৎ অল্পম্,
তৎ মৃত্যম্ (মরণশীল)। সঃ (সেই ভূমা) ভগবঃ! কস্মিন্
প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। শ্বে মহিষ্মি (নিজের মহিমাতে; শ্বে=স্ব,
৭।১; মহিষ্মি=মহিমাতে), যদি বা (অথবা) ন মহিষ্মি ইতি।

১। যাহাতে অল্প কিছু দেখা যায় না, অগ্ৰ কিছু শুনা যায়

২। গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং
ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমৌতি হোবাচাত্মো
হৃণশ্বিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ।

২। গো-অশ্বম্ (গো ও অশ্বকে ; সন্ধিতে অশ্বের ‘অ’ লুপ্ত
হয় নাই পাঃ ৬।১।১২২) ইহ (এই পৃথিবীতে) মহিমা ইতি আচ-
ক্ষতে (১।৩, বলে), হস্তীহিরণ্যম্ (হস্তী ও সুরবর্ণকে) দাসভার্য্যম্ (দাস
ও ভার্য্যাকে) ক্ষেত্রাণি (ক্ষেত্রসমূহকে) আয়তনানি (বাসস্থান
সমূহকে) ইতি । ন (না) অহম্ (আমি) এবম্ (এই প্রকার)
ব্রবীমি (বলি) ব্রবীমি ইতি হ উবাচ । অত্ৰঃ (অত্ৰবস্ত্ত) হি
অত্ৰশ্বিন্ (অত্ৰবস্ত্ততে) প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । পাঠান্তর—‘হস্তিহিরণ্যম্
দাসভার্য্যম্’ স্থলে ‘হস্তিহিরণ্যদাসভার্য্যম্’

২

না, অত্ৰ কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূম। আর যাহাতে অত্ৰ
কিছু দৃষ্ট হয়, অত্ৰ কিছু ক্রত হয়, অত্ৰ কিছু বিজ্ঞাত হয়—তাহাই
অত্ৰ। যাহা ভূম।, তাহাই অমৃত, আর যাহা অত্ৰ, তাহাই মরণশীল ।’
নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভগবন্ ! সেই ভূম। কোথায় প্রতিষ্ঠিত’ ?
সনৎকুমার বলিলেন—‘(তিনি) স্বীয় মহিমাতে (প্রতিষ্ঠিত) অথবা
(স্বীয়) মহিমাতেও (প্রতিষ্ঠিত) নহেন ।’

২। লোকে এই জগতে গো ও অশ্ব, হস্তী ও হিরণ্য, দাস
ও ভার্য্য, ক্ষেত্র ও বাসগৃহ সমূহকে ‘মহিমা’ বলে । কিন্তু আমি
এ প্রকার (মহিমার কথা) বলিতেছি না (কিংবা আমি ইহা বলি
না) ; কারণ ইহাদিগের মধ্যে এক অপর বস্ত্ততে প্রতিষ্ঠিত ।

৩. মন্তব্য

৭।২৪।১। ভূম। নিজেই নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থে বলা হইয়াছে
তিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত । ইহা শুনিয়া হয়ত নারদ মনে

করিতে পারিতেন 'ভূমারও আশ্রয় আবশ্যক' এবং ইহাও হয়ত মনে হইত যে 'ভূমা অন্য ও ভূমার মহিমা অন্য এবং ইহাদিগের মধ্যে এক অপরে প্রাত্যস্তিত'। এই প্রকার সন্দেহ দূর করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন—'ভূমা নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন' অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠাবিহীন, তিনি নিরালম্ব ।'

সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ খণ্ড

ভূমা সর্বময়—ভূমাবিদের স্বারাজ্য

১। স এবাধস্তাং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাং স পুরস্তাং স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি । অথাতোহহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্ঠাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতো-হহমুত্তরতোহহমেবেদং সর্বমিতি ।

১। সঃ (সেই ভূমা) এব অধস্তাং (অধোদেশে) সঃ উপবিষ্টাং (উর্দ্ধদেশে), সঃ পশ্চাং (পশ্চাৎভাগে) সঃ পুরস্তাং (পুরোভাগে), সঃ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণদিকে), সঃ উত্তরতঃ (বামদিকে)—সঃ এব ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়) ইতি ।

অথ + অতঃ (এখন, তাহার পর) অহম্ + কার + আদেশঃ ('অহম্' এই দৃষ্টিতে উপদেশ ; অহম্ = আমি, অহঙ্কার = 'আমি' এই ভাব) এব—অহম্ এব অধস্তাং, অহম্ উপরিষ্ঠাং, অহম্ পশ্চাং, অহম্ পুরস্তাং, অহম্ দক্ষিণতঃ, অহম্ উত্তরতঃ—অহম্ এব সর্বম্ ।

১। তিনিই অধোভাগে, তিনিই উর্দ্ধভাগে, তিনিই পশ্চাৎভাগে তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে—তিনিই এই সমুদয় । এখন 'অহম্' দৃষ্টিতে উপদেশ :—আমিই অধোভাগে, আমিই উর্দ্ধভাগে আমিই পশ্চাৎভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে—আমিই এই সমুদয় ।

২। অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা
পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব-
মিতি । স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজ্ঞানল্লাত্ম-
রতিরাত্মক্ৰীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি, তন্ত
সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি । অথ যেহন্থত্ হতো বিহ-
রন্তরাজানস্তে ক্ষয়্যালোকা ভবন্তি ; তেষাং সর্বেষু লোকেষু-
কামচারো ভবতি ।

২। অথ অতঃ (ইহার পর) আত্মাদেশঃ (আত্ম + আদেশঃ ;
আত্মদৃষ্টিতে, উপদেশ) এবং—আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা
উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পূবস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা
উত্তরতঃ—আত্মা এব ইদম্ সর্বম্ ইতি (১মঃ) । সঃ বৈ এষঃ
(সেই সাধক) এবম্ (এই প্রকারে) পশ্যান্ (দেখিয়া) এবম্
মন্বানঃ (মনু শানচ ; মনন করিয়া) এবম্ বিজ্ঞানন্ (জানিয়া)
আত্মরতিঃ (আত্মাতে যাহার রতি তিনি), আত্মক্ৰীড়ঃ (আত্মাতে যিনি
ক্ৰীড়া করেন), আত্মমিথুন (আত্মাতে যাহার মিথুনভাব), আত্মানন্দঃ
(আত্মাতে যাহার আনন্দ) ; সঃ স্বরাট স্ব + রাজ্ ১।১, = আত্মেশ্বর ;
স্বাধীন) ভবতি । তন্ত সর্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) কামচারঃ
(স্বাধীন আচরণ) ভবতি । অথ যে (যাহারা) অন্যথা (অন্যপ্রকার)
অতঃ (ইহা অপেক্ষা) বিহুঃ (জানে) অন্যরাজানঃ (পরাধীন ; অন্য
ব্যক্তি যাহাদের রাজা) তে (তাহারা) ক্ষয়্যালোকাঃ (যাহাদিগের
স্বর্গাদি লোক ক্ষয়শীল ; ক্ষয় = ক্ষয়শীল পাঃ ৬।১।৮১) ভবন্তি (হয়)
তেষাম্ (তাহাদিগের) সর্বেষু লোকেষু অকামচারঃ (পরাধীনতা) ভবতি ।

২। অনন্তর আত্মদৃষ্টিতে উপদেশ—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই
উর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে,
আত্মাই বামে—আত্মাই এই সমুদয় । যিনি এই প্রকার দর্শন করেন,

এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্ম-
রতি, আত্মকীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট হন।
আর যে ইহা অপেক্ষা অন্তরূপ জানে, সে অগ্নির অধীন হয়, এবং
ক্ষয়শীল লোক লাভ করে। সমুদয় লোকে তাহার পরাধীনতা।

মন্তব্য

৭২৫।১। অধর, উর্দ্ধ, অপর এবং পূর্ব—এই কয়েকটি শব্দের উত্তর
সপ্তম্যর্থ্যে অস্তাৎ প্রত্যয় করিয়া অধস্তাৎ, উপরিষ্ঠাৎ, পশ্চাৎ এবং পুরস্তাৎ
পদ সিদ্ধ হইয়াছে (পাঃ ৫।৩।৩১, ৩২, ৪০ ত্রঃ)। দক্ষিণা ও উত্তর শব্দের
উত্তর সপ্তম্যর্থ্যে ‘অতন্’ প্রত্যয় করিয়া দক্ষিণতঃ ও উত্তরতঃ হইয়াছে
(পাঃ ৫।৩।২৮)।

পশ্চাৎ = দেহের পশ্চাৎভাগে; পৃথিবীর পশ্চিমদিকে।
পুরস্তাৎ = „ পুরোভাগে; „ পূর্বদিকে।
দক্ষিণতঃ = „ দক্ষিণভাগে; „ দক্ষিণদিকে।
উত্তরতঃ = „ বামভাগে; „ উত্তরদিকে।

সম্ভবতঃ প্রথম অর্থই মৌলিক। সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকে পুরোভাগে
করিয়া দাঁড়াইলে বাহা সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম হয়, তাহাই যথাক্রমে
পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক বলিয়া পবিচিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাকারগণ কেহ প্রথম অর্থ কেহ বা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ
করিয়াছেন।

৭২৫।২। স্বরাট—স্ব+রাজ্+ধাতু; রাজ্+ধাতুর অর্থ রাজত্ব করা; দীপ্তি
পাওয়া। স্বরাট্=যিনি স্বাধীন, যিনি আপনি আপনায় রাজা; কিংবা
যিনি আপনাতে আপনি বিরাজমান।

সপ্তমাধ্যায়ে ষড়বিংশ খণ্ড

ভূমাতত্ত্ববিৎ সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন

১। তস্ম হ বা এতস্মৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্মৈবং বিজ্ঞানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতন্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোহন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতচিন্তমাত্মতঃ সংকল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কৰ্ম্মাণ্যাত্মত এবেদং সৰ্ব্বমিতি ।

১। তস্ম হু বৈ এতস্ম (এই প্রকার ব্যক্তির) এবম্ পশ্যতঃ (এই প্রকার দ্রষ্টার), এবম্ মন্বানস্ম (এই প্রকার মননকারীর) এবম্ বিজ্ঞানতঃ (এই প্রকার বিজ্ঞাতার) আত্মতঃ (আত্মা হইতে) প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ (স্মৃতি), আত্মতঃ আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মতঃ আপঃ, আত্মতঃ আবির্ভাব-তিরোভাবৌ (আবির্ভাব ও তিরোভাব), আত্মতঃ অন্নম্, আত্মতঃ বলম্, আত্মতঃ বিজ্ঞানম্, আত্মতঃ ধ্যানম্, আত্মতঃ চিন্তম্, আত্মতঃ সংকল্পঃ, আত্মতঃ মনঃ, আত্মতঃ বাক্, আত্মতঃ নাম, আত্মতঃ মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কৰ্ম্মাণি আত্মতঃ এব ইদম্ সৰ্ব্বম্ ইতি ।

১। এই প্রকার দ্রষ্টা, এই প্রকার মননকারী, এই প্রকার বিজ্ঞাতার নিকটে, আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব । আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিন্ত, আত্মা হইতে সংকল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে কৰ্ম্মসমূহ, আত্মা হইতে এই সমুদয়ই উৎপন্ন হয় ।

২। তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো যুত্ম্য পশ্যতি ন রোগং
নোত দুঃখতাং সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ ইতি
স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুন-
শ্চৈকাদশ স্মৃতঃ শতং চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।
আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলভ্তে সর্ব-
গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্শস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসম্পারং দর্শয়তি
ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্বন্দ ইত্যচক্ষতে তং স্বন্দ ইত্যচক্ষতে।

২। তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ— ‘ন পশ্যঃ
(দর্শনকারী) যুত্ম্য পশ্যতি (দেখে), ন রোগম্ ন উত
দুঃখতাম্ (দুঃখকে)। সর্বম্ (২১) হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্বম্
আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সর্বশঃ (সর্ব+শম্; সর্বদা, সর্বত্র সম্পূর্ণ-
রূপে বা সর্বপ্রকারে) ইতি। সঃ একধা (‘সৃষ্টির পূর্বে’ এক)
ভবতি; ত্রিধা (তিন প্রকার; তেজ, অপ ও অন্ন) ভবতি, পঞ্চধা
(পাঁচ প্রকার), সপ্তধা (সাত প্রকার), নবধা (নয় প্রকার) চ
এব; পুনঃ চ একাদশঃ স্মৃতঃ (একাদশ বলিয়া কথিত হন), শতম্
চ দশ চ (—১১০), একঃ চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ (—১০২০)।

২। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে:—তত্ত্বদর্শী যুত্ম্যদর্শন করেন না,
রোগ দর্শন করেন না, এবং দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সমুদয়ই
দর্শন করেন, এবং সর্বদা সমুদয়ই লাভ করেন। তিনি সৃষ্টির পূর্বে এক,
তৎপরে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার হন; পুনশ্চ
তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ এবং একহাজার বিশ বলা হয়।
আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়; সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চল

আহারশুদ্ধৌ (আহারশুদ্ধি হইলে) সম্বশুদ্ধিঃ (সম্বার বিশুদ্ধত্ব); সম্বশুদ্ধৌ (সম্বার শুদ্ধি হইলে) ঐবা (নিশ্চল) শ্রুতিঃ, শ্রুতিলাভে (শ্রুতিলাভ হইলে; লভ = লভ্ + ঘঞ্) সর্বগ্রহীণাম্ (সমুদয় বন্ধনের; গ্রহি = বন্ধন) বিশ্রমোক্ষঃ (বিশেষরূপে মুক্তি)। তস্মৈ (দেই, ৪।১) মৃদিতকষায় (৪।১ : যাহার মলিনতা দূর হইয়াছে, তাহাকে; মৃদিত = বিনীত, বিদূরীত; মৃদ্ ধাতু হইতে। কষায় = মলিনতা) তমসঃ (অন্ধকারের) পারম্ (অপর পার, ২।১) দর্শয়তি (দেখাইলেন) ভগবান্ সনৎকুমারঃ। তম্ (সনৎকুমারকে) স্কন্দঃ ইতি ('স্কন্দ' এই নাম; স্কন্দ = জ্ঞানী) আচক্ষতে (বলিয়া থাকে), তম্ স্কন্দঃ ইতি আচক্ষতে (দ্বিগুণিত সমাপ্তিসূচক)। পাঠান্তর—(১) 'তদেষ শ্লোকো' স্থলে 'তদপোষ শ্লোকো'। (২) 'একধা' স্থলে 'একধেব'। (৩) 'তমসম্পারম্' স্থলে 'তমসঃ পারম্'। (৪) 'সনৎকুমারঃ' স্থলে 'সনৎকুমারম্'।

হয়; শ্রুতিলাভ হইলে সমুদয় গ্রহের বিমোচন হয়। ভগবান্ সনৎকুমার নারদের সমুদয় মলিনতা বিদূরীত করিয়া, তাহাকে অন্ধকারের পরপার দেখাইয়াছিলেন। (পণ্ডিতগণ) সনৎকুমারকে স্কন্দ (অর্থাৎ পরম জ্ঞানী) বলিয়া থাকেন।

মন্তব্য

৭।৬।২। 'পশ্চঃ' = দৃশ্ + শ, পাঃ ৩।১।১৩৭; ৭।৩।৭৮। সম্ভবতঃ প্রাচীন-কালে 'পশ্' নামক একটা ধাতুই ছিল। পালিভাষায় পস্‌পিস্‌পতি (= পশিস্যতি, পস্‌সিস্যামি, (পশিস্যামি) প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ আছে।

আহারশুদ্ধি বিষয়ে শব্দর এইরূপ বলেন—'যাহা আহরণ করা যায়, তাহাই আহার। মাহুয শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করে,

সুতরাং বিষয়োপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানও আহার। রাগদ্বৈবাদি এই বিজ্ঞানের মর্মা। সুতরাং জ্ঞান যদি রাগদ্বৈবাদি বিরহিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আহারশুদ্ধি বলা যাইতে পারে।’

সত্ত্বশুদ্ধি—সত্ত্বার বিশুদ্ধতা; সত্ত্ব বা সত্ত্বা শব্দের মৌলিক অর্থ অস্তিত্ব বা আত্মার স্বভাব। শব্দের মতে সত্ত্বা=অস্তঃকরণ। মুণ্ডকো-
পনিষদ (৩।১।৮) ‘জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ’ আছে। এস্থলে
সত্ত্বঃ=অস্তঃকরণ। কঠোপনিষদে আছে ‘মনসঃ সত্ত্বম্ উত্তমম্’
(২।৩।৭) ; এস্থলে সত্ত্ব=বুদ্ধি।

অষ্টমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

দহরবিদ্যা—বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মার একত্বজ্ঞান ও তৎফল

১। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম
দহরোহস্মিন্ অন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞা-
সিতব্যমিতি । .

২। তং চেদ্ ক্র্যুর্ধ্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং
বেশ্ম দহরোহস্মিন্ অন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যাতে যদশ্বেষ্টব্যং
যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ।

১। অথ (অনন্তর) যৎ ইদম্ (+ বেষ্ম = এই যে গৃহ) অস্মিন্
ব্রহ্মপুরে (এক ব্রহ্মপুরে = শরীরে) দহরম্ (অন্ন) পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম)
বেশ্ম (বেষ্মন্ ১।১ = গৃহ)। দহরঃ অস্মিন্ (ইহাতে) অন্তরাকাশঃ
(অভ্যন্তরস্থ আকাশ ; কিংবা অন্তঃ = অভ্যন্তরে) ; তস্মিন্ (তাহাতে)
যৎ (যাহা) অন্তঃ (অন্তর্ভুক্ত ; মধ্যে), তৎ (তাহা) অশ্বেষ্ট্যম্
(অশ্বেষণ করিতে হইবে), তৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষরূপে
জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে) ।

২। তম্ (আচার্য্যকে) চেৎ (যদি) ক্র্যুঃ (যদি বলে, ৩।২)
—‘যৎ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেষ্ম, দহরঃ অস্মিন্
অন্তঃ আকাশঃ, কিম্ (কি) তৎ (তাহা) অত্র (এখানে) বিদ্যাতে
(আছে), যৎ (যাহা) অশ্বেষ্ট্যম্ যৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ? ইতি
—সঃ আচার্য্য ক্র্যাৎ (বলিবেন) (১মঃ) :—

১। ‘অনন্তর এই (দেহরূপ) ব্রহ্মপুরে এই যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ,
ইহার মধ্যে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। ইহার মধ্যে যাহা, তাহাকে
অশ্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা
করিতে হইবে।’

২। (ইহা শুনিয়া যদি শিষ্যপণ) আচার্য্যকে বলেন—‘এই ব্রহ্ম-

৩। সক্রিয়াদ্যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তুর্হৃদয়
আকাশ উভে অগ্নিন্ দ্যাবাপৃথিবী অস্তরেব সমাহিতে উভাব-
গ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যোহাস্তি
যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদগ্নিন্ সমাহিতমিতি ।

৩। যাবান্ (যে পরিমাণ) বৈ অয়ম্ (এই) আকাশঃ, তাবান্
(সেই পরিমাণ) এষঃ (এই) অস্তঃ (অভ্যন্তরে) হৃদয়ে আকাশঃ ।
উভে (+দ্যাবা পৃথিবী; = উভয়) অগ্নিন্ (ইহাতে) দ্যাবাপৃথিবী
(বৈদিক শব্দ; = দ্যাবাপৃথিব্যো = দ্যৌ ও পৃথিবী) অস্তঃ এব
সমাহিতে (১।০; সমাহিত) উভৌ (উভয়) অগ্নিঃ চ বায়ুঃ চ,
সূর্য্যচন্দ্রামসৌ (সূর্য্য ও চন্দ্র; সমাসে ‘সূর্য্য’ শব্দে ‘অ’ উভৌ,
বিদ্যুৎ + নক্ষত্রাণি (বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ), যৎ চ (যাহা) অস্ত
দেহবান্ আত্মার) ইহ (ইহলোকে) অস্তি (আছে), যৎ চ
ন অস্তি—সর্ব্বম্ তৎ (সে সমুদয়) অগ্নিন্ (ইহাতে) সমাহিতম্ ইতি ।

পূরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র যে আকাশ—ইহার
মধ্যে এমন কি আছে যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং বিশেষ-
রূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? তাহা হইলে আচার্য্য বলিবেন—

৩। এই বহিঃস্থ আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ
আকাশও সেই পরিমাণ। দ্যৌ ও পৃথিবী এই উভয়েই ইহার
অভ্যন্তরে নিহিত; অগ্নি ও বায়ু উভয়ই, সূর্য্য ও চন্দ্র এতদুভয়ও,
বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ, এবং এই দেহবান্ আত্মার ইহলোকে যাহা
আছে এবং যাহা নাই—এ সমুদয়ই ইহাতে নিহিত ।

৪। তং চেদ্ ক্রয়ুরশ্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সৰ্বং সমাহিতং সৰ্বাণি চ ভূতানি সৰ্বে চ কামা যদৈতজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোহতিশিষ্যত ইতি ।

৫। স ক্রয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীৰ্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎসত্যং ব্রহ্মপুরমশ্মিন্‌কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্না বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পো যথা হেবেহ প্রজা অঘাবিশস্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপ-জীবন্তি ।

৪। তম্ (স্বাচার্য্যাকে) চেৎ (যদি) ক্রয়ুঃ (শিষ্যগণ বলেন) অশ্মিন্ (+ ব্রহ্মপুরে = এই ব্রহ্মপুরে) চেৎ ইদম্ (+ সৰ্বম্ = এই সমুদয়) ব্রহ্মপুরে সৰ্বম্ সমাহিতম্, সৰ্বাণি চ ভূতানি (সমুদয় ভূত) সৰ্বে চ কামাঃ (সমুদয় কামনা),—যদা (যখন) এতৎ (ইহা; এই শরীর, ১।১) জরাঃ (২।৩, বার্কিকাদশাকে) বা আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) প্রধ্বংসতে বা (কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)—কিম্ (কি) ততঃ (তখন; কিংবা ইহা হইতে ‘পৃথক্’) অতিশিষ্যতে (অতি+শিষ্+কৰ্ম্মবা = অবশিষ্ট থাকে) ইতি । পাঠান্তর—‘যদৈতজ্জরা’ স্থলে ‘যদৈনজ্জরা’ ।

৫। সঃ (তিনি) ক্রয়াৎ (বলিবেন)—‘ন (না) অস্ত (ইহার অর্থাৎ দেহের) জরয়া (জরা দ্বারা) এতৎ (ইহা, হৃদয়স্থ আকাশ) জীৰ্য্যতি (জ ; জীর্ণ হয়), ন বধেন বিনাশ দ্বারা) অস্ত (ইহার, দেহের) হন্যতে

৪। শিষ্যগণ যদি আচার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করেন ‘এই ব্রহ্মপুরে যদি সৰ্বভূত, সৰ্বকামনা—এই সমুদয়ই নিহিত থাকে, তাহা হইলে এই দেহকখন জরাগ্রস্ত হয়, কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন কি অবশিষ্ট থাকে?’

৫। (ইহার উত্তরে) আচার্য্য বলিবেন—‘দেহের জরা হইলে, অন্তরস্থ আকাশ জীর্ণ হয় না; দেহ নষ্ট হইলে, ইহা বিনাশপ্রাপ্ত

৬। তদ্ যথেষ্ট কৰ্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র
পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্ য ইহাশ্রানমননুবিদ্য
ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সৰ্বেষু লোকেষুকামচারো
ভবতি। অথ য ইহাশ্রানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্
কামাংস্তেষাং সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

(হনু, কর্মবা ; হত হয়)। এতৎ (ইহা) সত্যম্ ব্রহ্মপুরম্। অশ্মিন্ (ইহাতে)
কামাঃ (কামনাসমূহ) সমাহিতাঃ (নিহিত)। এষঃ (এই) আত্মা ; অপহত
পাপা (যাহার পাপ বিগত হইয়াছে ; পাপা = পাপ, দুঃখ, পাপনু শব্দ
১।১), বিজরঃ (জরারহিত), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিত), বিশোকঃ
(শোকরহিত) বিজিঘৎসঃ (ভোজনেচ্ছারহিত ; জিঘৎসা = ভোজন
করিবার ইচ্ছা ; ঘস্ খাতু, সন্) অপিপাসঃ (পিপাসারহিত)
সত্যকামঃ (সত্য যাহার কামনা) সত্যসকলঃ (সত্য যাহার সকল)।
যথা (যেমন) হি এব ইহ (ইহলোকে) প্রজাঃ (মানবগণ)
অনু+আবিশ্ণু (অনুবর্তন করে) যথা+অনুশাসনম্ (ক্রিঃ বিং ;
রাজশাসনানুসারে) যম্ যম্ অন্তম্ (যে যে প্রদেশকে ; কিংবা নিকটস্থ
যে যে বস্তুকে) অভিকামাঃ ভবন্তি (কামনা করে)—যম্ জনপদম্
(যে কোন জনপদকে), যম্ ক্ষেত্রভাগম্ (যে কোন ক্ষেত্রে)—
তম্ তম্ এব (সেই সেই বস্তুকে) উপজীবন্তি (উপভোগ করিয়া থাকে)।

৬। তৎ যথা (যেমন, ৪।১৬.৩ জঃ) ইহ (এই জগতে) কর্ম-
হুয় না। ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুত্র। ইহাতেই সমুদয় কামনা নিহিত
রহিয়াছে। ইনিই আত্মা এবং ইনিই পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যু-
রহিত, শোকরহিত ও ক্ষুধারহিত, সত্যকাম ও সত্যসকল। এই
পৃথিবীতে যদি মানব রাজার আদেশানুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলে সে
যে যে বস্তু কামনা করে—যে যে জনপদ, যে যে ক্ষেত্র (লাভের)
ইচ্ছা করে,—(রাজার অনুগ্রহে) সে সেই সেই বস্তু লাভ করে।

৬। কিন্তু কর্মলব্ধ এই সমুদয় বস্তু অর্থাৎ ক্ষেত্রজনপদাদি

জিতঃ (কৰ্মসকল; রাজসেবাদি কৰ্মদ্বারা লব্ধ) লোকঃ (ক্ষেত্রাদি) কীয়তে (করপ্রাপ্ত হয়), এবম্ এব (এই প্রকার) অমুহ (অদস্ + ত্র, 'অদস্' স্থানে 'অমু'; = পরলোকে) পুণ্যাক্রিতঃ (অগ্নিহোত্রাদি এবং দানাদি দ্বারা লব্ধ) লোকঃ (স্বর্গাদি) কীয়তে। তৎ যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ (আত্মাকে) অনহুবিদ্যা (না জানিয়া; লাভ না করিয়া; অহুবিদ্যা=জানিয়া বা লাভ করিয়া) ব্রজন্তি (পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়), এতান্ চ সত্যান্ কামান্ (এই সমুদয় সত্য কামনাকে), তেষাম্ (তাহাদিগের) সৰ্ব্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) অকামচারঃ (পরাদীনতা) ভবতি (হয়)। অথ (আর) যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ অহুবিদ্যা ব্রজন্তি, এতান্ চ সত্যান্ কামান্, তেষাম্ সৰ্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাধীনতা) ভবতি।

যেমন বিলাসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি পরলোকে ও পুণ্যাক্রিত লোক বিনিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্বলোকে পরাধীন হয়; আর যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে জানিয়া চলিয়া যান, সর্বলোকে তাহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে।

মন্তব্য

৮১১। ব্রহ্মপুরে = ব্রহ্মের পুরে। ব্রহ্মন্ ও পুর শব্দের সমাসে 'ব্রহ্মপুর' হইতে পারে। ব্রহ্মন্ ও পুর শব্দের সমাস করিলেও ঐ পদ সাধিত হয় (পা: ৫।৪।৭৪)।

৭।১।৪। কাহারও কাহারও মতে 'যদৈতজ্জরা বাপ্পোতি' = যদা + এতৎ + জরা + বা + আপ্পোতি = যখন জরা দেহকে প্রাপ্ত হয়। এখানে জরা ১।১ এবং এতৎ ২।১। আমরা যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে এতৎ ১।১, কর্তা এবং জরা: (২।৩) কৰ্ম। 'জরাবাপ্পোতি = জরা + অবাপ্পোতি'ও হইতে পারে।

কোন কোন গ্রন্থে ‘এতৎ’ স্থলে ‘এনৎ’ পাঠ আছে। এনৎ (২।১), সুতরাং এই পাঠ গ্রহণ করিলে ‘জরাঃ’ স্থলে ‘জরা’ (২।১) গ্রহণ করিতে হইবে।

৭।১।৫। ‘যম্ যম্ অন্তম্’, ‘যম্ জনপদম্’, ‘যম্ ক্ষেত্রভাগম্’, এই কয়েকটির একাধিক অর্থ হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন ‘অন্তম্’ কথাটি ‘জনপদম্’ এবং ‘ক্ষেত্রভাগম্’ এই দুইটির বিশেষণ; ইহার অর্থ নিকটস্থ। কাহারও কাহারও মতে এখানে ‘অন্তম্’ ‘জনপদম্’ ও ‘ক্ষেত্রভাগম্’ এই তিনটি বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে; ইহাদিগের মতে অন্তম্ = প্রদেশ। আবার কেহ বলেন, ‘অন্তম্’ কথাটিকেই ‘জনপদম্’ ও ‘ক্ষেত্রভাগম্’ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এস্থলে অন্তম্ = নিকটস্থ বস্তু বা প্রদেশ। তাহা হইলে অর্থ হইবে এই—“যে যে বস্তু কামনা করে, তাহা জনপদই হউক বা ভূমিখণ্ডই হউক।”

এই স্থলে ‘যথা’ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বাক্যটি আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু ‘তথা’ ব্যবহার করিয়া ইহা শেষ করা হয় নাই। ‘উপমান’ আছে ‘উপমেয়’ নাই। উহা অংশসহ সমুদয় বাক্য এই প্রকার হইতে পারে—যেমন এই পৃথিবীতে যদি.....বস্তু লাভ করে, (তেমনি যে ব্যক্তি ছন্দঃনিহিত সত্যস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার সমুদয় কামনার পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে)। বন্ধ-
নীর অভ্যন্তরে যে অংশ তাহাই উহা। আমরা এখানে অগ্ন্যগ্নকার অর্থ করিয়াছি। পঞ্চম মন্ত্রে ‘যথা’ আছে, ষষ্ঠমন্ত্রে ‘তৎযথা’ দ্বারা বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানে ‘তৎযথা’তে পঞ্চম মন্ত্রের ‘যথা’ পুনরুক্ত হইল। বাংলা অনুবাদে আমরা প্রথম ‘যথা’ পরি-
ভাগ করিয়াছি। এপ্রকার করায় আমাদিগকে বলিতে হইল না যে কিছু উহা থাকিল।

৭।১।৬। পাঠান্তর—‘কর্ষজিতো’ স্থলে ‘কর্ষাচেতো’; ‘পুণ্যজিতো’ স্থলে ‘পুণ্যচিতো’।

‘তৎ যে’ ইত্যাদি। ‘তৎ’ সর্কুলিঙ্গে এবং সর্কবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৭।১০।১, ৭।১১।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী শব্দের অর্থ দৃঢ় করিবার জন্য ‘তৎ’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য এম যজ্ঞের শেষ অংশ এবং ৬ষ্ঠ যজ্ঞের প্রথমাংশকে পৃথক পৃথক দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পঞ্চম যজ্ঞের শেষ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—প্রজাগণ যাহাকে প্রভু বলিয়া মনে করে, তাহার শাসনের অধীন হইয়া জনপদ ক্ষেত্রভাগাদি ভোগ করিয়া থাকে। এখানে প্রজার যেমন স্বাধীনতা নাই, তেমনি পুণ্যফলভোগেও মানুষের স্বাধীনতা নাই। শঙ্করাচার্য্য বলেন এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পুণ্যফলভোগের অস্বাভাব্য-দোষ দেখান হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ যজ্ঞে অত্র একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কর্মফলের ক্ষয় হইয়া থাকে।

অষ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

পরলোকে জ্ঞানীর কামনাপূরণ

১। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

১। সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব (সঙ্কল্প হইবা-
মাঈ) অস্ত (ইহার) পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) সম্+উৎ+তিষ্ঠন্তি
(পুরোভাগে উপস্থিত হন)। তেন পিতৃলোকেন (সেই পিতৃ-
লোকের সহিত) সম্পন্নঃ (সম্+পদ্; যুক্ত হইয়া) মহীয়তে
(মহি ধাতু; পূজনীয় হন, মহিমাযুক্ত হন)।

১। তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, সঙ্কল্পমাঈ পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

২। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য
মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৩। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য
ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৪। অথ যদি স্বশ্লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য
স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন স্বশ্লোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

২। অথ যদি মাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অশ্রু মাতরঃ
(মাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন (মাতৃগণের সহিত)
সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

৩। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অশ্রু ভ্রাতরঃ
(ভ্রাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন (ভ্রাতৃগণের সহিত)
সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

৪। অথ যদি স্বশ্লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অশ্রু স্বসারঃ
(ভগিনীগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন স্বশ্লোকেন (সেই ভগিনীগণের
সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

২। আর তিনি যদি মাতৃলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই মাতৃগণ
তঁাহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি মাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া
মহীয়ান্ হন।

৩। আর তিনি যদি ভ্রাতৃলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই ভ্রাতৃ-
গণ তঁাহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ভ্রাতৃলোকসম্পন্ন
হইয়া মহীয়ান্ হন।

৪। আর যদি তিনি স্বশ্লোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই স্বশ্লগণ
তঁাহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি স্বশ্লোকসম্পন্ন হইয়া
মহীয়ান্ হন।

৫। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাবেবাস্য
সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি । তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

৬। অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য
গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

৭। অথ যদি অন্নপানলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য-
পানে সমুত্তিষ্ঠতন্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

৫। অথ যদি সখিলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র সখায়ঃ
(সমুদয় সখা) সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন সখিলোকেন (সখাদিগের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

৬। অথ যদি গন্ধমাল্য-লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র
গন্ধমাল্যে (১২, গন্ধ ও মাল্য) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন
গন্ধমাল্যলোকেন (গন্ধমাল্যরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে
(১মঃ) ।

৭। অথ যদি অন্নপান-লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র
অন্নপানে (অন্ন ও পানীয়) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন
অন্নপান-লোকেন (অন্নপানরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে ।

৫। আর যদি তিনি সখিলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই সখিগণ
তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি সখিলোকসম্পন্ন হইয়া
মহীয়ান্ হন ।

৬। আর যদি তিনি গন্ধমাল্যরূপ লোক পাইবার অভিলাষ
করেন, সঙ্কল্পমাত্রই গন্ধমাল্যরূপ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়
এবং তিনি গন্ধমাল্যলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন ।

৭। আর যদি তিনি অন্নপান-রূপ-লোক কাহনা করেন, সঙ্কল্প-
মাত্রই অন্নপান-রূপ-লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি
অন্নপানলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন ।

৮। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পা-
দেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গীতবাদিত্রলোকেন
সম্পন্নো মহীয়তে।

৯। অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য
স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠতি। তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

১০। যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে,
সোহশ্চ সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি। তেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৮। অথ যদি গীত-বাদিত্র-লোককামঃ (বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র বা
বাদ্য) ভবতি, সঙ্কল্লাং এব অশ্চ গীতবাদিত্রে (গীত ও বাদিত্র)
সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন গীত-বাদিত্র লোকেন (গীত ও
বাদিত্রের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)। পাঠান্তর—(১) ‘বাদিত্র’
স্থলে ‘বাদিত’; (২) ‘বাদিত্রে’ স্থলে ‘বাদিতে’।

৯। অথ যদি স্ত্রীলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্লাং এব অশ্চ স্ত্রিয়ঃ
(নারীগণ) সমুত্তিষ্ঠতি (সমীপে উপস্থিত হয়); তেন স্ত্রীলোকেন
(নারীগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

১০। যম্ যম্ অশ্চম্ (যে যে বিষয়ের প্রতি; বা যে যে
প্রদেশের প্রতি; ‘অভি’ যোগে দ্বিতীয়া) অভিকামঃ (অভিলাষী)

৮। আর যদি তিনি গীতবাদিত্র-লোক কামনা করেন, সঙ্কল্প
মাত্রই গীতবাদিত্র লোক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি
গীতবাদিত্রলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৯। আর যদি তিনি নারীলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই নারী লোক তাঁহার
সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি নারীলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

১০। তিনি যে যে বিষয় (বা প্রদেশ) অভিলাষ করেন,
যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই তাহা তাঁহার নিকট
উপস্থিত হয়, তিনি তাহা লাভ করিয়া মহীয়ান্ হন।

ভবতি, যম্ কামম্ (যে যে কামনাকে) কাময়তে (কামনা করে)
সঃ (তাহা) অস্ত সৰুদ্রাৎ এব সমুত্তিষ্ঠতি; তেন (তাহার সহিত)
সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

মন্তব্য

৮।২।১। ‘পিতৃলোক’ অর্থ ‘পিতৃপুরুষগণের লোক’ নহে। এস্থলে
পিতৃপুরুষগণকেই লোক বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—“পিতৃপুরুষ-
গণ আমাদিগকে সুখ প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহারাও আমাদিগের
ভোগ্য বস্তু। এইজন্য ইহাদিগকেও লোক বলা হইয়াছে।” মাতৃ-
লোক, ভ্রাতৃলোক প্রভৃতিরও এই ব্যাখ্যা।

২ অষ্টমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত সত্য কামনা—

‘সত্য’ ও ‘হৃদয়ে’র নিরুক্ত

১। তইমে সত্যাঃ কামা অনূতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং
সতামনূতমপিধানং যো যো হৃদ্যোতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায়
লভতে।

১। তে ইমে (১।৩, সেই এই) সত্যাঃ কামাঃ (সত্য কামনা-
সমূহ) অনূত+অপিধানাঃ (অসত্য যাশদিগের আবরণ; অনূত
=অসত্য; অপিধানাঃ—আচ্ছাদনসমূহ, অপি+ধা ধাতু)। তেষাম্
সত্যানাম্ (সেই সত্যকামনাসমূহের) সতাম্ (আত্মাতে বর্তমান,
৬.৩; সৎ, ৬।৩) অনূতম্ (অসত্য) অপিধানম্ (আচ্ছাদন)।
যঃ যঃ (যে-যে ‘আত্মীয়’) হি অস্ত (ইহার) ইতঃ (এই পৃথিবী
হইতে) প্রৈতি (চলিয়া যায়), ন (না) তম্ (তাহাকে) ইহ
(এই পৃথিবীতে) দর্শনায় (দর্শন করিবার জন্য) লভতে (লাভ করে)।

১। কিন্তু এই সমুদয় সত্যকামনা অসত্য আবরণে আবৃত।

২। অথ যে চাসোহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্ছাত্তদিচ্ছন্ন
লভতে সৰ্ব্বং তদত্র গতা বিন্দতেহত্র হৃসৈতে সত্যাঃ কামা
অনুতাপিধানাঃ। তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজা
উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা
অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ।

২। অথ যে চ (যাহারা) অশ্র (ইহার; শব্দের মতে বিধান
জীবের) ইহ জীবাঃ (জীবিত) যে চ প্রেতাঃ (প্র+ই+ক্ত =
যে দূরে গমন করে=মৃত), যৎ চ অগ্নং (২।১; অগ্ন যে সমুদয়
বস্তু) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) ন লভতে (প্রাপ্ত হয়)—সৰ্বম্ তৎ
(সেই সমুদয়) অহ (এই স্থানে) গতা (গমন করিয়া) বিন্দতে
(লাভ করে)। অত্র হি অশ্র এতে সত্যাঃ কামাঃ অনুত+অপি-
ধানাঃ (১মঃ)। তৎ+যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ মন্তব্য্য' দৃষ্টব্য) অপি
(সঞ্চরন্তঃ+)- হিরণ্যনিধিম্ (স্বর্ণরূপ ধনকে) নিহিতম্ অক্ষেত্রজাঃ
(১।৩, ক্ষেত্রে নিহিত ধনের বিষয় যাহারা জানে না) উপরি+উপরি
(বারংবার) সঞ্চরন্তঃ (+অপি=বিচরণ করিয়াও) ন (না) বিন্দেয়ুঃ
(বিদ্; লাভ করিতে পারে),—এবম্ এব (এই প্রকার) ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ
প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রাণী) অহঃ+অহঃ (প্রতিদিন) গচ্ছন্ত্যঃ
(গচ্ছন্তী ১।৩; গমন করিয়া) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মলোকে)
ন বিন্দন্তি (লাভ করে) অনুতেন (অসত্য দ্বারা) প্রত্যাঢ়া (প্রতি
+উহ্; আচ্ছাদিত)।

এই সমুদয় সত্যকামনা আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও, অসত্য দ্বারা
আচ্ছাদিত। সেইজন্য ইহার (অর্থাৎ অজ্ঞান ব্যক্তির) কোন
আত্মীয় যদি ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে তাহাকে আর পৃথিবীতে
দেখিতে পায় না।

২। আর ইহার যে সমুদয় আত্মীয় জীবিত রহিয়াছে ও যে সমুদয়
আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং মানুষ ইচ্ছা করিয়াও যে সমুদয় বস্তু লাভ

৩। স বা এষ আত্মা হৃদি তস্মৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি
তস্মাক্ হৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকগেতি ।

৪। অথ য এষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ স্মৃথায় পরং
জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্নেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি
হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রজেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো
নাম সত্যমিতি ।

৩। সঃ বৈ এষঃ (সেই এই) আত্মা হৃদি (হৃদয়ে) ; তস্ম
(তাহার) এতদ্ এষ (ইহাই) নিরুক্তম্ (নিঃ+উক্তম্=ব্যাখ্যা.
মৌলিক অর্থ)—‘হৃদি অয়ম্’ ইতি ; তস্মাৎ (সেইজন্য) হৃদয়ম্
(হৃদয়ে এই নাম) । অহঃ+অহঃ বৈ এবম্+বিৎ (এই প্রকার
জ্ঞানসম্পন্ন) স্বর্গম্ লোকম্ (২।১, স্বর্গলোকে) এতি (গমন করে) ।

৪। অথ যঃ এষঃ (এই যে) সম্প্রসাদঃ (সম্+প্র+সদ+ঘঞ্ ।

করিতে পারে না—এ সমুদয়ই সেই হৃদয়াকাশে গমন করিয়া লাভ করে ।
মাহুষের সমুদয় সত্যকামনাই এই স্থলে বর্তমান ; কিন্তু সে সমুদয়
অসত্য আবরণ দ্বারা আবৃত । অক্ষেত্রজ ব্যক্তি যেমন ক্ষেত্রের
উপরে উপযু্যপরি বিচরণ করিয়াও ক্ষেত্রনিহিত স্ববর্ণধন লাভ
করিতে পারে না, তেমনি সমুদয় প্রাণী অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়াও (সত্য বস্তু) লাভ করিতে পারে না, কারণ তাহারা অসত্য
দ্বারা আচ্ছাদিত (বা বহির্ভাগে চালিত) ।

৩। এই আত্মা হৃদয়ে । তাহার নিরুক্ত এই :—

অয়ম্ (অর্থাৎ ইহা) হৃদি (অর্থাৎ হৃদয়ে) এইজন্য ইহার নাম হৃদয়ম্
(= হৃদি+অয়ম্) । যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে
গমন করেন (অর্থাৎ সুস্থিতিকালে হৃদয়াকাশে ব্রহ্মলাভ করেন) ।

৪। আর এই যে সম্প্রসাদ (অর্থাৎ প্রসাদযুক্ত গুণপ্রাপ্ত

৫। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সত্যীয়মিতি, তদ্ যৎ
সন্তদমৃতমর্থং যন্তি তন্মার্ত্যমর্থং যদ্ যৎ তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে
যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ।

প্রসঙ্গভাব। প্রসাদ গুণযুক্ত বলিয়া স্রবুপ্ত আত্মার নাম সম্প্রসাদ)
অস্মাৎ শরীরাত্ (এই শরীর হইতে) সমুখায় (উখিত হইয়া)
শ্বেন রূপেণ (২১, স্বীয়রূপে) অভিনিম্পদাতে (প্রকাশিত হয়) ।
এষঃ (ইনিই) আত্মা, ইতি হ উবাচ ; এতৎ (ইহা) অমৃতম্,
অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি । তস্ম হ বৈ এতস্তু ব্রহ্মণঃ (সেই এই
ব্রহ্মের) নাম সত্যম্ ইতি ।

৫। তানি হ বৈ এতানি ত্রীণি (সেই এই তিন) অক্ষরাণি
(অক্ষর সমূহ) সত্যীয়ম্ (= স + তী + যম্ ; স, ত এবং যম্ এই
তিনটি অক্ষর ; 'তী'র 'ঈ' উচ্চারণের জগ্ৰ) ইতি । তৎ যৎ (সেই
যে ; কিংবা তৎ = সেই স্থলে) 'সৎ' ('সৎ' এই অক্ষর ; কিংবা 'স' অক্ষর
'ৎ' উচ্চারণার্থ (তৎ (তাহা) অমৃতম্ ; অথ (তাহার পর) যৎ
(যে) তি ('ত' এই অক্ষর, 'ই' উচ্চারণের জন্য), তৎ মর্ত্যম্
(মরণশীল) ; অথ যৎ যম্ ('যম্' এই অক্ষর), তেন (তাহার দ্বারা)
উভে (২১২ ; ঠিকভাবে অর্থাৎ 'স' এবং 'ত' এই দুই অক্ষরকে)
যচ্ছতি (যম্ ; নিয়মিত করে, কর্তা (উহা) । যৎ (যেহেতু) অনেন
(ইহা দ্বারা ; 'যম্' অক্ষর দ্বারা) উভে যচ্ছতি, তস্মাৎ (সেইজন্য)
যম্ (ইহার নাম 'যম্') । অহমহঃ বৈ এবম্বিৎ (এই প্রকার
'জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি) স্বর্গম্ লোকম্ (২১, স্বর্গলোকে) এতি (গমন
করে) । পাঠান্তর—'সত্যীয়ম্' স্থলে 'সত্যীয়ম্' এবং 'সত্যীয়ম্' ।

পুরুষ)—যিনি শরীর হইতে উখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া
স্বরূপে প্রকাশিত হন—ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত ও অভয় ;
ইনিই ব্রহ্ম ; এই ব্রহ্মের নামই সত্য" (আচার্য্য এই কথা বলিলেন) ।

৫। (সত্যম্ এই শব্দের) এই তিনটি অক্ষর—সৎ (বা স),
তি, যম্ । এই যে 'সৎ' অক্ষর, ইহা অমৃত । আর যে 'তি'

অক্ষর তাহা মর্ত্য। ‘যম্’ অক্ষর দ্বারা এই উভয়কে (অর্থাৎ ‘সৎ’ ও ‘তি’কে অথবা অমৃত ও মর্ত্যকে) নিয়মিত করা হয়। বেহেতু ইহা দ্বারা এতদুভয়কে নিয়মিত করা হই, এইজন্ত ইহার নাম যম্। যিনি ইহা জানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন।

মন্তব্য

৮।৩।২। এই হৃদয়াকাশে বিশ্বচরাচর নিহিত। সৃষ্টির সময়ে সকলেই এই স্থলে ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়; এই সময়ে সকলেই বিশ্বচরাচর সহ ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে। তবে যে ইহা জানিতে পারে না তাহার কারণ অজ্ঞানতা। পাঠান্তর—‘কামঃ’ স্থলে ‘কামান্ত’ (= কামাঃ+তে, অকার পরে থাকায় ‘তে’র ‘এ’ লোপ)।

৮।৩।৩। এখানে ‘নিরুক্ত’ একটি সাধারণ শব্দ; অনেকেই মনে করেন ‘নিরুক্ত’ নামক গ্রন্থ বহু পরে রচিত হইয়াছিল। (২) হৃদয়ম্ = হৃদি+অয়ম্=ইনি হৃদয়ে। ‘হৃদয়ম্’ এবং ‘হৃদয়ম্’ এই দুইটি ব উচ্চারণ প্রায় এক। ঋষি বলিতেছেন—“ইনি (ইদম্) অর্থাৎ ব্রহ্ম হৃদয়ে (হৃদি), এইজন্ত তাহার বিষয় বলা হয় ‘হৃদয়ম্’। সুতরাং হৃদয়ম্=হৃদয়ই ব্রহ্ম।

৮।৩।৫। ‘সতাম্’ এবং ‘সতীয়ম্’ এই দুইটি শব্দের উচ্চারণ প্রায় একই; সুতরাং মনে করিবার লইতে হইবে এ দুইটি একই কথা। (২) শঙ্কর ও আনন্দগিরি বলেন—এইমন্ত্রে একস্থলে ‘তী’ অপরা স্থলে ‘তি’। ‘সতীয়ম্’ শব্দে ‘তী’; এস্থলে ‘ত’ অক্ষরে ‘ঈ’। ‘যৎ তি’ অংশে ‘তি’; এ স্থলে ‘ত’ অক্ষরে ‘ই’। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই ‘ঈ’ এবং ‘ই’ কেবল উচ্চারণের জন্য, ইহাদিগের অর্থ কোন অর্থ নাই। সুতরাং সতীয়ম্=স+ত+য়ম্। (৩) মোক্ষ-মূলার বলেন ‘সতীয়ম্’ পাঠ গ্রহণ না করিয়া ‘সতীয়ম্’ পাঠ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সতীয়ম্=সৎ+তী+য়ম্। এই শব্দের পরে প্রথমে ‘সৎ’ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সতীয়ম্ পাঠ হইলে ‘স’ বর্ণের ব্যাখ্যা দেওয়া হইত। (৪) বৃহদারণ্যক

উপনিষদে 'সত্যম্' শব্দের 'স' 'ত' এবং 'বম্' এই তিন অক্ষরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলেও মন্ত্রে 'ত' স্থলে 'তী' ব্যবহৃত হইয়াছে (৫।৫।১)। (৫) তৈত্তিরীয় উপনিষদে সত্য = 'সত্য' এবং ত্যং (২৬)।

অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (১)

১। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন স্কৃতিং ন দুষ্কৃতিং সর্ব্বৈ পাপানানোহতো নিবর্ত্তন্তেহপহতপাপা হেয ব্রহ্মলোকঃ।

১। অথ (অনন্তর) যঃ (যিনি) আত্মা, সঃ (তিনি) সেতুঃ, বিধৃতিঃ (ধারণকর্ত্তা) এষ স্ লোকানাম্ (এই স্বর্গাদি লোক সমূহের) অসংভেদায় (= অ + সম্ + ভেদায় = ভিন্ন না হইয়া যায় এইজন্য)। ন এতম্ সেতুম্ (এই সেতুকে) অহোবাত্রে (১।২. দিবস ও রাত্রি) তরতঃ (তৃ লট্ ৩২; পার হইয়া যায়); ন জরা, ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন স্কৃতিম্, ন দুষ্কৃতিম্। সর্ব্বৈ পাপানঃ (সমুদয় পাপ পাপান্ শব্দ) অতঃ (ইহা হইতে) নিবর্ত্তন্তে (ফিবিয়া আইসে)। অপহত-পাপা (বিগত-পাপ) ৬ এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্ম-রূপ লোক)।

১। অনন্তর এই যে আত্মা, ইনি সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ বাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এইজন্য ইনি বিধৃতি (হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন)। অহোরাত্র এই সেতু পার হইতে পারে না; না জরা, না মৃত্যু, না শোক, না স্কৃতি, না দুষ্কৃতি, (কেহই) ইহা পার হইতে পারে না। সমুদয় পাপ ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় (কারণ) এই ব্রহ্মলোক পাপবিহীন।

২। তস্মাদ্ভা এতং সেতুং তীৰ্হাংকঃ সন্ননকো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতুপতাপী সন্নপতাপী ভবতি তস্মাদ্ভা এতং সেতুং তীৰ্হাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সন্ধুদ্বিভাতো হেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ।

৩। তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যোগানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেবাং সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ।

২। তস্মাৎ (সেইজন্য) বৈ এতম্ সেতুম্ (এই সেতুকে) তীৰ্হা (পার হইয়া) অন্ধঃ সন্ (অন্ধ হইলেও) অনন্ধঃ (চক্ষুশ্চক্ষুঃ, অন্ধ নয় এমন) ভবতি (হয়) ; বিদ্ধঃ সন্ (বিদ্ধ বা আহত হইলেও) অবিদ্ধঃ (বিদ্ধ নয় এমন) ভবতি ; উপতাপী সন্ (সন্তপ্ত হইলেও) অহুপতাপী (সন্তাপবিহীন ; উপতাপী নয় এমন) ভবতি । তস্মাৎ বৈ এতম্ সেতুম্ তীৰ্হা, অপি নক্তম্ (রাত্রিও) অহঃ এব (দিন রূপেই) অভিনিষ্পদ্যতে (প্রকাশিত হইয়া থাকে) ; সন্ধুং বিভাতঃ (নিত্য বিভাসিত) হি এব এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ ।

৩। তৎ+যে (যাহারা) এব এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মলোকে) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা) অনুবিন্দন্তি (লাভ করেন) তেষাম্ এব (তাহাদিগেরই) এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ ; তেষাম্ সৰ্বেষু লোকেষু (সমুদয় লোকে) কামচারঃ ভবতি (হয়) ।

২। সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে অন্ধ চক্ষুশ্চক্ষুঃ হয়, বিদ্ধ ব্যক্তি আর বিদ্ধ থাকে না এবং সন্তাপযুক্ত ব্যক্তির সন্তাপ দূরীভূত হয় । সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে, রাত্রিও দিন হয়, কারণ এই ব্রহ্মলোক চিরজ্যোতিমান ।

৩। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তাহাদেরই এই ব্রহ্মলোক ; সমুদয় লোকে তাহাদিগের কামচরণ ।

মন্তব্য

৮।৪।১ সেতু শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ—(ক) দুই ক্ষেত্রে পৃথক রাখিবার জন্য যে ‘আলি’ দেওয়া হয় তাহার নাম সেতু। (খ) জলাভূমির মধ্যদিয়া যে বাঁধ দেওয়া হয় কিংবা জলের এক পার হইতে অপর পারে যাইবার জন্য যে ‘সাঁচো’ প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম সেতু। এখানে প্রশ্ন এইঃ—এখানে সেতুকে পৃথক রাখিবার হেতু বলা হইয়াছে, না সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে? অনেকেই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহার পরের মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে এক-গোকে যাইতে হইলে এই সেতুই পার হইয়া যাইতে হয়। সুতরাং এই মন্তব্যে ‘সেতু’কে সংযোগেরই হেতু বলিতে হইবে।

(২) অসম্ভেদায় = অ+সম্+ভেদায়। ভেদ = ভিদ্+ঘঞ্ চতুর্থী একবচনে ভেদায়। ভেদ করিয়া, প্রবেশ করা, ভিন্ন করা, বিস্তারণ করা ইত্যাদি অনেক অর্থে ভিদ্ ধাতু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ‘অসম্ভেদায়’ শব্দেরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে (১) মিশ্রিত না হইয়া যাওয়া এই জন্য। (২) ভিন্ন না হইয়া যায় এই জন্য। (৩) বিদীর্ণ না হইয়া যায় বা বিনষ্ট না হইয়া যায় এই জন্য। (শব্দর)।

যাঁহারা সেতুকে পৃথক রাখিবার হেতু বলেন তাঁহারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন; আর যাঁহারা সংযোগের হেতু বলেন তাঁহারা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৮।৪।২। কেহ কেহ ‘সকৃৎ’ স্থলে ‘অসকৃৎ’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অভিনিষ্পদ্যতে+অসকৃৎ = অভিনিষ্পদ্যতে সকৃৎ, সন্ধিতে অকারের লোপ। ইহারা বলেন সকৃৎ = একবার; অসকৃৎ = নিত্য। কিন্তু, ‘নিত্য’ অর্থে ‘অসকৃৎ’ ব্যবহৃত হইতে পারে কি না সন্দেহ, ‘অসকৃৎ’ শব্দের অর্থ ‘বহুবার’। যাহা বহুবার ঘটে, তাহা অবশ্যই নিত্য নহে। নুসিংহোত্তরতাপনায় উপনিষদে ‘স্ববিভাতম্ সকৃৎবিভাতম্’ (৯), যুক্তিকোপনিষদে ‘পরম্ সকৃৎবিভাতম্’ (২।৭১), এবং পৌড়পাদ কারিকাতে

‘সকৃৎবিভাতম্’ (৩।৩৬, ৪।৮১) এর ব্যবহার আছে। এসমুদয় স্থলে
সকৃৎ = নিত্য। চাঃ উঃ ৩।১১৩ অংশে ‘সকৃদ্দিবা’ ব্যবহৃত হইয়াছে।
এস্থলেও সকৃৎ = নিত্য।

৮।৪.৩ ‘তং য়ে’ বিষয়ে ৮।১।৬ মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ফেহ কেহ বলেন
‘তং’ = এই বিষয়ে, কিংবা ‘এই বিষয়ে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলে।’

— — —

অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মচর্য্যরূপে নানা বস্তুর উল্লেখ — ব্রহ্মলোকের বর্ণনা(২)

১। অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ
হোব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেহথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব
তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হোবেষ্টা আনমনুবিন্দতে।

১। অথ যং (যাহাকে) ‘যজ্ঞঃ’ ইতি আচক্ষতে (‘লোকে’ বলে)
ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তং (তাহা)। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব (ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা) ই
যঃ জ্ঞাতা (যিনি জ্ঞান) তম্ (তাহাকে, ব্রহ্মলোকে) বিন্দতে
(লাভ করে)। অথ যং ‘ইষ্টম্’ (ইষ্ট = যজ্ঞ, যজ্ঞ দ্বারা হইতে;
অর্থ পূজা করা) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তং। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি
এব ইষ্টা (ইষ্ + ক্তা, অনুসন্ধান করিয়া) আনমন্ (আত্মাকে)
অনুবিন্দতে (লাভ করে)।

১। যাহাকে ‘যজ্ঞ’ বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ যিনি জ্ঞাতা
(যঃ জ্ঞাতা), তিনি ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যাহাকে
‘ইষ্ট’ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ ব্রহ্মচর্য্য সহকারে অনুসন্ধান
করিয়াই (ইষ্টা) আত্মাকে লাভ করা হয়।

২। অথ যৎ সজ্জায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্ম-
চর্য্যেণ হোব সত আত্মনপ্রাপণং বিন্দতেহথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে
ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হোবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে।

৩। অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদেষ হাত্মা
ন নশ্চতি যৎ ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। অথ যদরণ্যায়নমিত্যা-
চক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈ গ্যশ্চারণৌ ব্রহ্মলোকে
তৃতীয়স্থামিত্তো দিবি। তদৈরং মদীয়ং সরস্তুদশ্বথঃ সোমসবন-
স্তদপরাঙ্গিতা পূব্রক্ষণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্।

২। অথ যৎ 'সজ্জায়নম্' (সজ্জ+অয়নম্; সজ্জ=যজ্ঞ; অয়ন=
গতি। দীর্ঘগালব্যাপী যজ্ঞ বিশেষ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব
তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব সতঃ (সংস্বরূপ হইতে) আত্মনঃ (জীবাত্মার)
ত্রাণম্ বিন্দতে। অথ যৎ মোনম্ (যজ্ঞারম্ভে মোনভাব) ইতি
আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব আত্মানম্ অহু-
বিদ্যা (লাভ করিয়া, অবগত হইয়া) মনুতে (মন করে)।

৩। অথ যৎ অনাশকায়নম্ (অনাশক+অয়নম্=উপবাসব্রত)।
অশ্ ভক্ষণে; ইহা হইতে আশক=ভক্ষণ; অনাশক=উপবাস;
অয়ন=গতি, পথ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ।
এষঃ (এই) হি আত্মা ন (না) নশ্চতি (বিনিষ্ট হয়) যম্
(যে আত্মাকে) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা) অহুবিন্দতে।

২। যাহাকে 'সজ্জায়ন' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ ব্রহ্মচর্য্য
দ্বারাই সংস্বরূপ হইতে (সতঃ) আত্মার ত্রাণ (আত্মনঃ ত্রাণম্)
লাভ করা হয়। যাহাকে 'মোন' বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ
ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে অবগত হইয়া 'মনন' করা হয়।

৩। যাহাকে অনাশকয়ন (=অনুশনব্রত) বলা হয় তাহাও
ব্রহ্মচর্য্য, কারণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয়, তাহার
নাশ হয় না (ন নশ্চতি)।

৪। তদ্য এবৈবতাবরং চ গ্যং চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যো-
গানুবিন্দ্ভি, তেষামেবৈব ব্রহ্মলোকস্তেথাং সৰ্ব্বেষু লোকেষু
কামচারো ভবতি ।

অথ যৎ অরণ্যায়নম্ (অরণ্য + অয়নম্ = অরণ্যে বাস) ইতি
আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ । তৎ (সেখানে) অরঃ চ (‘অর-
নামক) বৈ গাঃ চ (ও গা নামক) অর্ণবৌ (অর্ণবদ্বয়) ব্রহ্ম-
লোকে তৃতীয় শ্রাম্ (+ দিবি = তৃতীয় ছালোকে) ইতঃ (ইদম্ +
তস্ = এই স্থল হইতে) দিবি (স্বর্গে) তৎ (সেই স্থলে ঐরম্ +
মদৌঃ + (ঐরম্মদৌঃ নামক ; ইরা = অন্ন ; ঐরঃ = ইরাময়, মণ্ড, ঐরম্
= মণ্ডপূর্ণ ; মদৌঃ = মনকর, হর্ষোৎপাদক ; সরঃ) সরোবব । তৎ
অশ্বথঃ সোমসবনঃ (সোমস্রাবী ; কিংবা সোমসবন নামক) । তৎ
অপরাজিতা (অপরাজিতা নামক ; এই অপরাজিতা শব্দের অর্থ
‘বাহা পরাজিত হয় না’) পূঃ (পূর্ ‘জীঃ ১১১, = পুরী) ব্রহ্মণঃ
(ব্রহ্মের), প্রভুবিমিতম্ (প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মকর্তৃক নির্মিত ‘মণ্ডপ’
বিমিত = বাহা বিশেষভাবে নির্মিত, এস্থলে মণ্ডপ) হিরণ্যম্ (স্তবর্ণময়) ।

৫। তৎ যে (যাহারা) এব এতৌ (এই দুই ২১২) অরম্
চ গ্যম্ চ (‘অর’ ও ‘গা’ নামক, ২১১) অর্ণবৌ (অর্ণবদ্বয়কে)
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা) অনুবিন্দ্ভি (লাভ করেন),
তেষাম্ (তাহাদিগের) এব এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ ; তেষাম্ সৰ্ব্বেষু
লোকেষু (সৰ্ব্বলোকে) কামচারঃ (স্বাধীন আচরণ) ভবতি (হয়) ।

তাহার পর যাহাকে ‘অরণ্যায়ন’ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য, কারণ এই
পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে,—ব্রহ্মলোকে—‘অর’ ও ‘গা’ নামক দুই অর্ণব
আছে । সেইস্থলে ‘ঐরম্মদৌঃ’ নামক সরোবর, সোমরসস্রাবী অশ্বথবৃক্ষ
‘অপরাজিতা’ নামক ব্রহ্মের পুরী এবং ‘প্রভুবিমিত’ নামক মণ্ডপ আছে ।

৪ । যাহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে ‘অর’ ও ‘গা’ নামক অর্ণবদ্বয়
লাভ করেন, এই ব্রহ্মলোক তাহাদিগেরই ; সৰ্ব্বলোকে তাহাদের কামচরণ ।

মন্তব্য

৮৫।৪। এই যুগে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর সাধক ছিলেন। এক শ্রেণীর সাধক কর্মবাদী ছিলেন, আর এক শ্রেণীর সাধক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কর্মবাদিগণ যাগযজ্ঞ লইয়া থাকিতেন আর জ্ঞানবাদিগণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমাদির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেন। আমাদেরিগের ঋষি কর্মবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানবাদীদিগের মত অস্বীকার করেন; তিনি দেখাইতে চাহেন যে যজ্ঞাদিকেও ব্রহ্মচর্য্য বলা যাইতে পারে। ভাষার সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি নিজমত সমর্থন করিয়াছেন।

(ক) কর্মবাদী বলেন ‘যজ্ঞ’ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়; জ্ঞানবাদী বলেন ‘যঃ জ্ঞাতা’ (=যিনি জ্ঞাতা) তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যজ্ঞ এবং ‘যঃ জ্ঞাতা’ এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ‘যঃ’ শব্দের ‘য’ এবং ‘জ্ঞাতা’ শব্দের ‘জ্ঞ’ লইলেই ‘যজ্ঞ’ হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ঋষি বলিতেছেন যজ্ঞই ব্রহ্মচর্য্য।

(খ) ‘ইষ্টা’ শব্দের দুই অর্থ—(১) যজ্ + ক্তা = যজন করিয়া, পূজা করিয়া। (২) ইষ্ + ক্তা = অন্বেষণ করিয়া। ‘ইষ্ট’ কথ্যে অর্থাৎ যজ্ঞকর্মে পূজা করিয়া (ইষ্টা) ব্রহ্মলোক লাভ করা হয়; আবার ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া (ইষ্টা) ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। উভয় স্থলেই ‘ইষ্টা’। সুতরাং ইষ্টই ব্রহ্মচর্য্য।

(গ) ‘সভ্রায়ণ’ একটা বিশেষ যজ্ঞ। ‘সভ্রায়ণ’ যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করা যায় আবার ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাও ‘সতঃ আত্মনঃ ত্রাণম্’ অর্থাৎ সংস্করণ হইতে আত্মার ত্রাণ লাভ করা যায়। ‘সভ্রায়ণ’ এবং ‘সতঃ আত্মনঃ ত্রাণম্’ এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং সভ্রায়ণই ব্রহ্মচর্য্য।

(ঘ) যজ্ঞের আরম্ভে ‘মৌন’ অবলম্বন আবশ্যিক। আবার ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মাকে মনন করা যায় (মন্ত্ৰতে)। ‘মৌন’ এবং মন্ত্ৰতে উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং মৌনই ব্রহ্মচর্য্য।

(৬) ‘অনাশকায়ন’ শব্দের দুই অর্থ :—(১) অনাশক + অয়ন = উপবাস ব্রত ; অণ্ ধাতু = ভক্ষণ করা ; আশক = ভক্ষণ ; অনাশক = উপবাস। (২) যাহাতে নাশ হয় না তাহাই অনাশক। এই প্রকার পণের নাম ‘অনাশকায়ন’। যজ্ঞেও অনাশকায়ন এবং ব্রহ্মচর্যেও অনাশকায়ন। সূত্রবাং যজ্ঞের অনাশকায়নই ব্রহ্মচর্য।

(৮) অরণ্য শব্দের দুই অর্থ :—(১) বৃন ; (২) অৱ এবং ণ্য নামক অৰ্ধবহয়। কর্মপথে অরণ্যায়ন (অর্থাৎ বনগমন বিধি) আবার জ্ঞানপথেও অরণ্যায়ন (অর্থাৎ অৱ ও ণ্য নামক অৰ্ধবহয় লাভ)। সূত্রবাং অরণ্যায়নই ব্রহ্মচর্য।

(২)। কৌষীতক উপনিষদে যে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ‘অৱ’ নামক হ্রদ, বিজরা নদী, ইন্দ্র বৃক্ষ, সালজ্য নগর, ‘অপব্যঙ্কিত’ প্রাসাদ, ‘বিভূষিত’ মণ্ডপ, ‘বিচক্ষণা’ সিংহাসন, ‘অমিক্কা’ নামক পর্বত ইত্যাদি সেই ব্রহ্মলোকে বর্তমান রহিয়াছে।

অষ্টমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সংযোগ—ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বার

১। অথ গা এতান্ন হৃদয়স্ত নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্তানি স্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্ত নীলস্ত পীতস্ত লোহিতস্তেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এব শুক্ল এব নীল এব পীত এব লোহিতঃ।

১। অথ যাঃ এতাঃ (+ নাডাঃ = এই যে নাড়ী সমূহ) হৃদয়স্ত (হৃদয়ের) নাডাঃ (নাড়ীসমূহ), তাঃ (সে সমুদয়) পিঙ্গলস্ত

১। হৃদয়ের এই যে নাড়ীসমূহ—এ সমুদয় পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণের সূক্ষ্মরস দ্বারা পরিপূর্ণ। এই আদিত্যই পিঙ্গল, এই (আদিত্যই) শুক্ল, ইহা নীল, ইহা পীত এবং ইহা লোহিত বর্ণ।

২। তদ্ব যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং
চৈবমেবৈতা আদিত্যশ্চ রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং
চামুশ্চাদিত্যাং প্রত্যয়ন্তে তা আশু নাড়ীষু স্ফুটী আভ্যো।
নাড়ীভ্যঃ প্রত্যয়ন্তে তেহমুশ্মিনাদিত্যে স্ফুটীঃ।

(পিঙ্গলবর্ণের) অনিয়ম : (অণুপরিমাণ, ৬।১) তিষ্ঠন্তি (রহিয়াছে)।
শুক্লশ্চ (শুক্লবর্ণের) নীলশ্চ (নীলবর্ণের) পীতশ্চ (পীতবর্ণের) লোহিতশ্চ
(লোহিতবর্ণের) ইতি । অসৌ (ঐ) বৈ আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষঃ
(এই আদিত্য) শুক্লঃ এষঃ নীলঃ, এষঃ পীতঃ, এষঃ লোহিতঃ ।

মন্তব্য—বৃহদারণ্যক উপনিষদেও অত্বরূপ একটা মন্ত্র আছে (৪।৩।২০)।

২। তৎ যথা (যেমন ; ৪।৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ) মহাপথঃ (বিস্তীর্ণ
পথ) আততঃ (প্র + তন্ ; বিস্তৃত) উভৌ গ্রামৌ (২।২, দুই গ্রামে)
গচ্ছতি (গমন করে)। ইমম্ চ (এই গ্রামে, ২।১) অমম্ চ (ঐ
গ্রামে) ; এবম্ এব (এই প্রকারেই) এতঃ “ (এই সমুদয়) আদিত্যশ্চ
আদিত্যের রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ, জ্যৈঃ, ইহার বিশেষণ এতঃ) উভৌ
লোকৌ (২।২, উভয় লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে) ইমম্ চ
(২।১, এইলোকে) অমম্ চ (ঐ লোকে) । অমুশ্মাং আদিত্যাং
(ঐ আদিত্যালোক হইতে) প্রত্যয়ন্তে (প্র + তন্ কৰ্ম বা ; বিস্তৃত
হয়), তাঃ (সেই সমুদয়) আশু নাড়ীষু (এই সমুদয় নাড়ীতে)
স্ফুটীঃ (প্রবিষ্ট হয় ; স্ফুট্ ধাতু), আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ (এই সমুদয়
নাড়ী হইতে) প্রত্যয়ন্তে, তে, তাহারা ; রশ্মিসমূহ পুং) অমুশ্মিন্
আদিত্যে (ঐ আদিত্যে) স্ফুটীঃ (প্রবিষ্ট হয়) । পাঠান্তর—
“ আদিত্যশ্চ রশ্ময়ঃ ” স্থলে “ আদিত্যরশ্ময়ঃ ” ।

২। যেমন এক মহাপথ বিস্তৃত হইয়া উভয় গ্রামে গমন করে—এই
গ্রামে এবং ঐ গ্রামে ; তেমনি আদিত্যের রশ্মিসমূহ ও উভয় লোকেই
গমন করে—এই লোকে এবং ঐ লোকে । রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্য-
হইতে বিস্তৃত হয় (এবং বিস্তৃত হইয়া) তাহারা এই সমুদয়

৩। তদ্ যত্রৈতৎ স্পৃশ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজ্ঞানাত্যামু তদা নাড়ীষু স্পৃশ্তো ভবতি তন্ন কচ্চন পাপানু স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি ।

৪। অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহর্জানাসি মাং জানাসি মামিতি । স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি ।

৩। তৎ (+এতৎ = সেই এই জীব; ক্লীং বৈদিক) যত্র (যখন) এতৎ (এই জীব; তৎ+) স্পৃশ্তঃ (নিদ্রিত) সমস্তঃ (একীভূত) সম্প্রসন্নঃ (সম্যাকরূপে প্রসন্নতাপ্রাপ্ত) স্বপ্নম্ ন বিজ্ঞানাতি (জ্ঞানে) আস্থ (+নাড়ীষু = এই সমুদয় নাড়ীতে) তদা (তখন) নাড়ীষু (নাড়ীতে) স্পৃশ্তঃ (প্রবিষ্ট) ভবতি (হয়), তম্ (তাহাকে) ন কঃ+চন্ (+পাপানু = কোন পাপ) পাপানু (পাপ; পাপানু শব্দ) স্পৃশতি (স্পর্শ করে); তেজসা ('সূর্য্যের' তেজের সহিত) হি তদা (তখন) সম্পন্নঃ (যুক্ত) ভবতি (হয়) ।

৪। অথ যত্র (যখন) এতৎ (ক্লীং বৈদিক = এষঃ = এক জীব) অবলিমানম্ (দৌর্জল্যা ২।১, অ+অলিনন্, বল শব্দ হইতে) নীতঃ ভবতি (প্রাপ্ত হয়), তম্ অভিতঃ (তাহার চারিদিকে; 'তম্' নাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার তাহারা এই নাড়ী হইতে বিস্তৃত হয় (এবং বিস্তৃত হইয়া) তাহারা ঐ সূর্য্যে প্রবেশ করে ।

৩। জীব নিদ্রিত হইলে যখন সে একীভূত হয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ ভোগ্য বিষয় সমূহ ত্যাগ করিয়া একত্র হয়) ও সম্যক প্রসন্নতা লাভ করে এবং স্বর্গ দর্শন কবে না, তখন সে এই সমুদয় নাড়ীতে প্রবেশ করে, কোন পাপ (তখন) তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং সে তেজঃ সম্পন্ন হয় (অর্থাৎ সূর্য্যের তেজের সহিত সংযুক্ত হয়) ।

৪। যখন মানুষ (রোগগ্রস্ত হইয়া) অত্যন্ত দুর্বল হয়, তখন

৫। অথ যট্রতদস্মাচ্ছরীরাঙ্কুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মি-
ভিরুদ্ধমাক্রমতে স ওমিতি বা হোদ্ধা মীয়তে স যাবৎ ক্ষিপোন্মন-
স্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং
নিরোধোহবিদুষাম্।

২।১, অভিতঃ যোগে), আসীনাঃ (আসীন হইয়া) আঙ্কঃ (বলিয়া
ধাকে 'জানাসি মাম্' ('আমাকে কি চেন ? ') 'জানাসি মাম্' ইতি
—সঃ (সে) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর
হইতে অঙ্কুৎক্রান্তঃ) উৎক্রান্ত না হয়, ভবতি তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত)
জানাতি (চিনিতে পারে)।

৫। অথ (আর) যত্র এতৎ (ক্রাঃ বৈদিক ; = এষঃ = এই জীব)
অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) উৎক্রামতি (উৎক্রান্ত হয়)
অথ (তখন) এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ (এই সমুদয় রশ্মিদ্বারা) উর্দ্ধম
(উর্দ্ধদিকে) আক্রমতে (গমন করে ; বা গমন করিতে আরম্ভ
করে)। সঃ (সে) 'ওম্' ইতি ("ওম্" এই 'অক্ষর ধ্যান করিলে')
বা হ (নিশ্চয়ার্থ অব্যয় = এব) উৎ (উর্দ্ধে) বা (নিশ্চয়ই) মীয়তে
(যুত হয়, মরিয়া চলিয়া যায়)। সঃ (সে), যাবৎ (যে সময়)
ক্ষিপোৎ (এক বিঘ্ন হইতে অল্প বিঘ্নে যাইতে পারে) মনঃ, তাবৎ
(সেই সময়ে) আদিত্যম্ (২।১) গচ্ছতি (গমন করে)। এতৎ
বৈ (ইহাই) খলু (নিশ্চয়) লোকদ্বারম্ (ব্রহ্মলোকে যাইবার দ্বার)।
বিদুষাম্ (বিদ্বানদিগের) প্রপদনম্ (প্রবেশ) ; নিরোধ (প্রবেশের
বাধা) অবিদুষাম্ (অবিদ্বানদিগের)।

সকলে তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করে—'আমাকে
কি চেন ?' 'আমাকে কি চেন ?' সে যে পর্য্যন্ত এই দেহ হইতে
চলিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত সে (তাহাদিগকে) চিনিতে পারে।

৫। যখন এই পুরুষ এই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় তখন এই
রশ্মিসমূহ দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিতে থাকে। 'ওম্' এই অক্ষরের

৬। তদেষ শ্লোক :—

শতং চৈকা চ হৃদয়স্যানাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োৰ্ব্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ক্ণা উৎক্রমণে ভবন্তি

উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

৬। তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ :—

শতম্ চ একা চ (১০১টী) হৃদয়ন্ত (হৃদয়ের) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) ।
তাসাম্ (+ একা = তাহাদিগের একটি নাড়ী) মূর্ধানম্ অভি (মূর্ধার
অভিমুখে; ‘অভি’ যোগে ‘মূর্ধানম্’ ২য়া) নিঃসৃত (নিঃসৃত হইয়া)
একা (একটি নাড়ী) । তয়া (সেই নাড়ী দ্বারা) উৰ্দ্ধম্ আয়ন
(উৰ্দ্ধদিকে গমন করিয়া; আয়ন—আ+ই, শতৃ) অমৃতত্বম্ (২।১)
এতি (প্রাপ্ত হয়) । বিষঙ্ক্ণা (+ভবন্তি; নানাদিকে গতিবিশিষ্ট
হয়) অগ্নাঃ (অগ্নি নাড়ীসমূহ) উৎক্রমণে (উৎক্রমণ বিষয়ে) ভবন্তি
(হয়) উৎক্রমণে ভবন্তি (কঠ ৬।১৬ব্রঃ) ।

ধ্যান করিতে করিতেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে
নিশ্চয়ই উৰ্দ্ধে গমন করে। এক বিষয় হইতে অগ্নি বিষয়ে যাইতে
মনের যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ে সে আদিত্যে গমন করে।
এই আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দ্বার। যাহারা বিদ্বান্, তাহারা প্রবেশ
করে, আর যাহারা বিদ্বান নহে, তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না।

৬। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে :—

হৃদয়ের ১০১টী নাড়ী আছে; তাহাদিগের একটি মূর্ধা পর্যন্ত
গমন করিয়াছে। যিনি এই নাড়ীদ্বারা উৰ্দ্ধদিকে গমন করেন, তিনি
অমৃতত্ব লাভ করেন। অপর নাড়ী সমুদয় বিভিন্ন দিকে যাইবার
জগ্না (অর্থাৎ অপর নাড়ীদ্বারা অগ্নি দিকে যাওয়া যায়, কিন্তু
তাহাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না) ।

মন্তব্য

৮।৬২। ‘রশ্মি’ শব্দ পুংলিঙ্গ ও জ্ঞীলিঙ্গ উভয়ই।

(২) দুটি গ্রাম যদি একটি পথদ্বারা সংযুক্ত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে যে “পথটি ঐ গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া এই গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছে”, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে “পথটি এই গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে।” এই প্রকার ইহাও বলা যায় যে “রশ্মিসমূহ সূর্য্য হইতে বিস্তৃত হইয়া নাড়ীসমূহে আসিয়াছে”, কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে “নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যে গিয়াছে।”

(৩) সচরাচর ‘পরলোকে যাইবার পথ’ বা ‘মৃত্যু’ অর্থে ‘মহাপথ’ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রাচীনকালে ‘বিস্তীর্ণ পথ’ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত।

৮।৬।৩। সমস্তঃ—সম্+অস্+ক্ত। অস্ ধাতুর অর্থ একত্র করা বা সংগ্রহ করা। ভাগ্য অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহ নানা বিষয়ে ধাবিত হয়; সুস্থিত্র সময় তাহারা বিষয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া একীভূত হয়। এখানে এই অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। (২) অক্ষরপভাব বৃহদারণ্যক উঃ ২।১।১২, ৪.৩।১২। পাঠান্তর ‘সম্প্রসন্নঃ’ স্থলে “সম্পন্ন”। ৮।৬।৫। পাঠান্তর—“উর্দ্ধমাক্রমতে” স্থলে “উর্দ্ধ আক্রমতে (= উর্দ্ধে আক্রমতে)”।

(২) ‘সঃ হ ওম্ ইতি বা উৎ বা নীয়াতে’—শঙ্কর বলেন ‘বা হ’=এব=নিশ্চয়ই; আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় ‘বা’ শব্দের অর্থও ‘নিশ্চয়ই’। সমগ্র অংশের অর্থ এই—সে ওম্ এই (অক্ষরের ধ্যান করিলেই) মরিয়া নিশ্চয়ই উর্দ্ধদিকে যায়।

(৩) শঙ্কর বলেন—যাহারা অবিদ্বান্, তাহারা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা গমন করিয়া কৰ্ম্মলব্ধ লোক লাভ করে। আর যাহারা বিদ্বান্ তাহারা ওকারের ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

(৪) ‘সঃ যাবৎ ক্রিপ্যৎ মনঃ’ ইত্যাদি। মোক্ষমূলার এই

অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—‘while his mind is failing, he is going to the Sun’ অর্থাৎ তাহার মন যত ক্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে, তত ক্ষণ সে সূর্যালোকে যাইতে থাকে। শব্বরের অর্থ—এক বিষয় হইতে অগ্ৰ বিষয়ে যাইতে মনের যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ে আত্মা সূর্যালোকে গমন করে অর্থাৎ আত্মা কিন্তু সূর্যালোকে গমন করে।

৮৬। বিষঙ্‌ক্তাঃ = বিষঙ্ + অক্তাঃ (পা: ৮।৩।৩২)। বিষ্ + অঙ্ + বিচ্ (পা: ৩২।৭৫) বিষঙ্ ইহার দ্বিতীয়ার একবচনে বিষঙ্ ; ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত ; ভবন্তি ক্রিয়ার বিশেষণ।

শব্বরের মতে ইহা ‘অক্তাঃ’ পদের বিশেষণ। ‘অক্তাঃ’ জ্ঞানিক হুতরাং বিষ্ণুঃ অক্তাঃ সমাস করিতে হয়। কিন্তু এরূপ করিলে ‘বিষঙ্‌ক্তাঃ’ পদ হয় না। মোক্ষমূলার বলেন—‘বিষঙ্‌ক্তাঃ’ পাঠ গ্রহণ না করিয়া ‘বিষ্যক্’ পাঠ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

অষ্টমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (১)

১। য আত্মাপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোহঘেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ সোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যন্তুমান্বানমণুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ।

১। যঃ (যে) আত্মা অপহতপাপা, বিজরঃ, বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ, সঃ অঘেষ্টব্যঃ (তাহাকে

১। প্রজাপতি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—‘যে আত্মা পাপরহিত, ক্রুররহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত,

২। তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অহুবুধিরে তে হোচুর্হন্ত তমা-
 আনমস্বিচ্ছামো যমাআনমস্বিয্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ
 কামানিতীন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোহসুরাণাং
 তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপানী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ ।

অশ্বেষণ করিতে হইবে) ; সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (বিশেষরূপে জানিবার
 ইচ্ছা করিতে হইবে) ; সঃ সর্ব্বান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে)
 আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সর্ব্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কামনাকে)
 যঃ (যে) তম্ আআনম্ (আত্মাকে) অহুবিদ্যা (বিচার করিয়া)
 বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে), ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ
 (বলিয়াছিলেন; ৮।১।৫ ব্রঃ) ।

২। তৎ (সেই উপদেশ, ২।১) হ উভয়ে (উভয়, বহুবচন)
 দেবাসুরাঃ (দেবতা ও অসুরগণ) অহুবুধিরে (= অহু + বুধ, নিট
 = লোকপরম্পরায় জানিতে পারিয়াছিল; অহু = লোকপরম্পরায়
 কর্ণগোচর হইয়াছিল এই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্ত—শব্দর) । তে
 (তাহারা) হ উচুঃ (বলিয়াছিল)—‘হন্ত ! তম্ আআনম্ (সেই
 যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকেই অশ্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই
 বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অহুসন্ধান করিয়া
 অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কামনা লাভ করেন’ ।

২। দেব ও অসুরগণ উভয়েই লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা
 শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন “যে আত্মাকে অহুসন্ধান করিলে
 সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম্যবস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে
 অহুসন্ধান করিব।” (এই উদ্দেশ্যে) দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং
 অসুরগণের মধ্যে বিরোচন (প্রজাপতির) অভিমুখে গমন করিলেন।
 তাঁহারা পরস্পরকে না জানাইয়া সমিৎপানি হইয়া প্রজাপতির সমীপে
 উপস্থিত হইলেন।

৩। তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যমুষতুস্তৌ হ প্রজা-
পতিরূবাচ কিমিচ্ছস্তাববাস্তুমিতি তৌ হোচতুর্থা আত্মাপহতপাপ্মা
বিজ্ঞরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহ বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-
সংকল্পঃ সোহব্ধেষ্ঠব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ববাংশ্চ লোকানা-
প্নোতি সর্ববাংশ্চ কামান্ যন্তুমাশ্রামমনুবিদ্য বিজ্ঞানাতীতি
ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছস্তাববাস্তুমিতি ।

আত্মাকে) অহু+ইচ্ছামঃ (অন্বেষণ করি), যম্ আত্মানম্ (যে
আত্মাকে) অশ্বিষ্য (অন্বেষণ করিয়া) সর্বান্ চ লোকান্ (সমুদয়
লোককে) আপ্নোতি (লাভ করে) সর্বান্ চ কামান্ (সমুদয়
কামনাকে) ইতি ।

ইন্দ্রঃ হ এব দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে) অভি প্রবত্রাজ (অভি+
প্র+ব্রজ্ লিট—গমন করিলেন) । বিরোচনঃ অস্থরাণাম্ (অস্থরগণের
মধ্যে) । তৌ (তাহারা দুই জন) হ অসংবিদানৌ (অ+সম্+বিদ্ ;
ধানচ, আত্মনে, পাঃ ১১২।১৩ বার্তিক ; = পরস্পরকে না জানাইয়া) এব
সমিৎপাণী (১১২, সমিধ যাহাদিগের পাণিতে ; সমিধ হস্তে লইয়া)
প্রজাপতিসকাশম্ (প্রজাপতির নিকটে) আভ্রগ্নতুঃ (গমন
করিয়াছিলেন) । পাঠান্তর—‘ইন্দ্রো হৈব’ স্থলে ‘ইন্দ্রো হইব’ ।

৩। তৌ (তাহারা দুইজন) হ দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি (৩২ বৎসর)
ব্রহ্মচর্যম্ উষতুঃ (ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল ; উষতুঃ=
বস, লিট ৩২) । তৌ (২১২) হ প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিলেন)—
‘কিম্ (কি) ইচ্ছন্তৌ (ইচ্ছা করিয়া, ইচ্ শত্ ১মা ১২)
অবাস্তুম্ (বৈদিক প্রাণোগ=অবাস্তম্, বস লুঙ, ২১২ ; দুইজনে
বাস করিয়াছ) ইতি । তৌ (১১২) হ উচতুঃ (বলিল) :—

৩। তাহারা দুইজন ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া বাস
করিলেন । তদনন্তর প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“কি ইচ্ছা করিয়া তোমরা দুইজন বাস করিলে ?” তাহারা বলিলেন,

৪। তৌ হ প্রজাপতিরূবাচ য এবোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত
এব আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি । অথ যোহয়ং
ভগবোহস্মু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এব ইত্যেব উ
এবৈষু সর্বেষ্বস্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ ।

‘যঃ আত্মা অপহতপাপুা, বিজ্ঞরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ
অপিপাসঃ, সত্যাকামঃ সত্যসঙ্করঃ (৮।১।৫ দ্রঃ), সঃ অশ্বেষ্টব্যঃ, সঃ
বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ । সঃ সর্বান চ লোকান্ আপ্নোতি, সর্বান চ
কামান্—যঃ তন্ আত্মানম্ অহুবিষ্ঠ বিজানাতি’ ইতি (৮।৭।১ দ্রঃ)—
ভগবতঃ বচঃ (ভগবানের বাক্যকে ; বচস্, ২।১) বেদম্বস্তে (জ্ঞাপন
করেন ইহার কর্তা ‘জ্ঞানিগণ’ উহ) । তন্ (সেই আত্মাকে) ইচ্ছন্তৌ
(ইচ্ছা করিয়া) অবাস্তম্ বৈদিক প্রয়োগ=অবাংম্, বস্ লুঙ ;—বাস
করিয়াছি) । ইতি । পাঠান্তর—(১) ‘অহুবিষ্ঠ’ স্থলে ‘অহুবিষা’
(২) ‘বিজানাতীতি ভগবতো’ স্থলে ‘বিজানাতি হ ভগবতো’ ।

৪। তৌ (সেই দুই জনকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ :—যঃ এষঃ
(এই যে) অক্ষিণি (বৈদিক প্রয়োগ=অক্ষি বা অক্ষণি, কিন্তু বৈদিক
ভাষাতে সপ্তমীর একবচনে সচরাচর ‘অক্ষণ’ ব্যবহৃত হয় ; চক্ষুতে)
পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), এষঃ (ইনি) আত্মা ইতি হ উবাচ
(বলিলেন) ; এতৎ (ইনি) অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম । ইতি ।

ভগবানের বাক্য বলিয়াই ইহা বিদিত যে—“যে আত্মা পাপরহিত,
জ্বররহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অগ্নেনেছারহিত, পিপাসারহিত,
যিনি সত্যাকাম ও সত্যসঙ্কর—তঁাহাকেই অশ্বেষণ করিতে হইলে,
তঁাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে । যিনি এই আত্মাকে অমুসন্ধান
করিয়া জানেন, তিনি সর্বলোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন ।”
সেই আত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা দুইজনে বাস
করিয়াছি ।

৪। প্রজাপতি সেই দুই জনকে বলিলেন—“চক্ষুতে এই যে পুরুষ

অথ যঃ অয়ম্ (এই যে ‘পুরুষ’) ভগবঃ! (প্রাচীন প্রয়োগ—ভগবন্) অপস্থ (জলে) পরিখ্যায়তে (পরি+খ্যা, কৰ্ম্মবাচ্যে; অজ্ঞভূত হয়, দৃষ্ট হয়), যঃ চ অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে), কতমঃ (কে) এষঃ (এই)? ইতি। এষঃ (এই আত্মা) উ এব এষু সর্কেষু অন্তেষু (এই সমুদয়ের অভ্যন্তরে (পরিখ্যায়তে) ইতি হ উবাচ।

দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। তিনি আরও বলিলেন—‘ইনিই অমৃত অভয়, এবং ইনিই ব্রহ্ম।’ তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভগবন্! এই যে পুরুষ জলে দৃষ্ট হয়, আর এই যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইহা কে?’ প্রজ্ঞাপতি বলিলেন—‘এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হন।’

২

মন্তব্য

৮.৭।১। শব্দের ভাষ্যে ‘অনুবিদ্যা’ স্থলে ‘অন্বিয়া’ আছে। ইংরেজীতে মনে হয় তিনি যে হস্তলিপি পাইয়াছিলেন, তাহাতে মূলে ‘অন্বিয়া’ই ছিল। আর অন্বিয়া (= অনুসন্ধান করিয়া) হইলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়। প্রথমে বলা হইল ‘সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে (অন্বেষ্টব্যঃ), সেই আত্মাকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে (বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ)’। তাহার পর যদি বলা হয় “যিনি অন্বেষণ করিয়া (অন্বিয়া) তাঁহাকে জানেন ইত্যাদি”—তাহা হইলে অর্থ অতি সুন্দর হয়।

অনুবিদ্যা = অনু + বিদ্ + ল্যপ্। বিদ্ ধাতুর অর্থ লাভ করা বিচার করা এবং জানা। যদি ‘জানা’ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ‘অনুবিদ্যা জানাতি’ অংশের অর্থ হয় ‘জানিয়া জানেন’ এ প্রকার অর্থ তেমন সঙ্গত হয় না। তবে এই উপনিষদেই অনুরূপ দ্বিক্রিয়ার অনেক আছে, যেমন ‘উক্তা উবাচ’ (১।২।৩; ৩।১।৩; ৫।১।৩)।

৮।৭।৪। ‘এষঃ আত্মা’ ইতি হ উবাচ—এস্থলে কাহারও মতে ‘উবাচ’—আমি বলিয়াছিলাম।

প্রজাপতি বাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এইঃ—চক্ষুর মধ্যে যিনি ত্রুটাক্রমে থাকিয়া দর্শন করেন, তিনিই আত্মা; যোগিগণ চক্ষু মূদ্রিত করিয়াও এই ত্রুটাক্রমী আত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন বুঝিয়াছিলেন যে চক্ষুর মধ্যে যে প্রতিবিম্বিত মূর্তি দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা (শকর)।

অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (২) – আত্মরূপ উপনিষৎ

১। উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তগ্নে প্রকৃতমিতি। তৌ হোদশরাবেহবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরূবাচ কিং পশ্যথ ইতি। তৌ হোচতুঃ সর্বমেবেদমাৰ্য্য ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিক্রপমিতি।

১। উদশরাবে (উদকপূর্ণ শরাবে; শরাব=পাত্র) আত্মানম্ (আপনাকে) অবেষ্য (দেখিয়া) যৎ (যাহা, ২।১) আত্মনঃ (আত্মার) ন বিজানীথঃ (না জানিতে পার; ২।২) তৎ (তাহা, ২।১) মে (আমাকে) প্রকৃতম্ (বল) ইতি। তৌ (তাহারা দুই জন) হ উদশরাবে অবেষ্যম্+চক্রাতে (দর্শন করিয়াছিল; অব+ক্রচ্ হইলে অবেষ্য = দর্শন)। তৌ (২।২) হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ (কি) পশ্যথঃ (দেখিলে) ? ইতি। তৌ (তাহারা দুইজন) হ উচতুঃ (বলিল) 'সর্বম্ এই ইদম্ (এই সমুদয়ই, ২।১) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ (প্রাচীন প্রয়োগ—ভগবন্!) আত্মানম্ (আপনাকে) পশ্যাবঃ (দেখিলাম) আলোমভ্যঃ (লোম পর্য্যন্ত) আনখেভ্যঃ (নখ পর্য্যন্ত) প্রতিক্রপম্ (প্রতিমূর্তিকে) ইতি।

১। প্রজাপতি বলিলেন—'জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে (দেখ), দেখিয়া আত্মার বিষয় বাহা বুঝিবে না, তাহা আমাকে বলিও।' তাহারা জলপূর্ণ পাত্রে আপনাদিগকে দেখিলেন। (অনন্তর) প্রজাপতি তাহাদিগকে

২। তৌ হ প্রজাপতিরূবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ স্ববসনৌ পরি-
কৃতৌ ভূহোদশরাবেহবেক্ষ্যামিতি। তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতে
স্ববসনৌ পরিকৃতৌ ভূহোদশরাবেহবেক্ষ্যামচক্রাতে। তৌ হ
প্রজাপতিরূবাচ কিং পশ্যথ ইতি।

৩। তৌ হোচতুর্য্যথেবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ স্ববসনৌ
পরিকৃতৌ স্ব এবমেবেমৌ ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ স্ববসনৌ পরি-
কৃতাবিত্যেব আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তৌ
হ শান্তহৃদয়ো প্রবব্রজতুঃ।

২। তৌ (তাহাদিগকে) হ প্রজাপতিঃ উবাচ— সাধু+
অলঙ্কৃতৌ (সুন্দর বেশে অলঙ্কৃত) স্ববসনৌ (স্ববসন পরিহিত)
পরিকৃতৌ (পরিকৃত) ভূহা (হইয়া) উদশরাবে (উদকপূর্ণ পাত্রে) অবেক্ষ্যাম্
(অব+ঈক্ষ, লোট্ ; দেখ) ইতি। তৌ হ সাধু+অলঙ্কৃতৌ স্ববসনৌ
পরিকৃতৌ ভূহা উদশরাবে অবেক্ষ্যাম্+চক্রাতে (১মঃ)। তৌ হ
প্রজাপতিঃ উবাচ—‘কিম্ পশ্যথঃ?’ ইতি (১মঃ)।

৩। তৌ (তাহারা দুই জন) হ উচতুঃ (বলিল)—যথা এব

জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি দেখিলে?’ তাহারা বলিলেন “হে ভগবন্!
আমরা সমগ্র আত্মা—লোম ও নখ পর্য্যন্ত (ইহার) প্রতিকূপ দর্শন
করিলাম।”

২। প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—“সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত
হইয়া, স্ববসন পরিধান করিয়া, পরিকৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে
দর্শন কর। তাহারা সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্ববসন পরিধান
করিয়া এবং পরিকৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দর্শন করিলেন। প্রজাপতি
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কি দেখিলে?’

৩। তাহারা বলিলেন—‘হে ভগবন্! এই আমরা যেমন সুন্দর

৪। তৌ হাবীক্ষ্য প্রজাপতিরূবাচানুপলভ্যাত্মানমনুবিদ্যা
ব্রজতো যতঃ এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বাসুরা বা তে
পরাত্তবিষ্যন্তীতি স হ শাস্ত্রহৃদয় এব বিরোচনোহিসুরান্ জগাম
তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মবেহ মহায়া আত্মা পরিচর্য্য
আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরয়ন্তৌ লোকাববাগ্নৌতীমং
চামুং চেতি ।

(যেমন) ইদম্ (এই প্রকার) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ
(প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্) সাধু + অলঙ্কৃতৌ স্ববসনৌ, পরিকৃতৌ
(২ মঃ) স্বঃ (অস্ লট্ ১১২ ; হই), এবম্ এব (এই প্রকারই) ইমৌ
(জলে দৃষ্ট এই দুই জন) ভগবঃ ! সাধুলঙ্কৃতৌ, স্ববসনৌ পরিকৃতৌ
ইতি । এবঃ (এই) আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ (ইহা) অমৃতম্,
অভয়ম্ ; এতৎ ব্রহ্ম ইতি । তৌ (তাহারা দুইজন) হ শাস্ত্রহৃদয়ো
(১১২), শাস্ত্রহৃদয় হইয়া প্রবব্রজতুঃ (প্রতিগমন করিল) ।

৪। তৌ (তাহাদিগকে) হ অহু + ঙৈক্ষ্য (নিরীক্ষণ করিয়া)
প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিলেন)—অহুপলভ্য (লাভ না করিয়া, অহু-
ভব না করিয়া), আত্মানম্ (আত্মাকে) অননুবিদ্যা (না জানিয়া, প্রাপ্ত

অলঙ্কারে ও স্ববসনে বিভূষিত এবং পরিকৃত, হে ভগবন্ ! তেমনি জলের
মধ্যে এই দুই জন সুন্দর অলঙ্কারে ও স্ববসনে বিভূষিত এবং পরি-
কৃত । প্রজাপতি বলিলেন—‘ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত ও অভয়
এবং ইনিই ব্রহ্ম ।’ অনন্তর দুইজন শাস্ত্রহৃদয় হইয়া প্রতিগমন করিলেন ।

৪। তাহাদিগকে (চলিয়া যাইতে) দেখিয়া প্রজাগতি মনে মনে
বলিলেন—‘(ইহারা) আত্মাকে উপলক্ষি না করিয়াই, আত্মাকে অবগত
না হইয়াই চলিয়া গেল । ইহাদিগের মধ্যে যে ইহাকেই উপনিষৎ
(অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান) বলিয়া গ্রহণ করিবে—দেবতাই হউক বা
অনুরই হউক—সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ।’

৫। তস্মাদপ্যদোহাদদানমশ্রদ্ধানমযজমানমাহুরাসুরো
বতেত্যসুরাণাং হোষোপনিষৎ প্রোতস্ত শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনা-
লকারেণেতি সংস্কুর্বস্তোভেন হুমুং লোকং জেয্যন্তো মণ্ডন্তে ।
না হইয়া) ব্রতঃ (৩.২, গমন করিল) । যতরে (এই দুইএর মধ্যে
যে—দেবগণ বা অসুরগণ ; যতর শব্দ, বহুবচন) এতৎ+উপনিষদঃ
(বহুব্রীহি সমাস ; এই প্রকার হইয়াছে উপনিষৎ অর্থাৎ বিদ্যা যাহা-
দিগের) ভবিষ্যন্তি (হইবে), দেবাঃ বা অসুরাঃ বা (দেবগণ বা
অসুরগণ), তে (তাহারা) পরাত্তবিষ্যন্তি (বিনষ্ট হইবে, পরাভূত
হইবে) ইতি ।

সঃ (সেই) চ শাস্ত্রহৃদয়ঃ এব বিরোচনঃ অসুরান্ (২.২,
অসুরগণের নিকট) জগাম (গমন করিল) । তেভাঃ (তাহাদিগকে)
হ এতাস্ম উপনিষদম্ (এই উপনিষৎকে, এই তত্ত্বকে) প্র+উবাচ
(বলিল—আত্মা এব (এই দেহই) ইহ (এই পৃথিবীতে) মহযাঃ
(পূজনীয় ; ‘মহয়া’ শব্দ মহ্ ধাতু হইতে), আত্মাপরিচর্যাঃ (সেবা) ।
আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ (মহ্ ধাতু ; মহীয়ান্ করিলে) আত্মানম্
পরিচরন্ (পরিচর্যা করিলে) উভৌ লোকৌ (উভয় লোককে) অব+
আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) ইমম্ চ (এই লোককে অমম্ চ (এই
লোককে) ইতি ।

৫। তস্মাৎ (সেইজন্য) অপি অদ্যা (অদ্যাপি) ইহ (এই পৃথিবীতে)
অদদানম্ (ন+দা, শানচ্ পাঃ ১.৩২০—দানবিহীন লোককে) অশ্রদ্-
ধানম্ (শ্রদ্ধাবিহীন লোককে) অযজমানম্ (যজ্ঞবিহীন লোককে) ,

বিরোচন শাস্ত্রহৃদয়ে অসুরগণের নিকট গমন করিলেন এবং
তাহাদিগকে এই উপনিষৎ শিক্ষা দিলেন,—‘এই পৃথিবীতে দেহেরই
পূজা করিবেও দেহেরই পরিচর্যা করিবে । দেহকে মহীয়ান্ করিলে
এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক—এই উভয়
লোকই লাভ করা যায় ।’

৫। এইজন্য অদ্যাপি দানরহিত, শ্রদ্ধাবিহীন ও যজ্ঞরহিত

আহঃ (বলিয়া থাকে) 'আম্রঃ বত' ইতি (অম্রবতাবসম্পন্নঃ ; বত = অব্যয়) । অম্রাণাম্ (অম্রদিগের) হি বা (এই) উপনিষৎ—প্রোক্ত (মৃত ব্যক্তির) শরীরম্ ভিক্ষয়া (ভিক্ষা, ৩১ ; গন্ধমালা অন্নপানাদি দ্বারা—শরীর) বসনেন (বসন দ্বারা) অলকারেণ (অলকার দ্বারা) ইতি সন্তুর্কৃষ্ণি (ভূষিত করে) ; এতেন (এই উপায়ে) হি অমুম্ লোকম্ (ঐ লোককে) জেযন্তঃ (জি, স্তত্ ; জয় করিবে) ই মন্তুস্তে (মনে করে) ।

ব্যক্তিকে অম্র বলি হয় । ইহাই অম্রগণের উপনিষৎ । তাঁহারা গন্ধমালাদি, এবং বসন ও অলকার দ্বারা দেহকে সজ্জিত করে এবং মনে করে ইহা দ্বারা পরলোক জয় করিবে ।

মন্তব্য

৮।৮।৪। এস্থলে আত্মা = দেহ । ঋগ্বেদেও ইহা 'দেহ' অর্থে ব্যবহৃত হইত (১০।১৬।৩৫, ৬ ইত্যাদি) । এ বিষয়ে ১।২।১৪ মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

৮।৮।৫। 'ভিক্ষয়া' (১) Monier Williams বলেন 'ভোগ করিবার ইচ্ছা' অর্থে 'ভজ্' ধাতু হইতে 'ভিক্ষ' ধাতু হইয়াছে । এই মত গ্রহণ করিলে 'ভিক্ষা'র একটি অর্থ 'ভোগ্যবস্তু' হইতে পারে । তাহা হইলে ভিক্ষয়া = ভোগ্যবস্তুর দ্বারা । (২) মৃত দেহকে আশানে লইয়া বাইবার সময় অনেকে হয়ত ইহার অল্প গন্ধমালাদি প্রদান করিত ; ইহাকেও 'ভিক্ষা' বলা যাইতে পারে । পাঠান্তর—'তস্মাদপ্যনোহ' স্থলে 'তস্মাদদ্যাপীহ' (= তস্মাৎ অদ্যাপি ইহ । (২) 'এতেন অমুম্' স্থলে 'এতেনামুম্' ।

অষ্টমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—দেহাত্মবোধের ভ্রম

১। অথ হেহ্রোহপ্রাপ্যৈব দেবানেনতন্তয়ঃ দদর্শ যথৈব
খলয়মস্মিঞ্জরীরে সাধ্বলক্কতে সাধ্বলক্কতো ভবতি সূবসনে সূবসনঃ
পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নক্কেহক্কো ভবতি শ্রামে শ্রামঃ
পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোহশ্তৈব শরীরস্ত নাশমশ্বেষ নশ্চতি নাহমত্র
ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

১। অথ হ ইন্দ্রঃ অপ্রাপ্য এন (না পাইয়া, না যাইয়া) দেবান্
(২১৩, দেবতাদিগের নিকট) এতৎ ভয়ং (এই শঙ্কা, ২১১) দদর্শ
(দেখিল)—‘যথৈ এব (যেমন) খলু অয়ম্ (এই, ক্রমে প্রতিবিম্বিত
দেহ) অস্মিন্ শরীরে সাধু + অলক্কতে (এই শরীর সূন্দররূপ অলক্কত
হইলে) সাধু + অলক্কতঃ (সূন্দর অলক্কত) ভবতি (হয়) ; সূবসনে
(সূবসন পরিধান করিলে) সূবসনঃ (সূবসন-পরিহিত), পরিষ্কৃতে
পরিষ্কৃত হইলে) পরিষ্কৃতঃ, এবম্ এব (এই প্রকারই) অয়ম্ অস্মিন্
অক্কে (ইহা অক্ক হইলে) অক্কঃ ভবতি, শ্রামে (খঞ্জ হইলে, শ্রামঃ
(খঞ্জ), পরিবৃক্ণে (হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে ; পরি + বৃক্ণ্) পরিবৃক্ণঃ
অস্ত এব শরীরস্ত (এই শরীরের) নাশম্ অহু (নাশের পর) এষঃ
(এই প্রতিবিম্বিত দেহ) নশ্চতি বিনষ্ট হয়) । ন অহম্ (আমি)
অত্র (এই উপদেশে) ভোগ্যম্ (২১১, ফল) পশ্যামি (দেখিতেছি) ।

১। অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের নিকট যাইবার পূর্বেই এই শঙ্কা
দেখিলেন—‘এই দেহ সূন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে (সূবসনিত) দেহও
সূন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, (ইহা) সূবসনপরিহিত হইলে (উহাও)
সূবসনপরিহিত হয় ; ইহা পরিষ্কৃত হইলে (উহাও) পরিষ্কৃত হয়। এই
প্রকার (ইহা) অক্ক হইলে (উহাও) অক্ক হয়, ইহা খঞ্জ হইলে (উহাও)

২। স সমিৎপাণিঃ পুনরেষায়, তং হ প্রজাপতিরূবাচ
মঘবন্ যচ্ছাস্তৃহৃদয়ঃ প্রাত্ৰাজীঃ সার্কিং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্
পুনরাগম ইতি স হোবাচ যথৈব স্বয়ং ভগবোহস্মিঞ্জুরীরে সাধ্ব-
লকৃতে সাধ্বলকৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিকৃতে পরিকৃত
এবমেবায়মস্মিন্নক্কেহক্কো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্-
ণোহস্ট্রৈব শরীরস্ত নাশমেষ্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

২। সঃ (সে) সমিৎপাণিঃ (হস্তে সমিধ্ লইয়া) পুনঃ এয়ায়
(আ+ইয়ায়; ই লিট্, ফিরিয়া আসিল)। তন্ম (তাহাকে) হ প্রজা-
পতিঃ উবাচ—মঘবন্! যৎ (যে, যেহেতু) শাস্তৃহৃদয়ঃ (শাস্তৃহৃদয়
হইয়া) প্র+অত্রাজী (প্র+অত্র, লুঙ; গমন করিয়াছিলে) সার্কম্
বিরোচনেন (বিরোচনের সহিত), কিম্ ইচ্ছন্ (কি ইচ্ছা করিয়া)
পুনঃ আগমঃ (আ+গম্, লুঙ, আগমন করিলে) ইতি । সঃ হ উবাচ—
যথা এব খলু অহম্ ভগবঃ অস্মিন্ শরীরে সাধ্বলকৃতে সাধ্বলকৃতঃ ভবতি,
সুবসনে সুবসনঃ, পরিকৃতে পরিকৃতঃ—এবম্ এব অহম্ অস্মিন্ অক্কে
অক্কঃ ভবতি, স্রামে স্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ, অস্ত্র এব শরীরস্য নাশম্,
অহু এবঃ নশ্যতি, ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি ইতি (১মঃ ব্রঃ) ।

খঞ্জ হয়, ইহার হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে (উহারও) হস্তপদাদি ছিন্ন হয়,
ইহার বিনাশ হইলে উহারও বিনাশ হয়। এবিদ্যাতে আমি মঙ্গল
দেখিতেছি না।

২। ইচ্ছ সমিৎপাণি হইয়া পুনর্বার ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি
তাহাকে বলিলেন—‘মঘবন্! তুমি শাস্তৃহৃদয়ে বিরোচনের সহিত
প্রস্থান করিয়াছিলে,—‘কি ইচ্ছা করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে?’
ইচ্ছ বলিলেন—‘হে ভগবন্! এই শরীর আলকৃত হইলে (জলমধ্যবর্তী)
শরীরও আলকৃত হয়, ইহার পরিধানে সুবসন থাকিলে (উহারও)।

৩। এবমৈবেষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োহনু-
ব্যাখ্যাস্মামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি । স হাপরাণি
দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ।

৩। এবম্ এব (এই প্রকারই) এষ: (ইহা) মঘবন্! ইতি হ
উবাচ—এতম্ (ইহা, ২।১) তু এব তে (তোমাকে) ভূয়: অনু-
ব্যাখ্যাস্মামি (ব্যাখ্যা করিব) । বস (বাস কর) অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্
বর্ষাণি (আরও ৩২ বৎসর) ইতি । স: হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্
বর্ষাণি উবাস (বাস করিল) । তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বালিলেন)।—

পরিধানে স্তবসন হয়, ইহা পরিষ্কৃত থাকিলে উহাও পরিষ্কৃত হয় । এই
প্রকার (ইহা) অন্ধ হইলে (উহাও) অন্ধ হয়, (ইহা) খঞ্জ হইলে (উহাও)
খঞ্জ হয়, (ইহা) ছিন্নাবয়ব হইলে (উহাও) ছিন্নাবয়ব হয়; ইহার
শরীর বিনষ্ট হইলে (উহাও) বিনষ্ট হয় । এবিদ্যাতে আমি মঙ্গল
দেখিতেছি না ।’

৩। প্রজাপতি বলিলেন—‘হে মঘবন্! হাঁ, এই প্রকারই ।
তোমার নিকট ইহা পুনরায় ব্যাখ্যা করিব । তুমি পুনরায় ৩২ বৎসর
বাস কর ।’ ইন্দ্র আরও ৩২ বৎসর বাস করিলেন । তদনন্তর (প্রজাপতি)
তাঁহাকে বলিলেন :—

মন্তব্য

৮।৯।১। শব্দের মতে শ্রাম শব্দের দুইটি অর্থ—(১) কাপ অর্থাৎ যাহার
একটি মাত্র চক্ষু; (২) যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে রক্ত বহির্গত
হয় । ঋগ্বেদে ‘শ্রাম’ শব্দের ব্যবহার আছে (৮।৪।৫) :— ‘ইমে
(এই সমুদয়) মা (আমাকে) পীতা: (পীত সোমরসমূহ)
রথম্ (রথকে) ন (যেমন) গাভ: (গোচর্মসমূহ) সম্+অনাহ (দূত
করুন) পর্বন্ত (সন্ধিস্থলে) । তে (তাহারা) মা (আমাকে) রক্ষন্ত
(রক্ষা করুন) বিপ্রস: চরিত্রা: (পদস্থান হইতে, চরিত্র-চরণ, চর

ধাতু হইতে)। উত (এবং) মা স্রামাৎ (খঞ্জত্ব হইতে; কিংবা স্রামাৎ চরিত্রাৎ = খঞ্জপদ হইতে) যবয়ন্ত (বক্ষা করুন) ইন্দব (সোম-রসসমূহ)—অর্থাৎ চর্ম্ম যেমন রথকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে, তেমনি এই পীত সোমরস আমার সন্ধিসমূহ দৃঢ় করুন। এই সোম আমাকে পদস্থলন হইতে রক্ষা করুন এবং খঞ্জত্ব হইতে রক্ষা করুন। এই স্থলে ‘স্রাম’ অর্থ খঞ্জ কিংবা পঞ্জত্ব হইলেই অর্থ সূসঙ্গত হয়। অত্র এক স্থলে (১।:১৭।১৯) অগ্নিহবকে সন্মোদন করিয়া বলা হইয়াছে—“স্রামম্ সমূরিনীথঃ।” এস্থলে অনেকে ‘স্রাম’ অর্থ ‘ছিদ্রাবয়ব’ করিয়াছেন।

অষ্টমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—স্বপ্নাবস্থার শুভাশুভ

১। য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেব আশ্মেতি হোবাচৈতদ-
মৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। স হ শাস্ত্রহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ সহাপ্রাপৈপ্যব-
দেবানেতদ্ ভয়ং দদর্শ তদ্ যদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধঃ ভবত্যনন্ধঃ
স ভবতি যদি স্রাগমস্রামো নৈবৈবোহস্ত দোষণে দুষ্যতি।

১। যঃ এষঃ (এই যিনি) স্বপ্নে মহীয়মানঃ (পূজ্যমান হইয়া)
চরতি (বিচরণ করেন), এষঃ (ইনিই) আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ
অমৃতম্, অভয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম ইতি (৮।৮।৩ ব্রঃ)। সঃ হ শাস্ত্রহৃদয়ঃ
প্রবব্রাজ। সঃ হ অপ্রাপ্য এব দেবান্ এতৎ ভয়ম্ দদর্শ (১০।১।১ ব্রঃ)—
এতৎ যদি অপি ইদম্ শরীরম্ (১।১) অক্ষুণ্ণ ভবতি (হয়), অনন্ধঃ (অন্ধ

১। এই যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই

২। ন বধেনাস্ত হন্যতে নাস্ত্য শ্রাম্যেণ শ্রামো স্নস্তি ত্বৈবেনং
বিচ্ছাদয়ন্তীবাশ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং
পশ্যামীতি ।

নয় এমন, চক্ষুয়ান্) সঃ ভবতি । যদি শ্রামম্ (খঞ্জ) অশ্রামঃ (খঞ্জ
নয় এমন) । ন এব অস্য (এই শরীরের) দোষণেণ (দোষদ্বারা)
দূষ্যন্তি (দূষিত হয়) (চান্দ্র প্রঃ)

২। ন বধেন (বধ দ্বারা) অস্যা (এই শরীরের) হন্যতে (বিনাশ
প্রাপ্ত হয়), (ন অস্যা শ্রামেন) খঞ্জত্বদ্বারা, শ্রামঃ (খঞ্জ) । স্নস্তি (হনুঃ
বিনাশ করে) তু এব (—ইব=যেন) এনম্ (ইহাকে) বিচ্ছাদয়ন্তি
ইব (যেন পশ্চাৎ ধাবিত হয়—শঙ্কর) অশ্রিয়বেত্তা ইব (যেন অশ্রিয়
ঘটনার বেত্তা; বেত্তা=বেত্ত, ১।১-যে জানে বা অনুভব করে) ভবতি
(হয়) অপি রোদিতি ইব (যেন ক্রন্দন করিতেছে) । ন অত্র
ভোগ্যম্ (কল্যাণ) পশ্যামি (দেখিতেছি) ।

আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্ম । তদনন্তর ইন্দ্র শাস্ত্রজদ্বয়ে
চলিয়া গেলেন, কিন্তু দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই
এই শঙ্কা দেখিলেন—‘যদিও এই শরীর অক্ষ হইলে (স্বপ্নপুরুষ) অক্ষ
হয় না, এই শরীর খঞ্জ হইলে, (উহা) খঞ্জ হয় না, ইহার শরীরের
দোষে উহা দূষিত হয় না ।

২। দেহকে বিনাশ করিলে, ইহা বিনষ্ট হয় না, দেহ খঞ্জ হইলে,
উহা খঞ্জ হয় না—তথাপি (নিজ্জিতাবস্থায় মনে হয়, এই স্বপ্ন পুরুষকে)
যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, কেহ যেন ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে,
যেন এই স্বপ্নপুরুষ দুঃখ অনুভব করিতেছে, যেন রোদন করিতেছে ।’
এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না ।

৩। স সমিৎপাণিঃ পুনরৈয়ায় তং হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ
মঘবন্ যচ্ছাস্তুহৃদয়ঃ প্রাত্ৰাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স
হোবাচ তদ্ যদ্ যপীদং ভগবঃ শরীরমঙ্কং ভবত্যানঙ্কঃ স ভবতি
যদি শ্রামমশ্রামো নৈবৈষোহস্তু দোষণে দুষ্যতি ।

৪। ন বধেনাস্য হৃন্তে নাস্য শ্রাম্যেণ শ্রামো স্তুস্তি
হেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাশ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপিরোদিতীব, নাহ-
মত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈষ মঘবন্মিতি হোবাচৈতং হেব
তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্যামি বসাহপরানি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি ।
স হাহপরানি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ।

৩। সঃ সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায় । তন্ম হ প্রজ্ঞাপতিঃ উবাচ—
‘মঘবন্! যৎ শাস্তুহৃদয়ঃ প্রাত্ৰাজীঃ, কিম্ ইচ্ছন্, পুনঃ আগমঃ?’ ইতি
(৮।১০।২) । সঃ হ উবাচ—‘তৎ যদি অপি ইদম্ ভগবঃ শরীরম্
অঙ্কম্ ভবতি ; অনঙ্কঃ সঃ ভবতি ; যদি শ্রামম্, অশ্রামঃ ; ন এব অস্তু
দোষণে দুষ্যতি (১মঃ) ।

৪। ন বধেন অন্য হৃন্তে, ন অন্য শ্রাম্যেণ শ্রামঃ, স্তুস্তি তু এব এনম্,
বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, অশ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি, অপি রোদিতি ইব । ন অহম্
অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি’ ইতি (২মঃ) । ‘এবম্ এব এষঃ মঘবন্’ ইতি হ
উবাচ, ‘এতম্ তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি । বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্
বর্ষাণি’ ইতি । সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি উবাস । তস্মৈ হ উবাচ—

৩। ইদ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় আগমন করিলেন । প্রজ্ঞাপতি
তাঁহাকে বলিলেন—“মঘবন্! তুমি শাস্তুহৃদয়ে প্রতিগমন করিয়াছিলে ।
কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে?” ইদ্র বলিলেন—“হে ভগবন্! এই
শরীর অঙ্ক হইলে যদিও অপ্সারী অঙ্ক হয় না, শরীর খঞ্জ হইলে যদিও
ইহা খঞ্জ হয় না, শরীরের দোষে ইহা দুষিত হয় না ।

৪। “শরীরকে বিনাশ করিলে যদিও ইহা বিনষ্ট হয় না, শরীর খঞ্জ

হইলে যদিও ইহা খঞ্জ হয় না—তথাপি (অগ্নে দেবা যায়) ইহাকে যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, ইহার পশ্চাতে যেন কেহ ধাবিত হইতেছে, ইহা যেন দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং ইহা যেন ক্রন্দন করিতেছে। এই মতে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।” প্রজাপতি বলিলেন—“হে মঘবন্! ইহা এই প্রকারই। তোমার নিকট ইহা আবার ব্যাখ্যা করিব। তুমি পুনরায় ৩২ বৎসর বাস কর। ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর বাস করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন।

মন্তব্য

শব্দের মতে বিচ্ছাদয়ন্তি = বিদ্রাবয়ন্তি = পশ্চাৎ ধাবিত হয়। মোক্ষমূলার বলেন ‘এই শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘আবরণ উন্মুক্ত কর’, সূত্রায়ং এস্থলে এ অর্থ সঙ্গত হয় না।’ এই জন্য তিনি ‘বিচ্ছাদয়ন্তি’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৪.৩.২০) এরূপ স্থলে ‘বিচ্ছাদয়ন্তি’ প্রয়োগ আছে। পাণিনি ৩.১.২৮ অনুসারে বিচ্ছাদয়ন্তি উক্তর ‘আয়’ প্রত্যয় করিয়া বিভক্তি সংযোগ করিতে হয়। এই ধাতুর অর্থ ‘গতি’। সূত্রায়ং এস্থলে বিচ্ছাদয়ন্তি পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ অসঙ্গত হয় না।

বি+ছদ্, গিচ্ হইতে বিচ্ছাদয়ন্তি হইতে পারে। ‘ছদ্’ ধাতুর অর্থ ‘আচ্ছাদন করা’ বা ‘গোপন করা।’ বি+ছদ্ ধাতুর অর্থ ‘বিশেষ-রূপে আচ্ছাদন’ কিংবা ‘আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা’ উভয়ই হইতে পারে।



অষ্টমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—স্বপ্নপ্ত অবস্থার শুভাশুভ

১। তদ্ যত্রৈতৎ স্বপ্নঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেব
আশ্নেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেতি । স হ শান্ত-
হৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ব্যং দদর্শ নাহ খল্বয়-
মেবং সম্প্রত্যাগ্নানং জানাত্যরমহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি
বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

১। 'তৎ (+এতৎ—সেই এই ; ক্রীঃ বৈদিক প্রয়োগ) যত্র (যখন)
এতৎ (ক্রীঃ বৈদিক ; এই) স্বপ্নঃ, সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ, স্বপ্নম্ ন বিজানাতি
(চাভা৩ টী), এবং 'আত্মা' ইতি : উপাচ—'এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ
ব্রহ্ম' ইতি । সঃ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ । সঃ হ অপ্রাপ্যৈব দেবান্
এতৎ ভূম্ দদর্শ (চাভা৩)—'নাহ (না+হ=নিশ্চয়ই নয় ; কিংবা
ন+অহ ; ন=না। গহ=এব=নিশ্চয়ই) খলু অয়ম্ (ইহা) এবম্
(এই প্রকার) সম্প্রতি (এই সময়ে) আত্মানম্ (আপনাকে) জানাতি
(জানে)—'অয়ম্ (ইহা) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)' ভীত 'নো
(ন+উ=না) এব ইমানি ভূতানি (এই সমুদয় ভূতসমূহকেও) । বিনাশম্
এব (বিনাশকেই ; কিংবা যেন বিনাশকে, এব=ইব=যেন) অপীতঃ
(অপি+ই ; প্রাপ্ত) ভবতি । ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি (২য়ঃ) ।

১। প্রজাপতি বলিলেন—'এই যে প্রসপ্ত জীব (নিদ্রিতাবস্থায়)
শ্রদ্ধীভূত হয়, প্রসন্নতা লাভ করে ; এবং স্বপ্ন দেখে না—ইনিই আত্মা,
ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম ।' ইন্দ্র তখন শান্তহৃদয়ে প্রতি-
গমন করিলেন । কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই
শব্দা দেখিলেন—'এই সময়ে ইহা আত্মবিষয়ে এপ্রকার জানিতে পারে
না যে "ইহাই আমি" এবং ইহা এই ভূতসমূহকেও জানিতে পারে
না । (এই সময়ে ইহা) বিনাশপ্রাপ্তই হয়' (অথবা ইহা যেন বিনাশ-
প্রাপ্ত হয়) । এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না ।

২। স সমিতংপাণিঃ পুনরায় তং হ প্রজাপতিরূবাচ মঘ-
বন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি । স
হোবাচ নাহ খব্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাশ্বানং জানাত্যয়মহম-
শ্বীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র
ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

৩। এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং হেব তে ভূয়োহনু-
বাখ্যাস্তামি নো এবাশ্বত্রৈতশ্বাদ্বসাহপরাণি পঞ্চবর্ষাণীতি । স
হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস তাত্ত্বেকশতং সম্পেত্বরেতত্তদ যদাহু-
রৈকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতো ব্রহ্মচর্য্যমুবাস তস্মৈ
হোবাচ ।

২। সঃ সমিতংপাণিঃ পুনঃ এয়ায় । তন্ হ প্রজাপতি উবাচ—
'মঘবন্ ! যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ, কিম্ ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ ?' ইতি
(৮।২।২) । সঃ হ উবাচ—'নাহ খন্ অয়ম্ ভগবঃ এবম্ সম্প্রতি আশ্বা-
নম্ জানাতি—'অয়ম্ অহম্ অশ্বি' ইতি, 'নো এব ইমানি ভূতানি ।
বিনাশম্ এব অপীতঃ ভবতি । ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি' ইতি
(৮।১।১) । পাঠান্তর—'কিমিচ্ছন্' স্থলে 'কিমিবেচ্ছন্' এবং 'কিমিবেচ্ছন্' ।

৩। 'এবম্ এব এতৎ, মঘবন্ !' ইতি হ উবাচ 'এতম্ তু এব তে

২। (তখন) সমিতংপাণি হইয়া ইন্দ্র পুনরায় আগমন করিলেন ।
প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—“হে মঘবন্ ! তুমি শান্তহৃদয়ে চলিয়া
গিয়াছিলে, আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে ?” ইন্দ্র বলিলেন—
“হে ভগবন্ ! এই সময়ে ইহা নিজের বিষয়েই জানিতে পারে না যে
‘ইহাই আমি’ এবং ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না । এ সময়ে ইহা
বিনাশপ্রাপ্তই হয় (অথবা ধ্বন বিনাশপ্রাপ্ত হয়) । এ উপদেশে আমি
ভোগ্য দেখিতেছি না ।

৩। প্রজাপতি বলিলেন—“হে মঘবন্ ! ইহা এই প্রকারই । এ

ভূঃ অহুব্যাখ্যাস্তামি (৮।২।৩) । নো (=ন+উ=না) এব অস্ত্র (অস্ত্র) এতন্নাং (প্রকৃত আত্মা হইতে) । বস (বাস কর) অপরাণি পঞ্চবর্ষাণি (আর ৫ বৎসর) ইতি । সঃ হ অপরাণি পঞ্চবর্ষাণি উবাস (বাস করিয়াছিল) । তানি (সেই সমুদয়) একশতম্ (১০১ বৎসর) সম্প্ৰতঃ (সম্+পদ লিট; পূর্ণ হইয়াছিল) । এতৎ (ইহা) তৎ (সেই জন্ত) যৎ (যে) আত্মঃ (লোকে বলে) ‘একশতম্ হ বৈ বর্ষাণি (১০১ বৎসর) মঘবান্ (১।১) প্রজাপতৌ প্রজাপতির নিকট) ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস (ব্রহ্মচারিক্রমে বাস করিয়াছিল) । তস্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—

বিষয়ে তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব এবং প্রকৃত আত্মা হইতে (অস্ত্র কিছু ব্যাখ্যা করিব) না । তুমি আরও ৫ বৎসর বাস কর । ইন্দ্র আরও ৫ বৎসর বাস করিলেন । সমুদয়ে ১০১ বৎসর হইল । এই জন্তই লোকে বলিয়া থাকে “মঘবান্ প্রজাপতির নিকট ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিলেন।” (তখন) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—

অষ্টমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—অশরীরী আত্মা

ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা

১। মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদন্ত্যামৃতস্তা-
শরীরস্তান্নোহধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন
বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরন্ত্যশরীরং বাব সন্তং
ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।

১। মঘবন্ । মর্ত্যম্ বৈ ইদম্ (এই) শরীরম্ । আত্মম্ (আ+
মা+জ, পাঃ ৭।৪।৪৭—গৃহীত, গ্রস্ত) মৃত্যুনা (মৃত্যু কর্তৃক) । তৎ (সেই

১। “হে মঘবন্ ! এই শরীর মর্ত্য এবং মৃত্যুগ্রস্ত । (কিন্তু)

২। অশরীরো বায়ুরজঃ বিদ্যাৎ স্তনয়িত্বুরশরীরার্থ্যতানি
তদ্ব্যধৈতাশ্চমুখাদাকাশাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্তেন
রূপেণাভিনিম্পত্ত্বন্তে ।

শরীর) অস্ত্র অমৃতস্ত্র অশরীরস্ত্র আত্মনঃ (এই অশরীরী অমৃতবরূপ
আত্মার) অধিষ্ঠানম্ । আত্মঃ (গ্রস্ত) বৈ শরীরঃ (শরীরী অবস্থায়)
প্রিয়+অপ্রিয়াভ্যাম্ (প্রিয় ও অপ্রিয় কর্তৃক) । ন বৈ শরীরস্ত্র সতঃ
(শরীরী আত্মার; সতঃ=সৎ, ৬।১; সৎ=সত্তা, সৎবরূপ) প্রিয়+
অপ্রিয়য়োঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ের, ৬।২) অপহতিঃ (অপ+হন্; বিনাশ)
অস্তি (আছে) । অশরীরম্ বাব সন্তম্ (অশরীর আত্মাকে; সন্তম্=
সৎ, ২।১) ন প্রিয়+অপ্রিয়ে (প্রিয় ও অপ্রিয়) স্পৃশতঃ (স্পর্শ করে) ।

২। অশরীরুঃ (শরীরবিহীন) বায়ুঃ; অজম্ (মেঘ; মেঘের
প্রথমাবস্থা), বিদ্যাৎ, স্তনয়িত্বুঃ (মেঘগর্জন; স্তন=গর্জন করা)
অশরীরানি এতানি (এ সমুদয় অশরীর) । তৎ যথা (যেমন ৪।১৬।৩
মন্তব্য) এতানি (এ সমুদয় অমুখ্যৎ আকাশাৎ (ঐ আকাশ হইতে)
সমুখায় (উখিত হইয়া) পরম্ জ্যোতিঃ (পরম জ্যোতিকের) উপসম্পদ্যা
(প্রাপ্ত হইয়া) স্তেন রূপেণ (স্বীয়রূপে) অভিনিম্পদ্যন্তে (প্রকাশিত হয়) ।

ইহাই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান । শরীরী আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-
সংযোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না; (অর্থাৎ ইহা প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সহিত
সংযুক্ত হইয়া থাকে) অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে
পারে না ।

২। বায়ু অশরীর; অজ, বিদ্যাৎ, মেঘগর্জন—এ সমুদয়ও অশরীর ।
এই সমুদয় যেমন আকাশ হইতে উখিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া
স্বীয় স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয় (৮।১২।৩ দেখ) ।—

৩। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং
জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব সেন রূপেণাভিনিম্পত্ত্বতে স উত্তমঃ পুরুষঃ ।
স তত্র পৰ্য্যোতি জক্ষৎ ক্রৌড়ন্ রমমাণঃ জ্যোতিৰ্বা যানৈৰ্বা
জ্যোতিৰ্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য
আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিহুহরীরে প্রাণো যুক্তঃ ।

৩। এবম্ এব (তেমনি) এষঃ সম্প্রসাদঃ (প্রসন্নতা-প্রাপ্ত এই আত্মা)
অস্মাং শরীরং সমুখায় পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য সেন রূপেণ অভি-
নিম্পদ্যতে (৮.৩৪ টীকা)। সঃ (সেই আত্মা) উত্তমঃ পুরুষঃ (শ্রেষ্ঠ
পুরুষ)। সঃ তত্র (সেই অবস্থাতে) পৰ্য্যোতি (পরি+এতি, ই ধাতু;
= সর্বত্র বিচরণ করে) জক্ষৎ (পাঃ ৭।১।৭-ভোজন করিয়া, বা হাস্ত
করিয়া) ক্রৌড়ন্ (ক্রৌড়া করিয়া) রমমাণঃ (আনন্দ লাভ করিয়া)।
জ্যোতিঃ বা (জ্যোলোকের সহিত) যানৈঃ বা (যানের সহিত, যানে আরোহণ
করিয়া), জ্যোতিৰ্বা বা (জ্যোতিগণের সহিত) ন (না) উপজনম্ (শরীরকে;
উপ+জন্ ধাতু) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) ইদম্ শরীরম্ (এই শরীরকে)।

সঃ যথা (যেমন ৪।১৬৩ মন্তব্য ত্রঃ) প্রযোগ্যঃ (রথাদিতে যাহা-
দিগকে যুক্ত করা হয়; অশ্ব বা বলীবর্দ) আচরণে (রথে; যাহাতে
লোকে বিচরণ করিতে পারে) যুক্তঃ এবম্ এব (এই প্রকার) অয়ম্
(+প্রাণঃ; এই প্রাণ) অস্মিন্ শরীরে প্রাণঃ যুক্তঃ।

৩। সেই প্রকার এই প্রসাদগুণ প্রাপ্ত আত্মা এই শরীর হইতে
উৎখিত হইয়া পরম জ্যোতিসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। (তখন) ইহা
উত্তমপুরুষ। তখন—জ্যোলোকের সহিতই হউক, বা যানে আরোহণ
করিয়াই হউক, বা জ্যোতিবর্ণের সহিতই হউক—সে আহাৰ করিয়া
(বা হাস্য করিয়া), ক্রৌড়া করিয়া এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ
করিতে থাকে। যে দেহে তাহার উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন সে ভুলিয়া
যায়। যেমন অশ্ব (বলীবর্দ) রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি এই প্রাণও
এই দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

৪। অথ যত্রৈতদাকাশমহুবিশল্লং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো
দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিজ্ঞাণীতি স আত্মা গন্ধায় ভ্রাণ-
মথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাহ্তিব্যাহারায় বাগথ
যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্।

৪। অথ যত্র (যে স্থলে) এতৎ (+চক্ষুঃ—এই চক্ষু) আকাশম্
(চক্ষুর যে কৃষ্ণতার, সেই আকাশ, ২।১) অহুবিশল্লম্ (অহু+বি+সদ,
অহুপ্রবিষ্ট) চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়), সঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ (চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ
পুরুষ); দর্শনায় (দর্শন করিবার জন্ত) চক্ষুঃ। অথ যঃ (যিনি) বেদ
(জানেন)—‘ইদম্ (ইহাকে) জিজ্ঞাণি (ভ্রা; ভ্রাণ করিতে পারি)’
ইতি, সঃ আত্মা; গন্ধায় (গন্ধ গ্রহণ করিবার জন্ত) ভ্রাণম্ (ভ্রাণেন্দ্রিয়)।
অথ যঃ বেদ ‘ইদম্ অভিব্যাহরাণি অভি+বি+আ+হ, লোট্; কথ্য
কহিতে পারি)’ ইতি, সঃ আত্মা; অভিব্যাহারায় (বাক্য উচ্চারণ
করিবার জন্ত) বাক্ (বাগেন্দ্রিয়)। অথ যঃ বেদ ‘ইদম্ শৃণবানি
(শ্রবণ করিতে পারি)’ ইতি, সঃ আত্মা; শ্রবণায় (শ্রবণ করিবার জন্ত)
(শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়)। পাঠান্তর—‘শৃণবানি’ স্থলে ‘শৃণ্বানি’।

৪। তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) আকাশের
(অর্থাৎ কৃষ্ণ তারকার, যে স্থলে অহুপ্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চক্ষুর
অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ (বর্তমান); চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্ত (অর্থাৎ
পুরুষই দর্শন করেন, চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র)। (দেহের মধ্যে
থাকিয়া) যিনি বুঝিতেছেন যে ‘আমি ইহা আভ্রাণ করিতেছি’,
তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল ভ্রাণ করিবার জন্ত। যিনি বুঝিতেছেন
‘আমি বাব্ উচ্চারণ করিতে পারিতেছি’, তিনিই আত্মা; বাক্
কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্ত। যিনি বুঝিতেছেন—‘আমি
ইহা শ্রবণ করিতে পারিতেছি’, তিনিই আত্মা; শ্রোত্র কেবল শ্রবণ
করিবার জন্ত।

৫। অথ যো বেদেদং মহানীতি স আত্মা মনোহন্ত্র দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ত রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে।

৬। তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্ম্যাক্তেবাং সৰ্বে চ লোকাঃ আত্মাঃ সৰ্বে চ কামাঃ, স সৰ্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সৰ্ব্বাংশ্চ কামান্ যন্তমাত্মানমহুবিষ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতি-রুবাচ প্রজাপতিরুবাচ।

৫। অথ যঃ বেদ 'ইদম্ মহানি (মনন করিতে পারি)' ইতি, সঃ আত্মা; মনঃ অস্ত্র (ইহার) দৈবম্ চক্ষুঃ (দৈব চক্ষু)। সঃ বৈ এষঃ (সেই এই পুরুষ) এতেন দৈবেন চক্ষুষা—মনসা—(মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা) এতান্ কামান্ (এই সমুদয় কাম্যবস্তুকে) পশ্যন্ত (দেখিয়া) রমতে (আনন্দ লাভ করে)।

৬। 'যে এতে (এই যে সমুদয় 'দেবতা') ব্রহ্মলোকে, তন্ম বৈ এতম্ (+ আত্মানম্=সেই এই আত্মাকে) দেবাঃ (দেবগণ) আত্মানম্ (আত্মাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন)। তস্ম্যং (সেইজন্য) তেষাম্ (তাহাদিগের) সৰ্বে চ লোকাঃ (সমুদয় লোক) আত্মাঃ (আ + ত্বা + ত্ব, পা: ৭।৪।৪৭=প্রাপ্ত)' সৰ্বে চ কামাঃ (সমুদয় কামনা)। সঃ সৰ্ব্বান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) সৰ্ব্বান্ চ কামান্ (সমুদয় কাম্য বস্তুকে), যঃ (যিনি) তন্ম আত্মানম্ (সেই আত্মাকে) অহুবিষ্য (প্রাপ্ত হইয়া) বিজানাতী (জানেন)' ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ—প্রজাপতিঃ উবাচ (দ্বিকৃতি সমাপ্তিহৃচক)।

৫। আর যিনি এই বুঝিতেছেন যে 'আমিই ইহা মনন করিতেছি, তিনিই আত্মা; মন ইহার দৈব চক্ষু। তিনি মনোরূপ, দৈব চক্ষু দ্বারা সমুদয় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

৬। এই যে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ—ইহারা সেই আত্মাকে উপাসনা করেন। সেইজন্য তাঁহারা সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ

করেন। যিনি এই প্রকারে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন' প্রজ্ঞাপতি এই কথা বলিলেন।

মন্তব্য

৮.১২।৩ পাঠান্তর—‘উত্তমঃ পুরুষঃ’ স্থলে ‘উত্তমপুরুষঃ’। ‘জ্ঞকং’ স্থলে ‘জ্ঞক্’।

দেহে আত্মার জন্ম হয় বা উপজন্ম হয়, এইজন্ত দেহের নাম ‘উপজন্ম’। শব্দ ইহার দুইটি অর্থ দিয়াছেন; (ক) জীপুংসয়োঃ অস্ত্রোস্ত্রোপগমেন জায়তে ইতি উপজন্ম; (খ) আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়তে ইতি উপজন্ম অর্থাৎ আত্মভাবে—আত্মার সমীপস্থরূপে উপস্থিতি হয় এইজন্ত শরীরকে উপজন্ম বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এইঃ—বায়ু, অগ্নি, স্নিগ্ধ্যাং স্তনয়িত্ব প্রভৃতির হস্তপদাদি অবয়ব নাই, স্তবরাং ইহার অশরীর। এই অশরীর বায়ু প্রভৃতির স্তায় আত্মাও অশরীর। কিন্তু বায়ু অগ্নিাদি কখন কখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তখন যেন ইহার আকাশত্বই প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করা যায় না; লোকে মনে করে কেবল আকাশই রহিয়াছে। আত্মাও এই প্রকার যখন শরীরে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন ইহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করা যায় না, লোকে কেবল দেহই দেখে; ইহার অতিবিক্ত যে আত্মা নামক এক বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না।

শীতকালে বায়ুদি আকাশে বিলীন হইয়া থাকে। শীতের অবসানে ইহার আকাশ হইতে উদ্ধৃত হয় এবং সূর্যের কিরণ লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি লাভ করে। তখন ইহার বায়ু অগ্নি প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই ইহাদিগের স্বরূপ। ইহার যেরূপ আকাশ হইতে উদ্ধৃত হইয়া সূর্যের উত্তাপ লাভ করিয়া স্ব স্ব রূপ লাভ করে, আত্মাও তেমনি দেহ হইতে উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মাকেই সম্প্রদাদ বলা হইয়াছে এবং ইহাই আত্মার স্বরূপ।

৮।১২।৫। ঐষ ও ঐম মন্ত্রে বলা হইতেছে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কেবল যজ্ঞ যাজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সমূহ দর্শনশ্রবণাদি করে না, দর্শনশ্রবণাদি করেন আত্মা।

৮।১২।৬। কোন কোন সংস্করণে 'যে এতে ব্রহ্ম লোকে' এই অংশকে ঐম মন্ত্রের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ মন্ত্রের শেষ অংশের এই অর্থ হইবে :—

ব্রহ্মলোকে যে সমুদয় কামনা আছে (যে এতে ব্রহ্মলোকে), তিনি মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা সেই সমুদয় কামনা দর্শন করিয়া আনন্দিত হন।

(২) কেহ কেহ বর্ষ মন্ত্রের প্রথম অংশের এই প্রকার অর্থ করেন— এই যে দেবতাগণ, ইহার ব্রহ্মলোকে এই আত্মাকে উপাসনা করেন।

অষ্টমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

সপ্তম ও নিপুণ ব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক গমনের আয়োজন

১। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেহশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চল্ল ইব রাহোর্মুখাং প্রমুচ্য ধূত্বা শরীর-মকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি।

১। শ্যামাং (শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ একাকার ব্রহ্ম হইতে) শবলম্ (বিচিত্র 'ব্রহ্মকে' প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)। শবলাং (বিচিত্র ব্রহ্ম হইতে) শ্যামম্ (একাকার ব্রহ্মকে) প্রপদ্যে। অশ্বঃ ইব রোমাণি (অশ্ব যেমন লোমসমূহকে) বিধূয় (বি+ধূ+ল্যপ্=কম্পিত করিয়া, দূর করিয়া) পাপম্ (পাপকে), চল্লঃ ইব (চল্ল যেমন) রাহোঃ (রাহুর) মুখাং (মুখ হইতে) প্রমুচ্য (প্রমুক্ত হইয়া) ধূত্বা (ভাগ করিয়া; ধূ খাতু=দূর করা, কম্পিত করা ইত্যাদি)। শরীরম্, অকৃতম্ (+ব্রহ্মলোকম্=অবশ্য বা নিত্য ব্রহ্মলোকে) কৃতাত্মা (কৃতকৃত্য হইয়া) ব্রহ্মলোকম্ (ব্রহ্মলোকে) অভিসম্ভবামি (অভি+সম্+ভূ; প্রাপ্ত হই) ইতি—অভিসম্ভবামি ইতি (দিকৃতি সমাপ্তিসূচক)।

১। শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ভেদরহিত ব্রহ্ম) হইতে বিচিত্রবর্ণে

(অর্থাৎ বিচিত্রতাপূর্ণ ব্রহ্মে) গমন করি। আবার বিচিত্র হইতে শ্যামবর্ণে গমন করি। অথ যেমন লোম কল্পিত করে, তেমনি পাপকে (কল্পিত করিয়া) বিদূরিত করি। চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি শরীর হইতে মুক্তি লাভ করি। তদনন্তর কৃতাত্মা হইয়া অনুষ্ট (অর্থাৎ নিত্য) ব্রহ্মলোক লাভ করি (ব্রহ্মলোকই) লাভ করি।

মন্তব্য

শব্দের মতে শ্যাম = হৃদয়স্থ ব্রহ্ম। দূরবর্ণাহ বলিয়া ইহাকে শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। শবল = বহু কামনাবৃত্ত ব্রহ্মলোক।

অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

আকাশরূপ ব্রহ্ম—পুনর্জন্মে অনিচ্ছা

১। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা প্রজাপতেঃ সভাং বেঋ প্রপদ্যে যশোহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশো-হমন্নুপ্রাপৎসিসহাং যশসাং যশঃ শ্যেতমদংকমদংকং শ্বেতং লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্।

১। আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ (নাম ও রূপের) নির্বহিতা (নিঃ + বহ্ + তৃচ = নির্বহিতৃ, ১।১ = নির্বাহক, প্রকাশক)। তে যৎ অন্তরা (নাম ও রূপ বাহার অভ্যন্তরে কিংবা বাহ্য নামরূপের অভ্যন্তরে) তৎ (তাহা) ব্রহ্ম, তৎ অমৃতম্, সঃ আত্মা। প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) সভাম্ বেঋ (সভা-গৃহকে ; বেঋ = বেঋন্ ২।১) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)।

১। আকাশ নামরূপের প্রকাশক ; এই নাম ও রূপ বাহার অভ্যন্তরে (কিংবা যিনি এই নামরূপের অভ্যন্তরে), তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত,

যশঃ অহম্ (আমি) ভবামি (হই) ব্রাহ্মণানাম্ (ব্রাহ্মণগণের); যশঃ রাজ্যাম্ (রাজগণের), যশঃ বিশাম্ (বৈশ্যগণের; বিশ্ শব্দের মৌলিক অর্থ মনুষ্য)। যশঃ (যশকে) অহম্ অহুপ্রাপৎসি (অহু+প্র+অপৎসি = প্রাপ্ত হইয়াছি। অপৎসি = পদ লুঙ্ ১।১)। সঃ হ অহম্ (সেই আমি) যশগাম্ (যশসমূহের) যশঃ। শ্রুতম্ (রক্তাভ শ্বেতবর্ণ, ২।১)। অদৎকম্ (ন, দৎকম্ = দত্তরহিত, ২।১) অদৎকম্ (ভক্ষণশীল ২।১, 'অদ' হইতে) শ্রুতম্ লিন্দু (পিচ্ছিল, ক্লেদময়, ২।১) মা (না) অভিগাম্ (অভি+ই, লুঙ্; = যেন পাই; অভি+ই লুঙ্ ১।১ = অভি+অগাম্; মা যোগে 'অগাম্' এর 'অ' লোপ; 'ই' স্থানে 'গা' পাঃ ২।৪।৪৫)। লিন্দু মা অভিগাম্ (বিকৃতি সমাপ্তিসূচক)। পাঠান্তর—'শ্রুতম্' স্থলে 'শ্বেতম্'।

তিনিই আত্মা। আমি প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি। আমি ব্রাহ্মণ-গণের যশ, রাজগণের যশ, বৈশ্যগণের যশ আমি যশোলাভ করিয়াছি। সেই আমি যশসমূহের যশ, আমি যেন শ্যেত, দত্তবিহীন অথচ ভক্ষণ-শীল শ্যেত পিচ্ছিল গৃহে গমন না করি (অর্থাৎ আমাকে যেন পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়)।

মন্তব্য

অভিগাম্ = অভি+ই লুঙ্, 'ই' স্থলে 'গা' আদেশ। কেহ কেহ বলেন প্রাচীনকালে 'গা' নামক এক ধাতুরই ব্যবহার ছিল।

